শ্রীশ্রীপদামৃতসিন্ধু।

(প্রাচীন বৈষ্ণব-পদাবলী)

প্রথম খণ্ড।

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত।

কটক-রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুল এবং

হুগলি ট্রেণিং স্কুল প্রভৃতির ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

কর্ত্তৃক

১২নং, হরিতকী বাগান, শাস্ত্রপ্রকাশ-কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

১৩২৯ সাল।

৩০ নং হরীতকী-বাগান-লেনস্থ-
"পশুপতি প্রেসে"
শ্রীরাজকুমার দেবশর্ম্মণা মুদ্রিতা চ।

ভূমিকা।

আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের কথা, আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর-নিবাসী ৺চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভক্তি-জীবনের উদয়োন্মুখ প্রভাত হইতে অস্তোন্মুখ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রমে এই বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। তৎকালে এ জাতীয় কোন পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এই পদাবলী সংগ্রহে তাঁহাকে যে কি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ তাঁহার সংগৃহীত সমুদায় পদাবলী পাঠ করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বহুকাল যাবৎ প্রতিবৎসর রাস-পূর্ণিমায় আমাদের জন্মভূমি শান্তিপুরে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের যত্নে একটী মেলা হইয়া থাকে। সেই মেলায় বহুদূর ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু কীর্ত্তনীয়া দলে দলে সমবেত হইয়া মেলার অবস্থিতি পর্য্যন্ত নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে অনেক ভক্ত প্রেমিক পণ্ডিত সঙ্গীতরসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়া বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা যখন ভাবসহকারে খোল-করতালের সুরে আপনাদের কণ্ঠস্বর মিলাইয়া এই সকল ভক্ত বৈষ্ণব কবি-রচিত রসপূর্ণ পদাবলী গান করিতেন, বাস্তবিকই তখন সেই স্থানে ভাবের বন্যা বহিয়া যাইত। অনেক পাষণ্ড দলিত হইত। বিষয়ী সজ্জনই তখন মহাত্মা শঙ্করের "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ইত্যাদি শ্লোকার্থ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিত। মরি মরি! এখনও সেই বাল্যশ্রুত সুমধুর স্বরলহরী যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছে।

পিতৃদেব কলিকাতায় একটী সদাগরী অফিসে চাকরী করিতেন। তিনি তৎকালে অফিস হইতে ছুটি লইয়া স্বীয় জন্মভূমি শান্তিপুরে যাইতেন, এবং সেই সকল কীর্ত্তনীয়াসহ মিলিতেন। তাঁহাদিগকে বাটীতে আমন্ত্রণ করিতেন এবং এই সকল পদাবলী সংগ্রহের জন্য তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে অর্থও দিতেন। তাঁহারা যে কয়দিন শান্তিপুরে অবস্থান করিতেন, তিনি সেই কয়েক দিন

একরূপ আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। সেই কঠোর পরিশ্রমের বিষয় ভাবিলে এখনও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই। তাঁহার দীর্ঘ জীবন এই তপস্যায় নিরবচ্ছিন্ন ছিল। প্রভাতে—নিশীথে যখনই সেই [illegible]যোগী সংস্কার কর্ম্মে অবসর পাইতেন, তখনই তিনি অভীষ্ট বিগ্রহের ন্যায় ইহারই সাধনা করিতেন। পাঠক! এই সংগৃহীত পদাবলীতে দেখিতে পাইবেন, কত অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব কবির পদাবলী। মরি মরি! তাহা কত সুন্দর, ভাব-লালিত্যময়! এখনও ইহার অনেক পদাবলী অমুদ্রিতাবস্থায় রহিয়াছে। ভিক্ষা-জীবি বাবাজী বৈষ্ণবগণের মুখে ইহার দুই চারটা গানও এখনও শুনিতে পাই।

যাহাই হউক—পিতৃদেব তাঁহার জীবনের শেষাবস্থায় আমাদের কয়েক সহোদরকে ইহা মুদ্রিত করিতে বলিয়া যান। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কেহই এতাবৎ ইহা মুদ্রাঙ্কনে মনোযোগী হই নাই। এখন আমারও জীবনসূর্য্য অস্তোন্মুখ। অন্যান্য সহোদরগণ এ বিষয়ে উদাসীন। তাই আমার জীবনের শেষ ভাগে পিতার অন্তিম আজ্ঞাপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। তবে সম্পূর্ণ হওয়া না হওয়া সকলই বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের ইচ্ছা।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, আমার পরম সুহৃদ বৈষ্ণবাগ্র-গণ্য, হিন্দুস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম, এ, এবং সুবিখ্যাত নাট্যকার জয়দেবপ্রণেতা ভক্তকবি শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার প্রুফ সংশোধনের ভার গ্রহণ করিয়া এই গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি ও আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত আমি ক্লিষ্ট দেহে, প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চির ঋণী রহিলাম।

৫ নং নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। } শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচিপত্র।

অনন্তদাস কৃত।

অকিঞ্চন কৃত।

আত্মারাম গোঁসাই।

উদ্ধবদাস কৃত।

ঘনশ্যাম দাস কৃত।

ঘনরাম দাস কৃত।

চণ্ডীদাস কৃত।

চৈতন্য দাস কৃত।

জ্ঞানদাস কৃত।

জয়দেব কৃত।

জগবন্ধুদাস কৃত।

জয়কৃষ্ণ দাস কৃত।

জগন্নাথ দাস কৃত।

জগমোহন দাস কৃত।

জগদানন্দ কৃত।

দীনবন্ধু কৃত।

ধরণী কৃত।

নরোত্তম দাস কৃত।

নরহরি দাস কৃত।

নৃসিংহ কৃত।

নটবর কৃত।

নসিরাম কৃত।

নিত্যানন্দ দাস কৃত।

নরসিংহ দাস কৃত।

প্রতাপ নারায়ণ কৃত।

পূর্ণানন্দ দাস কৃত।

প্রেমদাস কৃত।

বসন্ত রায় কৃত।

বলরাম দাস কৃত।

বিপ্রদাস ঘোষ কৃত।

বীরবল্লভ কৃত।

বীরবাহু কৃত।

বাসুদেব ঘোষ কৃত।

বংশী বদন কৃত।

বৃন্দাবন দাস কৃত।

বিদ্যাপতি কৃত।

বাসুদেব দাস কৃত।

বিশ্বম্ভর দাস কৃত।

বটু দাস কৃত।

শিবরাম দাস কৃত।

লোচন দাস কৃত।

শ্যামানন্দ কৃত।

শ্রীনিবাস কৃত।

শশীশেখর কৃত।

শেখর দাস কৃত।

শ্যামচাঁদ দাস কৃত।

শালবেগ কৃত।

সুরদাস কৃত।

সিংহ ভূপতি কৃত।

হরিদাস কৃত।

হরেকৃষ্ণ দাস কৃত।

বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের অর্থ।

অঝর—নির্ঝর
অতনু—মদন
অন্তরে অন্তরে
অনুসঙ্গ—স্নেহ
অপত্র—অর্পণ করে
অব—এখন
অবাত—একণে
আঁকুর—অঙ্কুর
আগোরল—বেষ্টন করিল
আঁত—মন
আঁধারলু—অন্ধ করিলাম
আগারি—গৃহ
আগোনী—অজ্ঞান
আগি—অর্পণ করিয়া
আশল—আশা করিল
ইথে ইহাতে
উকটিয়া—অনুসন্ধান করিয়া
উঘারই—খুলিয়া রাখে
উজাগর—জাগরণ
উদগীম—উদ্‌গ্রীব
উধার—উদ্ধার
উনমাতই—উন্মত্ত করিয়া
উপাম—সদৃশ
উমত—উন্মত্ত
উর—বক্ষ
উরল—উদিত হইল
উয়ল—উদিত হইল
এক ঠামা—একটুও
এতহুঁ—এ সকল
এনা—এমন
ঐছন—ঐরূপ
ওজ—পদ্ম
ওত এ—ঐখানে
ওর – সীমা
ঔষদ—ঔষধ
ঔঘট ঘাটে—আঘাটায়
কএ—করিয়া
কওনে—কে
কটরি—বাটি
কদন—পীড়ন
কনয়া—স্বর্ণ
কন্ধ—স্কন্ধ
কয়ল—করিল
কহাবসি—বলিতে দাও
কাঁচে—বাঁধে
কির—জ্যোতি

কুটিলহি—কুঞ্চিত
কোঙর—কুমার
কোর—ক্রোড়
কৌল—আলিঙ্গন
খচিন—খচিত
খাঁকারি—নিন্দা
খোরি—খেলা
খোড়—খঞ্জ
গজহু গামিনী—গজগামিনী
গমার—গোঁয়ার
গাগরি—কলসী
গীম—গ্রীবা
গেণ্ডুয়া—ভাঁটা
গোহরি—মিনতি
ঘগরি—ঘাগরা
ঘীব—ঘৃত
চউহানী—সতর্ক
চক্রিম—শোভা
চেটো—অল্পবয়স্কা
ছয়লপন—রসিকপনা
ছাঙ—ছায়া
ছাপল—ঢাকিল
ছোড়বি—ছাড়িবি
জই—যদি
জকা—যেন
জপতঁহি—জপ করে
জাক—যাহার
জুদা—স্বতন্ত্র
জোহে—অনুসন্ধান করে
ঝট, ঝাট—শীঘ্র
ঝাটহি—কান্তারে
টার—হস্তাভরণ বিশেষ
টারল—যাপন করিল
ঠাট—সঙ্গী
ডাকর—বৃহৎ
ডারলি—সমর্পণ করিল
ঢরই—দোলায়
ঢরি—উচ্ছ্বলিত হইয়া
তঁহি—সে, তথায়
তইও—তথাপি
তহি—অতএব
তিতল—সিক্ত হইল
তিরি—স্ত্রীলোক
তোড়ই—ভুলিতে লাগিল
থোর—ক্ষণস্থায়ী
থোরে—আস্তে আস্তে
দঈ—দ্বারা
দহু—কি
দাপুনি—দর্পণ
ধনি—ধন্য
ধাধসে—ভ্রমে
ধাম—গিরি
ধুনায়সি—কম্পিত করিতেছে
নওল—নূতন
নামত—নক্ষত্র
নমুয়া—নবনীত

নবরঙ্গ—নারাঙ্গা লেবু
নোর—অশ্রু
পথান—পাষাণ
পরথাপলু—প্রতিষ্ঠা করিলাম
পহু—পুনঃ
পাওথু—পাইয়াছে
পাগুনি—পাপ
পিউ—প্রিয়
পেখনু—দেখিলাম
ফাউলি—পালি
ফুজি—খুলিয়া
বচনক—বাক্য
বজর—বজ্র
বঝায়—পাশবদ্ধ করিয়া
বড়ু—বটু
বধক—কামুক
বরখে—বর্ষণ করে
বন্ধুরি—বধূ
বোহ—ঐ, ও
ভই—হয়
ভণ—করে, বলে
ভয়া—হই
ভাওই—শোভা পায়
ভাঙক—ভ্রূর
ভৈ—হইয়া
মতিবামা—অবোধ
মন্দুয়া—মন্দ
মহটা—চাবি
মাউর—ময়ূর
মো—আমাকে
যছু—যাহার
যব—যখন
যাবক—আলতা
রুতিতি—বাজে
রভস—রহস্য
রস্তা—রাস্তা
রা—কথা
রাজ—রাগ, বিরাজ করে
রৈণী—রাত্রি
রোয়সি—কাঁদিতেছ
লাউলি—নমিত হইল
লহাতি—অনুমান হয়
লেহি—চিত্রিত করিয়া
লে—প্রেম
শপতি—শপথ
শমতি—শান্তি
শলি—শেল
শাকর তিনি
শূণ—শূন্য
শূর—সূর্য্য
শ্যাঙল—শ্যামল
সঁভারি—সংযত করিয়া
সঞে—সঙ্গে, হইতে, স্মরণ করা
সণি—তুল্য
সপন—সম্পূর্ণ
সম্ভেদ—মিলন
সাঙরি—স্মরণ করিয়া
সহি—তাহাকে
সাঙর—শ্যামল
সুমর—স্মরণ কর
সোই—সেও
সোর—সে
হঠসঞে—হঠাৎ
হামে—আমাকে
হিমধামা—চন্দ্র
হেরণ—দর্পণ
ক্ষেপহি—যাপন করে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু

প্রথম তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা।

গৌরচন্দ্র।

করুণারাগ।

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে। জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী। শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ। দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া তরাস॥
দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ অবতার। আপনি করিলা সব অসুর সংহার॥
শচীর উদরে এবে গোরা অবতার। কলিযুগের জীব গোরা করিতে নিস্তার॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা। গোরাপাদদ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা॥

পুনঃ পুনঃ কহি পিতা, পূর্ব্ব পুরাতন কথা, তপস্যা করিলে দুইজন। দ্বাদশ বৎসর তপ, ব্রত কৈলে অবিরত, পঞ্চত জ্বালিলে হুতাশন॥ অনাহারী কতদিন, তনু কৈলে অতি ক্ষীণ, তাহা দেখি নারিনু রহিতে। হ'য়ে আমি হৃষ্ট মতি, আইলাম শীঘ্র গতি, বিদিত হৈলেম বর দিতে॥ মোরে অতি হৃষ্ট মনে, বর চাইলে দুইজনে, তোমার সমান পুত্র চাই। শুনিয়া ভাবিলাম চিতে, মোর সম ত্রিজগতে, তব পুত্র কেহ দেখি নাই॥ আপনি আইলাম আমি, আর না ভাবিও তুমি, কংস ভয় না ভাবিহ মনে। এই যুক্তি কহি দঢ়, মোরে লৈয়ে শীঘ্র নড়, শিব ভণে নন্দের ভবনে॥

সর্ব্ব শুভোদয় হইল পরম শোভন। প্রসন্ন সকল দিক্ গ্রহতারাগণ॥ নন্দ

নদী সরোবর সকল নির্ম্মল। সরস হইল তরু প্রসন্ন অনল॥ জয় জয় যদুসিংহ করিল প্রকাশ। কোটী কোটী চন্দ্র জিনি প্রসন্ন আকাশ॥ মাসি ভাদ্রপাদ রাশি সিংহ সুলক্ষণ। অসিত অষ্টমী তিথি রোহিণী সলক্ষণ॥ দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি অতি ঘোরময়। গভীর নিনাদ অতি পয়োদ উদয়॥ স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে গন্ধর্ব্বেতে গায়। সিদ্ধগণ স্তব করে অপ্সরা নাচয়॥ সুরগণ আনন্দেতে কুসুম বরিষে। দ্বিজ মাধব কহে মনের হরিষে॥

গৌরচন্দ্র।

দেখ দেখ গোরা নটচাঁদ। কোটীকাম জনু, রূপছটা তনু, হেরিতে লাগয়ে ধন্দ॥ দেখ শচীর ভাগ্যের নাহি সীমা। কত তপ কৈল, বিধি আনি দিল, আরাধিয়ে হরউমা॥ মিশ্রের গৃহিণী, ভাগ্য হেন মানি, পুত্রেরে লইঞে কোরে। গদগদ হ'ঞে, মুখপানে চাঞে, তিতিল নয়ানলোরে॥ মিশ্রপুরন্দর, আনন্দ বিভোর, দেখিয়ে পুত্রের মুখ। পুত্রেরে দেখিঞে, আনন্দিত হ'ঞে, বিসরিল দুখ-শোক॥ ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে কত, মরজ্ পাখোয়াজ বীণা। শিঙ্গা কেরুয়াল, শঙ্খ করতাল, মৃদঙ্গ মুরজা বীণা॥ হরিদাস কহে, এমন তনয় আর কেহ কোথাউ না দেখি। ধন্য শচীতপ, ধন্য নবদ্বীপ, বিধাতা কেমন লেখি॥

কল্যাণী।

পূরব জনম-দিবস দেখিয়া আবেশে গৌর রায়। নিজগণ লঞে, হরষিত হ'ঞে,নন্দ মহোৎসব গায়॥ খোল করতাল, বাজায় রসাল, কীর্ত্তন জনম-লীলা। আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর গোপবেশ নিরমিলা॥ ঘৃত ঘোল দধি, গোরস হলদি, অবনীমাঝারে ঢালি। কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি, নাচে গোরা বনমালী॥ করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ-আবেশে নাচে। রামাই মহেশ, রামগৌরীদাস,নাচে তার পাছে পাছে॥ হেরিয়া যতেক, নীলাচল লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে। দেখিয়া বিভোর, আনন্দসাগর, এ জগমোহন দাসে॥

ভৈরবী।

পুত্রমুদারমহূত যশোদা। সমজনি বল্লভতিরতিমোদা॥ কাপ্যুপ-

নয়তি বিবিধমুপহারং। নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুধারং॥ কোঽপি মধুর-মুপগায়তি গীতং। বিকিরতি কোঽপি সদধি নবনীতং॥ কোঽপি তনোতি মনোরথপূর্ত্তিং। পশ্যতি কোঽপি সনাতন-মূর্ত্তিং॥

অস্যার্থ।

যশোদা প্রসবে পুত্র উদার চরিত। হইল সকল গোপ অতি আমোদিত॥ কেহ দান করে গিয়া নানা উপহার। কোন জন নর্ত্তন করয়ে বার বার॥ কেহ সুমধুর স্বরে করেন সংগীত। কেহ ছড়াএল দধি সহ নবনীত॥ কোনজন মনোরথ করয়ে পূরণ। সনাতন মূর্ত্তি কেহ করে দরশন॥

ঝুমুর।

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ। হরি হরি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন॥ ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র। গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥ নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাঞা। হাতে লাঠি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া। নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥ আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল। এ দাস শিবাএর মন ভুলিয়া রহিল॥

কল্যাণী।

যশোদা নন্দন দেখি, আনন্দে পূর্ণিত আঁখি, কৌতুকে নাচে গোপরাণী। তৈল হরিদ্রা গায়, সভে সভার অঙ্গে দেয়, হুলাহুলি দিয়া জয়ধ্বনি॥ কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ নানা বাদ্য বায়, নন্দের আনন্দের নাহি সীমা। উৎসব করিয়া বুলে, ঘন হরি হরি বলে, কি কহিব যশোদা মহিমা॥

ঝুমুর।

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী। দেখিলা যশোদাপুত্র নন্দগৃহে আসি॥ সবে সাবধান করি যশোদারে কহে। বহুপুণ্যফলে এ হেন বালক মিলে তোহে॥ বহু আশীর্ব্বাদ কৈলা হরষিত হৈয়া। রূপ নিরখয়ে সুখে একদিঠি চাইয়া॥

আশোয়ারি।

ব্রজরাজ-কুমার। গোকুল উদয়গিরি চন্দ উজোর॥ কোটী ইন্দু জিনি

মুখ তনু জলধর। এক যে উদয়ে আলো করিয়াছে ঘর॥ মুখ নীল সরোরুহ বিম্ব অধর॥ অরুণ কমল প্রতি নয়ান ভ্রমর। করভ জিনিয়া কর রক্তপদ্মবর॥ নীলধরাধর উর নাভি সরোবর॥ সিংহের শাবক কটি অতি মনোহর। উলটি কদলী উরু দেখিতে সুন্দর॥ ও থল কমল জিনি চরণ রাতুল। হেরিয়া উদ্ধব পহু চিত মনভুল॥

জয় জয় যদুমণি, গগনে সঘনে শুনি, বন্দি ঘরে হরি পরতেক। সুরঘরে সুরভি, ক্ষীর ঘটপূরি, আনন্দে করয়ে অভিষেক॥ শিব চতুরানন, সনক সনাতন, শতমুখ সুরগুরুসঙ্গ। সঙ্গীতবিশারদ, নারদ মুনিবর গাওত প্রেমতরঙ্গ॥ অদ্‌ভুত বালক, ঘন কুটিলালক, কিরীট কুণ্ডল পীতবাস। হইয়ে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম কমল বয়ান মৃদু হাস। সজল জলদ ছবি, হেমমণি জিনি রবি অঙ্গদ বলয় পরকাশ॥ দেবকী পুলকিত, বসুদেব উলসিত, পদতলে গোবিন্দ দাস॥

নারদ বচনে কংশের চিন্তায় বিমন। বসুদেব দেবকীর নিগড় বন্ধন। সেই কারাগারে কৃষ্ণ জনম লভিলা। শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজ কলা। বামেতে কমলাদেবী দক্ষিণে সরস্বতী। নানাবর্ণ আভরণ বস্ত্র অধিপতি॥ দেখিয়া দেবকী মা পড়িলা ফাঁপরে। বিধিরে এমন ছাওয়াল কেন দিলি মোরে॥ বালক হইয়ে কৃষ্ণ কহিছে বচন। না ভাব না ভাব মা শুনহ কারণ॥ কোলে করি কর মোরে যমুনার পারে। জন্মিয়াছে মায়া-কন্যা যশোদা উদরে॥ তার কোলে মোরে থুঞা তার কন্যা ল'য়ে। কংশেরে ভাঁড়াও যাঞা আপন কন্যা ক'য়ে॥ সেইক্ষণে বসুদেব কৃষ্ণ নিলা কোলে। নিদ্রায় প্রহরী সব পড়ি গেল ঢোলে॥ সেই পথে বসুদেব কৃষ্ণ লঞা যায়। ফণাছত্র ধরিয়ে বাসুকী পাছে ধায়॥ আনন্দেতে বসুদেব করিছে গমন। যমুনার তীরে আসি দিল দরশন॥ যমুনাতরঙ্গ দেখি মনে হইল ভয়। কেমনে হইব পার না দেখি উপায়॥ শৃগালিকা রূপ ধরি দেবতী ভবানী। অনায়াসে পারাএঃ গেল হাঁটু এক পানি॥ দেখিয়া সে বসুদেব যমুনায় নামিল। কোল পিছুলিয়া কৃষ্ণ যমুনায় পড়িল॥ বালক না দেখি বসু ভাবিতে লাগিল যমুনায় কৃতার্থ করি কোলেতে উঠিল॥ বালক পাইয়া বহু আনন্দিত হইলা। আনন্দেতে বসুদেব গমন করিলা॥ এই মহাবনে নন্দঘোষের বসতি। নিদ্রায়ে প্রসবে কন্যা যশোদা দেবতী॥ তার

কোলে কৃষ্ণ থুঞা তার কন্যা লঞা। কংশেরে ভাণ্ডাইল আপন কন্যা কঞা॥ দুই পায়ে ধরি রাজা মারিবারে চায়। হাত পিছলিয়া কন্যা আকাশেতে যায়॥ আকাশে যাইঞা কন্যা লঘু বোল বলে। যে তোরে মারিবে কংশ বাড়িছে গোকুলে॥ ইহা বলি দেবী তখন নিজ স্থানে গেলা। দ্বিজ কবিচন্দ্রের মনে আনন্দ বাড়িলা॥

শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব।

গৌরচন্দ্র।

আহা মরি গোরা রূপের কি দিব তুলনা। তুলনা নহিল যে কষিল বাণ সোনা॥ মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম। তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥ তুলনা নহিল স্বর্ণ কেতকীর দল। তুলনা নহিল গোরচনা নিরমল॥ কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ গন্ধ মনোহরা। বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥

কল্যাণী—দশকুশী।

প্রিয়ার জনম দিবস আবেশে অবশ গৌররায়। ভাব মহাভাব, করি অনুভাব, মহামহোৎসব গায়॥ দধির-সহিত, হরিদ্রা মিশ্রিত, কলসে কলসে ঢালি। প্রিয়গণ নাচে, সভে পহু কাছে, দিঞে জয় হুলাহুলি॥ গৌর নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়। উদ্ধব দাস হেরিয়ে সে ভাব বিকাইনু রাঙা পায়॥

কল্যাণী।

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র তথি, শ্রীমতীর জন্ম সেই কালে। মধ্যদিন গত রবি, দেখিয়া বালিকা ছবি, জয় জয় দেই কুতূহলে॥ বৃষভানু পুরে, প্রতি ঘরে ঘরে, জয় রাধে শ্রীরাধে রাধে বলে॥ কন্যার চাঁদমুখ দেখি, রাজা হইল মহাসুখী, দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে॥ নানা দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী, আইলা সভে কুত্তিকা-মন্দিরে। অনেক পুণ্যের ফলে, দেব হৈলা অনুকূলে, এ হেন বালিকা মিলে তোরে॥ মোদের মনে হেন লয়, এহত মানুষ নয়, কোন্ ছলে কেবা জনমিলা। ঘনশ্যাম দাসে কয়, না করিহ সংশয়, কৃষ্ণপ্রিয়া সদয় হইলা॥

আশোয়ারি।

জয় বৃষভানুতনি। অবনী উদয় থির বিজুরী জনি। অরুণ অধর মুখ-চন্দ্র জিনি। উগারে অমিয়া তাহে ঈষৎ হাসনি॥ নয়নযুগল শ্রুতি অতি মনোলোভা। করপদতল এই অষ্ট পদ্মশোভা॥ মুখইন্দু গণ্ডযুগ ভালে অর্দ্ধ চাঁদে। করপদনখে কত বিধু পড়ি কাঁন্দে॥ কনকমৃণালভুজঃনাভি সরো-বর। এ দাস উদ্ধব হেরি চিত-মনোহর॥

ঝুমর।

বৃষভানুপুরে আজু আনন্দ বাধাই। রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই॥ দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি। আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি॥ গোপগোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি। মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লঞা লড়ী॥ বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর উল্লাসে। আনন্দ বাধাই গীত গায় চারিপাশে॥ লক্ষ লক্ষ গাভীবৎস অলঙ্কৃত করি। ব্রাহ্মণে দান করে আপনা পাসরি॥ গায়ক নর্ত্তক ভাট করে উতরোল। দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এই বোল॥ কন্যার বদন দেখি কৃত্তিকা জননী। আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি॥ কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয়। এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ-হৃদয়॥

বৃষভানু রাজা নামে ভুবনে খেয়াতি। তার রাণী কৃত্তিকা নামেতে ভাগ্যবতী॥ বহুব্রত সাধন করিল জন্মান্তরে। সেই পুণ্যে শ্রীমতী জনমিলা তার ঘরে॥ আশ্বিন মাস শুক্লপক্ষ অষ্টমীর তিথি। অভিজিৎ নক্ষত্র শুভলগ্ন তথি॥ দ্বিতীয় প্রহর বেলা গগনে উঠিল। হেন শুভক্ষণে রাধা জনম লভিল॥ ত্রিভুবন ভরি উঠে জয় জয়কার। কৃত্তিকা উদরে জন্ম ভেল রাধিকার॥ শ্রীকুঞ্জবিহারী মনে গেল দুঃখ-শোক। শুনি ধাওয়া ধাই করে নগরের লোক॥ বৃষভানুপুর-মাঝে মঙ্গল বাজন। শুনিয়া আনন্দে অবশ গোপগণ॥ কেহ আইসে কেহ যায়, কেহ নাচে কেহ গায়, বৃষভানু আনন্দে মগন। নর্ত্তক বাদক ভাট, গুণিগণ নানা নাট, ধাওয়া ধাই করিছে গমন। কিবা যুবা বৃদ্ধ আদি, ধাইয়া উনমাদি, আসি মিলে ভানুর ভবন॥ স্বর্ণ বর্ণ অদ্‌ভুত, দেখি দারা পতি সুত, আনন্দিত ভেল সর্ব্বজন। সর্ব্ব সুলক্ষণময়, দেখি এক সবিস্ময়, কেন শশী না মিলে নয়ন॥ দেখ শিশু কেন নাহি চায়। অনেক যতন কৈল, তবু নেত্র না মিলিল, দেখে

সভে মহাদুঃখ পায়॥ কত দেব আরাধন, কৈল কত সুমানন, কত কত বৈদ্য ওঝা আনি। নানামত সবে দেখি, শিশু না মিলিল আঁখি, বন্ধুবান্ধব দুঃখ মানি॥ সভে কহে হায় হায়, শিশু হৈল অন্ধপ্রায়, হেন রূপে হেন কৈল বিধি। রাণী কহে দুঃখ মনে, দিয়ে বিধি হেন ধনে, নেত্র লয়ে কি সাধিল সিধি॥ শুনি নন্দ যশোমতী, কোলে লয়ে যদুপতি, ভানু গৃহে করিলা গমন। দাসদাসীগণ সাথে, যৌতুক লইয়া হাতে, প্রবেশিল ভানুর ভবন॥ দেখি নন্দ ভানুবর, মিলে দোঁহে কলেবর, প্রেম আলিঙ্গনে কোলাকুলি। মুখরাদি আগুসারি, রাণীরে আদর করি, অন্তঃপুরে গেলা সভে মিলি॥ কৃষ্ণ কোরে ক'রে রাণী, মিলিবারে সেঙ্গাতিনী, সুতিকা-মন্দিরে প্রবেশিলা। দেখি কন্যা সুলাবণী, হরিষবিষাদে রাণী, কৃত্তিকার নিকটে বসিলা॥ বালকের স্বভাব আছে, দোসর দেখিলে কাছে, হাঁফালিয়ে যায় তার পানে। রাণী কোল হইতে কানু, হেলায়ে দোলায়ে তনু, রাই কাছে পড়ে হাঁফালিঞে॥ কৃষ্ণ লহু লহু শব্দ করি, টানি রাধার ভুজ ধরি, টানি কোলে নিছেন হাসিঞে। শব্দ শ্বাস পেয়ে ধনি, মনেতে প্রতীত মানি, চাহে ধনি ভ্রুকুটী করিঞে॥ বৃষভানু নন্দ দোঁহে, চমৎকার দেখে কহে, নেত্র পাইল কুমারী হামার॥ দেখি ব্রজরতিগণ, চমকে সভার মন, দুহু শিশুর কৌতুক দেখিতে। যেহ যাঁহা ছিল আসি, দেখি দোঁহার মুখশশী, আনন্দিত ভেল সব চিতে॥ নবজলধর কালা, রাধিকা বিজুরীমালা, নীলমণি হেমেতে জড়িত। রাই মুখপদ্মবর, পিয়ে কৃষ্ণ মধুকর—অষ্টপদ্ম মধু আস্বাদিঞে। শ্যামল সলিলপাশে, সোণার কমল ভাসে, নীলপদ্মে হেমাব্জ ঘটিত॥ কিবা নীলগিরিমাঝে, হেমশৃঙ্গ তাহে সাজে, তমালেতে যেন হেমলতা। নীলকাচ কাঞ্চন তাথে, কাচঘট দীপকভিতে, নীলমণি কাঞ্চনেতে গাঁথা॥ কৃষ্ণলীলা কহনে না যায়। বালক পুন হে তাথে, সদাই কৈশোর মতে, জীবে বাল্য পৃথক্ দেখায়॥ বেদগুহ্য অগোচর, এই কেলি মনোহর, জানে ভক্ত অন্যে লাগে দায়।

আজু বৃষভানুপু'র কি আনন্দরে। দেখিয়ে বালিকামুখ, খণ্ডিল সকল দুখ, উপজিল আনন্দ অন্তরে॥ বৃষভানু রাজা নাচে, কুঞ্জভানু তার পাছে, সুভানু নাচয়ে মুখ চাহিঞেরে। চন্দ্রভানু ভানুপ্রেমে, নাচয়ে দক্ষিণ বামে, আনন্দে নাচয়ে পাঁচ ভাইরে॥ আর যত পুরবাসী, আনন্দে নাচয়ে আসি,

শিঙ্গা বেণু বীণা বাজাইঞে॥ ডম্ফ বাজে করতাল, পাখোয়াজ রবাব ভাল, মন্দিরা সানাই বাজাইঞে। মুখরা নাচয়ে রঙ্গে, ঘর্ঘরা করিয়ে সঙ্গে, ঘুঘণ্টী এ চারি তালী। হরিদ্রা কুঙ্কুম দেই, চিনি কদলী খই, কুলবধূ দেয় জয়ধ্বনি॥ নগরের নারী যত, ধেঞে আইলা কত শত, নানা দ্রব্য থালিতে পূরিঞে। যৌতুকের ভার নিঞে, কন্যা মুখ নিরখিঞে, নাচে সভে নয়ান পাইঞে॥ কেহ আসে কেহ যায়, কেহ নাচে কেহ গায়, ঘরে ঘরে আনন্দ বাধাইয়ে। উপজিল সুখসিন্ধু, তাহার কণার বিন্দু না পাইঞে লোচন ফুকারে॥

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রাবির্ভাব।

সিন্ধুরা।

এতিন ভুবনমাঝে, অবনীমণ্ডল সাজে, তাহে পুন অতি অনুপাম। শোক-দুঃখ তাপত্রয়, যার নামে শান্ত হয়, হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥ কুবের পণ্ডিত তায়, শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজরায়, নাভা দেবী তাহার গৃহিণী। শান্তিপুরে করি স্থিতি, কৃষ্ণপূজা করে নিতি, ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥ কলিহত জীব দেখি, মন দুঃখ পায় অতি, ভক্তে আরাধয়ে ভগবান। সেই আরাধন কাজে, নাভাদেবী গর্ভ-মাঝে, মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান। মাঘ মাস শুভক্ষণে, শুক্ল সপ্তমী দিনে, অবতীর্ণ হৈলা মহাশয়। দেখিয়া পণ্ডিত অতি, হৈলা হরষিত মতি, নয়নে আনন্দবারি বয়॥ আচম্বিতে জগজনে, আনন্দ পাইল মনে, কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে। এবৈষ্ণব দাস বলে, উদ্ধার হইবে হেলে, পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

গৌরচন্দ্র।

শচী ঠাকুরাণী, আভরণ আনি, মহানন্দে কুতূহলে। এসরে নিমাই, ভূষণ পরাই, সবাই নাচিতে বলে। শচী পরান ভূষণ যেখানে যেমন সাজে। সোনার ঘুঙ্গুর, অতি সুমধুর, রুণু রুণু করি বাজে॥ করে টাড় বালা, কনকের মালা, গোরাগলে ভাল দোলে। শ্রীমণিকুণ্ডল, কর্ণে ঝল্ মল্, চন্দন তিলক ভালে॥ চাঁচর

চিকুরে, তাহার উপরে, বেড়ি কুসুমের ফুলে। মুছি শ্রীবদন,নয়নে অঞ্জন, যাহাতে যুবতী ভুলে॥ শচী চরণে নূপুর পরাইয়া। সাজায়ে আপন সুতে, বদন হেরিতে, শচী পড়ে মুরছিয়া॥ চৈতন্য-চাতুরী, লাবণ্য-লহরী, নদীয়া-নাগরী দেখি। নাহি চলে মন, সহিত জীবন, লাগিয়া রহিল আঁখি। কেহ বলে বিধি, এ যে রূপ-নিধি, গঠিল যতন করি। কিয়ে ইহাধিক, বুঝি সে রসিক, বধিতে কুলের নারী॥ কহে কোন ধনি, যে শুনিনু বাণী, বটে গোরা মনোহরা। অকিঞ্চন বলে, এই যে গোকুলে, নন্দের নবনীচোরা।

যশোমতী ভোরে, কোরে করি লালন, অম্বরে মুছায় মুখ-ইন্দু। হেরি সুধানন, মনহি হরষিত, উথল প্রেমসুখসিন্ধু॥ যশোমতী বোলত ভাষ। এ বিধু বদনে, মা বোল বোলইতে শুনইতে শ্রবণ উল্লাস॥ এ হরগৌরী—চরণ শরণ করি, কত শত জনম না জানি। কোটিহি কলপ,সলপ করি মানিনু, সসাগরা রেণু পরমাণি॥ দেবহি ইষ্ট, তুষ্ট যব হোয়ল, তব তনয় পাইনু কোর। অব দুখ দূরে, পূরহি মনোরথ, কহতহি রায় শেখর॥

আধ আধ বালক,শত বোল বলত, জননী-বদন তহি চাই। মাখন ক্ষীর সর, উদর পূরি দেহ, নবনীত খাই তথাই॥ এ ক্ষীর মাখন সর দিল নন্দরাণী। কিবা সে ভোজন করে গোলোকের মণি॥ ভোজন করিয়া পুন উদরে ধরি কয়। কেমন মাখন দিলা মাগো, না পূরে উদর॥ মা বোল বলয়ে তোমার এ মিছা বচন। নবনী ভোজন তোমার নিজ প্রয়োজন॥ মা বোল বলি বলি, তুলি বাহু ফিরত, ভাবে ভব পদ ভেবে ধন্ধ। রায় শেখর ভণে, জানল তৈছনে, যশোমতী তবহি আনন্দ॥

পুনঃ রাণী গৃহেতে করিল গমন। প্রচুর করি আনি:দিল এ ক্ষীর মাখন॥ প্রচুর ক্ষীর সর, দেখাইতে যাদুবর, জননী-বদন তহি চায়। ভোজন করি পুন, শূন্য হি উদর, করে ধরি মায়েরে দেখায়॥ লালন বাণী শুনে, যশোদা বদনে, অঙ্গুলি দিয়ে মুখ চায়। মাখন ক্ষীর সর, নাহি আর গৃহ'পর, বল লাল কি হবে তোহায়॥ এ ব্রজ নগর, ঘর ঘর ফিরি, কাঁহা মাখন নাহি পাই। মাখন কারণ, লালন রোয়ত, ডোরহি ধরণী লুটাই॥ শুনইতে ঐছন ভাব। কোইক সাত, বাত কাহে না ভেজই, কহতহি শেখর দাস॥

ভাটিয়ারি রাগ।

পা খানি নাচাইয়া, নূপুর বাজাইয়া, বসিয়া মায়ের কোলে। ঈষৎ হাসিয়া, মাখন তুলিয়া, আধ আধ বাণী বোলে॥ কাঁচা মরকত, নবনী জড়িত, মনোহর তনুখানি। হাসিয়া হাসিয়া, অমিয়া সিঞ্চিয়া, বোলে আধ আধ বাণী॥ যাহা লাগি শিব, ছাড়ি নিজ বৈভব, বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায়। দ্বিজ শ্যাম দাসে বলে, সেই গোপাল কুতূহলে, নন্দগৃহে ধূলায় লুটায়॥

ময়ূর রাগ—একতালী তাল।

আঙ্গিনাতে নাচত নন্দদুলাল। চৌদিগে ব্রজবধূ নাচত গাওত বোলত থৈ থৈ তাল। ধ্রু

থমকি থমকি, মৃদুমন্দ মধুর গতি, ঘুঙ্গুর শবদ সুতাল। বঙ্ক বলয় ধ্বনি, নূপুর ঝনঝনি, আধ আধ বোলে রসাল॥ মরকত অঞ্জন, ইন্দুবদন ঘন, মোহন মূরতি তমাল। ঈষত মধুর, তঁহি গীম দোলায়নি, করপদ পঙ্কজনাল॥ ধরণী আনন্দিত, অঙ্গ বিরাজিত, সুন্দর বাল গোপাল। রামচন্দ্রকে প্রভু, অখিল-কলা-গুরু, ভকতবৎসল জয় গোপাল॥

রামকেলী রাগ—একতালী তাল।

দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল। মণিময় নূপুর, কটি'পর ঘাঘর, মোহন উর বন-মাল॥ ধ্রু॥ গোপিনী কত শত, বালক যূথ যূথ, গাওত বোলত ভাল। তীব্র দৃমিক ধ্বনি, তাথই তাথই শুনি, নৃগধি তৃগধি বাজে তাল। লহু লহু হাস, ভাষ মৃদু বোলত, নিকসত মোতিম দন্ত রসাল॥ শ্যামচাঁদদাস ভণ, জগজনজীবন, পঁহু মোর পরম দয়াল॥

টোরীরাগ—একতালী তাল॥

দেখসিয়া রামের মাগো, গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া। কোথা গেল নন্দ-রায়, আনন্দ বহিয়া যায়, নয়ান ভরিয়া দেখসিয়া॥ ধ্রু॥ চিত্র বিচিত্র নাট, চরণে চাঁদের হাট, চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী। সাধ করিয়া মায়, নূপুর দেছে রাঙা

পায়, নাচিয়া নাচিয়া আইস দেখি ॥ প্রতি পদচিহ্ন তায়; পৃথক পড়িয়া যায়, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ তাহে সাজে। যাদবেন্দু দাসে কয়; নাটুয়া গোবিন্দ রায়, প্রেমভরে অধিক বিরাজে ॥

বিভাষ।

বাল গোপাল রঙ্গে, সমবয় শিশু সঙ্গে, হামাগুড়ি আঙ্গিনে খেলায়। তেজিয়া মাখন সরে,তুলিয়া কোমল করে,মৃত্তিকা মনের সুখে খায় ॥ বলরাম তা দেখিয়া, যশোদা নিকটে যাঞা, কহিলা ভেয়ের এই কথা। শুনি তবে যশোমতী, আইলা ত্বরিত গতি, গোপাল খাইছে মাটি যথা ॥ মায়ে দেখে মাটি ফেলে, না খাই না খাই বলে, আধ আধ বদন ঢুলায়। মুখ নিরখিয়া রাণী, ধরিয়া যুগল পাণি, মনোদুঃখে করে হায় হায় ॥ এ ক্ষীর নবনী সর, কিবা নাহি মোর ঘর, মৃত্তিকা খাইছ কিবা সুখে। পিতা যার ব্রজরাজ, কি তার এমন কাজ, শুনিলে হইবে মনোদুখে ॥ এতেক বলিয়া রাণী. কোলে করি নীলমণি, ছলছল ভেল দু'নয়ান। এ উদ্ধব দাস গীতে, যশোমতী হরষিতে, অনিমিখে নেহারে বয়ান ॥

তথা রাগ।

বদন মেলিয়া গোপাল, রাণী পানে চায়। মুখমাঝে অপরূপ দেখিবারে পায় ॥ এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন। সুরলোক নাগলোক নরলোকগণ ॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলোক আদি যত ধাম। মুখের ভিতর সব দেখে নিরমাণ ॥ শিব মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তুতি করে। নন্দ যশোমতী তার মুখের ভিতরে ॥ দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরীর বচন না স্ফুরে। স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু হেন মনে করে ॥ নিজ প্রেমে পরিপূর্ণ কিছুই না মানে। আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে ॥ ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য্য বিধান। পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান ॥ এ দাস উদ্ধব কহে ব্রজে শুদ্ধ প্রেম। কিছু নাহি সীমা যেন জম্বু-নদ হেম ॥

বিভাষ।

কোলে করিয়া রাণী নিরখয়ে মুখ। সুখের সায়রে ডুবে পাসরে সব দুখ ॥ মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল। এ ভব সংসার সব তাহাতে দেখিল ॥

একি একি বলি রাণী হিয়ায় লইল। স্বপন দেখিনু কিবা বুঝিতে নারিল ॥ থুতু থুতু দেয় রাণী বসনের দশি। দেখিয়া মায়ের রীতি ও না মুখে হাসি ॥ ঘনশ্যাম দাস আশা করে এই মনে। কবে বা সেবিব আমি যশোদা-নন্দনে ॥

বিহানে যশোদা রাণী, কোলে লৈয়ে নীলমণি, আঙ্গিনাতে বসিল কৌতুকে। গোপালের মুখ অঙ্গ, কর পদতল-রঙ্গ নিরীক্ষণ করে অনিমিখে ॥ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যব, মৃগাঙ্কুশ কুশ লব, শঙ্খ চক্র শুদ্ধ সকল। ত্রিকোণ গোষ্পদ ধনু, ঊর্দ্ধরেখা শঙ্খ জম্বু, মৎস্য জম্বু জাম্বুফল। এসব দেখিয়ে রাণী, অদভুত মনে গণি, বিশ্বরূপ করয়ে ভাবন। শুনেছি পুরাণ বেদে, এই চিহ্ন যার পদে, তিঁহ হয়েন ব্রহ্ম সনাতন ॥ বিধি ভব যোগী যার, চরণ করয়ে সার, ভাবন করয়ে চিরকাল। এক মুখে গুণ শঙ্খ, তথাচ না পায় তত্ত্ব, তিহ কেনে আমার ছাওয়াল ॥ হেন কালে বিশ্বমায়া, আচ্ছন্ন নন্দের জায়া, মোহিত হইয়ে বলে শিশু। তুলিয়া আপন বুকে, চুম্বন করিয়া মুখে, নিবেদয়ে গোপীকান্ত বসু ॥

ভাটিয়ারি রাগ। একতালী তাল।

আমার কোলের চাঁদ, যাদুয়ারে বাছা, হিয়ার মাঝারে তোমায় রাখি। অনেক দিবসে, মনের মানসে, নয়ান ভরিয়া তোমায় দেখি ॥ কাঁচা মরকত, লাবণি জড়িত, মনোহর তনুখানি। হাসিয়া হাসিয়া, অমিয়া সিঞ্চিয়া, বলে আধ আধ বাণী ॥ পা থানি নাচায়ে, নূপুর বাজায়ে, বসিয়া মায়ের কোলে। করপদ-নথে, চাঁদ ঝলকে, বালকে দেখে কুতূহলে ॥ যাহা লাগি শিব, ছাড়ি নিজ বৈভব, বিরিঞ্চি ধ্যানে না পায়। দ্বিজ শ্যামদাস বলে, সেই গোপাল কুতূহলে, নন্দগৃহে ধুলায় লুটায় ॥

গৌরচন্দ্র।

প্রভাতে উঠিয়া শচী, গৌরাঙ্গের মুখ মুছি, চাঁদমুখে করয়ে চুম্বন। শুনদিয়া শ্রীবদনে, চাহে চাঁদমুখ পানে, কহে মোর সরবস ধন ॥ আমার অন্ধের লড়ি, যেন কৃপণের কড়ি, দরিদ্র জনের তুমি ধন। তুমি ধন নাহি যার, মিছা সে সংসার তার, বৃথা তার জনম জীবন ॥ (তুমি রে নয়নের তারা, নিমিষেতে হই হারা) দিব লাড়ু খৈ কলা, আঙ্গিনাতে কর খেলা, না যাইও

বাহির চত্বরে। শুনিয়াছি লোকে কয়, তাহা মনে করি ভয়, ছেলেধরা এসেছে নগরে॥ হাসিয়া গৌরাঙ্গ কয়, যা বলহ মিছা নয়, বাহিরে যাইতে ভয় লাগে। তাহাতে ভরসা আর, হিংসিতে শকতি কার, শিবা কি করিবে সিংহ আগে॥ অকিঞ্চন দীন কয়, গৌরাঙ্গ করুণাময়, জননীরে প্রবোধিয়া কয়। নদিয়াতে সিংহোদয়, তাহে কি করিব ভয়, সেই হরি যে করে সে হয়॥

অরুণ উদয় কালে, গোপালে লইয়া কোলে, আঙ্গিনায় বসি নন্দরাণী। প্রসারি দক্ষিণ স্তন, গোপালে করান পান, ঘন চুম্বে চাঁদমুখখানি। চাঁদমুখে চুম্ব দিতে, রাই আইলা আচম্বিতে, সঙ্গে করি এক প্রিয়সখী। রাণী বলে এস এস, চাঁদমুখ ঝাঁপি বৈস, গোপাল কান্দিবে মুখ দেখি॥ তোমার মুখের শ্রেণী, যেন পূর্ণচন্দ্রমণি, তাহা দেখি গোপাল কান্দিব। গোপাল ছাওয়াল মতি, আমি চাঁদ পাব কতি, কিবা দিয়া গোপাল প্রবোধিব॥ তখন, শুনিয়া এতেক বাণী, কহে রাধা ঠাকুরাণী, শুন ওগো মাই নন্দরাণী। কোটী হেমচন্দ্র জিনি, তুয়া কোলে নীলমণি, রাধামুখ কোন চাঁদ গণি॥ শরতের পূর্ণ শশী, গোপাল চরণে আসি, দশ চাঁদ করেছে উদয়। দশ চাঁদ দুটী করে, কোটী চন্দ্র মুখ' পরে, রাধামুখ দেখি কর ভয়॥ রাধা হেন কুলবতী, লাখ যুবতী সতী, গোপালের ধ্যান করি যাচে। গোবিন্দ দাস গায়, শুনিয়া যশোদা মায়, রাধিকারে বসাইলা কাছে॥

রাধিকা রাণীর পাশে, প্রণাম করিয়া বৈসে, তা দেখিয়া হাসয়ে গোপাল। যশোদার কোল হৈতে, রাই অঙ্গ পরশিতে, এইত সময় হৈল ভাল॥ জগত ঈশ্বর হরি, যশোদারে ভয় করি, অনুমান করে মনে মনে। বালক স্বভাব আছে, দোসর দেখিলে কাছে, হাফালিয়া যায় তার পানে। রাণী বলে রাধিকায়, যাদু তোমা পানে চায়, গোপালেরে লেহ তুমি কোরে। রাধিকা প্রসারি হাত, কোলে নিল প্রাণনাথ, বসাইল হিয়ার মাঝারে। যশোদা বাৎসল্য ভুলে, যাদু দিয়া রাই কোলে, রাণী গেলা গাভীর দোহনে। এথা রাই কানু সনে, যে কিছু আছিল মনে, সে কার্য্য করিল সমাধানে॥ কহে দাস গোবিন্দে, দোঁহে দোঁহা আনন্দে, রাণী আইলা দুগ্ধভাণ্ড করে। রাধা পূরি মনস্কাম, রাণী কোলে দিয়া শ্যাম, রাই গেলা আপনার ঘরে॥

ঘরে আসি বসিলেন রাধা চন্দ্রমুখী। আসিয়া মিলিল সব ললিতাদি সখী॥ সখীগণ দেখি রাই মৃদু মৃদু হাস। বলিহারী যাউ তঁহি গোবিন্দ দাস॥

আজকার কথা শুনলো সুন্দরি, মরম কহি যে তোরে। নন্দের ঘরে গিয়াছিলাম আজ কানু ভেটিবার তরে॥ বিশাখা সুন্দরী, হাতে ধরাধরি, দোঁহে গেলাম হাসি হাসি। রাণী ভাগ্যবতী, অখিলের পতি, কোলে লয়ে আছে বসি॥ রাণী চুম্বেন বদন, মোরা দুইজন, উপনীত হৈলাম যাই। এস এস, এস, বৈস বৈস বৈস—বলে যশোমতী মাই॥ রাণী আদর করিয়া, করেতে ধরিয়া, বসাইল নিজ কাছে। রাণী বলে রাই, তুয়া মুখ চাই, গোপাল কাঁন্দয়ে পাছে॥ তুয়া মুখখানি, চাঁদ অনুমানি, গোপাল মাগয়ে যদি। তুমি ঘরে গেলে, গোপাল কাঁন্দিবে, আমি চাঁদ পাব কতি॥ তখন শুনি রাণীবাণী, কহিলাম আমি, শুন ওগো যশোমতি। বাৎসল্য স্বভাব, পুত্র বলি ভাব, ও জন অখিল-পতি॥ যাঁর চৌদ্দ ভুবনে, মহিমা না জানে, মোর মুখ দেখি ভয়॥ শুনিয়া এসব বাণী, পরাভব মনে মানি, দাস গোবিন্দ ইহা কয়॥

গৌরচন্দ্র।

মিশ্র পুরন্দর ডাকে আনন্দিত হয়ে। আনন্দে প্রেমের ধারা কত যায় বয়ে॥ কোথা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর দুই ভাই। হইল অনেক বেলা মুখ দেখি নাই॥ পিতৃ-বাক্যে দুই ভাই আইল ধাইঞা। আনন্দে বিভোর মিশ্র চাঁদমুখ চেঞা॥ চলহ জাহ্নবী-তীরে দেবতা পূজিব। বাসুদেব ঘোষ কহে কামনা পূরিব॥

নাচ লালন, মোর বাছন, হেরি অঙ্গনমাঝে। কটীমাঝই, ঘাঘর্ ঘুঙ্গুর, কেমন মধুর বাজে॥ সেবি শঙ্কর, দেব দিগম্বর, দিয়ে ঘৃত গঙ্গানীরে। উঁচি তণ্ডুল, শ্রীফল দল, দিয়েছি হরের শিরে॥ কত কঠিন করি, রাত্রি দিন, ভাসিয়া দুখের পুঞ্জে। গলিতের ফল, করি অন্নজল, যমুনা-পুলিন-কুঞ্জে॥ পদপঙ্কজে-নূপুর বাজে হেরি জুড়াওত আঁখি। খাওরে মাখন, মেরা বাছন, রঘুনাথ দাস সাথি॥

আহীরী রাগ।

আমি না খাই ননী, আমি না খাই ননী। ভাঁড়ের ননী ভাঁড়ে আছে না কাঁন্দ জননী॥ ধ্রু॥ আর ছাওয়ালে ননী খায়, তারে কত বান্ধে মায়। নন্দ

ঘোষ ঘরে আইলে মাগিব বিদায়॥ না থাকিব তোর ঘরে, সুখে থাক্ তোরা। আবালবৃদ্ধ মোরে বলে ননীচোরা॥ আঁটিয়া না বান্ধ মা, বন্ধনে পাছে মরি। হের দেখ কর পদ ফিরাইতে নারি॥ কহে কামদেব দাস আমি দিব ননী। বন্ধন ছাড়িয়া দেহ শুন নন্দরাণী॥

আহীরী রাগ।

দাঁড়াইয়া নন্দের আগে, গোপাল কান্দে অনুরাগে, বুক বাহিয়া পড়ে ধারা। না থাকিব তোমার ঘরে, অপযশ দেহ মোরে, মা হইয়া বলে ননীচোরা॥ ধরিয়া যুগল করে, বাঁধিয়ে ছান্দন ডোরে, বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া। আহীরী রমণী হাসে, দাঁড়াইয়া চারিপাশে, হয় নয় চাহ সুধাইয়া॥ অন্যের ছাওয়াল যত, তাহারা ননী খায় কত, মা হইয়া কেবা বান্ধে করে। যে বল সে বল মোরে, না থাকিব তোর ঘরে, এনা দুঃখ সহিতে না পারে॥ বলাই খায়্যাছে ননী, মিছা চোর বলে রাণী, ভাল মন্দ না করি বিচার। পরের ছাওয়াল পাইয়া, মারেন আসেন ধাইয়া, শিশু বলি দয়া নাহি তার॥ অঙ্গদ বলয় তাড়, আর যত অলঙ্কার, আর মণি মুকুতার হার। সকল খসায়্যা লহ, আমারে বিদায় দেহ, এ দুঃখে যমুনা হব পার॥ বলরাম দাসে কয়, এই কর্ম্ম ভাল নয়, ধাইয়া গোপাল কর কোরে। যশোদা আসিয়া কাছে, গোপালের মুখ মুছে, অপরাধ ক্ষমা কর মোরে॥

টোরী রাগ।

আমি কিছু নাহি জানি, ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী, তোমারে সুধাই তার কথা। না দেখি গোকুলচাঁদে, কেমন করয়ে প্রাণ, বলনা গোপাল পাব কোথা॥ আমি কি এমন জানি, কোলে করি যাদুমণি, যাদুরে করাই স্তন পান। মোরে বিধি বিড়ম্বিল, গোরস উথলি গেল, তা দেখি ধরিতে নারি প্রাণ॥ গোপাল না লৈনু কোলে, ভুলিনু রোহিণী বোলে, সে কোপে কুপিত যাদুমণি। কুপিত নয়ানে, চায়্যাছিল মোর পানে, আমি কি এমন হবে জানি॥ তোমরা করিছ খেলা, গোপাল কোথায় গেলা, দঢ় করি বল এক বোল্। বলরাম দাস বলে, আকুল হইয়া সবে, রাখালের মাঝে উতরোল॥

সুহিনী।

ডালা হইল রতনে পূরিত। ফলাহারী সবিস্ময় চিত॥ আপনা আপনি করে খেদ। মনে মনে ভাবে নিরবেদ॥

নাচতরে ভালি রঙ্গেত হামারি কানুরে। ঘাঘর ঘুঙ্ঘুর, বাজে মধুর, উঠে সুমধুর তানরে॥ রাঙ্গা লাঠি ধরি, অঙ্গ ভঙ্গি করি, নাচিছে কতেক ছন্দে। ব্রজবাসী যত, দেখি আনন্দিত, কেহ থির নাহি বান্ধে॥ ঝুরি ঝল মল, লম্বিত কুণ্ডল, উড়িছে পবন বায়ে। খঞ্জন জিনিয়া, নাচে মোহনিয়া, মায়ের মুখ পানে চায়ে। থমক থঞ্জরী. ঝাঁজরি মাঝরি, বাজিছে বাজন কত। জগবন্ধু কহে, অনুভব হয়ে, যে নাচিছে যত॥

দেখায়ে ক্ষীরের নাড়ু এস এস বলে। পীতধড়া কাড়ি লয় পাইলে বিরলে॥ বলিয়া বলিয়া ছান্দে বান্ধে ছুটি করে। মা বলে কান্দিতে চাই মুখ চেপে ধরে॥ ঘনরাম দাস কহে স্থির কর মন। প্রেমের অধীন গোপাল পাবে দরশন॥

কৌমার-লীলা।

গৌরচন্দ্র।

কিয়ে হাম পেখনু কনক পুতলিয়া। শচীর আঙ্গিনায় খেলেরে ধূলি ধূসরিয়া॥ চৌদিকে দিগম্বর বালক বেঢ়িয়া। মাঝেরে গৌরাঙ্গ নাচেরে হরি হরি বলিয়া॥ উজ্জ্বল কমল পদে ধায় দিনমণিয়া। জননী শুনয়ে ভালরে নূপুরকিঙ্কিধ্বনিয়া॥

কহে বাসুদেব ঘোষ শিশুরস জানিয়া। ধন্য রে নদীয়াবাসীরে নবদ্বীপধনিয়া॥ রাণী বলে ভালিরে ভালিরে। নাচত গোপাল লাল, সঙ্গে মোহন বরজবাল, বাজত মৃদঙ্গ তাল, তা তা থোয়া। গাওত সব সুন্দরী মিলি, হেরি মোহন মদন-কেলি, ভালে বিরাজে ময়ূর চন্দ, আধ কপালে টানিয়া॥ চারু চিকুরে চূড়া, শোভে, মণিকাঞ্চনখচিত দেহে,নীল কমল মুখমণ্ডল নাসা নলকে মতিয়া।* মতি হাসি হিল্লোলে দোলে, সোনায় জড়িত চারু পাশে। বিজুরি বেঢ়িয়া যেমন চাঁদের কণিকা মেঘের আড়ালে রয়ে হাসে॥

নাচেরে নাচেরে নাচে নাচে। করতালি দেয় রাণী রহি পাছে পাছে॥ আরে মোর প্রাণ কানু। মাথায় রতন ঝুরি ঝলমল তনু॥ কোথা গেলা নন্দঘোষ

দেখহ আসিয়ে। গোপাল নাচিছে মোর করতালি দিয়ে॥ মাথায় রতন ঝুঁটি গলে মণিহার। চরণে মগড়া থাড়ু বলয়া সুগার॥ ক্ষুদ্র ঘন্টিকা কটি সোনার কিঙ্কিণী। গণ্ডে গজমুকুতা মাণিক গাঁথুনি॥ প্রিয় বচনে গোপী দেয় করতালি। ভালরে ভালরে নাচে বাপ বনমালী॥ নাচিতে নাচিতে বড় কুতূহলী হরি। মাধব কহয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের ভিখারী॥

মাউর।

আঙ্গিনায়ে নাচত নন্দদুলাল। চৌদিকে ব্রজবধূ নাচত গাওত বোলত থোই থোই তাল॥ ধ্রু॥ থমটী মৃদু মন্দ মধুরগতি ঘুঙ্গুর শবদ সুতাল। বঙ্ক বলয়াধ্বনি, নূপুর ঝন্ ঝনি, আধ আধ বোলে রসাল॥ মরকতগঞ্জন, ইন্দু-বদন, মনোমোহন মূরতি তমাল। ঈষদ মধুর তাহে দোলায়ানি করপদ পঙ্কজ-লাল॥ ধরণী আনন্দিত, অঙ্গ বিরাজিত, সুন্দর বালগোপাল। রামচন্দ্রকে প্রভু, অখিল কলা-গুরু, ভকতবৎসল জয় গোপাল॥

রামকেলী।

দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল মণিময় নূপুর, কটীপর ঘাঘর, মোহন উর বনমাল॥ গোপিনী কত শত, বালক যুথ যুথ, গাওত বোলত ভাল। তীক্ষ্ণ দৃমিকধ্বনি, তথৈ তথৈ শুনি, নির্গধি তৃগধি তাল। লহু লহু হাস, ভাস মৃদু বোলত, নিক-সিম মোতিম দন্ত রসাল। শ্যামচাঁদ দাস ভণ, জগজন-জীবন, সো হরি পরম দয়াল॥

কপট বালকতনুধারী। আদি অনাদি পুরুষ, পুরুষোত্তম সো হরি, নবনী-ভিখারী॥ জননীক আগে, নবনী পুন মাগত মাগত দুকর পসারি। পায়ে ঠেলিয়ে রাণী, পদ আধ চলি যায়, হামাগুড়ি যায়ে মুরারি॥ হঠিনি গোয়ালিনী, কিছু নাহি দেওত, রোয়নে লাগে মুরারী। অঞ্চল দেই রাণী, মুখ মুছত সব, মাখন খায়ে বিহারী॥ শ্যাম দাস কহে, নিরখিতে রূপ, নহে দূর করত আন্ধিয়ারী॥

আউর কি বালক জননী করি কোর। ক্ষীর সর মাখন ছোড়ি খেলায়ত ভোর॥ কাহে যাদুয়া অভিমান তোহার। একলি হাম দোসর নাহি আর॥

আওরে বাছন, লালন হামারি। সে দধি মাখন সব দোষ মেরি॥ ক্ষীর সর মাখন দেই কর ভরি॥ শ্যামদাস কহে যাউ বলিহারি॥

বিহানে বরজবাসী, আঙ্গিনা ঘেরিল আসি, কেনে গো কান্দিছে নীলমণি। এ ক্ষীর নবনী চিনি, চেয়েছিল নীলমণি, ইহারই কিছুই না জানি॥ শুনিয়া রোহিণী বলে, একবার আমার কোলে, দিয়া সাধ পূরাও আমার। রোহিণীর কোলে দিয়ে, প্রাণেতে আকুল হয়ে, দিয়ে চেয়ে নিল আর বার॥ আনন্দিত হয়ে হরি, জননীর কণ্ঠ ধরি, হাসি হাসি নীলমণি দোলে। রজতের গুণে রাণী, গাঁথি ইন্দ্রনীলমণি, হার করি পরিলেক গলে॥ কত মুনি ধ্যান করে, যে পদ পাবার তরে, যে পদে জন্মিল সুরধুনি। যদুনাথ দাস বলে, আনন্দে যশোদার কোলে, চাঁদমুখ দেখে নন্দরাণী॥

যাদু নাচ আর বার, নীলকমল নাচ বারে বার রে। এ ক্ষীর নবনী থরে থরে, না নাচিলে ননী না দিব তোরে॥ বড় বাঞ্ছা হয়েছে পূরারে পূরারে, সারি সারি নারী সভাকার রে। তা দিমি তা দিমি, তা তা থৈয়ে থৈয়ে,বাজে মৃদঙ্গ ধেয়ে ধেয়ে ধেয়ে ব্রজগোপী সব চেয়ে চেয়ে চেয়ে, নাচিতে বলিছে বার বার॥ আমার বচন ধর ধর ধর, চরণে নূপুর পর পর পর, যশোদাসুন্দরী, কহে করে ধরি, দিছে ক্ষীর সর অধরে॥ দিল তাড় বালা, আর কণ্ঠমালা, চরণযুগলে নূপুর সুন্দর। গোঁসাঞি আত্মা রামে, ভণে মনের অনুমানে, এমন ভাগ্য আর কার॥

আজু বিহান বেলি, কে গায়ে দিয়েছে ধূলি, কার সঙ্গে কৈলি পরমাদ। দেখি তোর চাঁদমুখ, বিদরিয়ে যায় বুক, গৃহ কর্ম্মের নাহি সাধ॥ অরুণ যুগল আঁখি, সজলে পূর্ণিত দেখি, খসে বিন্দু মুকুতার ধারা। অঙ্গদ বলয়াহার, রতনের ঝুরি তার, খসায়ে লয়েছে কোন দারা॥ কেবা পেয়েছিল লাগ, দিয়েছে কঙ্কণ-দাগ, করে ঝেঁপে লয়েছিল করে। নবনী জিনিয়া তনু, লেগেছে কঙ্কর-রেণু, স্বরূপ করিয়া কহ মোরে॥ মায়ের সমুখে বাণী, লাজে কহে নীলমণি, অবধান শুনগো জননী। আজকার বিবরণে, সঙ্গে শিবরাম জানে, যত কৈল ভানুর নন্দিনী॥

যথা রাগ।

কি বলিল নন্দরাণী, হারাইলা যাদুমণি, কানু বিনা না রহিবে

হিয়া। ক্ষুধা বলি তাই গেলা, সেই হৈতে রহিল খেলা, আমরা রয়েছি মুখ চাইয়া॥ মোরয়ে করিছ রোষ, সঙ্গীয়ার কিবা দোষ, আছে কোথা বল ডাক দিয়া। যদি থাক বিরোষ, ক্ষমিবে সকল দোষ, যশোদা মায়ের মুখ চাইয়া॥ শুনিয়া শ্রীদামের কথা, মরমে লাগিল ব্যথা, ত্বরিতে ধাইলা যাদুমণি। যৈছে শরীরে যেন, পরাণ পাইল হেন, শুনিয়া নূপুরের ধ্বনি॥

বলরামের রূপ

মৃদুতর মারুত বেল্লিত পল্লববল্লীবলিত শিখণ্ডম্। তিলক বিড়ম্বিত, মকরতমণিতল, বিম্বি শশধরখণ্ডম্॥ যুবতিমনোহর বেশম্। কলয়া-কলানিধি, শিব ধরণীমনু, পরিণত রূপ বিশেষম্॥ খেলা দোলায়িত, মণি-কুণ্ডলরুচি, রুচিরানন শোভম্। হেলাতরলিত, মধুরবিলোচনজনিত বধূজন লোভম্॥ গজপতি রুদ্র, নরাধিপ চেতসি জনয়তু মুদমনুবারম্। রামানন্দ রায় কবি ভণিতং মধুরিপুরূপমুদারম্॥

লাঙ্গলধর কুঞ্জরবর বিক্রম বলরাম। শ্বেত ভূধরতনু সুন্দর রঙ্গণ ফুলদাম॥ সপত্র কদম্বপ্রাপক পাগুড়ি চারু শোভে। শিখীপুচ্ছক, শশীনিন্দক, মনমথ মনোমোহে॥ মুখমণ্ডল জলকোজ্জ্বল মণিকুণ্ডল কাণে। নয়নোৎপল চির চঞ্চল মঞ্জুল মধুপানে॥ কোটী কিঙ্কিণী, মধুর ধ্বনি মণিমঞ্জির চরণে। বিধুমণ্ডলমদখণ্ডন লক্ষ চন্দ্রকিরণে॥ অসিতাম্বর যোষিতস্মের চরণান্তরনটকে। মণিকাঞ্চন করিরঞ্জন পাগড়ি লটপটকে॥ পুষ্কর ভুজ রঙ্গণরঞ্জ মন্দ সুগন্ধ লাজে। ঘন লম্ফই ক্ষিতি কম্পই কমিন কমঠ বাজে॥ ঘন লম্ফনে ক্ষিতি কম্পনে ঝম্পই বলদেবা। গোবিন্দক, মন আশ কত, তছু পদ করু সেবা॥

রাম রাম শাম ধাম সুবল সঙ্গে রঙ্গিয়া। শ্রীদাম দাম মধুমঙ্গল নাচত কত ভঙ্গিয়া॥ হেরি হেরি সুরমুনিগণ কতহুঁ কুসুম বরিখে। দিনমণিগণ মাতল দিগ-ম্বুলল অতি হরখে॥ কর বারণ গোখুররজরঞ্জিত রেণু রঙ্গে। শিব নারদ নাচত কত রজপরশন অঙ্গে॥ ধন্য ধন্য ধ্বনি ধন্য বলি বলি সবে রোই মাধবমনমাতল হৃদি সঙ্গেহি সব জোই॥

রোহিণী বনান বেশ, এল খেল হলয়ে, ধরিতে না পারে নিজ গা। বলিতে না পারে কিছু, আধ আধ বাণীয়ে, চলিতে না পারে দুটী পা॥ বলাই চাঁদেরে দেখ

গিয়ে, পলাইলে কি হবে ভাই, চলরে নিকটে যাই, ঐ দেখ পড়িল ঢলিয়ে॥ বলাই পড়িল দেখি, কানাই ধাইলরে, ব্রজশিশু পাছে পাছে ধায়। ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলি, ভাই ভাই ভাই বলি, কোলে করি লইয়া বসায়॥ শ্রীঅঙ্গের পরশ পাঞে, বসিলা সুস্থির হৈয়া, দোঁহে দোঁহা বদন নেহারে। দুহুক নয়ন-জলে, দুঁহু অঙ্গ ভাসি চলে, উঠি দোঁহে শিঙ্গ, বেণু পূরে। বলায়ের বদনের শিঙ্গা থাকি থাকি বলে। ঊর্দ্ধ মুখে ধায় ধেনু পিঠে পুচ্ছ ফেলে॥ কানায়ের বেণুর গানে দিনেশ না চলে। গোপীকুল উনমত ধাইল সকলে॥

রামগুণধাম অনুপাম কি যে মনোহরং। রোহিণীকৃত রচিত কত বেশং॥ কুঞ্জরজিতি গমন অতি মন্থর ধরণী'পরে, নীলধটী শোভিত কটিদেশং। বিহানে যুগ বারুণী পানে, রাতুল দুটী লোচন শারদশশী জিনিয়া মুখচন্দ্রা। হারে রে রে রে বলি গভীর নাদ গরজই, ভৃঙ্গগণ ভ্রমই সব দ্বন্দ্বা॥ সবহু ব্রজ-বালক মিলি রুহিণীসুত বেষ্টিত নন্দগৃহে প্রবেশে সভে যাই। দেখিয়ে ব্রজবালক শিশু, কাতর রাণী অন্তরে, প্রবন্ধ করি কহয়ে কিছু মাই॥ শুনহ বল বচন মোর, যতন করি কহিবিরে, কি লাগি তোরা আয়লি সব হেথা। বিবিধ সর মাখন চিনি, খাইয়ে হরি রাখিয়ে যারে, শশিশেখর পায়ই মনে ব্যথা॥

ধরিয়ে মায়ের কর, কহে রাম দামোদর, শুভ কাযে না ভাবিও দুখ। আমার কুলের ধর্ম্ম, গোচারণ নিজ কর্ম্ম, করিতে বাসয়ে বড় সুখ॥ চারণে গোপালজাতি, শৃগাল দেখিল কথি, সে ভয় কহিল আসি তোরে। ঘরের সমান বন, চরাইব গোধন, ঘরের সমান নাই ডরে॥ লোকজনে যত কয়, সে সকল কিছু নয়, স্বপনেহ না শুনিহ কানে। নিশ্চয় কহিলাম কথা, শুন গো যশোদা মাতা, অসুর নাহিক আর বনে॥ শেখর কহয়ে বোল, মিছে কেন কর গোল, বুঝাইয়া কহ মায়ের স্থানে। শিশুগণ এক মেলা, গগনে উছর বেলা, ধেনু লৈয়া যাই আমি বনে॥

রাণী বলে কি কথা কহিলি বলাই মুখে। যাদুরে পাঠাতে গোঠে, শুনিতে যে প্রাণ ফাটে, কথা নয় শেল মেলি বুকে॥ যদি যাই যমুনা-জলে, অঞ্চল ধরিয়া চলে, উভদিঠে করে নিরীক্ষণ॥ হেন দুখিনীর ধন, লয়ে যেতে চাহ বন, কি-সে রবে মায়ের জীবন॥ নিশি যোগেতে যখন, মুখে দিয়ে রাখি স্তন, তাহে যদি

উলটিয়ে পাশ। হৈয়ে অতি নিদ্রাকুলি, স্বপনেতে খুঁজে বুলি, মনে কত গণিয়ে হুতাশ॥

শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবল আর বসুদাম, ধরি কহে যশোদার পায়। মনে না করিহ আন্, কানাই সভার প্রাণ, ভাল মন্দ আমাদের দায়॥ সঙ্গে মাত্র যাবে কানু, আমরা রাখিব ধেনু, তরুতলে বসায়ে রাখিব। নাহি হবে কোন দুখ, শুখাইলে চাঁদমুখ, ক্ষীর ননী তখনি যোগাব॥ যদি নারে চলিবারে, কান্ধে করি লব তারে, একে একে গোপালে বহিব। শুন গো যশোদা মাই, বসাব তরুর ছায়, ধীরে ধীরে চরণ দাবিব॥ বনে আছে বনফল, খাওয়াব যমুনার জল, খেলাইব কালিন্দীর তীরে॥ তাপে যদি পীড়া পায়, ভিজা বস্ত্র দিব গায়, ডাল ভাঙ্গি ধরিব কানায়ের শিরে॥

চূড়াটী বান্ধিয়া দিলে, শিখিপুচ্ছ নানা ফুলে, কর্ণে দিল মকরকুণ্ডল। ক্ষুদ্র চন্দনবিন্দু, জিনি কত কোটী ইন্দু, ঝলমল বদনমণ্ডল॥ গোপালেরে সাজাইয়া, চাঁদমুখ নিরখিয়া, আনন্দ-সাগরে রাণী ভাসে। মনে সুখ উপজিল, মোহন মুরলী দিল, ধড়ায় গুঁজিয়ে বাম পাশে॥ নাসায় মুকুতা দোলে, বনমালা দিল গলে, অঞ্জনেতে রঞ্জিত নয়ান। গোপালে লইয়া কোলে, ভাসিল নয়ান-জলে, তিলে শত চুম্বই বয়ান॥ ক্ষীর সর ছানা ননী, আনিয়া সে নন্দরাণী, সুবলেরে দিল রাখিবারে। তোমরা সকলে খেও, আগে বলরামে দিও, তবে শেষে দিও গোপালেরে॥ হেরি হলধর পানে, প্রেমধারা দুনয়নে, মণিময় বাধা দিল পায়। ব্রজবালকের সাথে, চলে অখিলের নাথে, শ্যামদাস ইহ রস গায়॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা।

মায়ুর।

গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল। ধবলী শ্যামলী বলি সঘনে ডাকিল॥ শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া উচ্চধ্বনি। হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনী॥ রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে মুকুন্দ। গৌরীদাস আদি সবে পাইল আনন্দ॥ বাসুদেব ঘোষে গায় মনের হরিষে। গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিল প্রকাশে॥

নিবিড় নিতম্ব, পিঁধল নীল ধটিয়া, কান্ধে শিঙ্গা গলায় গুঞ্জহার রে। জিনিয়ে রজত গিরি, জগজনার মনোহারী, দাঁড়াইল রোহিণী-কুমার রে॥ শ্বেত অঙ্গ বলরামের শ্বেত গুঞ্জা গলে। গোধূলি লেগেছে অঙ্গে গজ জিনি চলে॥ এক কাণে কোকনদ, দেখিতে সুন্দর আধ, আর কাণে মকরকুণ্ডল। জিনি করিবরগতি, গমন মন্থর অতি, ধরণী করিছে টল্ মল্॥

টোরী।

ওগো আজু আমি চরাব বাছুর। পরাইয়া দে মা ধড়া, মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া, চরণেতে পরাহ নূপুর॥ অলকা তিলক ভালে, বনমালা দে মা গলে, শিঙ্গা বেত্র দে মা মোর হাতে। শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বলরাম, সবাই দাঁড়াইয়া আছে পথে॥ বিলাস অর্জ্জুন জাল, কিঙ্কিণী অংশুক মাল, সভাই সাজিয়ে গোঠে যায়। গোপাল বনে যাবে শুনি, সজল নয়নে রাণী, অচেতন ধরণী লুটায়॥ চঞ্চল বাছুরির সনে, কেমনে ধাইবে বনে, এ দুটী কমল রাঙ্গা পায়। বিপ্রদাস ঘোষে বলে, এ বয়সে গোঠে গেলে, প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥

সোহিনী।

গোপাল নাকি যাবে দূর বনে। তবে আমি না জীব পরাণে॥ এ দধি মন্থন কালে, সমুখে বসিয়া খেলে, আঙ্গিনার বাহির না করি। আঙ্গিনার বাহির হইয়া, যদি গোপাল খেলে যাইয়া, তবে প্রাণ ধরিতে না পারি॥ গোপাল আমার নয়নের তারা। কোলে থাকিতে কত, চমকি চমকি উঠি, নয়ন নিমিখে হই হারা॥ গোপাল আমার পরাণ পুতলি। তোমাকে সঁপিয়া রাম, কিছুই সন্দেহ নাই, তবু প্রাণ করয়ে ব্যাকুলি॥

টোরী।

অরুণ উদয় বেলা, সব শিশু লইয়া মেলা, সবে গেলা নন্দের দুয়ার। শিঙ্গা বেণু বাঁশী রব, করয়ে রাখাল সব, গোঠে আইস নন্দের কুমার॥ গোপাল তুমি যাবে কিনা যাবে আজি মাঠে। এক বোল বলিলে আমরা চলিয়া যাই ধবলী শামলী গেল গোঠে॥ধ্রু॥ তোমার বিলম্ব দেখি, বলরাম পথে থাকি, পাঠাইল

তোমা আনিবারে। যাবে কিনা যাবে তথা, দৃঢ় করি কহ কথা, বলরামের দোহাই তোমারে॥ যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই, চিত নিবারিতে মোরা নারি। কিবা গুণ গান জান, সদাই অন্তরে টান, একতিল না দেখিলে মরি॥ শুনিয়া শিশুর বাণী, হাসে দেব চূড়ামণি, মুদিত নয়ান পরকাশ। গোবিন্দ দাসের পঁহু, হাসিয়া হাসিয়া বহু, চলিলেন বিহারের রাস॥

টোরী।

গোঠে আমি যাব মাগো, গোঠে আমি যাব॥ শ্রীদামের সঙ্গে আমি বাছুরি চরাব॥ চূড়া বেন্ধে দে মা পাঁচনি দে মা হাতে। মোর লাগি দাদা বলাই দাঁড়াইয়া রাজপথে॥ পীত ধড়া পরাও মাগো, গলে দে মা বনমালা। মনে পড়ে গেল আমার কদম্বের তলা॥ ঘনশ্যাম দাসে কহে শুন নন্দরাণী। বিলম্ব দেখিলে শ্রীদাম আসিবে এখনি॥

কানায়ের বিলম্ব দেখি শ্রীদাম আইল। ঘরে বসে কি কর ভাই বেলা কত হ'ল॥ গাভী বৎস আগুসারি চলিল বিপিনে। সুবল আদি সব সখা গেল তার সনে॥ বিলম্ব হইল আমি আইলাম লইতে। বিলম্ব নাহিক কর চলহ ত্বরিতে॥ শ্রীদামের কথা শুনি কহেন কানাই। আমারে বিদায় দেয় না, কি করিব ভাই॥ নানাবিধ বাক্য তবে মায়েরে কহিয়া। গোঠেতে চলিল শ্রীদাম নীলমণি লইয়া॥

কামোদ।

বসিয়া মায়ের কোলে, ননী খেতে খেতে দোলে, হেন কালে শ্রীদাম আইল নিতে। নিতি নিতি সাধব, তবে গোঠে যাবি। বিনি কড়িতে নফর কোথা পাবি। কাল কত মেরেছি ধরেছি, কান্ধেতে চড়েছি, তো তোকার করেছি মোরা। ওরে রে হাঁরে রে, আয়রে কানাই ওরে, গোপজাতির এ ধারা॥ ভাই ভাই প্রথম খেলার বেলা বড়ই আনন্দ। খেলিতে খেলিতে শেষে হয় বড় দ্বন্দ্ব॥ কালি চুলোচুলি করিয়াছিরে খেলাবার বেলে। ওরে সে কথাটী ধর যদি খেলা নাহি চলে॥

শুন শিশুগণ, করি নিবেদন, স্বরূপে কহিযে তোরে। ওরে রে হাঁরে রে,

আয়রে কানায়ে, বলিয়া ডাকিও মোরে॥ অগুরুচন্দন, বিনয় বচন, দিলে যত নহে সুখ। ওরে রে হাঁরে রে, আয় বলে ডাক, দ্বিগুণ বাড়য়ে বুক॥

কানাই ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে, চলত রামসুন্দর শ্যাম, কাচনি পাঁচনি বেত্র, বেনু মুরলী খুরলি তানরি। দাম সুদাম সুবল মিলি, তপন-তনয়া-নীরে কেলি, ধবলী সাঁয়রি আমার আমার ফুকারি চলত কানরি॥ বয়েস কিশোর মোহন ভাতি, বয়ান ইন্দু জলদ কাঁতি, চারু চন্দ্রানন গুঞ্জহার মদনমোহন ভানরি। আগম নিগম বেদসার, লীলায় পহু করে বিহার, জ্ঞানদাস করত আশ, চরণে শরণ মাগরি॥

গুঞ্জরি টোরী।

আজি এড়িয়া যারে কালি গোপাল পাঠাব তোর সনে। বাছুরী চরাইল, এলো অমনি ঘুমাইল, কালি কিছু খায় নাই রাম রে। এলাইয়া কটীর ধটী, বেড়য়ে চরণ দুটী, আপনা আপনি পড়ে ফান্দে। বালকে বালকে খেলে, ঘর যাইতে পথ ভুলে, দুটী হাত মুখে দিয়া কান্দে॥ পরিবার ধড়াগাছি যারে হয় ভার। সে কেমনে ব'বে শিঙ্গা, বেণু এই ভয় আমার॥ ধ্রু॥ দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা। নবনী লুবধ গোপাল পাছে আসে একা॥ আর এক কথা বলি শুন হলধর। যশোদা-নন্দন বলি না ভাবিও পর॥ যাচিয়া নবনী দিহ নিকটে রাখিবে। বেলি অবসান হইলে সকলে আসিবে॥

আওত শ্রীদামচন্দ্র সুরঙ্গ পাগড়ী মাথে। স্তোককৃষ্ণ অংশু বল দাম বসুদাম সাথে॥ করে পাঁচনি বঙ্কিম ধটী বেণুবর বাম কাঁথে। জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, ভাই ভাই বলি ডাকে॥ গোছাদন ভুরি কঙ্কন, কানে কুণ্ডল খেলা। গলে লম্বিত গুঞ্জাবলী, ভুজে অঙ্গদ বালা॥ ফুট চম্পকদল নিন্দিত উজ্জ্বল তনু-শোভা। পদপঙ্কজে নূপুর বাজে শশীশেখর লোভা॥

গায়ে হাত দিয়া মুখ মাজে নন্দরাণী। স্তন ক্ষীরে আঁখিনীরে সিঞ্চয়ে অবনী॥ নন্দরায় আসি পুন করিলেন কোরে। মুখে চুম্ব দিতে ভাসাওল আঁখি নীরে॥ মাথায় লইতে ঘ্রাণ স্থগিত হইয়া। চিত্র পুতুলি যেন রহে কোলে লৈয়া॥ তবে স্থির হৈয়া পুন হাতে মুখ মাজে। কাঁপয়ে সর্ব্বাঙ্গ স্নেহে পরিপূর্ণ কাজে॥

ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পরে হস্ত দিয়া। নৃসিংহ বীজমন্ত্র গলে বান্ধে লৈয়া॥ পৃথিবী আকাশ আর দশদিশ পথে। নৃসিংহ তোমারে রক্ষা করুক ভালমতে॥ সর্ব্বত্র মঙ্গল হ'য়ে পুন আইস গৃহে। নন্দের বিকলি কথা এ মাধব কহে॥

ধানসী।

দণ্ডে দশবার খায়, যাহা দেখে তাহা চায়, ছানা দধি এ ক্ষীর নবনী। রাখিও আপন কাছে, ভোক্ছানি লাগে পাছে, আমার সোনার যাদুমণি॥ শুন বাপু হলধর, এক নিবেদন মোর,এই গোপাল মায়ের পরাণ। যাইতে তোমার সনে,সাধ করিয়াছ মনে, আপনি হইও সাবধান॥ দামালিয়া যাদু মোর, না জানে আপন পর, ভাল মন্দ নাহিক গেয়ান। দারুণ কংশের চর, তারা ফিরে নিরন্তর, আপনি হইও সাবধান॥ বাম করে হলধর, দক্ষিণ করে গিরিধর, শুন বলাই নিবেদন বাণী। বাসুদেব দাস বলে, তিতিল নয়নের জলে, মুরছিয়া পড়িল ধরণী॥

ভাটিয়ারি।

বলরাম তুমি নাকি আমার গোপাল লইয়া যাইছ। যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ॥ বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে, একদণ্ডে দশবার খায়। এ হেন দুধের ছাওয়াল ধনেরে বিদায় দিয়া, প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥ যেমন ভাগ্য করি, আরাধিয়া হরগৌরী, তাহে পাইলাম এ দুখপাসরা। কেমনে ধৈরয ধরে, মায়ে কি বলিতে পারে, বনে যাউক এ দুগ্ধ কুওারা॥ জল খাইতে গিয়াছিল, অনলে বেড়িয়াছিল, দুই হাতে অনল ধরি পিয়ে। নন্দের ভাগ্যের বলে, যশোদার পুণ্যের ফলে, তেঁই সে গোপাল মোর জীয়ে॥

কামোদ।

গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া। আভির বালকগণ, গায় রামকৃষ্ণ গুণ, গোপী রৈল চাঁদমুখ চাইয়া॥ ধ্রু॥ আনন্দিত নন্দরাণী, সাজাইয়া যাদুমণি, নানা আভরণ পীতবাস। রূপ হেরি ব্রজনারী, আঁখির নিমিখ ছাড়ি, পিয়ে রূপ

না যায় পিয়াস॥ যে পদ পল্লব, বিরিঞ্চি দুর্লভ, যোগীর ধ্যানে অতি দূর। ভাগ্যবতী নন্দরাণী, পাইয়া পরশমণি, পায় ধরি পরায় নূপুর॥ গোঠে যায় শ্রীহরি, চূড়া বান্ধে মন্ত্র পড়ি, পিঠে দিল পাটকি ডোর। ধড়ায় আচল ভরি, খাইতে দিল ক্ষীর ননী, নন্দরাণী হইয়া বিভোর॥ আহীর বালক সঙ্গী, কতজন কত রঙ্গি, তার মাঝে শ্যাম নটরায়। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রহি চলে ভিন্ন ভিন্ন, গোবিন্দ দাস তাহা চায়॥

মায়ুর॥

কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী। চায়্যা হলধর পানে, ধারা বহে দুনয়নে, মুখে নাহি সরে কিছু বাণী॥ ধ্রু॥ অলকা তিলক দিতে,মুখ ঘামে আচম্বিতে; কান্দিয়া বিভোর যশোমতী। নারিলাম পাঠাইতে বনে, হেরিয়া সে মুখপানে, শিশুগণে করয়ে মিনতি॥ শুন ক্ষীর আঁখিনীরে, বসন ভিজিয়া পড়ে, বেশ বনাইতে কাঁপে কর। কান্দি গদ গদ কহে, আজি রাখি যাহ সভে, শূন্য না করিহ মোর ঘর॥

কামোদ।

বিপিনে গমন দেখি, হ'য়ে সকরুণ আঁখি, কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী। গোপালেরে কোলে লইয়ে, প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া রক্ষা মন্ত্র পড়য়ে আপনি॥ এ দুখানি রাঙ্গা পায়,ব্রহ্মা রাখুন তায়, জানু রক্ষা করুন দেবগণ। কটিতট সুজঠর, রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর, হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥ ভুজযুগ নখাঙ্গুলী, রাখিবেন বনমালী, কণ্ঠ মুখ রাখুন দিনমণি। পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব, মস্তক রাখুন শিব, অধঊর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি॥ জল স্থল গিরি বনে, রাখিবেন জনার্দ্দনে, দশদিক দশ দিক্‌পাল। যত শত্রু হউক মিত্র, রক্ষা করুন সর্ব্বত্র, নহে তুমি হইও তার কাল॥ এই সব মন্ত্র পড়ি, প্রতি অঙ্গে হাত ধরি, গোময়ের ফোঁটা ভালে দিল। এ দ্বিজ মাধবে কয়, নন্দরাণী প্রেমময়, বলরামের হাতে সমর্পিল॥

প্রণাম করিয়া মায়, সাজল যাদবরায়, আগে পাছে ধায় শিশুগণ। ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোখুর রেণু, সুবলের হরষিত মন॥ আগে আগে বৎসপাল, পিছে ধায় ব্রজবাল, হৈ হৈ শব্দ ঘন বোল। মাঝে নেচে যায় শ্যাম,

দক্ষিণেতে বলরাম, ব্রজবাসী হেরিয়ে বিভোল॥ কেহ যায় বৃষছান্দে, কেহ কারু চড়ি কান্ধে, কেহ নাচে কেহ গীত গায়। এ দাস মাধবে বলে, কি শোভা হয়েছে ভালে, রামকানাই নেচে নেচে যায়॥

ভাটিয়ারি।

যাও গো ভবনে রাণী, যাও গো ভবনে। এনে দিব তোমার গোপাল বেলি অবসানে॥ লইয়া যাইছি তোমার গোপাল রাখিব বসাইয়া। আমরা ফিরাব ধেনু চাঁদমুখ চাইয়া॥ লইয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় সুখ। বেণুরবে ফিরে ধেনু এ বড় কৌতুক॥ একদিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া। তাহাতে রাখিল ভাইয়া কেমন করিয়া॥ যে দিন যে মত করি গোপাল তাহা জানে। ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হৈতে আনে॥

আজু মনের আনন্দে গোঠে চলিল ছুনো ভাই। আগে লাথে লাথে ধেনু, গগনে উড়িছে রেণু, বরজে পড়ল ধাওয়া ধাই॥ ধ্রু। বরজবধূ মিলি, মঙ্গল হুলা হুলি দ্বিজগণে করে বেদগান॥ মুরহর হলধর, ধরি ধরি করে কর, লীলায় দোলায়ে চলে অঙ্গ। ঘনায়ে ঘনায়ে কাছে, আনন্দে ময়ূরী নাচে, চাঁদে মেঘে দেখি একসঙ্গ॥ শ্রবণে শুনিল বাণী, যেখানে সেখানে থানা, রাম কানায়ের কান্ধে ভাল সাজে। শ্রীদাম সুদাম দাম, স্তোককৃষ্ণ অংশুমান, ঘন শিঙ্গা সবার মুখে বাজে॥

সুহই।

নিজগণ সঙ্গে রঙ্গে কত ধায়ত আর কত কুলবতী নারী। জয় জয়কার করত নববধূগণ কনককুম্ভ ভরি বারি॥ আনন্দ কোকরু ওর। কুলবতী চড়ি, অট্টালিকা উপরি, হেরইতে লুবধ চকোর॥ নয়নে নয়নে কতহু রস উপজল, দুই মন ভৈ গেল ভোর। প্রেম রতন ধন, দুহে দুহু পাওল, দুহু মন দুহু করি চোর॥ চলইতে চরণ, অথির নন্দ-নন্দন, শীতল পীতপট বাস। নিজ নিজ মন্দিরে চলতহু সবজন, কি কহব গোবিন্দদাস॥

সারঙ্গ।

ব্রজ নিজ গোধন সঙ্গে নন্দনন্দন বিহরত যমুনাক তীর। দাম সুদাম

শ্রীদাম মহাবল সঙ্গে সখাগণ সব বলবীর॥ বাজত ঘন ঘন বেণু। হৈ হৈ রবে, হাম্বারব গর্জ্জন ঘন ঘন আনন্দে চরত সব ধেনু॥ ধ্রু॥ নগবর বেশ, কেশ'পরি মণ্ডিত চূড়া শিখণ্ড কুসুমে উজোর। মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জরী হেরই জগমন ভোর॥ বলয় নিসান কনককটী কিঙ্কিণী নূপুর সুমধুর রণু ঝুণু বাজ। গোবিন্দ দাস পহু নিতি নিতি উছন বিহরত নবঘন বিপিন-সমাজ॥

দেব-গোষ্ঠ।

মায়ুর।

আজু বিপিনে আওল কান, মূরতি মুরতকুসুম বাণ, জনু জলধর রুচির অঙ্গ ভঙ্গিনটবর মোহিনী। ঈষৎ হসিত বদনচন্দ, তরুণী-নয়ন নয়নকন্দ, বিম্ব-অধরে মুরলী খুরলী ত্রিভুবনমনোমোহিনী॥ কুসুমমিলিত চিকুরপুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ, পুচ্ছনিচয়রচিত মুকুট মকরকুণ্ডল দোলনি। চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর, সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর, গীম মোহন রতন রাজ মোতিম হার লোলনি॥ কটি পীতপট কিঙ্কিণী বাজ, মদগতি অতি কুঞ্জররাজ, জানু লম্বিত কদম্বমাল মত্ত মধুকর ভোরনি॥ অরুণবরণ চরণকঞ্জ, তরুণ অরুণ-কিরণ গঞ্জ, দাস গোবিন্দ হৃদয় রঞ্জ মুঞ্জ মঞ্জীর বোলনি॥

শ্রীদাম কহিছে বাণী, শুনগো যশোদারাণী, নিতি নিতি সভে যাই বনে। সকল রাখাল মিলি, মাঝে করি বনমালী, ধেনু বৎস চরাই কাননে। মোহন বেণুর স্বরে, কত ছান্দে গান করে, জগৎ মোহিত সেই রবে। শুনিয়া বেণুর রব, দিব্য মূর্ত্তি দেবসব, আসি দরশন কর সভে॥ হংসের উপরে চড়ি, চারি মুখে বেদ পড়ি, স্তব করে কানায়ের পাশে। কেহ রথে ঐরাবতে, শূন্যপথে বজ্রহাতে, দেখি মোরা পলাই তরাসে॥ গজমুণ্ড একজন, মুষিকেতে আরোহণ, রক্তবর্ণ যোগীন্দ্রের প্রায়। বাম ভিতে শিখী পরে, ষড়ানন ধনু ধরে, রূপ দেখি ভুবন ভুলায়॥ ক্ষিপ্তপ্রায় বৃষোপরে, পঞ্চ মুখে গান করে, নিয়ে শিঙ্গা ডম্বুরে নিশান। শিরে জটা ত্রিলোচন, ভস্ম অঙ্গে বিভূষণ, সঘনে ডাকয়ে রাম রাম॥ আর জন দুই দাসী, সকল কাননে আসি, দিব্য বসন পরিধান॥ দুই ভিতে দুই নারি মধ্যেতে মুরারি করি, কানায়েরে করয়ে প্রণাম। দশভুজ এক নারি, তুলনা কি

দিতে পারি, দেখি মোরা ডরাই অন্তরে। স্বর্ণ-কান্তি শশিমুখী, ভালে তার তিন আঁখি, রূপেতে ভুবন আলো করে॥ পরিধান রক্তসাড়ী, দুই করে হেম চুড়ি, নানাচিত্র সোনার কঙ্কণ। বক্ষেতে কাঁচলি তার, তায় মণি মুক্তাহার, ক্ষীণকটি কিঙ্কিণী আভরণ॥ চড়িয়া সিংহের পরে, খড়্গচর্ম্ম অসি ধরে, বাম হাতে ধরে কার চুল। সে জন অসুর প্রায়, ভুজঙ্গে বেষ্টিত কায়, বুকে তার মেরেছে ত্রিশূল॥ কোলে করি কানায়েরে, ননী দেয় দশ করে, কত ননী খায় তার ঠাঁই। শঠ অতি বনমালী, কত করে ঠাকুরালী, সুধালে সুধান মানে নাই॥ শশী কহে যত কথা, পার্ব্বতী পর্ব্বতসুতা, এত স্তুতি করয়ে কিঙ্করে। ওরে কানু পূর বেণু আনন্দে চরাও ধেনু, কাননে তোদের ভয় কিরে॥

ভাসি প্রেমজলে, নন্দজায়া বলে, যে কথা বলিলি মোরে। হরের ঘরণী গণেশ জননী, তিনি আসি রক্ষা করে॥ তারে সেবি কোলে, পেয়েছি কোমলে, তবে আর ভয় কি। নেরে রাম ধর, বাড়াইয়া কর, গোপালে সঁপিয়ে দি॥ রাম করে হরি, যশোদা সুন্দরী, সেঁপিছে যাদব রায়। নয়নের জল, করে ছল ছল, বসন তিতিয়ে যায়॥ রাম করে হরি, সমর্পণ করি, যশোদা মুরছা হইল। কহিছে শেখর, হইয়ে কাতর, কেমনে যাইবে বল।

বাজত সব গোঠবাজন নাচত বলবীরে। মদঘূর্ণিত নয়ান-যুগল পাগ লটপটি শিরে॥ গলে বনমালা, বাহেটার বালা, শ্রবণে কুণ্ডল সাজে। কানাই কানাই কানায়ে বলে ঘন ঘন শিঙ্গা বাজে॥ নবনটবর নীলাম্বর লম্ফে ঝম্ফে আওয়ে। মধুমদে যেন মাতল কুঞ্জর উলটী পালটি চাহে॥ আপন ছায়রি হেরি ক্রোধাবেশ হই। হুঁ হুঁ পথ ছোড়ই বলি ঘন অঙ্গুলি দেই। করে পাঁচনি কক্ষে দাবি রাঙ্গা ধুলা গায়ে মাখে। কানাই কানাই কানাইয়া বলে, ঘন ঘন ঘন শিঙ্গা ডাকে॥ করাঘাত মারি বলে তিন বেরি স্থির হও ধ ধ ধরণি। শশিশেখরে, বলে হলধরে, পদতলে যাও নিছনি॥

গোঠে ব্রজই ব্রজরাজ কিশোরবর রাজতবেণু নিশান। করি কোন ছন্দ পদ্মমুখী নিকসই হেরইতে বিপিন পয়াণ॥ মেঘ কি নাদ শুনি জৈছন চাতকিনী ধায়ল পানি পিয়াসে। তৈখনে দখিণ পবন দুখ দেয়ল ভৈ গেল বড়ই নৈরাশে॥ সুন্দরি বুঝিতে না পারিনু রঙ্গ। সুন্দর সুবয়ান, দ্রুত চলি গেল বন, না জানিয়ে কোন তরঙ্গ॥ তনয় পাঠাই বাঁহা পড়ি রোয়ত

ভাণ্ডির রাজ কানাহ্নি। তিতি নয়নে সলিল বহি যায়ত ও বৃকভানু কুমারী॥ রাধা বদনচাঁদ যদি হেরি সব দুখ বিসরণ রাণী। দুহু কি বদন নিরখি দোঁহে মুছত পুছত লহু লহু বাণী॥ ছাড়ি নিশ্বাস গোরি তোঁহি পুছত কোন বিপিনে আজু গেলা। যদুনাথ দাস কহে বন ঘোর দারুণ কাঁহা কাঁহা যাওবি বালা॥

গোধন যুথে যুথে, চলিল ভাণ্ডির পথে, জাবট নিকট দিয়া যায়। বৃষভানু সুকুমারী, অট্টালিকা উপরে চড়ি, অনিমিখে চাঁদমুখ চায়॥ দেখিয়ে গোকুল ইন্দু, উথলিল প্রেমসিন্ধু, অবশ হইল প্রেমভরে। লাজে কিছু নাহি কয়, অধোমুখ হইয়া রয়, কাঁপে রাই মদনের জ্বরে॥ বিশাখা লইল কোলে, কি হইল কি হইল বলে, উপায় করগো সব মেয়ে। মোর বধূ রাজার ঝি, উপায় করিব কি, কেহ জ্ঞান মন্ত্র দেহ কয়ে॥ বিশাখা বলেন মাই, হলধরের ছোট ভাই, সে জানে ইহার মন্ত্র ভাল। শুনিয়া জটিলা ধায়, ধরিল কানায়ের পায়, তুমি মোর বধূ দেহ দান॥ শুনিয়া কহিল শ্যাম, তোমার বধূর কিবা নাম, সে কহে রাজনন্দিনী। তোমার পায়ে রাঙ্গা বাধা, আমার বধূর নাম রাধা, এই নাম সত্তে মাত্র জানি॥

রাই অঙ্গে হাত দিয়া নটবর রায়। ঘুচিল বিরহ দুখ হাসি মুখ চায়॥ দোঁহে দুঁহার দরশনে আনন্দ হইল। জটিলা আসিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥ জটিলা বলেন শোন নন্দের নন্দন। তোমার গুণে বধূ পাইল চেতন॥ এত শুনি গোবিন্দ বলেন জটিলারে। নন্দ ঘরে থাকি আমি গোকুল নগরে॥ যখন তোমার বধূর এমতি হইব। তখনি বলিও মোরে ভাল করি যাব॥ এত বলি বনমালী যায় চলি গোঠে। রায় শেখরের মনে হৈ হৈ উঠে॥

জটিলা নিকটে থাকি, বধূর চেতন দেখি, ধরিল কানুর ডানি হাতে। ধরিয়া বধূর করে, সরস অন্তরে তারে, সমর্পণ করি দিল হাতে॥ শোন যশোদার সুত, দেখিলাম অদ্ভুত, তুমি বট দেব ভগবান। এমন মন্ত্রের গুণ, মরেছিল বধূ মোর, তোমা হইতে প্রাণ পাইল দান॥ ও তোমার জনমের দাসী, খানিক নিকটে বসি, ভাল মতে চেতন করিয়া। ক্ষীর সর ননী খেয়ে, যাও তুমি ধেনু লয়ে, আমি যাইছি নিজপুরে ধাইয়া॥ রাখিয়া মন্দির মাঝে, জটিলা চলিল কাজে, সখীগণ রহিলা দুয়ারে। বিচিত্র পালঙ্ক মাঝে, মণি মুকুতার সাজে, মনের মানস দোঁহার পুরে॥ তৃষিত চাতকী যেন, পরাণ ভেজয়ে হেন, অকস্মাৎ

ঘন বরিষণে। তেমতি বাঁচিলা রাই, কানু অঙ্গ বাস পাই, চণ্ডিদাস ভাবে মনে মনে॥

অরুণ উদয় কালে, ব্রজ শিশু আসি মিলে, বিপিন পয়াণ প্রাণনাথ। একদিঠি গুরুজন, আর দিঠি পথ পানে, চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥ সজনি, না জানি কি হয় প্রেম লাগি। দারুণ পিরীতি পরবোধ না মানই, কত চিতে নিবারিব আমি॥ একে কুলকামিনী, তাহে নবযৌবনী, আর তাহে পরের অধীন। পিরীতি বিষম জ্বরে, রহিতে না পারি ঘরে, ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ॥ নিশি দিশি অবিরত, জাগিতে ঘুমাতে কত, প্রাণনাথ দেখিয়ে সদাই। জ্ঞানদাস বলে, আকুল নয়ন জলে, তিল আধ থির নাহি পাই॥

ওগো সেত ঐ যায় বেণু বাজায়ে। যার কথাটী কৈতেছিলি সে তো॥ ধ্রু॥ যায় পদ রহিয়ে রহিয়ে রাহয়ে গো। কত রবির কিরণ দিছে চলিতে ঘামিয়া গেছে, অলক তিলক গেছে মুছিয়ে মুছিয়ে মুছিয়ে॥ হেন মনে করি মায়া, নবমেঘ হৈয়ে করি ছায়া, তাহে মোদের পরাণ বন্ধুয়া যায় জুড়ায়ে জুড়ায়ে জুড়ায়ে॥ যদি ব্রজের বালক হতেম, তবে ব্রজনাথের সঙ্গে যেতেম নাচিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে॥ হায় আমরা কি করিলেম নবনী নিতে ভুলে এলেম, শ্যামকে খানিক রাখিতাম ননী দেখায়ে দেখায়ে দেখায়ে গো॥ রাণী টানে কোল পানে, ব্রজরাখাল টানে গোষ্ঠপানে, কিশোরী টানে নয়ানে নয়ানে নয়ানে গো॥

তুঙ্গ মণি মন্দিরে ঘন বিজুরি সঞ্চারে মেঘরুচি বসন পরিধান। যত যুবতী মণ্ডলী পহু ইহ পেখই কোই নাই রাই সমান॥ প্রতি দিবস নতুন ইহ, মৃগ লোচনা অতএ তুই ইহারি অনুরাগী। ভাই বিহি তোহারি সুখলাগি॥ রূপগুণ সায়রি সুজল ইহ নায়রি ধনিরে ধনি ধন্য তুহুঁ ভাগি॥ রত্ন অট্টালিকা উপরে বসি রাধিকা তোহারি হৃদি মাঝে রহু জাগি। দিবস উর যামিনি হরি সুধা কামিনি ধাই রহু শশিশেখর ভাগি॥

সারস॥

অভিনব সুহৃদ সব বালক বেড়ি বৈঠল চারু পাশে। ভোজন রঙ্গে সঙ্গিসব চঞ্চল কি কহব হাস পরিহাসে॥ যমুনা পুলিনবিহার। ওদন রসকরা পঞ্চম অঙ্গুলি গলয়ে নবনিকধার॥ দৃঢ় ধটীবান্ধি দোলায় ঘন অঞ্চল জঠর পটে বেণু

সাজে। সিঙ্গা বেত্র কক্ষতলে শোভিত দহি ওদন কর মাঝে॥ কেহ কোকিল সম গান করত বায়ত বেণু বিষাণ। অখিলনাথ ব্রজনাথ বিলাসই শ্যামদাস গুণগান॥

যজ্ঞপত্নীর অন্নভোজন।

ভাটিয়ারী।

শ্রীনন্দনন্দন, করি গোচারণ মলিন ও মুখশশি। সঙ্গে হলধর, সব সহচর, বংশীবটতটে বসি॥ সকল রাখাল, ক্ষুধায় ব্যাকুল, কহয়ে ত্যজিয়া লাজ। হৃদয় বুঝিয়া, কি খাবে বলিয়া পুছয়ে রাখালরাজ॥ বটু কহে ভাই, অন্ন খাইতে চাই, যদি খাওয়াইতে পার। তবে সুখ পাই, গোধন চরাই, কিছু নাহি চাহি আর॥ বটুর বচন শুনিয়া তখন, হাসি নবঘনশ্যাম। এ উদ্ধব দাস, চিরদিন আশ পুরাও মনের কাম॥

শ্রীরাগ।

শ্রীদাম সুদামে ডাকি কহয়ে কানাই। যাজ্ঞিক নিকটে চাহি অন্ন আন খাই॥ কহ গিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ আগে। রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় তোমারে অন্ন মাগে॥ শুনিয়া শ্রীদাম গিয়া মুনি বরাবর। রামকৃষ্ণ অন্ন চাহে কি কহ উত্তর॥ মুনি কহে কোন্ রামকৃষ্ণ কহ শুনি। বলে ব্রজরাজসুত পরিচয় জানি॥ অরুণ নয়ন মুনির সক্রোধ বচন। যজ্ঞ অগ্রভাগ চাহে গোপের নন্দন॥ দেবতারে অন্ন নাহি করি সমর্পণে। গোপ জাতি আগে মাগে ভয় নাহি মনে॥ নিন্দা শুনি শ্রীদামাদি ফিরিয়া আইলা, মুনির ভর্ৎসনা রাম কৃষ্ণেরে কহিলা॥ অন্ন নাই দেয় আর কহে কটু বাণী। শুনিয়া উদ্ধব দাসের আকুল পরাণী॥

যথারাগ।

শুনিয়া শ্রীদামের কথা, অন্তরে পাইয়া ব্যথা, কহে তুমি যাহ পুনর্ব্বার। যাঁহা যজ্ঞপত্নী রহে, কহ কৃষ্ণ অন্ন চাহে, শুনিলে নৈরাশ নহে আর॥ শুনি আর বার ধাই, যজ্ঞপত্নী স্থানে যাই, কৃষ্ণ আজ্ঞা কহিল সত্বর। কহি তোমাদের আগে, রামকৃষ্ণ অন্ন মাগে, ইথে মোরে কি কহ উত্তর॥ শুনি কৃষ্ণ পরসঙ্গ, প্রেমে

পরিপূর্ণ অঙ্গ, থরে থরে থালি সাজাইয়া। দিব্য অন্ন ভরি ভরি, চলিলা সে সারি সারি, কুলভয় লাজ তেয়াগিয়া॥ আর এক মুনির নারী, তার পতি করে ধরি, রাখিল নির্জ্জন গৃহে তারে। যাইবারে না পাইয়া, নিজতনু তেয়াগিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভেটিল দেহান্তরে॥ নানা অন্ন ব্যঞ্জন, লইয়া মুনিপত্নীগণ, যেথানে বসিয়া রাম কানু। নবঘন শ্যাম দেখি, প্রেমে ছল ছল আঁখি, সমপিল অন্নসহ তনু॥ নিরখিয়া শ্যামরূপ, কি কোটি কন্দর্প ভূপ, পদতলে করয়ে নিছনি। এ দাস উদ্ধবে কয়, লখিলে লখিল নয়, অখিল-অমিয়রসখনি॥

রামকেলি।

যজ্ঞপত্নী অন্ন দিয়া, নয়ন ইঙ্গিত পাইয়া, নিজগৃহে করিল গমনে। অন্ন পেয়ে বনমাঝ, আনন্দে রাখাল রাজ, সখাসহ বসিলা ভোজনে॥ অগ্রজ শ্রীবলরাম, কৃষ্ণ করি নিজ বাম, চৌদিকে বেড়িয়া সব সখা। আনিয়া পলাশ পাত, বাড়িলা ব্যঞ্জন ভাত, কি আনন্দ নাহি তার লেখা॥ খাইতে খাইতে সুখে, কেহ দেয় কার মুখে, বন্য ভোজন রস কেলি। খাইতে খাইতে আগে, যে ব্যঞ্জন ভাল লাগে, প্রশংসিল ভাল বলি॥ কক্ষতালি দিয়া দিয়া, ভুঞ্জয়ে আনন্দ হিয়া, সুখের সাগর মাঝে ভাসে। ভোজন হইল সায়, আচমন কৈল তায়, গুণগায় এ উদ্ধব দাসে॥

অন্নভিক্ষা।

আজু শ্রমের নাহিক ওর। সভে যে ভরসা করি তোর॥ সঙ্গেতে খাবার নাই, দূরেতে গোকুল। কাতর সবার তনু হইল আকুল। শ্রীদাম উঠিয়া বলে কানাই ওরে ধন। যমুনার মাঠে আজু করাহ ভোজন॥ সুবল উঠিয়া বলে কানাই রে ভাই। ক্ষুধায় আকুল তনু কিছু পাইলে খাই॥ মনেতে ভাবিয়া কিছু বলে নন্দবালা। চাহিলে পাইবে অন্ন যাহ যজ্ঞশালা॥ দুই চারি বালক যাইয়ে মুনিরে কহয়ে বাত। ওহে মুনি রামকানু তোমায় চাহিল ভাত॥ মুনি বলে আগে আমি যজ্ঞ সাঙ্গ করি। যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে তবে কিছু দিতে পারি॥ এ বোল শুনি বালক আইল কানাই যথা। মুনির কথা শুনি কানাই মনে পাইল ব্যাথা। যাওরে শ্রীদাম ভাই মুনিপত্নী যথা। অগ্রেতে পাইয়ে অন্ন কহ

আমার কথা॥ অন্ন না দিল মুনি শুনি দ্বিজের রমণী অন্যে অন্যে গঞ্জে নিজ পতি। যার নামে নিবেদন, অন্ন মাগে সেইজন, তপ বিফল মূঢ়মতি॥ বিবিধ ব্যঞ্জন ভাত লয়ে উপহার। পসারি চলিল যেন লইয়া পসার॥ অন্ন থুয়ে দ্বিজনারী দণ্ডবৎ প্রণাম করি মিছা গৃহে না যাইব আর করি এই নিবেদন শুন প্রভু নারায়ণ পদতলে রহিব তোমার। অন্ন লইয়া আইল, দ্বিজনারীরা সকল, দিল সব রাখাল লাগিয়া॥ আনরে পলাশ পাত, বাড়রে ব্যঞ্জন ভাত, খুরি বাটি দেহ আজাড়িয়া॥

বন বিহার বা রাখাল রাজা।

তুড়ি।

রাখালে রাখালে মেলা, খেলিতে বিনোদ খেলা, অতিশয় শ্রম সবাকার। ননীর পুতলী শ্যাম, রবির কিরণে ঘাম, স্রবে যেন মুকুতার হার॥ শ্রীদাম আসিয়া বলে, বৈসহ তরুর তলে, কানাই হইবে মাঠে রাজা। যমুনা পুলিনে ভাই, কংসের দোহাই নাই, কেহ পাত্র মিত্র কেহ প্রজা॥ বনফুল আন যত, সপত্র কদম্ব শত, অশোক পল্লব আম্রশাখা। শুনি শ্রীদামের কথা, সকল আনিল তথা, নব গুঞ্জগুচ্ছ শিখীপাখা॥ গাঁথিয়া ফুলের মালে, কদম্ব তরুর তলে, রাজ-পাট করি নিরমাণ। এ উদ্ধব দাসে ভণে, করতালি ঘনে ঘনে, আবা আবা বাজায় বয়ান॥

ধানশী।

বিবিধ কুসুম দিয়া, সিংহাসন নিরমিয়া, কানাই বসিল রাজাসনে। রচিয়া ফুলের দাম, ছত্র ধরে বলরাম, গদ গদ নেহারে বদনে॥ অশোক পল্লব করে, সুবল চামর করে, সুদামের করে শিখীপুচ্ছ। ভদ্রসেন গাঁথি মালে, পরায় কানায়ের গলে, শিরে দেয় গুঞ্জফুলগুচ্ছ॥ স্তোককৃষ্ণ পুঁতি বানা, ঠাঁই ঠাঁই বসাইল থানা, আজ্ঞা বিনা আসিতে না পায়। শ্রীদামাদি দূত হইয়া, কানাইয়ের দোহাই দিয়া, চারিপাশে ঘেরিয়া বেড়ায়॥ কর যুগ যুড়ি তথি, অংশুমান করে স্তুতি, রাজ আজ্ঞা বচন চালায়। বটু করে বেদ ধ্বনি, পড়ে আশীর্ব্বাদ বাণী, দাম

বসুদাম নাচে গায়॥ অতি মনোহর ঠাট, নিরমিয়া রাজপাট, কতেক হইল রসকেলি। এ উদ্ধব দাসে কয়, সখ্য দাস্য রসময়, সেবয়ে সকল সখা মেলি॥

শ্রীরাগ।

পীতধটী হেম কটি ছান্দন ডুরি মাথে। গাভী দোহন ভাণ্ড শোভে বাম হাতে॥ শিঙ্গা বেণু মুরলী দখিণ কক্ষমূলে। ধবলী বলিয়া ধায় কালিন্দির জলে। লম্বিত গুঞ্জার মালা, গোরচনা ভালে। গোধূলি ধূসর অঙ্গ কানে ফুল দোলে॥

গাভিদোহন।

গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে কি ভাব উঠিল। পূরব চরিত্র কিছু মনেতে পড়িল॥ গৌরীদাস মুখ হেরি উল্লাসিত হিয়ে। আনহ ছাঁদন ডুরি বলে ডাক দিয়ে॥ আজি শুভদিন চল গোঠেতে যাইব। আজ হতে গোদোহন আরম্ভ করিব॥ ধবলী শ্যামলী কোথা শ্রীদাম সুদাম। দোহনের ভাণ্ড মোর হাতে দেহ রাম। ভাবাবেশে ব্যাকুল শচীর নন্দন। নিত্যানন্দ আসি কোলে কৈল সেইক্ষণ॥ চৈতন্য দাস বলে ছাঁদনের ডুরি। হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈল চুরি॥

বাথান হইতে নন্দ আসি আঙ্গিনায়। রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ বলি ডাকে উভরায়॥ ধাইয়া আইল দুভাই নন্দের বচনে। নিজ বৃত্তি শিখাইব চলরে বাথানে॥ রাম নে মোর দোহন ভাণ্ড কানু নে মোর বাধা। কর পুরি সব দিব যত আছে ক্ষুধা॥ পদ বাধা খুলি নন্দ দিল কৃষ্ণের হাতে। ভকতবৎসল বাধা তুলি নিল মাথে॥ আগে চলে রামকৃষ্ণ পাছে নন্দরায়। কণ্টক দেখিয়া বাধা যোগাইছে পায়॥ বাথানে যাইয়া নন্দ গাভী দোহন করে। নন্দ দোহয়ে গাভী কানু বৎস ধরে॥ যত দুগ্ধ দোহে নন্দ তত দুগ্ধ পায়। নন্দ বলয়ে আমার রাম কৃষ্ণের পয়॥ দুগ্ধ ভাণ্ড লয়ে গৃহে যারে যাদুমণি। জগবন্ধু কহে ধন্য ধন্য নন্দরাণী॥

রাধামুখশশী হেরইতে আকুল ভৈগেল নন্দ কিশোর। নিজ কুল করম ধরম সব বিছুরল বিছুরল ছান্দন ডোর॥ হরি হরি এই কিয়ে ভেল হি রঙ্গ। বিছুরল শিঙ্গা বেত্র বেণু বিছুরল বিছুরল অগ্রজ সঙ্গ। বিছুরল সুবল সুদাম মধু মঙ্গল

বিছুরল যুগ্মকর খণ্ড। মন মাহা মদন মহোদধি উছরল বিছুরল দোহন ভাণ্ড॥ হেরইতে ভামিনি সেরূপ লাবণি তনু মনু যোগীকবন্দ। থড়কে সমীপে সুধামুখী মেলল রায় শেখরে পহু ধন্ধ॥

রাধা বদন চাঁদ হেরি ভুলল শ্যামরু নয়ন চকোর। ছন্দবন্দ বিন ধবলী দোহত বাছিয়া কোরহি কোর॥ রূপ হেরি ভুলল মুগধল মুরারী। কুটহি অঙ্গুলী, করত গতাগতি, হেরি হাসত ব্রজনারী॥ লাজহি লাজে হাসি দিঠি কুঞ্চিত পুন লেই ছান্দন ডোর। ধবলিক ভরমে ধবল পদ ছান্দন গোবিন্দ দাস মনভোর॥

নন্দের মন্দিরে আজু বড়ই আনন্দ। রামকৃষ্ণ হাতে দিব গোদোহন ভাণ্ড॥ প্রভাতে উঠিয়া নন্দ লৈয়া গোপগণ। পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা সভাজন॥ যত্ন করি জাতক ব্রাহ্মণ মুনিগণে। আনাইলা নন্দঘোষ করি নিমন্ত্রণে॥ পাদ্য অর্ঘ দিয়া নন্দ পূজে মুনিগণে। রামকৃষ্ণ বন্দিলেন মুনির চরণে॥ মুনিগণ কহে শুন নন্দ মহামতি। আজ শুভ দিন হয় গোষ্ঠাষ্টমী তিথি॥ পুত্রহস্তে দেহ গোদোহন ভাণ্ড আজ। গোষ্ঠ পূজা মহোৎসব কর মহারাজ॥ পাইয়া মুনির আজ্ঞা নন্দ মহাশয়। মহোৎসব করে আনন্দ হৃদয়॥ চৈতন্য দাসের মনে পরম উল্লাস। দেখিব নয়নে গাভী দোহন বিলাস।

জয়জয়ন্তী

দশকুশী তাল।

ডাকিয়া তখন নিজ প্রজাগণ আজ্ঞা দিল ব্রজরাজ। বস্ত্র অলঙ্কার, নানা উপহার, করহ গোষ্ঠের সাজ॥ গোপ গোপী যত, আনন্দিত চিত, যৌতুক থালিতে ভরি। নন্দের ভবনে, দিল দরশনে, দিব্য বেশ ভূষা পরি॥ নন্দের গৃহিণী, যশোদা রোহিণী অম্বা কিলিম্বাদি সঙ্গে। হরিদ্রা কুঙ্কুম, গন্ধ উত্তম, দিলা রামকৃষ্ণ অঙ্গে॥ সুবাসিত জলে, ধান্য দূর্ব্বাদলে, স্নান সমাপন করি। পরিয়া বসন, মণি আভরণ, গোষ্ঠেতে চলিলা হরি॥ নন্দমহামতি, মুনির সংহতি সভাসদগণ লঞা। নানা বাদ্য বাজে, মঙ্গল সুসাজে, গোষ্ঠে প্রবেশিলা ধাঞা॥ যশোদা রোহিণী, গোপিনী সঙ্গিনী, মঙ্গল দ্রব্য সহিতে। নানা উপহারে, বস্ত্র অলঙ্কারে, গোষ্ঠে হৈলা উপনীতে॥ দিব্য আলিপনে, অগোর চন্দনে, স্থান

কৈল পরিষ্কার। দিব্য চন্দ্রাতপ, নিবারি আতপ, উপরে বান্ধিল তার॥ স্থাপিল কদলী, জলঘট ভরি, সহিত আম্রের দল। রত্নপীঠপরি, বৈসে রাম হরি, হৈল মহা কোলাহল॥ স্বর্ণ সূত্রে করি, ছান্দনের ডুরি, রত্নের দোহন ভাণ্ড। মুনি-আজ্ঞামতে, রামকৃষ্ণ-হাতে, আনন্দে দিলেন নন্দ॥ বেদ পাঠ করি, ব্রাহ্মণ সকলি, করে আশীর্ব্বাদ ধ্বনি। নর্ত্তক গায়ক, ভট্টাদি যাচক, শব্দ চতুর্দ্দিকে শুনি॥ স্বর্গে সুরগণ, পুষ্পবরিষণ, করিয়া সুখেতে ভাসে। ত্রিভুবন ভরি, আনন্দ সঞ্চারি, কহয়ে চৈতন্য দাসে॥

ভাটিয়ারী রাগ।

তবে নন্দ শীঘ্র আনাইল দুই গাই। ধবলী সাওলী বৎস সহিত তথাই॥ সুরভি সন্ততি সেই মহা দুগ্ধবতী। স্বর্ণযুক্ত শৃঙ্গখুর নবীন যুবতী॥ দুই গাই দুই ভাই ছান্দনে ছান্দিয়া। দোহন করিল গাই আনন্দিত হৈয়া॥ দোঁহাকার দুইভাণ্ড ক্ষণেকে পূরিল। প্রথম দোহন দুগ্ধ ব্রাহ্মণেরে দিল॥ চৈতন্য দাসেতে কহে গাভীর দোহন। দেখি ব্রজবাসীগণের জুড়াইল মন॥

কানাই আমার জগমনোমোহন রাখাল। সুন্দর মুরলী, করেতে শোভিত, লম্বিত পীঠে বনমাল॥ ধবলি ছাঁদই, পাচনি রচিত, জল অবলম্বন করিয়া। কমল চাঁদ, চাঁদমুখে দোহত, বাম করে বাছুরি ধরিয়া॥ গোরসে পূর্ণিত, ও চাঁদ বয়ান, বিগলিত পড়ত দুইপাশে। যৈছে মতিমহার, উপর শোভিত, হেরত সুরদাসে॥

শঙ্করাভরণ।

হেরইতে বিনোদিনি ভুললরে। গোধন দোহন তেজলরে॥ চান্দ চকোর জনু পাওলরে। রাইক প্রেমভরে ভাসলরে॥ মুরছি অবনীতলে পড়ল ঢু'রে। অরুণিত লোচন ঢল ঢল রে॥ কর পহু কোরে আগরলরে। অঙ্গে পুলক অতি পূরলরে। দুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে। গোবিন্দ দাস মনোমোহন রে॥

গৌরচন্দ্র।

মিশ্র পুরন্দর তবে মনে বিচারিয়ে। পুরোহিত দ্বিজগণে আনিল ডাকিয়ে।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আইল তখন। মিশ্র পুরন্দর কহে মধুর বচন॥ অদ্য শুভ-দিন হয় শুক্লাষ্টমী তিথি। বিশ্বম্ভরের হাতে দেহ ভাগবত পুথি॥ জগন্নাথ মিশ্র তবে দ্বিজ-আজ্ঞা মতে। ভাগবত পুঁথি দিল বিশ্বম্ভরের হাতে॥ দেখিঞে ব্রাহ্মণগণ করে বেদধ্বনি। বাহিরে কতকজন করে হরিধ্বনি॥ বৈষ্ণব দাস কহে যোড় করি হাত। ধন্য রে নদীয়ার লোক শচী জগন্নাথ॥

বন তেজি বনমালী, তেজি বিপিন-কেলি, ব্রজবালক করি সঙ্গে। অধরে কর্ষল বেণু, বোলায়ত সব ধেনু, যুথে যুথ পসারল রঙ্গে। বাছুরিক যুথ সারি, নেই চলু গিরিধারী ধেনু যুথে শ্রীদাম সুদাম। বৃষভ মহিষযুথে,সুবল সুবাহু সাথে, অবশেষে আওয়ে বলরাম॥ ঘাঘর ঘণ্টার রোল, আবা আবা ঘন বোল, হাম্বারবে গরজয়ে ধেনু॥ উল্লাসে গোষ্ঠের পানে, ব্রজবালা গাভীসনে, চলে রঙ্গে ভাই রামকানু॥

গৌরচন্দ্র।

খেলাইঞে গৌরচন্দ্র বেলি অবসানে। উপনীত হইল আসি শচীর অঙ্গনে॥ দরিদ্রেতে পাইল যেন হারাধন। অঙ্গধূলা ঝাড়িলেন করিয়ে যতন॥ ভোজনে বসিলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র। বামে গৌরীদাস দক্ষিণে নিত্যানন্দ॥ আচমন সারিয়ে লইল মুখ বাস। ভাবে গদগদ রাণী অন্তরে উল্লাস॥

খেলাইতে যাবি গোরাচাঁদ। সকল বালক সঙ্গে, সুরধুনী তীরে রঙ্গে, নাচবি গায়বি হরিনাম॥ এ বোল শুনিয়ে রঙ্গে, সকল বালক সঙ্গে, চলি গেলা সুরধুনী-তীরে। ধবলী শ্যামলী বলি, ঘন ঘন ফুঁকারই, ক্ষণে ক্ষণে গরজে গভীরে। শ্রীদাম সুদাম, দাদা বলরাম, বলি ডাকে গোরারায়। গৌরাঙ্গের ভাব দেখি, কান্দে যত পশু পাখী. বাসুদেব ঘোষ রস গায়॥

পূরব বিলাস গোরা ভাবি মনে মনে। ধবলী শ্যামলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥ শ্রীদাম সুদাম বলি ঘন লয় নাম। ক্ষণে ক্ষণে ডাকে কোথা দাদা বলরাম। দেখিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়। শিঙ্গার শবদ করি বদনে বাজায়॥ বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে। গুপত গৌরাঙ্গ-লীলা করিলা প্রকাশে॥

বেলোয়াল।

জননী বিরাজিত বেশ উজোর। গোঠ বিজই ব্রজরাজকিশোর॥ধ্রু॥ আগে

অগণিত যায় গোধন চলিয়া। পাছে ব্রজবালক যায় হৈ হৈ বলিয়া॥ সমবয় রূপ সবহু করি ছাঁদ। রাম বামে চলু শ্যামরু চাঁদ॥ ময়ূর শিখণ্ডচূড়ে ঝলমলিয়া। মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া॥ শিরপর চাঁদ অধর পর মুরলী। চলইতে পহু করত কত খুরলী॥ কটিতটে পীত পটাম্বর বণিয়া। মন্থর গতি কুঞ্জর-বর জিনিয়া॥ মণিমঞ্জির বাজত ঝলঝলিয়া। গোবিন্দ দাস কহে ধনি ধনিয়া॥

টুরী।

যমুনাকোতীরে, ধীরে চলু মাধব,মন্দ মধুর বেণু বাওইরে। ইন্দিবর নয়নী,বরজ-বধূ কামিনী, সদন তেজিয়া বনে ধাওইরে॥ধ্রু॥ অসিত অম্বুধর, অসিত সরসীরুহ, অতসী কুসুম তাহে করম সুতানিরে। ইন্দ্র নীলমণি, উদার মরকত, শ্রীনিন্দিত বপু আভারে॥ শিরে শিখণ্ডচূড়, শ্রবণে গুঞ্জাফল, নির্ম্মল মুকুতা-লম্বি নাসাতল নবকিসলয় অবতংস গোরচন অলক তিলকে মুখশোভারে॥ শ্রোণী পীতাম্বর, বেত্র বামকর, কম্বুকণ্ঠ বনমালা মনোহর, ধাতুরাগ বৈচিত্র কলেবর, চরণে চরণে চরণোপরি শোভারে॥ গোধূলি ধূসর, বিশাল কক্ষতল, গোছাদন রজ্জুবিনিহিত, কন্দর রঙ্গভূমে ঐ বিরাজিত, নটবররূপে জগমনোলোভারে। ব্রহ্মা পুরন্দর, দিনমণি শঙ্কর, যে পদ কমলা সেবে নিরন্তর,সে হরি কৌতুকে রাজবেশ ধরি, গোপ রমণী অভিলাষরে॥ সো মধুরিপুপদ, অনুপম পুষ্কর পরাগ, লালস মানস—মধুকর, অভিনয় শত করি দাস জগন্নাথ, প্রেমভকতি অভিলাষ রে।

টোরী।

ধেনু সঙ্গে গোঠ রঙ্গে খেলত রামসুন্দর শ্যাম, কাছনি বিষাণ বেণু বেত্র মুরলী খুরলী গানরি। প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মিলি, তরণী তনুজা-তীরে খেলি, ধবলী শামলী আঙুরি আগুরি ফুকরি চলিছে কানুরি॥ বয়স কিশোর মোহন ভাতি, বদন-ইন্দু উজল কাঁতি, চারুচন্দ্র গুঞ্জাহার মদনমোহন ভানরী॥ আগম নিগম করিয়া সার, লীলারসে গোষ্ঠবিহার, নশীরাম মুদ করই আশ, চরণে শরণ দানরি।

সিন্ধুরা।

ধেনু চরায়ত, বেণু বাজায়ত, যমুনাতীর পুলিন-বনে। প্রিয় সুদাম

শ্রীদাম সুবল মহাবল এ সব গোপসখা সগণে॥ নটবেশ সুকেশ চূড়া, শিখি সাজনি, মালতীমাল প্রসন্ন দলে। শ্রুতিপাশবিলাসমণি মকরাকৃতি কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডে দোলে॥ কোটীধটিপীত বলায়নি, কাছনি কিঙ্কিনী, কাঞ্চনদাম ঘনে। চরণকমলদলে শশীমণ্ডিত খণ্ডিততাপ ভজন্ত জনে॥ জয়কৃষ্ণ দাস পঁহু গোবর্দ্ধন ধারণ, ধীর দেবেন্দ্র মণি। অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড করি মণ্ডিত তাকর আগো কাহাকো গণি॥

শোহিত।

রাম কানাই কালিন্দীর তীর। ধবলী শামলী বলি, দিক্ নিহারই, গরজই মন্দ গভীর॥ শ্রুতি-অবতংস, অংসোপরি লম্বিত, মুরলী অধর সুরঙ্গে। চরণে লম্বিত, পীত ধটী অঞ্চল, গোধূলিধূসর শ্যাম অঙ্গে॥ দাম শ্রীদাম রাম, দক্ষিণে বলরাম, চলতহি দ্বিরদগমনে। চাঁদ মুখের ঘাম, বাম করে মুছই, রহই লগুড় হেলনে॥ তৃণ মুখে সব ধেনু, বেণু রবে উনমত, রহই অনিমিখ দিঠে। অনন্ত দাস কহে, চাঁদ মুখ হেরি হেরি, পুচ্ছ নাচায়ত পিঠে॥

ভাটিয়ারি।

খেলে রাম রামকানাই। যমুনা তরুর ছায় খেলেন দোন ভাই॥ ধ্রু॥ রাম কানাই দুই ভাই দুই দিকে দাঁড়াইল। দুজনে সমান খেলু বাঁটিয়া লইল॥ সুবল বলায়ের দিকে নাচিতে লাগিল। শ্রীদাম সুদাম তারা কানায়ের দিকে হইল॥ সবাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল। হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ হইল॥ আজুকার খেলাতে ভাই যে জন হারিবে। কান্ধে করি বংশীবটে রাখিয়া আসিবে॥ সাঁতালি ভাঙ্গিতে নারে ভেয়েরে কানাই। আপনি সাঁতালি ভাঙ্গি জিনিল বলাই॥

আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায়। সুবল করিয়া কান্ধে, বসন আঁটিয়া বান্ধে, বংশীবটতলে লইয়া যায়॥ শ্রীদাম বলাই লইয়া, চলিতে না পারে ধাইয়া, শ্রমজলধারা বহে অঙ্গে। এখন খেলারবে হইব বলায়ের দিকে আর না খেলাব কানায়ের সঙ্গে॥ কানাই না জিতে কভু, জিতিলে হারায় তবু, হারিলে জিতয়ে বলরাম। খেলিব বলায়ের সাথে, চড়িব কানায়ের কান্ধে,

নহে কান্দে করিব ঘনশ্যাম॥ মত্ত বলাই চাঁদে, কে পারে করিতে কান্দে, খেলিতে যাইতে লাগে ভয়। গেড়ুয়া লইয়া করে, হারিলে সবারে মারে, বলরাম দাস দেখি কয়॥

গান্ধার।

যতন হি রাই লই চলু মন্দিরে সখিগণ ধৈরয লাই। রস পরথাব কহই করি চাতুরী কানুক হৃদয় জানাই॥ সুন্দরী তিরোহিতে রহি শুন বাত। অদভুত উনহিক প্রেমবরমাধুরী কতিহুঁ কহই না যাত॥ ধ্রু॥ রাইক বিরহ অধিক করি মানই উনৈহিক সুখ নিজ মান। কেবল দেহ ভেদ পুন বুঝি যে নহে পুন এক পরাণ॥ আনন্দ বাত উঠায়ত পুন পুন পুছত রজনী-বিলাস। গহন মদনদুখ সবহুঁ মিটায়ল অহ কহ গোবিন্দ দাস॥

নবীন তরুর ছায়ায় বসিল রাম কানু। যমুনাতে নীর পান করে সব ধেনু॥ শিঙ্গা বেণু রাব ভাই আন সব গাই। রাখিএ্যে ধেনুর পাল এসরে খেলাই॥ কেহ বাজায় শিঙ্গা কেহ বাজায় বেণু। হাম্বা হাম্বা রব করি দাঁড়াইল ধেনু॥ শ্রীদাম কহয়ে ভাই ধবলী আইল। যাদবেন্দু দাস কহে আনন্দ বাড়িল॥

বলরাম গোষ্ঠ।

বনবিহারে গৌরচন্দ্র।

সুরধুনী-তীরে আজু পুরুবহি খেলা। বনফুল তুলিয়া সবার গলে দেই মালা॥ সব ভক্তগণ মেলি করে সংকীর্ত্তন। সংকীর্ত্তনের ধূলা অঙ্গে করয়ে লেপন॥ গৌর নিতাই দুই ভাই দুদিকে দাঁড়াইল। সকল ভকতগণ নাচিতে লাগিল॥ হাসিয়া গৌরাঙ্গ কহে কার দিগে হব। গৌরীদাস কহে নিত্যানন্দপাশ যাব। অভিরাম হাসিয়া গৌরাঙ্গমুখ চায়। বাসুঘোষ ইহ রস ওর নাহি পায়॥

সারঙ্গ।

রাম গুণধাম করু খেলা। তপন-তনয়ানীরে নিরখি নিজ ছায়রি তা সঞে হাসি করত কত লীলা॥ রজতগিরি খর্ব্ব করি গর্ব্ব মহীমণ্ডলে শারদশশীদমন মুখশোভা। চূড়ে অবতংস শিখিপুচ্ছে নবমল্লিকা গন্ধে অলিবৃন্দ মনোলোভা॥

দশনে দাপি অধর থর নয়ন-শরে তাড়ই বাহুমূলে তাল ধরি গাজে। দম্ফ করি লম্ফ দেই কম্পে মণ্ডীমণ্ডল নীল ধটি আঁটি সমরে সাজে॥ আপন সমরূপ সমরূপ সমভঙ্গিয়া নিরখি তাহারে পুন পুছে। কে কেরে কেরে, তু তুই তুই প প পরিচয় দে দেনারে, আর কি ব বলদেব ব্রজে আছে॥ দাম শ্রীদাম বসুদাম ভা ভা ভাইরে, দে দেখ আসি য যমুনা নীরে। দ্বিতীয় বলরাম আসি মোহে পর-বঞ্চই শশীশেখর নিকট নাহি দূরে॥

শ্রীদাম বলে ধ ধবলী ফিরারে। কার থাইবে থন্দ বলিবে মন্দ, মারি খেতে খাবি কেরে॥ একি চরণে চরণ থুঞা। বসে আছ রাজা হঞা॥ একবার গেলাম, দুবার গেলাম। এবার তোমার পালি দিলাম॥ হারে বে রে রব শুনি গাভী আগে ধায়। ক্ষণে ক্ষণে রহিয়া গোবিন্দ মুখ চায়॥ গোবিন্দ দেখি ধেনুর আনন্দ বাড়িল। প্রেমে পুলকিত অঙ্গ চাটিতে লাগিল॥ কানাই ভাই যমুনার তীরে। শিশুগণ তারা যেন ফিরে॥ কেহ কেহ জল পানে ধায়। অঞ্জলি পূরিয়া জল খায়॥ কেহ দেখে নিজ অঙ্গ-ছায়া। যদু কহে রাখালের মায়া॥

টৌরী।

আজু বনে অবনিত আনন্দ বাধাই। পাতিয়া বিনোদ খেলা, রাখাল হইল ভোলা, দূর বনে গেল সব গাই॥ ধ্রু॥ ধেনু না দেখিয়া বনে, চকিত রাখাল-গণে, শ্রীদাম সুদাম আদি সবে। কানাই বলেন ভাই, খেলা ভাঙ্গি যাব নাই, আনিব গোধন বেণুরবে॥ দূর হইতে বেণু রব, ধায় ধেনু বৎস সব, পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপর। নিরখিয়ে চাঁদ মুখ, অন্তরে পরম সুখ, রহে ধেনু কানায়ের গোচর॥ গাই সব সারি সারি, ঘন হাম্বা রব করি, দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে। দুগ্ধ ঝরি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে॥ দেখি সব সখাগণ, আবা আবা ঘনে ঘন, কানুরে করিল আলিঙ্গন। প্রেমদাস কহে বাণী, কানায়ের মুরলী শুনি, পশু পাখী পাইল চেতন॥

মঙ্গল।

খেলা সমাধিয়া, শ্রমযুক্ত হইয়া, সখাগণ লইয়া সঙ্গে। ভোজন সম্ভার ছিল ভারে ভার, ভোজনে বসিলা রঙ্গে॥ যমুনা-পুলিনে, বেড়ি সখাগণে, মাঝে

ক'রে বসে কানু। পাতি নব পাত, তাহে দিল ভাত, জল ভরি শিঙ্গা বেণু॥ সব সখা মিলি, করিয়া মণ্ডলী, ভোজন করয়ে সুখে। ভাল ভাল কয়ে, মুখ হ'তে লয়ে, সবে দেয় কানুমুখে॥ সবে বলে ভাই, আমারি কানাই, মোরে বড় ভালবাসে। আমার সমুখে, বসি খায় সুখে, সদা রয় মোর পাশে॥ এই করি মনে, করয়ে ভোজনে, আনন্দ-সাগরে ভাসে। বিশ্বম্ভর দাস, করি মনে আশ, রহে সুবলের পাশে॥

যমুনাক তীরে, তরুতল সুশীতল, আসিয়া মিলিল দোনো ভাই। সবে বলে ভাল ভাল, কি খেলা খেলিব বল, আজু খেলা খেলিব এক ঠাঁই॥ কারু কাছে ভেটা কড়ি, রামপাকে দাঁড়া গুলি, কেহ কেহ পাঁচনী ফিরায়। রাম কানাই কুতুহলে, দাঁড়াইল দুই দলে, শিশুগণ ধরি ধাওয়া ধাই। সাতালি করিয়া পণ, খেলাব রাখালগণ, হারিলে লইবে কান্ধে করি। বংশীবটের তলে, রাখিয়ে আসিতে হবে, সবে মিলি এই পণ করি॥ খেলিতে লাগিল সবে, বলাই জিনিল তবে, ডাকিয়া সাতালি বলাই ভাঙ্গে। সাতালি ভাঙ্গিল বলি, ডাকে মহামত্ত করী, মালসাট মারে নিজ অঙ্গে॥ কেহ ধায় দুরাদুরি, কেহ তরু লক্ষ্য করি, পিছে ধায় মত্ত বলাই। এক শিশু বলে ভাই, সাতালি পাতিতে যাই, মার যদি নন্দের দোহাই॥ দূরে হইতে মারি, ফেলে বিষম গেড়ুয়ার বাড়ী, ঠাঁই ঠাঁই ফুলিল কানায়ের গা। কান্দিয়ে কানাই বলে, পড়িয়া ধরণীতলে, এমন সময় কাছে নাহি মা॥ বলার ভয়েতে হরি, শ্রীদামের করে ধরি, বলে ভাই চল যাই দূরে। গোবিন্দ দাসে কয়, এত কি পরাণে সয়, দাদা ফেলে মারিলেক মোরে॥

সারঙ্গ।

গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল। গাওয়ে গমক গণ্ডগিরি গুঞ্জরি গোরি গোল গান্ধার॥ ধ্রু॥ গোপী গোপ গাভীগণ গোপক গোকুল গাম বিহারী। গুঞ্জা গৌরিক গোরস গরভিত গোরচন রুচিধারী॥ গহন গুহাগত গোচারণ রত গোদোহন গতিকারে। গোগিরিধারী গূঢ় গরবাইত গুরু গৌরব পরচারে॥ গজ-পতি গামী গানগুণগুম্ফিত গগনেচর সুরবৃন্দে। গোরস গাহি গিরীশ্বর নন্দন গাবক দাস গোবিন্দে॥

বেলোয়ার।

আওতয়ে মধুমঙ্গল ভালি। হেরি সখগণ দেই করতালি॥ চলইতে চরণ পড়ই তিন বঙ্ক। ভাবে কলঙ্কিত কালিন্দীপঙ্ক॥ এহই বদনে করত কত ভঙ্গ। নাচত সঘনে বাজায়ত অঙ্গ॥ ভোজন সরবস সব অনুবন্ধ। অবিরত স্রোতে লাগওত দ্বন্দ॥ মধু গুড় লোভিত বাউল চিত। বন্ধক দেওত যজ্ঞোপবীত॥ কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি। করইতে প্রীত দেই দশগালি॥ গোবিন্দ দাস শুনি অছু গুণ গান। দ্বিজ পায়ে করমু লাখ পরণাম॥

শ্রীরাগ।

কানুক গোঠ গমন বিরহাতুরা ধৈরয ধরই না পারি। ব্রজগত যত জন সঙ্গহি ধাওল আর যত কুলবতী নারী॥ সজনি, দেখ দেখ ব্রজজন লেহা। নয়নে নয়নে জল, অঙ্গ পুলকাকুল, ভাবে অবশ ভেল দেহা॥ ধ্রু॥ তিল এক বিরহ কলপ করি মানই চিত পুতলি সম হেরি। ব্রজকুলনন্দন, কহত যতনে পুন ঘরহি পাঠাওল ফিরি॥ কাতর অন্তরে, নিজ নিজ মন্দিরে, সবজন করল পয়াণ। সহচরী রাই, লেই চলু মন্দিরে, গোবিন্দ দাস পিছে জান॥

সুবল কহয়ে ভাই আইল ধেনুগণ। সব ধেনু রাখাইএঃ খেলিব এখন॥ কানাই কহয়ে শুন সব শিশুগণ। কে কাকে লইবে ভাই কহত এখন॥ হাসিএঃ ধবলীর সিনি সুবল আনিল। নবীন তরুর ডালে ঝোল্‌না করিল॥ ঝোল্‌না রচিয়ে সুবল বলার মুখ চায়। ভাব বুঝি বলরাম আগুসারি যায়॥ ঝোলনাতে রাম কানাই বসিলা যে রঙ্গে। ঝুলায় শ্রীদাম সুদাম আদি সঙ্গে॥ শ্রীদাম সুবল সে ঝোলায় রাম কানু। হাসি অংশুমান কহে দূরে গেলে ধেনু॥ কানাই বলেন ভাই খেলা না ভাঙ্গিব। মুরলীর রবে সব ধেনু ফিরাইব॥ ঝোল্‌না হইতে রাম কানাই নামিল। স্তোককৃষ্ণ ভদ্রসেন দুহুঁতে চড়িল॥ অর্জ্জুন বিশাল সখা আদি সব ঝোলে। পূরিল মনের সাধ যাদবেন্দু বলে॥

গোবর্দ্ধন যাত্রা।

গৌরচন্দ্র। দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গবিলাস। পুন গিরি ধারণ, পূরব লীলাক্রম, নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ॥ শুদ্ধভক্তি গোবর্দ্ধন, পূজা কর

ভজগজন, এই বিধি দিলা কলিমাঝে। শ্রবণাদি নব অঙ্গ, কল্পতরুময় অঙ্গ, পঞ্চ রস ফল তাহে সাজে॥ পুলক অঙ্কুর শোভা, অশ্রুজল মনোলোভা, মন্দবায়ু বেপথু সুন্দর। নিজেন্দ্রিয় উপচারে, সেব সেই গিরিবরে, প্রেমমণি পাবে ইষ্টবর॥ দেখিয়া লোকের গতি, কলিযুগ সুরপতি, কোপে তনু কম্পিত হইল। অধরম ঐরাবতে, কুমতি ইন্দ্রাণী সাথে, সসৈন্যেতে সাজিয়া আইল॥ কাম মেঘ বরিষণে, ক্রোধ বজ্র নিক্ষেপণে, লোকের হইল বড় ডর। লোভ মোহ শিলাঘাতে, মাৎসর্য্যাদি খরবাতে, ধৈর্য্য ধর্ম্ম উরে নিরন্তর॥ জানিয়া জীবের ভয়, শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াময়, উপায় চিন্তিলা মনে মনে। ভক্ত ভাব সারোদ্ধার, নিজে করি অঙ্গীকার, ভক্তি-গিরি করিলা ধারণে॥ তাহার আশ্রয়ে লোক, পাসরিল দুখ শোক, কলি ভার খণ্ডিল সকলে। তবে কলি দেবরাজ, পাঞা পরাভব লাজ, স্তুতি করে চরণকমলে॥ অপরাধ ক্ষমাইয়া, কহে কিছু দীন হৈয়া, যত জীব প্রভুর আশ্রয়। যেবা তব গুণ গায়, তাহ মোর নাহি দায়, এই সত্য করিল নিশ্চয়॥ প্রভু তারে দয়া কৈল, ধন্য কলি নাম থুইল, অদ্যাপিহ ঘোষয়ে সংসার। চৈতন্য দাসেতে বলে, গোবর্দ্ধন লীলাছলে, যুগে যুগে জীবের উদ্ধার॥

গাওরে গাওরে সুখে কৃষ্ণের চরিত। গিরি গোবর্দ্ধন যাত্রা মনোরম, শ্রবণ মঙ্গল গীত॥ একদিন ব্রজে, ইন্দ্র পূজা কাজে, সাজে গোপ গোপী যত। জানিয়া কারণ, নন্দের নন্দন, কহেন আপন মত॥ শুন ব্রজরাজ, গোপের সমাজ, না পূজ দেবের রাজা। মোর লয় মনে, গিরি গোবর্দ্ধনে, সাবধানে কর পূজা॥ এহি সে উচিত, মোর অভিমত, পাইবে বাঞ্ছিত ফল। নানা উপহার, বস্ত্র অলঙ্কার, সত্বরে সাজিয়া চল॥ বিপ্রে দেও দান, হইবে কল্যাণ, না ভাবিহ আন চিতে। কহে কৃষ্ণদাস, সভার উল্লাস, শ্রীবাস বচন রীতে॥

কি আনন্দ আজু বৃন্দাবনে॥ ধ্রু। নন্দ আদি গোপগোপী একত্র হইয়া। গিরি গোবর্দ্ধন পূজে নিকটে যাইয়া॥ মিষ্টান্ন পক্বান্ন আনি ধরিল সকলে। কৃষ্ণগুণ গায় নানা বাদ্য কোলাহলে॥ হেনই সময়ে কৃষ্ণ দেব মায়া মতে। আরোহণ একরূপে করিলা পর্ব্বতে॥ দেখি গোপগোপীগণে প্রণাম করিলা। সভে কহে গোবর্দ্ধন মূর্ত্তিমন্ত হইলা॥ প্রণাম করিয়া কহে নন্দের নন্দন। দেখ দেখি কি ভাগ্য যতেক গোপগণ॥ যত ব্রজবাসী সভে পাইয়া আহ্লাদ। পর্ব্বতের স্থানে মাগি নিল আশীর্ব্বাদ॥ নানা দ্রব্য অলঙ্কার সাজিয়া গোধনে। বেদের

বিহিত দান দিলেন ব্রাহ্মণে ॥ কৃষ্ণের সহিত তবে গেলা গোবর্দ্ধনে ॥ ইন্দ্রমুখ-ভঙ্গ কথা কৃষ্ণদাস ভণে ॥

যত গোপগণ,পূজে গোবর্দ্ধন, না কৈল ইন্দ্রের পূজা। পাই অপমান, ক্রোধে কম্পমান, সাজিল দেবের রাজা ॥ মহা অহংকারে, কৃষ্ণ নিন্দা করে, অজ্ঞানে মোহিত হৈয়া। কহে গোপপুরী, মহা বৃষ্টি করি, আজি ডুবাইব যাঞা ॥ ডাকি মেঘগণে, যতেক পবনে, আজ্ঞা দিল সুরপতি। শিলা বৃষ্টি করি, ভাঙ্গ ব্রজপুরী, যাহ যাহ শীঘ্র গতি ॥ আপনি তখনে, চড়িয়া বাহনে,বজ্র হস্তে দেবরাজ। সঙ্গে সেনাগণ, ছাইয়া গগন, আইল গোধনমাঝ ॥ চতুর্দ্দিকে মেঘে, ধায় বায়ু বেগে, দিনে হইল অন্ধকার। খর বরিষণে, বজ্রের ক্ষেপণে ভাঙ্গিল ঘরদুয়ার ॥ প্রলয়ের হেন, বৃষ্টিধারা ঘন, ঝঞ্ঝনা চিকুর পড়ে। হাহাকার করি, পথাপথ ছাড়ি, ব্রজবাসী সব নড়ে ॥ পড়িয়া সঙ্কটে, কৃষ্ণের নিকটে,আইলা গোকুলবাসী। ধেনুগণ যত, যূথে যূথে কত, দাণ্ডাইল নিকটে আসি ॥ কৃষ্ণ মহামতি, গোকুলের পতি, কর পরিত্রাণ বোলে। চৈতন্য দাস, করি এহি আশ, এবার রাখ গোকুলে ॥

নন্দ আদি গোপগোপী হইয়া বিকল। দেখিয়া জানিল কৃষ্ণ ইন্দ্রে করে বল ॥ এতেক ভাবিয়া কৃষ্ণ নন্দের নন্দন। এক হস্তে তুলিয়া ধরিল গোবর্দ্ধন ॥ কন্দুকের প্রায় গিরি ধরিয়া কৌতুকে। সভারে ডাকেন আর জননী জনকে ॥ আইস আইস সভে শিশু বৎসগণ লইয়া ॥ এই গর্ত্তে থাক আসি নির্ভয় হইয়া ॥ গোপগণে কহে কৃষ্ণ শুন হে বচন। হাতে হইতে তোমার যদি পড়ে গোবর্দ্ধন ॥ সকল গোকুলপুরী যাবে রসাতলে। কিসে হইতে রক্ষা তায় পাইবে সকলে ॥ কান্দিয়া যশোদা দেবী কহে গোপগণে। একাকী পর্ব্বত কৃষ্ণ ধরেছে কেমনে ॥ কোথারে কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীদাম সুদাম ॥ সবে মেলি গোবর্দ্ধন ধর বলরাম ॥ চৈতন্য দাসেতে কহে শুন যশোমতি। গোকুল রাখিতে তুয়া সহায় শ্রীপতি ॥

হেন কালে সখী মেলি, রাই কনক গিরি, আচম্বিতে দরশন দিলা। দাঁড়াঞা রূপের ভরে, ধরি সহচরী করে, মুখজিনি শশী ষোলকলা ॥ রাই নব সুমেরু সুঠাম। স্মিত সুরধুনী ধারে, রসের ঝরণা ঝরে, হেরি হেরি তৃপিত নয়ান। নব অনুরাগ বাতে, স্থির নাহি বান্ধে চিতে, পাসরিলা নিজ মরিযাদ। কাঁপে তনু থরথরে, পর্ব্বত তোলয়ে করে, গোয়ালে গণিল পরমাদ ॥ লগুড় লইয়া করে, কেহ কেহ গিরি ধরে, উদার ব্রজের গোপগণ। ললিতা দেবী হাসি, দাঁড়াইল

আগে আসি, রাইয়েরে করিয়া অদর্শন। ভাব সম্বরিয়া হরি, রাখিয়া গোকুলপুরী, ইন্দ্র করিয়া পরাজয়। চৈতন্য দাসের বাণী, ত্রিভুবনে জয়ধ্বনি, গোবর্দ্ধন-লীলার সময়॥

জয় জয় ব্রজেন্দ্র নন্দন। ব্রজের জীবন প্রাণধন॥ পরিবার সহ ব্রজবাসী। গর্ত্তে হইতে উঠিলা হরষি॥ সেইখানে লীলায় শ্রীহরি। স্থাপিলেন গোবর্দ্ধন গিরি॥ নন্দ আদি যত গোপগণে। আশীর্ব্বাদ করে কায়মনে॥ কেহ কেহ করে আলিঙ্গন। স্বর্গে স্তুতি করে দেবগণ॥ যশোদা রোহিণী হর্ষ পাঞা॥ চাঁদমুখ চুম্বয়ে চাপিয়া॥ আনন্দে নাচে বিদ্যাধরী। পুষ্প বর্ষে অপ্সরা কিন্নরী॥ দেবরাজ পাঞা পরাভব। কর যোড়ে করে নানা স্তব॥ নিজ অপরাধ ক্ষেমাইয়া। গেলা আপনার গণ লৈয়া॥ চৈতন্য দাসেতে ইহা গায়। যুগে যুগে ভক্তের সহায়॥

গোষ্ঠ।

যমুনাতে রামকানাই বিহরই রঙ্গে। শ্রীদাম সুদাম দাম আদি সখাগণ সঙ্গে॥ কেহ বাজায় শিঙ্গা কেহ বাজায় বেণু। নবীন পল্লব পত্র খায় সব ধেনু॥ শ্রীদাম কহয়ে কথা মধুর বচনে। ধাইলে কুশের কাঁটা বাজিবে চরণে॥ কুশের অঙ্কুর যদি বাজয়ে চরণে। সে কথা শুনিলে রাণী মরিবে পরাণে॥ আসিবার কালে সঁপি দিল মোর হাতে। না যায়ো গহন বনে যায়ো রাজপথে॥ যাদবেন্দ্র দাস কহে শুন শিশুগণে। নবীন তরুর ছায়ায় বৈস এইখানে॥

নীল কমলদল, শ্রীমুখমণ্ডল, ঈষত মধুর মৃদু হাস। নব ঘন চিকণ কালা, গলায় কদম্বমালা, আহির বালক চারিপাশ॥ মণিময় ঝুরি মাথে, অঙ্গদ বলয় হাথে, রতন নূপুর রাঙ্গাপায়। নাচিতে নাচিতে যায়, গোধূলি লাগিছে গায়, বরিহা উড়িছে মন্দ বায়। বনবিহারে ব্রজরাজকিশোর। ধাইতে মঞ্জির বাজে দোলে বনমাল॥ অনন্ত দাসের পহু মনোমত লাল॥

পুনশ্চ যথা।

মঙ্গল।

কৃষ্ণের আদেশ পাঞা, ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারিয়া, নন্দ আদি যত গোপগণ। নানা উপহার লৈয়া, সকলে একত্র হৈয়া, আইলেন যথা গোবর্দ্ধন। সহস্র সহস্র

জন, রান্ধে অন্নব্যঞ্জন,একঠাঁই লইয়া করে রাশি। দধি দুগ্ধ সরোবর, রোটী রাশি থরে থর, হরিষে না যায় ব্রজবাসী॥ শ্রীকৃষ্ণের অভিমত, পাক কৈল বহুমত, সূপান্ত পায়স শিখরিণী। ব্যঞ্জনের কত রূপ, পর্ব্বত সমান স্তুপ, অন্ন কোটী করিলা সাজনি॥ নানা বাদ্য বাজে কত, নর্ত্তকী নাচয়ে শত, সহস্র সহস্র লোকে গায়। যত গোপগোপীগণ, অলঙ্কৃত সব জন, আনন্দে অবধি নাহি পায়॥ ধেনু বৎস সাজাইয়া, কত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, ব্রাহ্মণেরে দেয় নন্দ রায়। মহামহোৎসব রোল, কে কার শুনয়ে বোল, এ মাধব দেখিয়া বেড়ায়॥

শ্রীরাগ।

নানামত অন্ন কোটী করিয়া সাজন। গোবর্দ্ধনে বিপ্রগণে কৈল সমর্পন॥ মূর্ত্তিমন্ত গোবর্দ্ধন আপনে আইলা। অন্নব্যঞ্জন সব ভোজন করিলা॥ প্রসন্ন হইয়া বর দিল গোপগণে দেখি ব্রজবাসীগণ সবিস্ময় মনে॥ কৃষ্ণ কহে এই শৈল কর নমস্কার। মাগি বর লেহ সভে যে ইচ্ছা যাহার॥ বর দিয়া গোবর্দ্ধন অন্তর্দ্ধান হৈল। প্রণাম করিয়া সভে বিস্ময় হইল॥ গোবর্দ্ধন প্রসাদে সবে করিলা ভক্ষণ। আনন্দিত ব্রজবাসী প্রসন্ন হইল মন॥

ধানসী।

যত ব্রজবাসীগণ, পূজা কৈল গোবৰ্দ্ধন, না করিল ইন্দ্রের অর্চ্চন। করিল শৈলের পূজা, শুনি ইন্দ্র মহারাজা, ক্রোধ করি ডাকে মেঘগণ॥ মহাক্রোধে ইন্দ্রদেব, প্রলয় কালের মেঘ, চারিজনে ডাকিয়া আনিল। অতি ক্রোধ মন করি, নন্দের গোকুলপুরী, ডুবাইতে তারে আজ্ঞা দিল॥ তবে দেব সুরপতি, আনি ঐরাবত হাতী, আপনি করিলা আরোহণ। গোধন নাশিতে মেঘ, যার অতি বায়ুবেগ, উপনীত নন্দের ভবন॥ পবনে করিয়া ঝড়, উড়াইল বৃক্ষ খড়, মুষলধারায় পড়ে জল॥ ঝনকি তড়িৎপাত, মনে হয় বজ্রাঘাত, জলে পূর্ণ হইল উচ্চ স্থল॥ কৃষ্ণের আদেশ পাঞা, গোধনাদি সব লৈয়া, গোবর্দ্ধনের লইলা শরণ॥ কৃষ্ণচন্দ্র অতি ত্রস্ত, প্রসারিয়া বাম হস্ত, ধরিলেন গিরি গোবর্দ্ধন॥ তার মধ্যে গোপগণ, ধেনু বৎস সব জন, সশঙ্কিত হইয়া রহিলা। ইন্দ্রদেব সাত দিন, বৃষ্টি করি পরবীন, পরাভব আপনি মানিলা॥

পর্ব্বত গহ্বরে থাকি ব্রজবাসীগণ। ধেনুবৎস লইয়া উঠে যত গোপগণ॥ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ এই সভার মান॥ পরাভব মানি ইন্দ্র গেলা নিজ স্থান। নন্দ যশোমতী অতি হরসিত হৈয়া। বহু দান কৈল কল্যাণ লাগিয়া॥

শ্রীরাধিকার গোচারণ।

গৌরচন্দ্র।

রসে চর চর, গৌর কিশোর, বঙ্কিম নয়নে চায়। জিনি করিবর, গমন মন্থর, পরাণ দোলায়ে যায়॥ চাঁচর চিকুরে, চূড়ার টালনি, গাঁথিয়ে চাঁপার কলি। তাহার সৌরভে, জগত মাতল, ঝাঁকি ঝাঁকি উড়ে অলি॥ গৌরাঙ্গ রূপের, ছটার কিরণ, লাগয়ে যাহার গায়। উনমত হয়ে, বাহু পসারিয়ে, কিরণ ধরিতে চায়॥ আইস আইস বলি, করয়ে ব্যাকুলি, নদিয়া নাগরী কান্দে। ভণে বলরাম, ওপদ নিছনি, শোভিত নখের চান্দে॥

ভাবের আবেশে কহে গৌরাঙ্গ রায়। কৃষ্ণ গেল গোচারণে কান্দে উভরায়॥ পুন কহে প্রাণনাথ ধবলীর সনে। সখাগণ লঞে নাথ গেলা সে বিপিনে॥ ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি করয়ে রোদন। ক্ষণে বৃন্দাবনের পথ করে নিরীক্ষণ॥ গোরা মুখ হেরে কান্দে সহচরগণ। না বুঝল বলরাম বৃথাই জীবন॥

অট্টালিকা উপরি,বসিয়া কিশোরী, ভাবয়ে সে রূপখানি। শ্রীদাম সুদাম,শ্যাম বলরাম, করয়ে বেণুর ধ্বনি॥ শুনি বেণু রব, চমকিত সব, হইল অস্থির বালা। শ্বাস নাহি বহে, প্রাণ নাহি দেহে, বাড়িল বিরহ জ্বালা॥ হেন কালে তথা,আইল ললিতা, বিশাখা করিয়া সঙ্গে। দেখে কমলিনী, পড়িয়ে ধরণী, ধূলায় লোটায় অঙ্গে॥ ত্বরান্বিত হয়ে, রাধারে তুলিয়ে, ললিতা লইল কোলে। কহ কমলিনি, পাগলিনী হেন, কেন পড়ে ধরাতলে॥ লইয়া বৎস গাই, মোরা চল যাই, ধরিয়া রাখাল বেশে। শুনিয়া বচন, আনন্দিত মন, কহয়ে শেখর দাসে॥

ললিতা কেমনে উপায় করি। শ্রীদাম সুদাম, আর বলরাম, সঙ্গে লয়ে গেল হরি॥ ধ্রু॥ প্রাণনাথ গেল, মোরা যাই চল, আন গুঞ্জ গাভা। ললিতা বিশাখা, আর ইন্দুরেখা, সাজিয়া করহ শোভা॥ ললিতা সুন্দরী, জানয়ে চাতুরী,

বলাই সাজিবে ভাল। বিশাখারে ভাল, সাজিবে সুবল, এই সে উপায় কর। তুঙ্গবিদ্যা আসি, হাসি কাছে বসি, কহে যোড় কর করি। শুন প্রাণেশ্বরি, বচন হামারি, তোমারে সাজাব হরি॥ এতেক বচন, শুনিয়া তখন, কমলিনী ধনি রাই॥ শেখর আসিয়ে, কহয়ে হাসিয়ে, গুঞ্জা গাভা কোথা পাই॥

সখী সঙ্গে করি, বেশের মন্দিরে, বসিল আনন্দ চিতে। তেজি নীল সাড়ী, পীতধড়া পরি, চূড়াটী বান্ধিল মাথে। কেহ হয় দাম, শ্রীদাম সুদাম, সুবলাদি প্রিয় সখা। চল বৃন্দাবনে, নটবর সনে, যাইয়া করিব দেখা॥ ললিতা সুন্দরী, জানায় চাতুরী, বলাই সাজিবে ভাল। বিশাখারে ভাল, সাজিবে সুবল, এই সে উপায় কর। কহে ইন্দুরেখি শোন বিধুমুখি, তোমারে সাজাব হরি। রায় শেখরে, সখিগণ মিলে, এই সে উপায় করি॥

বিশাখারে সুবল সাজায় বিনোদিনী। ললিতারে বলরাম, কানাই আপনি॥ যোগমায়া পৌর্ণমাসী আপনি আসিয়া। চলিল হরের শিঙ্গা অমনি লইয়া॥ সবার সুন্দর বেশ হইল রামকানু। বংশী না হইলে কেন ফিরিবেক ধেনু॥ ললিতারে বিনোদিনী শীঘ্র পাঠাইল। নবীন পদ্মের কুঁড়ি তুলিয়া আনিল॥ মৃণালেতে সারি সারি রন্ধ্র করিয়া। সাজাইল বিনোদিনী তাতে ফুক দিয়া॥ সুন্দর বাঁশীর গান গগন ভেদিল। বৃষভানুপুর হইতে ধেনু বৎস এলো॥ যমুনার তীরে গিয়া দিয়া জয় জয়। পয়োধর কাল হৈল যদুনাথ কয়॥

ললিতা বচন, শুনিয়া তখন, কদম্ব আনিয়া দিল। শুক পয়োধর, কদম্বের হার, পরিতে লুকায়ে গেল॥ সুমধুর স্বরে, শিঙ্গা বেণু পুরে, নীপমূলে ধেনু রাখি। সে তান শুনিয়া, চমকিত হইয়া, যদুনাথ দাস সাখি॥

শুনিয়া মুরলি নাদ নটবর শ্যাম। চিত চমকিয়ে হেরে সুবল বয়ান॥ এই অপরূপ ধ্বনি শুনিলাম শ্রবণে। এমন মুরলী-নাদ কে হানিল প্রাণে॥ পুলকিত তনু মোর সম্বরিতে নারি। যে জন বাজালে বাঁশী দাস হব তারি॥ সুবলেরে সঙ্গে করি দ্রুতগতি চলে। চাঁদেরে বেড়িয়ে তারা আছে নীপমূলে॥ তটস্থ হইয়া শ্যাম দাঁড়াইয়া রহে। জগতমোহিনী রাধা পূর্ণানন্দে কহে॥

কাতর হইয়া পুছে রসময় শ্যাম। আপনার নাম কহ, মোরে পরিচয় দেহ, কোন্ জাতি কোথা তোমার ধাম॥ ধ্রু॥ আমি থাকি এই বনে, চরাইতে ধেনুগণে, কভু নাহি দেখি হেন রীতে। দাদা বলায়ের সঙ্গে থাকি, কভু

তোমায় নাহি দেখি, এ বড় সন্দেহ লাগে চিতে॥ এত শুনি কহে গোরী, শুনহ নন্দের হরি, শুন মোরা দেই পরিচয়। প্রেমনাম ধরি আমি, বাস মোর এ মেদিনী, মাতা মোর তোমার পূজ্য হয়॥ তব পূজ্য মাতা যে, তাহার গৌরব সে, সে জন আমার হয় তাতে। আমার যে বন্ধুজনে, তার নাম সভে জানে, দাস পূর্ণানন্দের সাক্ষাতে॥

আর এক কই লেখা, তোমার বন্ধুর সখা, দুই চারি সখা তার আছে। কহি পুন তার কথা, পাছে হেট কর মাথা, ননী চুরি কর ব্রজমাঝে॥ এই ব্রজের গোপনারী, দধির পসরা করি, মথুরায় বিকে যায় তারা। পথ আগুলিয়া রহ, দধি দুগ্ধ কাড়ি খাহ, একি তোমার আচম্বিত ধারা॥ নারিগণ স্নান করে, বসন রাখিয়া তীরে, তাহা চুরি কর কি লাগিয়া। বাজায়ে মোহন বাঁশী, কুল-বধূ কর দাসী, আপনা অপনি বড় হইয়া॥ খাওয়াও পরের খন্দ, এখনি করিব বন্দ, লয়ে যাব কংসের গোচর। শেখর কহয়ে হরি, বান্ধিলে বান্ধিতে পারি, তোমায় নাহিক কিছু ডর॥

এ বনে কংশের ভয় নাহি বলে হরি। রাই বলে এখনি ভাঙ্গিব ভারি ভুরি॥ কৃষ্ণ বলে ব্রহ্মা ইন্দ্র দমন করি আমি। রাই বলে নন্দের গোধন চরাও তুমি॥ কৃষ্ণ বলে স্বর্গ মর্ত্ত্য আমার অধিকার। রাই বলে জানি তুমি নন্দের কুমার॥ কৃষ্ণ বলে পুতনা বধিনু অবহেলে। রাই বলে তোমার মা বান্ধিল উদুখলে॥ কৃষ্ণ বলে গোবর্দ্ধন ধরিনু কৌতুকে। রাই বলে নন্দের বাধা কত বয়েছ মস্তকে॥ এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে। কৃষ্ণকে বান্ধিলা রাই আপন বসনে॥ দেখিয়া সুবলসখা ভয়ে পলাইল। দাস পূর্ণানন্দে কহে কিশোরী জিনিল॥

জয় কিশোরী গোরি। আমার রাধিকা হয় গুণে অধিকারী॥ কানুর সর্ব্বস্ব নিলে হরি। তরাসে নাগরবর, কাঁপে কলেবর, মনেতে পাইয়া ডর। দেখিয়া সুবল, ভয়ে পলাইল, সঙ্গে নাহি হলধর॥ এ ঘোর কাননে, কেহ নাহি জানে, পাছে অকস্মাৎ মরি। শুনিয়া রায়ের দয়া উপজিল, বলে ভয় নাহি হরি॥ তোমার লাগিয়ে, আইলাম ধাইয়ে, নটবর রূপ ধরি॥ শ্রীঅঙ্গ পরশে, নাগর তরাসে, রাধার জানিল কায। যত সখীগণ, গেল দূরবন, বিলাসনিকুঞ্জমাঝ॥ কাতরে হরি, দুই কর যোড়ি, কহে শুনহে কিশোরি গোরি। তোমার মহিমা,

বেদে নাহি সীমা, না জানে শঙ্কর গৌরী॥ রাই কহে শ্যাম, মোর নিবেদন, তোমা না দেখিলে মরি। ঘর তেয়াগিয়ে, আইলাম ধাইয়ে, নটবর বেশ ধরি॥ সঙ্গের সঙ্গিয়া, আসিয়া মিলিল, রাধিকা কানুর পাশে। প্রেম সমাধিনী, আনন্দে মিলল, কহে পূর্ণানন্দ দাসে॥

হেথা শিশু সব ফিরয়ে কানাই কানাই বলে। ফিরে সবে অন্বেষণে কোথা গেলি কানাইরে ভেয়ে॥ কংশচর কত কত, আইসে যায় শত শত, না জানি পড়িল কোন দায়। কি বলিয়ে ঘর যাব, নন্দ আগে কি বলিব, কি বলিব যশোমতী মায়॥ কি কাজ করিল বিধি, কোথা গেল গুণনিধি, বজর পড়িল মোদের মাথে। আর নাহি সহে তাপ, যমুনায় দিব ঝাপ, যদি দেখা না হয় তার সাথে॥ রাখাল আকুল হয়ে, পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়ে, সুবল আইল হেন কালে। উঠ ভাই তেজ দুখ, কি লাগি কর শোক, দাস পূর্ণানন্দে ইহা বলে॥

সুবলের কথা শুনি মত্ত বলরাম। বলরে সুবল কোথা নবঘনশ্যাম॥ না দেখিয়ে মুখশশী ফাটে মোর হিয়া। রাখহ আমার প্রাণ কানু দেখাইয়া॥ এত শুনি সুবল কহয়ে বলরামে। ফিরাইতে গেলাম ধেনু কানাঞের সনে॥ হেন কালে আইল কংসের এক চর। সঙ্গের রাখাল সবে অতি মনোহর॥ আসিয়া বান্ধিল কানায়ের দুই করে। দেখি অনুচিত হাম পলাইলাম ডরে॥ এত শুনি ক্রোধাবেশে চলে বলরাম। দূরেতে দেখিতে পায় নব ঘনশ্যাম॥ ধাইয়া সকল রাখাল পাইল মুরারী। দাস পূর্ণানন্দে কহে চরিত মাধুরী॥

মধ্যাহ্ন-লীলা।

ধানসী।

নাহি উঠল দোঁহে কুণ্ডক তীর। তনু তনু লাগল পাতল চীরায় অঙ্গে বনাওল নব নব বেশ। কুঞ্জ মাঝে করল পরবেশ॥ বিবিধ মিঠাই কতহু উপহার॥ ভোজন করত তঁহি কতহুঁ পরকার॥ রাইক যতনে সেই শ্যামর রায়। বহুবিধ ভোজন হরিষ হিয়ায়॥ যো কছু শেষ রহল পুনথারি। সখী সঙ্গে ভোজন করল বর নারী॥ তাম্বুল খাই শয়ন দোঁহে কৈল। আলসে আকুল দোঁহে নিঁদ গেল॥ সখীগণ তঁহি শয়ন করু কুঞ্জে। কুসুম সেজ রচিত রসপুঞ্জে॥ নিতি নিতি ঐছন দুঁহুক বিলাস। ব্যজন করতহি গোবিন্দ দাস॥

বন-বিহার।

সারঙ্গ।

বন মাহা কুসুম, তোড়ি সব সখীগণ, সরস সময় করু তাহি। মারত বদন, নেহারি কুসুম শর, শোহত সমরক মাহি॥ কো কহু সমরক কেলি। নতুন কিশোর, নবীন নবনাগরী, ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥ ধ্রু॥ মণিময় ভূষণ, তনু তনু সোহন, রুনু রুনু নূপুর বাজে। গোবিন্দ দাস কহে, রমণী শিরোমণি জিতল, বিদগধ রাজে॥

কালীয় দমন॥

গৌরচন্দ্র। তুড়ি।

গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব কহনে না যায়। বিরলে বসিয়া পহু করে হায় হায়॥ প্রিয় পারিষদগণ পুছয়ে তাহারে। কহে মুঞি ঝাঁপ দিব যমুনামাঝারে॥ করিনু দারুণ প্রেম আপনা আপনি। দুকুলে কলঙ্ক হৈল না যায় পরাণি॥ এত কহি গোরাচাঁদ ছাড়য়ে নিশ্বাস। মরম বুঝিয়া কহে নরহরি দাস॥

গৌরচন্দ্র। ধানসী।

গৌরাঙ্গ সুন্দর, প্রেমে গরগর, ভ্রময়ে যমুনা-তীরে। কৃষ্ণদাস সহ, পূরব রভস ধাম দেখিয়া ফিরে॥ দেখিতে দেখিতে, উনমত চিতে, ভ্রমিতে মোহন বন। কৃষ্ণদাস কহ, হের কালীদহ, আগে কর দরশন॥ এই কদম্ব, তরুর উপরে, চড়িয়া দিলেন ঝাঁপ॥ হেথা শিশুকুল, কাঁদিয়া আকুল, সুরগণ হেরি কাঁপ॥ ব্রজপুরে কত, দেখি উতপাত, যতেক বরজবাসী। নন্দ যশোমতী, হইয়া উনমতি, কাঁদয়ে এথায় আসি॥ গোপ-গোপীগণ, করয়ে রোদন, লোটায় অবনীমাঝ। ব্রজবাসী-কুল, ভাবি বেয়াকুল, উঠিলা নাগররাজ॥ একথা শুনিয়া, বিভোর হইয়া, পড়িলা গৌরহরি। পুলকে পূরল, সব কলেবর, ভূমে যায় গড়াগড়ি॥ কাঁহা মোর মাতা, শ্রীদামাদি সখা, কাঁহা মোর গোপীগণ। ইহা বলি কাঁদে, থির নাহি বাঁধে, মাধব আকুল মন॥

সিন্ধুড়া।

কালিন্দীর এক দহে, কালীনাগ তাঁহা রহে, বিষজল দহন সমান। তাহার

উপর বায়, পাখী যদি উড়ে যায়, প'ড়ে তাহা ত্যজিয়ে পরাণ॥ বিষ উথলিছে জলে, প্রাণী যদি যায় কূলে, জলের বাতাস পাইয়া মরে। স্থাবর-জঙ্গম যত, কূলে মরিয়াছে কত, বিষজ্বালা সহিতে না পারে। দেখি যদুনন্দন, দুষ্টদর্প-বিনাশন, উঠিলেন কদম্বের ডালে। তাহার উপর চড়ি, ঘন মালসাট মারি, ঝাঁপ দিলা কালীদহ জলে॥ দেখিয়া রাখালগণ, কাঁদিলা আকুল মন, পড়ে সভে মূরছিত হঞে। কুমারি শ্রীদাম কান্দে, কেহ থির নাহি বান্ধে, ক্ষণেকে চেতন সভে পাইয়ে॥ কি বলি যাইব ঘরে, কি বলিব যশোদারে, ধেনুবৎস কান্দে উভরায়। শুনিতে এসব বাণী, পাষাণ হইল পাণী, মাধব অবনী পড়ি যায়॥

গান্ধার।

দিবসে আন্ধার, গোকুল নগর, সঘনে কাঁপয়ে মহী। রুধির বরিখে, নয়ান নিমিখে, সভাই হেরয়ে অহি॥ নন্দ যশোমতী, গোপগোপী তথি, বিচার করয়ে মনে। বলরাম বিনে, সখাগণ সনে, কানাই গিয়াছে বনে॥ যশোমতী কহে, দারুণ স্বপন, দেখিনু রজনী শেষে॥ আমার গোপালে, ভুজঙ্গ বেড়ল, জারল বিষম বিষে॥ ব্রজবাসী কিবা, বালবৃদ্ধযুবা, শুনিয়া চলিলা ধাই। যাঁহা শিশুগণ, করয়ে রোদন, তাঁহাই মিলল যাই॥ ঝাঁপ দিলা জলে, শুনিয়া সকলে, বালক গণের মুখে। অবনীমাঝারে, মূরছি পড়য়ে, মাধব কান্দে যে দুখে॥

পাহিড়া।

কান্দে ব্রজেশ্বরী, উচ্চৈঃস্বর করি, কোথারে গোকুলচন্দ্র। ভুলি কার বোলে, ঝাঁপ দিলা জলে, ভুজগে হইলা বন্ধ॥ অপুত্রক হঞা, মন্দির লইয়া, আছিনু পরম সুখে। পুত্র হয়ে তুমি, জঠরে জনমি, শেল দিয়া গেলে বুকে॥ নিদারুণ বিধি, যে বাদ সাধিলা, বিচারিলা অদভুত। কি দোষ পাইয়া, লইলা কাড়িয়া, আমার সোণার সুত॥ শিরে কর হানে, বিষজল পানে, সঘনে ধাইয়া যায়। দুবাহু পসারি, বলরাম ধরি, প্রবোধ করয়ে তায়॥ নন্দঘোষ কান্দে, থির নাহি বান্ধে, ভূমে পড়ি মূরছায়। গোপগণ তাহা, হেরিয়া কান্দয়ে, মাধব প্রবোধে তায়॥

শ্রীরাধিকা-বিলাপ।

তথা রাগ।

সহচরী সঙ্গে, রাই ক্ষিতি লুঠই, ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছায়। কুন্তল তোড়ি, সঘনে শিরে হানই, কো পরবোধব তায়॥ হরি হরি কি ভেল বজর নিপাত। কাহে লাগি কালিন্দী, বিষজলে পৈঠল, সোমঝু জীবননাথ॥ চৌদিকে সবহু, রমণীগণ রোয়ত, লোরহি মহী বহি যায়। বিগলিত ভরম, সরম সব তেজল, ঘন রোয়ত উভরায়॥ বিষজল পানে, ছুটল কোই লুটই, কোই না বান্ধই কেশ। মাধবদাস, সবহু পরবোধই, গদগদ বচন বিশেষ॥

তথা রাগ।

ব্রজবাসীগণ কান্দে ধেনুবৎস শিশু। কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগপশু॥ যশোদা রোহিণী কেহ ধরণে না যায়। সবেমাত্র বলরাম প্রবোধে সভায়॥ নন্দ উপনন্দ আদি যত গোপগণ। ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ॥ শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ। সভে বলে বিষজল করিব ভক্ষণ॥ বলরাম রাখে সভায় প্রবোধ করিয়া। এখনি উঠিছে কালীদমন করিয়া॥

সুহই।

ব্রজবাসীগণ জীবন শেষ। দেখিয়া উঠিলা নটন বেশ॥ কালীয় ফণায় নটন রঙ্গে। হেরি জনু তনু জীবন সঙ্গে॥ মরণ শরীরে আইল প্রাণ। হেরিয়া ঐছন সবহু মান॥ ফণায় ফণায় দমন করি। নটবর রঙ্গে নাচয়ে হরি॥ ভাঙ্গিল দরপ ভুজঙ্গ ঈশ। উগারে অনল সমান বিষ॥ ফণীমণিগণ পড়য়ে খসি। পুজয়ে চরণ নখরশশী॥ নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্তুতি। শুনি ব্রজমণি হরষ-মতি॥ ফণীমণিপতি হইয়া ভীত। শরণ লইল চরণ নীত॥ ফণীপতি বরে অভয় করি। জল সঞে তীরে আইলা হরি॥ মাতা যশোমতী লইলা কোরে। মাধব ভাসয়ে আনন্দ-লোরে॥

ব্রজ নিজজন হেরি আনন্দচন্দ। হেরই ভুলল চকোরক ছন্দ॥ কাহুক বয়ানে না নিকসয়ে বাত। কর-সরসীরুহ মাজই গাত॥ বিষজলে জনু তনু দাহন ভেল। ব্রজপ্রেমামৃতে শীতল কেল॥ ঐছন যাহে করই সম্ভাষ॥

সবহু আলিঙ্গয়ে গদগদ ভায॥ সহচরীগণ লোচন ভরি দেখ। ঈষদবলোকনে করু অভিষেক॥ পূরল মনোরথ দরশ-রস পানে। আনন্দে সুবদনী আপনা না জানে॥ দ্বিজকুল আকুল আনন্দে ভাস। নিরখি নিরাপদ মাধবদাস॥

রাখাল রাজা।

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক। আনন্দকন্দ নয়ন ভরি দেখ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত, মেলি রঙ্গে গায়ত, উনমত ভকতহি সঙ্গে॥ হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন দেহা। বরিখয়ে সবহু নয়নমনলেহা॥ পুনঃ পুনঃ হেরইতে গৌরমুখইন্দু। উছলল প্রেমসুধারস সিন্ধু॥ জগভরি পূরল প্রেম তরঙ্গে, বঞ্চিত গোবিন্দ সো পরসঙ্গে॥

শ্রীরাগ।

আজু গোঠে ভূপতি ভেল কানাই। সঙ্গের বালকগণ, করে উপাসন, ভোজন পান যোগাই॥ অরুণ তরুণ দল, আনিয়া তরুর তল, কুসুম সেজ সাজাই। কৈ বরজবর, উরুপর শিয়র, পদসেবা কৈ পাই॥ বহুবিধ কুসুম, মনোহর মনোরম, কৈ দেয়ত মাল বানাই। শিখিদল নিকর, করে পুরি পুছর, কৈ শ্যামঅঙ্গে চামর ঢুলাই॥ অবিরত সেবি বিধি, শিব অজ আদি, নারদ অন্ত না পাই। সোই চরণধন, রামকৃষ্ণগুণ, কোন তপে গোপ পাই॥

পূরিত নয়নজলে, ব্রজ শিশুগণ বলে, চাঁদমুখের কি মধুর বেণু। যত ছিল বনচর, সভে প্রেমে গর গর, রব শুনি ধেঞে আইল ধেনু॥ শ্রীদাম কহে কানাই তোকে করিব আজ রাজা। কি আর কাহারে ডর, কংশেকে না দিব কর, কানাই থাকিতে মহাতেজা॥ শুনরে রাখাল ভেয়ে, বনফুল তোল গিয়ে, আন গিয়ে যমুনার জল। নবীন-পল্লব দিঞে, বনমালা গাঁথ সিঞে, রাজপাট বানাও উচ্চ স্থল॥ আনন্দে রাখাল ধায়, রাজা হবে শ্যামরায়, বিবিধ পল্লব আনি সারি। নবীন পল্লব যত, বনমালা শত শত, রাখালমণ্ডলী সারি সারি॥ শ্রীদাম ধরিবে ছত্র, সুদাম হইবে পাত্র, মহাবল আগে দলসেনা। সুবল কোটাল হৈঞে, ফিরিবে দোহাই দিঞে, আজ হৈতে কংশের দোহাই মানা॥ লবঙ্গ আনন্দ রঙ্গে, চামর ঢুলাবে অঙ্গে, সুদাম করিব সুদাম। মগন হইয়া তায়, কেহ নাচে কেহ গায়, ইহ রস কহে বনশ্যাম॥

শ্রীদাম ধরিল ছত্র পাত্র সুদাম। জয় জয় রাজটীকা দিল ঘনশ্যাম॥ দুন্দুভি ভেউর বাজে বাজয়ে সানাই। আজু বনে রাজা হৈল ঠাকুর কানাই। শিঙ্গা বেণু মুরলী উঠিল ঘন রোল। কোকিল কুহরে ডালে কেহ বাজায় ঢোল্॥ শিঙ্গা বেণু পূরি আনে যমুনার জলে। অভিষেক ছলেরে কানাইচন্দ্রের শিরে ঢালে॥ নানাবিধ বেশ করে নানা ফুল দিয়ে। আনন্দে রাখালগণ বনে নেচে গেয়ে॥ যদুনাথ দাসের মনে আনন্দ বাড়িল। অরণ্যের মৃগ পাখী নাচিতে লাগিল॥

রূপগোষ্ঠ।

ব্রজনন্দকীনন্দন নীলমণি। হরিচন্দন তিলক ভালে বনি॥ শিখিপুচ্ছকী বন্ধনী বামে হেলি। মুখনীলসরোরুহ বেড়ি অলি॥ অতি কুঞ্চিত কুন্তল লম্বি চুলি। ফুলদাম নিরখিতে কাম টলি॥ ভুজদণ্ড বিখণ্ডক হেম মণি। নব বারিদ বিদ্যুত থির জিনি॥ কটি অঞ্চল চঞ্চল পীতধটী। মণি কিঙ্কিণী সংযত ক্ষীণ কটী॥ পাদনূপুর বাজত পঞ্চ রসে। বেণু ব্যাপিত হোওত দিগদশে॥ যোগী যোগ ভুলে, মুনি ধ্যান টলে। ধেজ্ঞে কামিনী কাননে তেজি কুলে॥ গজসর্প সনে গিরিরাজ চলে। সুখরূপ সুবিরুধ পুষ্প ফুলে॥ সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে। পদসেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥

ভাটিয়ারি।

শুনরে সকল ভায়্যা, বনফুল আন গিয়া, রাজপাট কর উচ্চস্থল। নূতন পল্লব লৈয়ে, বনমালা গাঁথ গিয়ে, কেহ আন যমুনার জল॥ কানুকে করিব বনে রাজা। শ্রীদাম ধরিবে ছাতি, সুবল তাহার সাথি, সভে মিলি হব মোরা প্রজা। গোকুলের বালক লৈয়া, নগরে দোহাই দিয়া, করাইব রাখালের রাজা॥ কি আর কাহারে ডর, কংসেরে না দিব কর, কানাই থাকিতে মহাতেজা॥ নিরবধি বনে থাকি, কানু সঙ্গে ধেনু রাখি, কানায়ের পিরিতের পাকে। আজি ঘরে গিয়া সভে, গোকুল নগরে কবে, মহারাজা বলি যেন ডাকে॥ আনন্দে রাখাল ধায়, রাজা হবে শ্যামরায়, বিবিধ কুসুম বহে বারি। বসনে মণ্ডিত করি, শিরে ছত্র তুলি ধরি, চৌদিকে পতাকা সারি সারি॥ যোড়া শিঙ্গা বেণু

বাজে, আনন্দে রাখাল নাচে, হাম্বারবে ধেনু আইসে ধায়্যা। কেহ গায় লয় রঙ্গে, চামর ঢুলায় অঙ্গে, কেহ রহে চাঁদমুখ চেয়্যা॥ বসুদাম ধরিল ছত্র, সুবল হইল পাত্র, মহাবল আগু দলে সেনা। শ্রীদাম কোটাল হয়্যা; ফিরয়ে দোহাই দিয়া, আজ হইতে রাজকর মানা॥ দেশের যত ভাল মন্দ, করিতে সভায় দণ্ড, পারিষদ দাম সুদাম। যার যেবা মনে ছিল, সেবায় সেবিত হইল, পাদুকা লইল মণিরাম॥

ভাটিয়ারি।

বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা পুলিন বন, কানায়ের পিরিতির তিন ঠাঁই। বৃন্দাবনে কুলোপরি, উঠে গোবর্দ্ধন গিরি, যমুনা পুলিনে ধাওয়া ধাই॥ শুনিয়া বেণুর রব, ধায় মৃগ মৃগী সব, বৃন্দাবনে ধেনু লাখে লাখে। যমুনার চক্রবাকে, মৃণাল করিয়া মুখে, তারা রামকানাই বলি ডাকে॥ ফুলের তাড় ফুলের বালা, ফুলের হার ফুলের মালা, সব আভরণ সব ফুলে। সভাকার সমান সাজ, সেজেছে রাখালরাজ, হৈহৈ রবে গগন ভেদিলে॥ বনবিহরে বিনোদিয়া। কত রস রঙ্গ জানে রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া॥ আগে আগে যায় ধেনু, ফিরি ফিরি দেখে কানু, তৃণ মুখে পুলকে আকুল। স্থাবর জঙ্গম ভুলে, বেণু গানে শিলা গলে, তৃণ মুখে ঝুরয়ে বাছুর॥ যতেক রাখালগণ, শুনিয়া বেণুর গান, প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত। নরসিংহ দাস বলে, গুণে যার শিলা গলে, সুরলোক সকলি মোহিত॥

অথ নন্দ ঘোষ।

গৌরচন্দ্র যথা।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোরা যমুনার কূলে। কৃষ্ণদাস কোলে করি ভাসে প্রেম-জলে॥ কৃষ্ণদাস বলে হের দেখ নন্দঘাট। বরুণে হরিয়া নন্দ নিল নিজ পাট॥ পিতার উদ্দেশে কৃষ্ণ জলে প্রবিশিলা। গোপ গোপীগণ হেরি কান্দিতে লাগিলা॥ শুনি গোরাচাঁদের ধারা বহে দুনয়নে। সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া কান্দেন আপনে॥

শ্রীগান্ধার।

একাদশী করি, নিশি অবশেষে, স্নানে গেলা ব্রজপতি। জলের মাঝারে, বরুণের চরে, নন্দেরে হেরিলা তথি॥ এ বোল শুনিয়া, নন্দের নন্দন, আপন

পিতার লাগি। জলে ঝাঁপ দিয়া, বরুণ নিয়ড়ে, গেলা মনে দুখ জাগি॥ তাহা শুনি ধনি, রাই সুবদনী, মরমে পাইয়া দুঃখ। হা নাথ বলিয়া, কান্দে ফুকারিয়া, না দেখিয়া চাঁদ মুখ॥ ব্রজবাসীগণ, করয়ে রোদন, ক্ষিতিতলে লুটাইয়া। বিষাদ ভাবিয়া, উদ্ধব দাসের বিদরিয়া যায় হিয়া॥

কানড়া।

নীরাধিপ ভৃত্যরূপ। হরল নন্দ ব্রজক ভূপ॥ ঐছন শুনি গোপপুর। ত্বরিতে আইল বরুণপুর॥ হেরি বরুণ চরণে গির। ধূলি লুটায় ধূসর শির॥ সিংহাসন দেই তাই। পূজল কত অবধি নাই॥ তাত লেই চলল পুর। ব্রজজন দুখ গেও দূর॥ জীবন পাই নন্দরাণী। প্রেমে বিভোর কিছু না জানি॥ ব্রজভূপতি চমক পাই। নিজগণে সব কহই যাই॥ গোপীগণ পাওল সুখ। টুটল সব বিরহদুখ। আনন্দে ব্রজলোক ভাস। হেরয়ে সুখে মাধব দাস॥

অথ দানলীলা।

বেলোয়াল॥ গোউরি পূরব লীলা, ত্রিভঙ্গ হইয়া। মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া॥ মুরলীর রন্ধ্রে ফুঁক দিল গোরাচাঁদ। অঙ্গুলি চালায়ে করে সুললিত গান॥ নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত। সুরধুনী তীরে তরুলতা পুলকিত॥ ভুবনমোহন গোরা মুরলীর স্বরে। বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে॥

শ্রীরাগ।

খেলারসে ছিল কানাই শ্রীদামের সনে। হেনকালে রাধারে পড়িয়ে গেল মনে॥ আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া। রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥ রাধা বলি কানাই পূরিল মোহন বাঁশী। শ্রীরাধিকার কানে তাহা প্রবেশিল আসি। শুনি ধনি সুবদনি অথির হইয়া। বন্ধুরে আপনা দিয়া মিলিব যাইয়া॥ রায়শেখরে বলে ঐ কথা বটে। চল সবে যাই মোরা যমুনার তটে॥

টোরী।

গোঠে গেল বিনোদিয়া, সকালে গোধন লইয়া, দিয়া শিঙ্গা বেণুর নিসান।

গুরুজন আঙ্গিনাতে, না পারিনু বাহির হতে, না হেরনু সে চাঁদ বয়ান॥ কোন্ পথে গেল শ্যামরায়। যে মোর করিছে মন, প্রাণ করে উচাটন, চাঁদমুখ দেখিলে জুড়ায়॥ ধ্রু॥ যশোমতী নন্দ ঘোষ, তাহারে কি দিব দোষ, গোকুলে গোধন হৈল কাল। আমা সবার প্রাণধন, গোকুলের জীবন, গোঠে গেল মদনগোপাল॥ চল যাই সেই পথে, পসরা লইয়া মাথে, যেথানে আছয়ে শ্যামরায়॥ আহা মরি ননী জিনি, সুকোমল তনুখানি, গোবিন্দ দাস বলিহারী যায়॥

গান্ধার।

মোহন মুরলীরবে, আকুল হইয়া সভে, আর চিত ধরণে না যাই। চল চল বড়িমাই, মথুরায় বিকে যাই, দান ছলে ভেটিব কানাই॥ চলু বৃষভানুনন্দিনী। আনন্দে আকুল চিত, অঙ্গ ভেল পুলকিত, শুনিয়া গোবিন্দ পথে দানী ধ্রু॥ সুবর্ণের ভাণ্ড ভরি, ঘৃত দধি ছানা পুরি, সারি সারি পসরা উপর। তাহাতে উড়ানি ডালি, বিচিত্র নেতের ফালি, দাসী শিরে করে ঝলমল। নিতম্ব গুরুয়া ভরে, পা খানি টলমল করে; যেন মদমত্তকরিণী॥ লোটন লোটায় পিঠে, কাঁকালি লুকায় মুঠে, তাহে শোভে বিচিত্র কিঙ্কিণী। মুখে চুয়াইছে ঘাম, যেন মুকুতার দাম, হেন বুঝি কুমুদের সখা। শীতল তরুর ছায়, রহিয়া রহিয়া যায়, যমুনা কিনারে দিল দেখা॥ নাগর আছিল কতি, দেখিয়া সে কুলবতী, দান ছলে আগুলিলা আসি। দাস জগন্নাথ কয়, মুখ নিরখিয়া রয়, যেমন চকোর মিলে শশী॥

শ্রীরাগ।

কে যাবে মথুরা বিকে যাব তার সনে। ভেটিব নাগর কানু সাধ আছে মনে॥ ধ্রু॥ পরক্ষে পরের মুখে শুনি কানু গুণ। শুনিয়া আমার চিতে বিন্ধিলেক ঘুণ॥ নিতি নিতি অনুরাগে হারাব আপনা। যে হবু সে হবু দেখিব কেনে-সোণা॥ অলখে লখিব কানুরে না দিব পরিচয়। বিচ্ছিন্ন হইয়া যাব গুরু-কুলের ভয়॥ না পরিব আভরণ নাকরিব লাজ। তনু আচ্ছাদিয়া লব নিজ নীলবাস॥ যদি বা নাগর দিঠে দিঠি পড়ে মোর। রাখিতে নারিব তনু হইব বিভোর॥ তোমরা যতেক সখী মোরে রাখিও গোপতে। রাধা বলি

কাহ্নু যেন না পারে লখিতে॥ যদুনাথ দাস বলে এ কেমনে হায়। পূর্ণিমার চাঁদ কভু হাত আড়ে রয়॥

চলইতে গজগতি বেচনে যাহ। কনক মুকুর কত মুখ নিরবাহ॥ অধরে অরুণ ছবি মাণিকের কাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিমপাঁতি॥ এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন। সভে তোহে ছোড়ব গোরস দান॥ উরু'পর বিরাজিত কনক মহেশ। চামর ধাম সুবাসিত কেশ॥ সিন্দুরবিন্দু ভাল'পরি শোভে। দান না ছোড়য়ে বিক্রম লোভে॥ নয়নক অঞ্জন কণ্ঠকহার। ইথে জনি আছয়ে কতয়ে বেভার॥ সখীসনে যুকতি করহ আন ঠামে। জ্ঞানদাস কহব পরিণামে॥

তথা।

আইস বৈস তরুতলে শশীমুখী রাই। তোমার বদন-শোভা বলিহারি যাই॥ ঢর ঢর কসিল কাঞ্চন তনু গোরী॥ ধরণী পড়িছে নব যৌবনহিলোরি॥ বদন শারদ সুধানিধি অকলঙ্ক। মনমথমথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥ আলো রাই কি বলিব আর। ভুবনে দিবার নাই তুলনা তোমার॥ কুটিল কুন্তল বেঢ়ি কুসুমের জাদ। সুরঙ্গ সিন্দূর সাঁথে বড় পরমাদ॥ উন্নত উজোর কিবা কনক মহেশ। মুঠে ধরিয়ে কিবা ক্ষীণ মাঝদেশ॥ উলটি কদলি উরু গুরুয়া নিতম্ব। জ্ঞানদাসের পহু জিয়ে এই অবলম্ব॥

গুঞ্জরী।

কোথা হইতে এলে তুমি, কোথায় তোমার ঘর। কিসের পসরা তোমার মাথার উপর॥ হেন ধনি কমলিনি কোথাকে গমন। মুনিজনার ধ্যান ভাঙ্গি দেখে ও চরণ॥ না যাইও না যাইও ধনি বৈস তরুতলে। আইস কাছে, বাজে পাছে চরণ-কমলে॥ চাঁচর চিকুরে বেণী দোলিছে কোমরে। ফণির ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে॥ করিকুম্ভ জিনি তোর কুচযুগ গিরি। গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥ সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়। রবি শশী বলি পাছে রাহু গরাসয়॥ নলিনী-দমন রাই তব মুখ করে। পাইলে

ছাড়িতে নাই দারুণ ভ্রমরে ॥ নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি। দারুণ রূপের চোরে লুঠিবে সকলি ॥ বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনি। শ্যাম সঙ্গে রসরঙ্গে কর বিকিকিনি ॥

বরাড়ি।

হেন রূপে কেন যাও মথুরার দিকে। বিষম রাজার ভয় উঠি করে বিপাকে ॥ দিনকর কিরণে মলিন মুখখানি। হেরিয়া তোরিয়া মোর বিকল পরাণি ॥ বসিয়া তরুর ছায় করহ বিশ্রাম। শ্রম-জলবিন্দু যেন মুকুতার দাম ॥ বংশী-বদনে কহে শুনহে নাগর। বুঝিনু বট তুমি রসের সাগর ॥

ভাটিয়ারী।

চলিলা রাজপথে, রাই সুনাগরী, ভাস বেশ করি অঙ্গে ॥ ঘৃত দধি দুগ্ধে, সাজাঞা পসরা, প্রিয় সহচরী কার সঙ্গে। বেণন পাটের ছাঁদে, বাঁধিয়া কবরী, বেড়িয়া মালতীমালে। সীঁথায় সিন্দূর, লোচনে কাজর, অলকা তিলকা চারুভালে ॥ চরণ-কমলে, রাতুল আলতা, বাজন নূপুর বাজে। গোবিন্দ দাস ভণে, ও রূপ যৌবনে, জিতল নিকুঞ্জরাজে ॥

মুরলী পাঁচনি বাধা কদম্ব তলে থুঞা। দানি হৈঞা দাঁড়াইল ত্রিভঙ্গ হইঞা ॥ পাতিয়া মঙ্গল ঘট কানু হৈল দানী। পথ নিরখিয়া রহে রাখাল শিরোমণি ॥ শিরে চূড়া ময়ূর পাখা বনমালা গলে। নবীন মেঘের ঘটা কদম্বের তলে ॥ মন হরষিত চিত চারিদিগে চায়। খঞ্জন গঞ্জন আঁখি সঘনে ফিরায় ॥ গোবিন্দ দাস কহে বলিহারি যাই। হইল তরুণ দানি বিনোদ কানাই ॥

মাউর।

কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে, মুখভয়ে চাঁদ আকাশে। হরিণী নয়ন-ভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল, গতি ভয়ে গজ বনবাসে ॥ সুন্দরী কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি। তুয়া ডরে ইহ সব, দূরহি পলায়ল, তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি ॥ ধ্রু ॥ কুচ-ভয়ে কমল-কোরক, জলে মুদি রহু ঘট পরবেশে হুতাশে। দাড়িম শ্রীফল

গগনে বাস করু, শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥ কুন্দভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু, কর-ভয়ে কিশলয় কাঁপে। বিদ্যাপতি কহ, কত কত ঐছন কহব মদন পরতাপে॥

গান্ধার।

না যাইও না যাইও রাই বৈস তরুতলে। আসিতে পেয়েছ ব্যথা চরণ-কমলে॥ মণি-মুকুতার দাম অঙ্গ ঝলমলি। ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি। চাঁচর কেশের বেণী দোলিছে কোমরে। ফণির ভরমে বেণী গিলিবে ময়ূরে॥ নীল উড়ানির মাঝে মুখ শোভা করে॥ সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে॥ করি কুম্ভ জিনি তব কুম্ভ কুচগিরি। গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী॥ খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন ভালে শোভে। বিন্ধিবেক ব্যাধ যেন হরিণের লোভে॥ সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয়। রবি শশী বলি পাছে রাহু গরাসয়॥ নলিনী-বদন রাই তব মুখ করে। চকোর না ছাড়িবেক রস নাহি পিলে॥ তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে। পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জানি পড়ে॥ বংশী-বদনে কহে কহিলে সে ভাল। বিদগধ বট তুমি তাহা জানা গেল॥

গুর্জ্জরী।

এই ত বৃন্দাবন পথে। নিতি নিতি করি গতাগতে॥ ধ্রু॥ যদি কাঙ্ক্ষে করে লইয়া যাই সোণা। তুমি কে না বলে একজনা॥ তুমি দেখি পুছহ বড়াই। কিসের দান চাহেন কানাই॥ সঙ্গে সব দধির পসার। তাহে কেন এতেক জঞ্জাল॥ তাহে আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি। ইহাতেই পাবে কোন নিধি॥ তুমি ত ব্রজ-যুবরাজ। তুমি কেন করিবে অকাজ॥ দূর কর হাস পরিহাস। দেখ তুহু গোবিন্দ দাস॥

ধানশী।

ওহে নাগর, যনাগ্রে যনাগ্রে আইস কাছে। সোণার বরণ মোর, দেখিয়া হয়েছ ভোর, ভরমে পরশ কর পাছে॥ ধ্রু॥ আমরা ত কুলবতী, তুমি সে রাখাল-জাতি, কি কহিতে কিবা কহ বাণী। বামনেতে চাঁদ যেন, ধরিতে যেন হাতে

মন, সেই দেখি তোমার কাহিনী ॥ সঘনে ঢুলাও মাথা, শুনিয়া না শুন কথা, পসারি আসিছ দুটী বাহু। না বুঝিয়া কর বল, পাইবে তাহার ফল, তখন কথা না শুনিবে কেহ ॥ শুনিয়া কহয়ে দানি, শুন শুন বিনোদিনি, না পারিবে আমারে বঞ্চিতে। বিকি না ছাড়িবে তুমি, আমি ত পথের দানি, নিতুই ঠেকিবে মোর হাতে ॥ পরনারী দেখি যদি ধরিতে নার হিয়া। ঘরে গিয়া মা বাপে কহিয়া কর বিয়া ॥ বিবাহ করিতে যদি কড়ি নাহি জুড়ে। বৈরাগী হইয়া যাও দেশান্তরে ॥ বৈরাগী হইতে যদি কহিলে আমায়। বৈরাগী হইলে হব তোমায় আমায় ॥

সুই।

সুন্দরী শুনিয়া না শোন কেন মোর বাণী। জান না যে কানাই আছে এ পথের দানি ॥ করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী। দুই লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী ॥ হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমতি হার। চারি লক্ষ দান চাহি করিয়া বিচার ॥ কপালে সিন্দুর আর নয়নে কাজর। ছয় লক্ষ দান মাগে গিরিধর ॥ রঙ্গণ আলতা আর রতন নূপুর। আট লক্ষ দান মাগে দানির ঠাকুর ॥ এই সকল দান বুঝি দেহ দানিরাজে। আমি দান লব তোমার রমণী-সমাজে ॥ জ্ঞানদাস কহে কানাই ছাড় চিটপণা। তুমি যদি মহাদানি তোমার ঠাকুর কোন জনা ॥

শ্রীরাগ।

শোন শোন সুজন কানাই, তুমি সে নূতন দানি। বিকি কিনির দান, গোরসে মানি যে, বেশের দান নাহি শুনি ॥ সীঁথির সিন্দূর, নয়নে কাজর, রঙ্গণ আলতা পায়। একি বিকির ধন, নারীর বসন, তাহে কার কিবা দায় ॥ মণি আভরণ, সুরঙ্গ সাড়ি, জাদ কেবা নাহি পরে। যদি দানের এমন গতি, তুমি ত গোকুলপতি, দান সাধহ ঘরে ঘরে ॥ আমরা চলিতে না জানি, কহিতে না জানি, সে কেন তোমার বাজে। গোবিন্দ দাস কহে, কেমনে জানিবে, পরের মনের কাজে ॥

শ্রীরাগ।

রহ রহ বলি কেনু যাও। ডাকিলে না শোন কাণে, এত অহঙ্কার কেনে,

গরবে ফিরিয়া না চাও॥ ধ্রু॥ গোলোকের নাথ আমি, আমারে না চিন তুমি, কত না বিনয় করি বলি। ব্রহ্মা আদি যত দেবে, আমার চরণ সেবে, তুমি মোরে না চাও মুখ তুলি॥ শুনিয়া কানুর বাণী, হৃদয়ে হরিষ ধনি, কপটে কঠিন কহে কথা। গোলোক ছাড়িয়া কেনে, গোধন চরাও বনে, কি সুখে গোলোকপতি হেথা॥ তোমার কারণে ধনি, পথে আমি মহাদানি, গোচারণ ছলে থাকি বনে। নিশি দিশি তোমা বিনে, আন নাহি লয় মনে, কাল আমি তোমার কারণে॥ যে তুমি বচন বল, কখন না দেখি ভাল, মণি লোভে ছোঁয় কাল সাপে। পরদারে নাহি ডর, ডুবাবে নন্দের ঘর, গোকুল মজিব এই পাপে॥ ক্ষীর সর ছানা দধি, ঘৃত ঘোল দুগ্ধ আদি, সকলের দান দিব রাধে। পাইয়া কংসের পান, সাধিতে যৌবনের দান, দেহ দান কি কাজ বিরোধে॥ হরিয়া অহল্যা সতী, জানহ ইন্দ্রের গতি, সীতা হরি রাবণ সংহার। বল হে গোলোকপতি, তবে কেন হেন মতি, ভাল বুঝ ধরম বিচার॥ নিত্যানন্দ দাসে কয়, পিরিতে সকল হয়, বচসা করিয়া কাজ নাই। হাসিয়া সুবোল বল, পিরিতে তোষিয়া চল, পিরিতে গোলোকপতি পাই॥

সুহই।

ত্রিভুবন-বিজয়ী মদনরাজ। বৈঠল বৃন্দাবন-নিকুঞ্জমাঝ॥ গোরস আনল রসবতী ঠাম। সৃজিল বিপিনপথে সরবস দান॥ তুঁহু গজগামিনী হরি জিনি মাঝ। নব যৌবনমদে নাহি দেহ রাজ॥ মোহে গিরিধর বলি সোঁপল কাজ। আপনি আপন কথা কহিতেছ লাজ॥ কেবল গোরস দানে কেন দেহ ভঙ্গ। বিচারে চাহি যে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ॥ এ সব দানের কথা জানয়ে বড়াই। গোবিন্দ দাস কহে চপল কানাই॥

হেদে রাধা বিনোদিনি, শুনহ আমার বাণী, ত্বরায় চলিয়া যাইছ বাট। কংসের নিকটে যাইয়ে, এক লক্ষ টাকা দিয়া, কিনিয়া লয়েছি আমি ঘাট॥ নিতি ভাঁড়াইয়া যাও, রাজকর নাহি দাও, গতাগতি কর এই পথে। দানি বলে নাহি ডর, নাহি দেও রাজকর, ঠেকে গেলে জোগাতের হাতে॥ যে হয়

পশুাকে বুড়ি, হিসাব করহ কড়ি, রাজকর দিয়া যাহ মোরে। দানি হৈতে অন্য জনা, দোলাইত কাণে সোণা, কিকিকিনি শিখাইত তোরে॥ মাথার কবরী ভার, এক লক্ষ দান তার, দুই লক্ষ সীঁথার সিন্দুর। গলে গজমতিহার, তিন লক্ষ দান তার, চারি লক্ষ বলয়া কেয়ুর॥ করে অঙ্গুরি মাণিক্য, তার দান পঞ্চলক্ষ, ছয়লক্ষ কটিতে কিঙ্কিণী। চরণে নূপুর মণি, নবলক্ষ তায় গণি, বলরাম দাসে হাসে শুনি॥

বরাড়ি।

এ গজগামিনী তো বড়ি সেয়ান। বলে ছলে বঁচবি গিরিধর-দান॥ চিকুরে চোরায়সি চামরকাঁতি॥ দশনে চোরায়সি মোতিমপাঁতি॥ চরণে চোরায়সি কুঙ্কুমভার। অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ প্রবাল॥ কনক কলস ঘন রস ভরি তায়। যতনে কে চলু আঁচলে ছাপায়॥ গতি অতি মন্থর চলন সুচার। কোন ছোড়ব তোঁহে বিনহি বিচার॥ সুবল লেহ তুঁহু গোরস দান। রহই করব অব কুঞ্জে পয়াণ॥ ধাঁহা যাঁহা বৈঠত মনমথরাজ। গোবিন্দদাস কহে পড়ুল অকাজ॥

আসোয়ারী।

ওহে নাগর কেমনে তোমার সঙ্গে পিরিতি করিব। সোণার বরণ তনুখানি মোর ছুঁইলে বরণ পাছে হব॥ ধ্রু॥ তোমার গলায়, গুঞ্জামালা গাছি আমার গলায় গজমতি। নিকড় বনের ফুলে, চুড়াটী বান্ধিয়াছ, ময়ূরপুচ্ছ তার সাথি॥ মণি মুকুতার, নাহি আভরণ, সাজনি বনের ফুলে। চুড়াটী বেড়িয়া, ভ্রমর গুঞ্জরে, তাহে কি রমণী ভুলে॥ কি জানি কি করে, রাখালে ভুলাইয়া, আইলা কোন বনে থুঞা। আমরা রাখাল নই চতুর সমাজে রই, ভুলাইবে কি বোল বলিয়া॥

সিন্ধুরা।

শুন লো সুন্দরি, পেয়েছে আগরি, তোমার অনুরাগ মরি। তোমার লাগিয়া, সকল ছাড়িয়া, আইনু গোকুলপুরী॥ তোমার কারণে, ফিরি বনে বনে, ধেনু রাখিবার ছলে। ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, লাগি না পাইয়া, ছলে বসি তরুতলে॥ রাই আমি সে তোমার দানি। সকল ছাড়িয়া, রাধানাম ধেয়াইয়া, নামের মহিমা জানি॥

ধানসী।

তোমার বদন, আমার জীবন, সরবস ধন তুমি। তোমা ধরি চিতে, খোঁজিতে খোঁজিতে আসিয়া পাইনু আমি॥ রাই হে, কি মোর করমে ভাগী। ব্রজের জীবন, সভাকার ধন, আসিয়া পাইনু লাগি॥ ধ্রু॥ দরিদ্রের মত, ফিরয়ে জগত, চনক মুটির আসে। তার মাঝে যেন, হেম বরিষণ, বিধি মিলাওল পাশে॥ এতক্ষণ মোর আশ পুরল, ভাঙ্গল মনের ধন্ধ। কহে নটবর, এ নহে দুর্লভ, রাই শ্যামর চন্দ॥

কামোদ।

হেদে হে কিশোরি গৌরি, তোহে পরিহার করি, শুনি কিছু কর অবধান। ও চাঁদ মুখের হাসি, হৃদয়ে রহল পশি, বৈদগধি বধহ পরাণ॥ রাই তোমার বৈদগধা, কি কহব তার কথা, কহিতে উপজে হিয়া মোর। না দেখিয়া তোমারে, পরাণ কেমন করে, তোমার গুণের নাহি ওর॥ যে জন প্রণত হয়, তাহাতে তেজিতে নয় মনে বিচারহ এই কথা। তুমি যে কহাও বাণী, তাহাই কহিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বথা॥ যে পণ করহ তুমি, সেই পণ দিব আমি, তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ। জ্ঞান দাসেতে কয়, দুহুঁ তনু একহয়, পরাণে পরাণ বান্ধা থুইয়া॥

কামোদ মঙ্গল।

কিছু বৈল না হে, কইহ না হে, কথা শুনি কাটে মোর বুক। তোমা না দেখিলে প্রাণ, সদা করে আন্ চান্, দেখিলে সে জিয়ে চাঁদ মুখ॥ তুমি জল আমি মীন, আমি দেহ তুমি প্রাণ, তুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি। কে জানে কে হেদে কেনে, তিল আধ তোমা বিনে, আপন ভুবনবাসী॥ সরল সাধিকা হাম, পিঞ্জর তোমার প্রেম, তাতে বন্দী হইয়াছি হার। তোমার বিয়োগে হাম, সদাই বিয়োগী হে, তেঁই আনি দধির পসারি॥ দাঁড়াইয়া পথের মাঝে, তিলাঞ্জলি দিনু লাজে, তুয়া নামে বাজায়ে নিসান। হের দেখ ওহে শ্যাম, দুই বাহুতে তোমার নাম, দাগিয়া রেখেছি নিজ প্রাণ॥ বৈরজ ধরিতে নারি, এক নিবেদন করি, না হইও মোর বধে বধী। বংশীবদনে কয়, এ কথা অন্যথা নয়, এক জিউ দুই কৈল বিধি॥

ভূপালী ।

রাধামাধব নীপমূলে। কেলি কলারস দানছলে ॥ দূরে গেও সখীগণ সহিত বড়াই। নিভৃত নীপমূলে লুটই রাই ॥ ভুজে ভুজে বেড়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান ॥ কমলে মধুপ যেন হইল মিলন ॥ দোঁহার অধর-সুধা দোঁহে করু পান। নিজ অঙ্গ দিল রাই ঘন রস দান ॥ মিলল দুহু জন পূরল আশ। আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস ॥

মোহন বিজয়ী বনে, দূরে গেও সখীগণে, একলা রহিল ধনি রাই। দুটী আঁখি ছল ছল, রাইয়ের চরণতল, কানু আসি পড়িল লোটাই ॥ ধনি জনম সকল ভেল মোর। তুয়া হেন রসনিধি, পথে মিলাইল বিধি, আজি সুখের কিবা দিব ওর ॥ শুন শুন প্রেমময়ি, আমি যে তোমার হই, জনমে জনমে নিজ দাস। পাতি এই বসনখানি, ইথে বৈস বিনোদিনি, সুখে করি পল্লবে বাতাস ॥ কত রবির কিরণ দিছে, চলিতে ঘামিয়া গেছে, সুখের মুঞ্জরী দুটী পা। হিয়ার মাঝারে রাখি, জুড়াও কমলমুখী, চন্দনে চর্চ্চিত করু গা ॥ আনিয়া যমুনার জল, ধোয়ায় রাইএর চরণতল, মুছে পীত ধড়ার আঁচরে ॥ চূড়া ভাঙ্গি ফুল নিল, রাইএর চরণে দিল, বেদমন্ত্রে করিল আরতি। গোবিন্দ দাসে কয়, কত দিব পরিচয়, বলিহারি দোঁহার পিরিতি ॥

তথা।

সুধাও দেখি সুবলসখা কার ঘরের এ হটি। দেখিতে দেখিতে মোর করিলে হে, খেপা কৈলে এই মেয়েটী ॥ ধ্রু ॥ আর চোর চুরি করে, লোকজন অগোচরে, ধন কড়ি সব লয় হরি। এ বড়ি বিষম চোর, দেখিতে দেখিতে মোর, তনু মন সব কৈল চুরি ॥ মায়া নয় এই যে, মায়ার বেশ ধরিয়াছে, নিশ্চয় সে বাটোয়ারি বটে। অঙ্গবাস ঘুচাইয়া, সাবধানে দেখ ভাইয়া, কি কি ধন ইহার নিকটে ॥ এত বলি গোপীনাথ, দিতে চাহে গায় হাত, চুম্বন করিতে বারে বার। উচিত কহিল তোরে, দান দিয়া যাহ মোরে, নহেত উতার অলঙ্কার ॥ শুনিয়া ললিতা বলে, বনমাঝে নহে ভালে, রাজ-পথে এত কি জঞ্জাল। আপন নাগর ঘরে, যদি লাগি পাও তোরে, তবে সে

জানিবে ভালে ভাল ॥ দানি কহে দোহাই আছে, লৈয়া যাব রাজার কাছে, তবে সে জানিবা ভালে তুমি। বংশীবদনে কয়, মোরে না করিও ভয়, বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিব আমি ॥

সুহই।

কপট দানের ছলে দান সিরজিয়া। ঘট পাতি বসিয়া রৈয়েছে বিনোদিয়া ॥ বড়াই দেখিয়া কানু কহে বচন-চাতুরি। কার ঘরের বধূ লৈয়া যাও সঙ্গে করি ॥ এ রূপ যৌবন কোথা লৈয়া যাও বধূ। না জানি অন্তরে উহার কত আছে মধু ॥ সুকোমল চরণ-ভঙ্গিমা শোভা অতি। এ বেশে বাহির করে, কেমন সে পতি ॥ বড়াই কহে এত কথা কিবা প্রয়োজন। যেখানে সেখানে কেন না করি গমন ॥ পর বধূ প্রশংসিয়া তোমার কি কাজ। ঘনায়ে আসিছ কাছে নাহি বাস লাজ ॥ তোর পিতা নন্দ রায় পরম উদার। তাহার তনয় হ'য়ে হেন ব্যবহার ॥ এই পথ দিয়া মোরা যাই মথুরাতে। পথের বিরোধ কর কুলবতী সাথে ॥ চাতুরী না কর কানাই, চতুর সেয়ান। কংশ রাজা শুনিলে লইবে জাতি-প্রাণ ॥

অথ দানলীলা প্রকারান্তরং।

মায়ুর।

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। নদিয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল ॥ দান দেহ বলি ডাকে গোরা দ্বিজমণি। বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী ॥ দান দেহ দেহ বলি ঘন ঘন ডাকে। নদিয়া-নাগরী সব পড়িল বিপাকে ॥ কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান। সে ভাব পড়িল মনে বাসুঘোষে গান ॥

দেওগিরি।

খেলা-রসে ছিল কৃষ্ণ শ্রীদামের সনে। হেনে বেলে রাধারে পড়িয়া গেল মনে ॥ ধেনুসঙ্গে নিয়োজিয়া সব সখাগণ। যমুনার মাঠে গিয়া দিল দরশন। ঠাঁই বুঝি বসিলেন কদম্বের তলে। একটা ঘটের গলায় মালা দান লবার ছলে ॥ হেন বেলে শ্যাম-বেশে সাজাইয়া পসরা। সেই মথুরার দিকে যায় গোপিকারা ॥

হের কে দেখ গো বড়াই কদম্বের তলে। যে দেখি মেঘের ঘটা ভাসাইবে জলে॥ কেন বা আইলাম বিকে আপনা খাইয়া ঐ দেখ ডাকে বাঁশী রাধার নাম লইয়া। শ্যামচাঁদের উপরে ধবল চাঁদের মেলা। তাহারি উপরে শোভে তিমিরের মালা॥ তাহার উপর মত্ত ময়ূরপুচ্ছ সাজে। হেন অদ্‌ভুত রূপ কেবা দেখিয়াছে॥ তাহার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা। আমা হইতে জাতকুল নাহি গেল রাখা॥ নীল মেঘ উপরে কিবা নব ইন্দ্রধনু। তড়িতজড়িত রূপ নবঘন তনু॥ শিরে চূড়া পীতধড়া বনমালা গলে। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ কদম্বের তলে॥ কত কোটী চন্দ্র জিনি শ্রীমুখের ছটা। গোবিন্দ দাসের মন কৈল লাটাপাটা॥

কে যাবে কে যাবে ব'লে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে। দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে॥ সাজায়ে পসরা রাই দিল দাসীর মাথে। চলিল মথুরার বিকে রঙ্গিণী বড়াই সাথে॥ পথে যাইতে কানু-কথা কহে পরসঙ্গ। প্রেমে গর গর চিত পুলকিত অঙ্গ। নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে। চঞ্চল হরিণী যেন দিক নেহারে॥ হের কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে। তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে॥ তাহার উপরে শোভে নব ইন্দ্রধনু। বড়াই বলে চেন না নন্দের বেটা কানু॥ মথুরার বিকে যাইতে আর পথ নাই। পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসাহ কানাই॥

আরে চঞ্চল গজগামিনী ধনি, বনি নবমিয়ারিণী, ধ্বনি বনি নটকাওল উরে। আধ মুকুটমণি ঝলকই শিরে॥ নির্ম্মল মুকুতা লাগয়ে লোলে। হাসিতে দশন সঙে ঝলমল খেলে॥ ললিতা বিশাখা সাথে, চলিয়া যাইতে পথে, এত সাধে বাড়াইছে পা। উপজল ভাব সার, এলাইল কেশভার, ধরণে না যায় আর গা॥ উড়ানি পড়িছে ভুঞে, ঘাম চুঞাইছে মুঞে, চাঁদমুখ করে ঝলমল। হিয়ায় প্রবাল মাল, হেম কাঁটী শোভে ভাল, দুই আঁখি করয়ে ছল্ ছল্॥ সব নব নব বালা, রঙ্গিণী রতনমালা, রসের পসারি সারি সারি। দানির চকোর আঁখি, পিপাসিত তাহা দেখি, মজি রহে আপনা পাসরি॥

ভাটিয়ারী।

এ মনে কেমনে যাব পথে শ্যাম দানি। আপনা খাইয়া কেনে, আইনু

তোমার সনে, জাতি জীবনে টানাটানি॥ ধ্রু॥ ঘরে হইতে বারাইতে, কত না বিপদ পথে, সাপিনী চলিয়া গেল বামে। তখনি বলিল আমি, কান্থা না শুনিলা তুমি, না জানি কি হবে পরিণামে॥ নীপমূলে করি থানা, ঘাটি করেছে মানা, কানাই হ'য়েছে মহাদানি। আমরা সে কুলবতী, তাহে নব যুবতী, কি কহিলে কিবা হয় জানি॥ হাতে বাঁশী মুখে হাসি, পথের নিকটে বসি, আঁখি-ঠারে ত্রিভুবন ভুলে। যাচি দিব ছানা দধি, পসার পরশে যদি, ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥ মনে না করিহ ভয়, গোরসের দানি নয় শুন শুন রাই বিনোদিনী। হরেকৃষ্ণ দাস বলে, ঝ ট আইস তরুতলে, আনন্দে করহ বিকি কিনি॥

শ্রীরাগ।

কপট দানের ছলে বসিয়া রয়েছে। এ পথে কেমনে যাব দানি ছোঁয় পাছে॥ এমন হইব বলি, আমি ত না জানি। মথুরার বিকে যাইতে পথে মহাদানি॥ বিকি শিখাইব বলে লয়ে আইলা পথে। আনিয়া সপিয়া দিছ রাখালের হাতে॥

ভাটিয়ারী॥

দানি দেখি কাঁপিছে শরীর। মো যদি জানিতু পাছে, এ পথে কণ্টক আছে, তবে ঘরের না হইতু বাহির॥ ধ্রু॥ ঘরে হৈতে বারাইতে, ও চাল ঠেকিল মাথে, হাঁচি জেঠি না শুনিনু বাধা। হরিণী পলায়ে যাইতে, ঠেকিল ব্যাধের হাতে, তেমতি ঠেকিয়া গেল রাধা॥ বিষম দানির দায়, এক লয় আর চায়, না পাইলে করয়ে বিবাদ। দান নিবার বেলে লয়, বাদ দিবার বেলে দেয়, এক এক লক্ষের পরিবাদ॥ মণি আভরণ ছিল, ডরে ডরে সব দিল, তবু দানি না দেয় ছাড়িয়া। মো হইনু সোণার গাছ, দানি ত না ছাড়ে পাছ, ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া॥ ঘরে বৈরী ননদিনী, পথে হইল মহাদানি, দেহের বৈরী হইল যৌবন। হেন মনে উঠে তাপ, যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ, তেজই পাপ পরাণ॥ অবলা বলিয়া গায়, বলে হাত দিতে চায়, পসারিয়া আইসে দুটী বাহু। জ্ঞান দাসেত কয়, মোর মনে হেন লয়, চাঁদে যেন গরাসিয়ে রাহু॥

কোথা যাও গোয়ালিনী কোথা তোমার ঘর। কিসের পসরা দাসী

মাথার উপর॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে পসরা আমার। কে তুমি তোমার বোলে গুণাব পসার॥

কেবা জানে কিসের দান, কি বোল্ বলিছ কান, অন্ধ হইলে আমি ভাল জানি। যদি পুন এমন বল, তবে পাবে প্রতিফল, হাসিয়ে অনর্থ পন্থ শুনি॥ শুন শুন সুজন কানাই তুমিত নূতন দানি। বিকির দান গোরসে মাণিয়ে বেশের দান কভু নাহি শুনি॥ অলপে অলপে সঘনে সঘনে বচন করহ মিঠ। সব আভরণ থাকিতে হিয়ার হারে বাচাইলে দিঠ॥ মদনে আকুল, আপনা চুকুল, কি লাগি কলঙ্ক কর। জ্ঞানদাস কয় ইঙ্গিত হইলে কি লাগি বাহু পসার॥

ভাটিয়ারী।

এই মনে বলে দানি হইয়াছ, ছুঁইতে রাধার অঙ্গ। রাখাল হইয়া রাজকুমারীর সঙ্গে কিসের রঙ্গ ভঙ্গ॥ এমন আচর, নাহি কর ডর, ঘনাইয়া আসিছ কাছে। গুরুবর আগে, করিব গোচর, তখন জানিবে পাছে॥

বড়াড়ি।

হেদে হে নিলাজ কানাই, না কর এতেক চাতুরালী। যে না জানে মানুষভা, তার আগে কহ কথা, মোর আগে বেকত সকলি॥ ধ্রু॥ বেড়াইলা গরু লঞা, সে লাজ ফেলিলা ধুঞা, এবে হৈলে দানি মহাশয়। কদম্ব-তলায় থানা, রাজপথ কর মানা, দিনে দিনে বাড়িল বিষয়॥ অন্ধার বরণ কাল গা, ভুমেতে না পড়ে পা, কুলবধূ সনে পরিহাস। এ রূপ নিরখিয়া, আপনাকে চাও দেখি, আই আই লাজ নাহি বাস॥ মা তোমার যশোদা, তার মুখে নাহি রা, নন্দঘোষ অকলঙ্ক নিধি। জনমিয়া তার বংশে, কাজ কর জিনি কংসে, এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি॥ একই নগরে ঘর, দেখা শুনা আটপর, তিল আধ নাহি আঁখি লাজ। রায় শেখরে কয়, রাজারে না কর ভয়, এ দেশে বসতি কিবা কাজ॥

আন্ধার বরণ কাল গা, গরবে না পড়ে পা, কি গরবে কর উপহাস। যমুনার তীরে থাক, নব লক্ষ ধেনু রাখ, কালরূপে লাজ নাহি বাস॥ উচ করি

বান্ধ চূড়া, পেঁচ দিয়া পর ধড়া, ভাবন কর রাঙ্গা মাটী মাখি। ব্রজের রমণী দেখি, হৈয়া বেড়াও সচকিত,সঘনে ফিরাও দুটী আঁখি॥ দিগর দিগর করে সাথি,ক'রে বেড়াও হাতাহাতি, ননী চুরি করে তুমি খাও। নারীর এমন কর চুরি, নাম হইল চোরা হরি, ইথে তুমি লাজ নাহি পাও॥ এলায়ে ফেলিব চূড়া, কাড়ি লব পীতধড়া, বসিতে না দিব তরুতলে। কু বোল বলিবে যদি, মাথায় ঢালিব দধি, মুরলী ভাসয়ে দিব জলে॥ মুখে আন ভাষে গোরি, অন্তরেতে জপে হরি, শ্যাম-প্রেমে ডুবল ধনী। বলরাম দাসের বাণী, শুন শুন বিনোদিনী, শ্যামসঙ্গে কর বিকি কিনি॥

মোহে চোর না বলিহ ধনি। তুমিসে চোরের শিরোমণি॥ চোর বলি না দোষিও গোরি। কুচ অগ্রে করেছ রূপ চুরি॥ কাল কাল করিছ কি ওহে রাজার ঝি। বিধাতা করেছে কাল আমি করব কি॥ কাল বলি ভর্ৎস কেন মোরে। কাল কেশ ধরিয়াছ শিরে॥ কাল বেশে বান্ধিয়াছ বেণী। কাল বরণ না নিন্দিহ ধনি॥ কাল তারা আঁখির শোভন। কাল শোভে নয়নে অঞ্জন॥ কাল বসন গোর অঙ্গের শোভা। কাল ত্রিভুবন মনোলোভা॥ কানুরাম দাস কহে বাণী। আমি মেঘ, তুমি সৌদামিনী॥

শুন হে গোপের ঝি, কাল নিন্দা কর কি, কালরূপ সবার মাধুরী। জানিয়া শুনিয়া মনে, যতেক রমণীগণে, কালরূপ আগে কৈল চুরি॥ ভুবনে যতেক নারী, কালরূপ করে চুরি, কামিনীমোহন নাম ধরে। হয় নয় কর সোর, একে একে ধরি চোর, কাল দোষী না রহে সংসারে॥ দেখ প্রথমেই কাল ভাল, দুই আঁখি তারা কাল, তার মাঝে কাল যে পুতুলি। মথিয়ে অনঙ্গনিধি, ভাবিয়ে গণিয়ে বিধি, কাল বিন্দু ধরি দিল তুলি। কাল যে যুগল ভুরু, চৌরস কপাল চারু, তাহে শোভে বদন মাধুরী। বলরাম দাস বলে, কাল ছাড়া এ অখিলে, কেবা আছে দেখাও সুন্দরী॥

কোন্ গুণে তোমায় দানি করেছে। রূপেতে ভ্রমর, গুণে ননী চোর, ধনেতে ধবলী, বসতি গাছে॥ জাতি যে গোয়াল, রাখ ধেনুপাল, স্বভাব রাখাল কভু না ঘুচে। হইয়া বাওন, হেন কর মন, হাত বাড়াও সে চাঁদের কাছে॥ আছে কংস রাজা, মোরা তার প্রজা, নাগরালি তোমার ভাঙ্গিব শেষে॥ কহে বটুদাস, মনে অভিলাষ, বিকাইব তোমার চরণ-পাশে॥

ভাটিয়ারী।

ছুঁইওনা ছুঁইওনা নিলাজ কানাই, আমরা পরের নারী। পর পুরুষের পবন পরশে, সচেলে সিনান করি॥ গিরী গিয়া যদি গৌরী আরাধহ, পান কর কনকধূমে। কাম সাগরে কামনা করহ, বেণী বদরিকাশ্রমে॥ সুহয উপরাগে, সহস্র সুন্দরী ব্রাহ্মণে করহ সাণ্‌। তবু হয় না হয় তোমার শকতি রাই অঙ্গে দিতে হাত॥ গোবিন্দ দাসের বচন মানহ, না কর এমন ঢঙ্গ। যেই নাগরী ও রসে আগরি, করহ তাকর সঙ্গ।

সৌরাষ্টি।

কহ লহু লহু, জটিলার বহু, তোমারে সবাই জানে। কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ, এত না গরব কেনে॥ পসরা লইয়া, যাইছ চলিয়া, দানিবে না কর ভয়। রাজ কাজ করি, দান সাধি ফিরি, এথা কিবা পরিচয়॥ একরূপ যৌবনে, নানা আভরণে, যাইছ মথুরা বিকে। বুঝি দান নিব, তবে যাইতে দিব, আমি ডরাইব কাকে॥ অমূল্য রতন, করিয়া গোপন, রেখেছ হিয়ার মাঝে। নিজ ভাল চাহ, খসাই দেখাহ, ইথে কি আমার লাজে॥ এত কহি হরি, দুবাহু পসারি, রহে পথ আগুলিয়া। জ্ঞানদাসে কয়, কিবা কর ভয়, যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥

বরাড়ী।

হেদে হে নন্দের সুত কে তোমা করিল মহাদানি। দণ্ডে কাচ নানা কাচ, না ছাড় রমণী পাছ, বুঝাইলে না বুঝ হিতবাণী॥ ধ্রু॥ শুনিয়াছি শিশু-কালে, পুতনা বধেছ হেলে, তৃণাবর্ত্তের লয়েছ পরাণ। এখনি নন্দের বাড়ী, দেখিয়াছি গড়াগড়ি, এখনি সাধিতে আইলা দান॥ কাড়ি লব পীতধড়া, আলুয়া ফেলিব চূড়া, বাঁশীটি ভাসায়ে দিব জলে। কুবোল বলিবে যদি, মাথায় ঢালিব দধি, বসিতে না দিব তরুতলে॥ মোহন চাতুরী করি, বাঁশীতে সন্ধান পূরি, বুকে হান মনমথ বাণ। রমণীমণ্ডলী করি, আভরণ লব কাড়ি, ভালমতে সাধাইব দান॥ রাখাল বর্ব্বর জাতি, ধেনু রাখ দিবারাতি, মহিষ গোধন বৎস লঞা। কুলবধূ সনে হাস, ইথে নাহি লাজ বাস, এখনি কংসেরে দিব কঞা॥

সুহই।

কি করব গোরস দান। আপনি দিল সমাধান॥ অধরে অমিয়া রস তোর। যৌবন যোগে অগোর॥ তোহে কহি সুন্দরী রাধে। হরি সঞে না করু বাদে॥ কুচ কনকাচল পরে। শোভে তথি মোতিম হারে॥ কুণ্ডল চক্র বিকাশে। বেণী-ভুজঙ্গিনী পাশে॥ ভাঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ। খরশান নয়ান তরঙ্গ॥ অতএব বুঝি যে রণ আশ। কহতহি গোবিন্দ দাস॥

রাইমুখ হেরি মুখ রাখ হে। এত কি আমার পরাণে সহে। রাখাল হইয়া ছুঁইতে চায়। অবকি করব নাহি উপায়॥ দানি অবসর বুঝিয়া কাজে। লুকাইল চাঁদ নিকুঞ্জমাঝে॥ এত কহি সবে ধাইয়া চলে। নিকুঞ্জে রাই লুকায় ছলে॥ রসিক নাগর বুঝিয়া কাজ। লুকই যাই নিকুঞ্জমাঝ॥ রাই কানু তাঁহা দরশ পাই। রহে দোঁহা দুঁহু বদন চাই॥ প্রতি অঙ্গে দানি লইল দান। রতি রতিপতি মুরতি থান॥ যে ছিল মানস পূরল আশ। আনন্দে মগন শেখর দাস॥

বরাড়ী।

বসি দান ছলে, কদম্বের তলে, কানু মিলে রাই সঙ্গে। নবীন কিশোরী, দুবাহু পসারি, শ্যামে কোলে করে রঙ্গে॥ কানু পরশিয়া আলুইয়া পড়িছে শ্যামের গায়। রাইয়ের পরশে আনন্দ, হরিষে বিনোদ, নাগর রায়॥ রাইমুখ ঘন, করয়ে চুম্বন, অধরে অধর ধরি। দোঁহে রসে ভোর, আনন্দ অন্তর, নব কিশোরা কিশোরী॥ সখীগণ মেলি, করে হুলাহুলি, আনন্দ নাহিক ওর। ঘনশ্যাম ভণে, গায় রস গানে, দোঁহ রসে দোঁহ ভোর॥

কদম্বের তলায় বসিল দুইজন॥ দান ছলে মিলে সবে আনন্দিত মন॥ চতুর্দ্দিকে সখীগণ মধ্যে রাধা কানু। শ্যামের বামেতে রাই প্রভাতের ভানু॥ অপরূপ প্রেম দোঁহার অপূর্ব্ব বিলাস। অপরূপ দান দোঁহা করিল প্রকাশ॥

এইত কহিলাম দানখণ্ডের মিলন॥ রাই শশী গোপী তারা শ্যাম নবঘন॥ রাই কানু আনন্দে করয়ে কোলাকোলি। তার পর কৃষ্ণ গেলা চরাইতে ধবলী॥

শুনিয়া দানির বাণী, বৃষভানু-নন্দিনী, চাতুরী করিয়া কহে কথা। বাঙন হইয়া চায়, কবে চাঁদ কোথা পায়, কি তপ করেছ যথা তথা॥ তেয়াগিয়ে নিজ স্থান, তীর্থ কর পর্য্যটন, গোদাবরী প্রয়াগ-তরঙ্গে। যে সাধ করেছ চিতে, ব্রত কর অচিরাতে, তবে পরশিও মঝু অঙ্গে॥ এত যদি সাধ হিয়া, গৌরী আরাধই গিয়া, তবে সে করিও মোর আশ। ধেনুর রাখাল যেবা, তাহারে গণয়ে কেবা, হেন কেন মন অভিলাষ॥ নিকড়ে গুঞ্জের গাভা, অঙ্গের করহ শোভা, নিকড়ে বনের ফুলে বেশ। নিকড়ে পাখীর পাখে, যার মূল্য নাহি লেখে, চূড়া বান্ধ উভ করে কেশ॥ না হইত কাল অঙ্গ, তবে কি করিতে রঙ্গ, গোর হইলে পরশিতে বলে। বলরাম দাস কয়, এ তব উচিত নয়, ঝাঁপ দেহ কালিন্দীর জলে॥

পরম পবিত্র সার, শ্রীঅঙ্গ পরশে যার, দানব্রত তুয়া নামে পাই। তীর্থ সহস্র কোটী, সার আঁখির দুটী, নিজ অঙ্গে ধরিয়াছ রাই॥ ব্রহ্মাদি সাবিত্রী যার, নারে কোন স্পর্শিবার, প্রেম হইতে আনু িরিতি॥ দিবা নিশি হেন বাসি, অমৃত সাগরে ভাসি, চিন্ময় শুদ্ধ তোহারি পিরিতি॥ মলয় বাতাসে যেন, চন্দন সে তরুগণ, ঐছে মলয় তছু অঙ্গ। ঐছে লাগিয়া ধনি, অনুরাগে হইলাম দানি, নিশি দিশি চাই তুয়া সঙ্গ॥ তোমার পরশে ধনি, কোটী তীর্থ হেন মানি, সুধা লাগি যৈছে চকোর॥ নাগর বচন শুনি, পুলকিত ভেল ধনি, বলরাম দাস তাহে ভোর॥

সহিনী।

সুবর্ণের ঘট বড়াই ভাসাইলি জলে। তা দেখি দানির মন সাত পাঁচ করে॥ হেম ঘট পাঠয়া পাথারে। চোরার মন সাত পাঁচ করে॥ তুমি ইহার পুছহ বড়াই। কি ধন মাগয়ে কানাই॥ তুমি কিনা জান বনমালী। রাখাল কি ভজে চন্দ্রাবলী॥ ফণীর মাথায় মণি জ্বলে। নিতে চায় ধরিয়ে নিজ বলে॥

মাকড়ের হাতে নারিকেল। খেতে চায় ধরিতে নাহি বল॥ বটু কয় বাশুলির বরে। বাওন কি চাঁদ ধরিবারে পারে॥

ধানসী।

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে। তোমার সহজ রূপ কাম হেরি কান্দেছে, ভুবন ভুলিল ও না বেশে॥ আইস বইস মোর কাছে, রৌদ্রে মিলায় পাছে, বসনে করিয়ে মন্দ বায়। এ দুখানি রাঙ্গা পায়, কেমনে হাঁটিছ তায়, দেখিয়া হালিছে মোর গায়॥ কেমন তোমার গুরুজন, কি সাধে সাধিল ধন, কেনে বিকে পাঠাল তোমা। তোর নিদ পতি যে, কেমনে বাঁচিবে সে, পাঠাইয়া চিতে দিয়া ক্ষমা॥ হাসি হাসি মোড় মুখ, বসনে ঝাঁপিয়া বুক, দেখিয়া হইনু বড় দুখী॥ জ্ঞানদাস কয়, পসারী যে জন হয়, রসাল বচনে করে বিকি॥

ধানসী।

তোহারি হৃদয়ে বেণী বদরিকাশ্রম উন্নত কুচগিরি কোর। সুন্দর বদন ছবি, কনক ধূম্র পিবি, ততহি তপত জিউ মোর॥ সুন্দরি তোহারি চরণ-যুগ ছোড়ি। গৌরী আরাধনে, কাঁহা চলি যায়ব, তুহুঁ সে তিরিথময় গৌরী॥ ॥ধ্রু॥ সিন্দূর সুন্দর, মৃগমদে পরশল, এই সুরত গ্রহ জানি। তুয়া পদনখ, দ্বিজরাজহি সঁপিনু, সুন্দরী সহস্র পরাণী॥ কাম-সাগরে হাম, সহজেই নিমগন, কাম পুরবি তুহুঁ রাই। শ্যামর বলি অব, চরণে না ঠেলবি, গোবিন্দ দাস মুখ চাই॥

ধানসী

পরশহি গদ গদ নহি নহি বোল্। তনু তনু পুলকিত আনন্দ-হিল্লোল। কে করু অনুভব দুহুক বিলাস। একমুখে সিতকার একমুখে হাস॥ নিমিলিত নয়ন নয়ন অরু থির। মণিতরলিত মণি মঞ্জু মঞ্জীর॥ নাগরী দেয়ল ঘন রসদান। রাধামোহন পহু অমিয়া সিনান॥

হেন কালে বড়াই ফিরয়ে ঘরে ঘরে। কে যাবি কে যাবি আয় মথুরার বাজারে। দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল সাজাও পসার। মথুরায় বিকে ঝাট কর অভিসার॥ যেখানে বসিয়ে ধনি বিনোদিনী রাই। তথা উপনীত ভেল

রঙ্গিয়া বড়াই ॥ সম্ভ্রমে উঠিয়া ধনি দিলেন আসন। আশীষ করিয়া বড়াই বসিল তখন ॥ বিরস-বদন দেখি পুছয়ে বড়াই। শ্যামের লাগিয়া বুঝি কান্দ ধনি রাই ॥ যদুনাথ দাস বলে শুন কুলবালা। বিকির ছলে, নীপতলে মিলাইব কালা ॥

তথা হৈতে উঠি বড়াই করিল গমন। জটিলা নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ জটিলা ভেটল বড়াই মৃদু মৃদু হাসি। আশীষ করিয়া বৈসে জটিলা সম্ভাষি ॥ বধূরে পাঠাও দেহ লৈয়ে যাব বিকে। শুনি অনুমতি দিল হাসিয়া কৌতুকে ॥ ললিতা বিশাখা আদি সব সখী মিলি। পসরা সাজায় শেখর সঙ্গে যায় চলি ॥

বড়াই কহিছে বাণী, শোন শোন কমলিনি, মথুরার বিকে চল যাই। পসরা সাজায়ে রঙ্গে, বেশ ভূষা কর অঙ্গে, ভেটিবারে নন্দের কানাই ॥ শুনিয়া বড়াইয়ের কথা, চিত্রা চম্পক লতা, হাসিয়ে বসিল দুই পাশে। নানা আভরণ আনি, সাজাইছে বিনোদিনী, গগনে দামিনী যেন হাসে ॥ দুই করে হেম চুড়ি, পরাইল নীল সাড়ি, গলে দিল হেম মণিহার। বিচিত্র চাঁচর কেশ, বান্ধিল নোটন বেশ, স্বর্ণ চাঁপা তাহে দোলে ভাল। নাসায় বেশর সাজে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, ভালে দিছে চন্দনের বিন্দু। সীঁথায় সিন্দুর ভাতি, তাহাতে অলকাপাঁতি, রবি-কোরে যেন শোভে ইন্দু ॥ সোনার নূপুরপাতা মল, রাঙ্গা পায়ে ঝল মল, চলইতে সুমধুর ধ্বনি। যদুনাথ দাস ভণে, রঙ্গিয়ে বড়াই সনে, মথুরার বিকে চলে ধনি ॥

দেখে রাধা পথ পাশে, রসের সাগরে ভাসে, আনন্দে গোবিন্দ এল তথা। যমুনা-পুলিন কাছে, দোসারি কদম্ব আছে, বঙ্করাজ কমল দেবতা ॥ কালিয়ে বরণ শ্যাম, কালিয়ে তাহার নাম, কালিয়ে কদম্বতলে থানা। বংশী বদনে কয় যত ডাকে শ্যামরায়, শুনিয়াও শ্রবণে শুনেনা ॥

নৌকা বিহার। নৌকাখণ্ড ॥

ধানশ্রী ॥

আরে মোর গৌরাঙ্গ রায় ॥ সুরধুনীমাঝে যাইয়া, নবীন নাবিক হইয়া,

সহচর মিলিয়া খেলায়॥ প্রিয় গদাধর সঙ্গে, পূরব রভস রঙ্গে, নৌকায় বসিয়া করে কেলি। ডুবু ডুবু করে না, বহয়ে বিষম বা, দেখি হাসে গোরা বনমালী॥ কেহ করে উতরোল, ঘন ঘন হরিবোল, দুকূলে নদীয়া-লোক দেখে। ভুবন মোহন নাইয়া, দেখিয়া বিরস হইয়া, যুবতী ভুলিল লাখে লাখে॥ জগজন-চিত চোর, গৌর সুন্দর মোর, যা করে তাহাই পরতেক। কহ দীন রামানন্দ, এ হেন আনন্দ কন্দ, বঞ্চিত রহিনু মুই এক॥

মল্লার। সমরূপ তাল।

হের দেখ নব নব, গৌরাঙ্গ মাধুরী, রূপে জিতল কোটী কাম। অঙ্গহি অঙ্গ ঘামকুণ চঞ্চক জৈছন মোতিমদাম॥ নয়নহি নীর বহ, কম্পই থিরনহ, হাসি কহত মৃদুবাত। কো জানে কিক্ষণে ঘর সনে আইনু ঠেকিনু শ্যামের হাত॥ বেশক উচিত দান, কভু নাহি শুনিয়ে, কাঁহা শিখলি অবিচার। বুঝি দেখি নিরজন, গোবর্দ্ধন বন, লুটবি তুহু বাটপার॥ কোইহ ভাব ভরহি ভরমাইত কিঞ্চিত পাটল আঁখি। রাধামোহন কিয়ে আনন্দে ডুবব সোরস মাধুরী পেখি॥

রহ রহ বলি কানাই করিল গমন। কালিন্দির তীরে আসি দিল দরশন॥ কালিন্দীর তীরে এক তরণী ছিঁচিয়া। তাহাতে বসিল কৃষ্ণ কাণ্ডারী হইয়া॥

শ্রীরাগ।

বেলি উছর হইল বিকা গেল বইয়া। ঝাট করি নৌকা আন সুনাগর নাইয়া॥ এবার বাহিয়া চালাও তবে সে কূল পাই। পার হইলে দিব কড়ি তোমার দোহাই॥ ভাঙ্গা নৌকাখানি তোমার বেতের বান্ধন। ইহাতেই চাহ দান লক্ষের যৌবন॥ আগা চাপি পশার থোহ গোড়া চাপি বৈস। একে একে করিব পার যত সখী আইস॥ দেখিয়া যমুনার ঢেউ কান্দে গোপনারী। পার হইলে দিব দান লক্ষের কাঁচনি॥

বড়াই হের রূপ দেখসিয়ে। কোথা হৈতে আসি, দিল দরশন, বিনোদ নাগর নেয়ে॥ রজত কাঞ্চনে, নাখানি সাজনি, সোনায় মোড়ত চাল। যমুনা তরঙ্গে, নাখানি বহিছে, মণি বান্ধা কেরুয়াল॥ সখি পরাণ কেমন বাসি।

তরণী সুন্দর শ্যাম সুন্দর অধরে ধরয়ে বাঁশী ॥ কিবা সে সন্ধান, নয়ন সন্ধান মরমে পশিল আসি। ক্ষণে বাঁশি বায়, কত ভঙ্গি তায়, সকলি সে সুধারাশি ॥ সে চাঁদ বয়ান, কিবা করে গান, তাহে মিশাইয়া হাসি। লাজ কুলশীল, যমুনায় ভাসিল, বিনি মূলে হইলাম দাসী ॥

কালিন্দীর কূলে, দাঁড়ায়ে সকলে, যতেক আহির মেয়ে। ঝাট কর পার বিকির সময় যায় বয়ে॥ যত ব্রজনারী, দূরে দেখি তরী, দুবাহু পসারি ডাকে। শুনি কর্ণধার, কহে বার বার, তরণী পড়েছে পাকে ॥ তোমরা ডাক রঙ্গে, তরণী তরঙ্গে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়ে। স্রোতে ভাসে না, দেখি হালে পা, কি করিব একাতরে॥ এ বোল্ বলিয়ে, তরণী লইয়ে, লাগাইয়া দিল ঘাটে। ঘনশ্যাম ভণে, যত গোপীগণে, তরণী দেখিয়া উঠে ॥

আমার সুন্দর নায়, যে বা আসি দেয় পায়, হাসিয়া গণয়ে বোল পোণ। তোমরা ত তরুণী নিতম্ব কুচ, অতি গুরু উচ্চ এক নায়ে ভরা তিন জন ॥ লক্ষের পসরা তোর, নায়ে পার হবে মোর, ইহাতে পাইব আমি কি। আপন বুঝিয়া বলহ, পিছে যেন নহে কলহ, শোন সব গোয়ালার ঝি॥ তুমি ত যুবক মেয়ে, আমিত যুবক নেয়ে, হাস্য পরিহাসে গেল দিন। ওকূলে মানুষ ডাকে, খেয়া কামাই মিছে পাকে, এতক্ষণ হৈত খেয়া তিন ॥ এখন একবোল বলুক রাই, আগে দেয় কিছু খাই, না বাড়িতে গায় হউক বল। দ্বিজ মাধব কয়, রসিক যাদব রায়, নায় কর স্বকাজ সফল ॥

ললিতা সখী, হসিত মুখী, কহিছে নেয়ের ঠাঁই। বলনা কেনে, তোমার মেনে, ক'তেক বেতন চাই ॥ কহেন মুরারি, রাজার কুমারী, এসেছেন কিশোরী রাই। ঝাড়িলে হস্ত, হব কৃতার্থ, কটাক্ষ করিলে পাই॥ ঐ যে ধনি, যে বলে শুনি, তাহাতে করিব পার। উহার বদন চেয়ে, নিছনি ল'য়ে পরাণ উপর ধার॥ ললিতে হাসিয়ে, কহে ওহে নেয়ে, তোমার নাহিক বোধ। রাইয়ের বচনে, তোমার পরাণে, দিলে কি হইবে শোধ॥ রাজার ঝিয়ারি, আয়ানের নারী, রাধিকা যাহার নাম। ঘাট মাজি সনে, কহিবে বচনে, তাহার কি ঐছন কাম॥ না করিহ রোল, দিব কিছু ঘোল, তোমার সোহাগ বড়। দুকড়া দুকড়া করিয়ে তুলিলে অনেক হইবে জড় ॥ শুনিয়া এ বোল্, হয়ে উতরোল, রাই বিনোদিনী হিয়া। মাধব বচন, খেয়ারির মন, তোষহ বচন দিয়া ॥

জয় জয়ন্তি।

প্রথম যৌবনের ভার, তাহে লহ পসার, এত ভার সহে কার নায়। তোমার রূপ দেখিয়া, আকুল হইল হিয়া, সাগর উথলে বিনা বায়॥ গোয়ালিনী হিত বলি, জলে ফেল কাঁচলি, মাতার ঘুঁঘুট ফেল বেশ। আগা চাপি ভরাভর, গুড়া চাপি পানি মার, আমা করি কত লাজ বাস॥ যদি নদী করে বল, নৌকা যাবে রসাতল, কি করিব ওনা ঢেউ সরে। তোর হৃদয়ের মাঝে, দুটী পয়োধর আছে, সেই ভরা করিব সাগরে॥ গঙ্গারে মান, ধবল ছাগল, সূর্য্যোরে মানহ চিত। আমারে মানহ, সুরতি আলিঙ্গন, তবে সে চাপাইয়া দিব ভিত॥

শ্রীরাগ

যব লহু লহু হাসি, মরমে রহস পসি, নায়ে চড়াওল ওই। তৈখনে মধুমন, ভেলই আন চান, বেকত ধয়ল বল সোই॥ এ সখি হরিসঙে মানহ কুঞ্জ-বিনোদ। ইহ নাবিক অতি, চঞ্চল চপল মতি, উপজই তেই পরবোধ॥ ধ্রু॥ গগনহি সঘন, বিজুরি ঘন ঝলকহি, দিনহি ভেল আঁধিয়ার। খরতর পবনে, তরণী ঘন ঘুরত, পৈঠত জল অনিবার॥ দুরুজন জানি, পড়ল জিউ সঙ্কটে, ইথে জনু করহুঁ বিচার। তুয়া ইঙ্গিতে অব, সব সখী জীবউ গোবিন্দ, দাস কহ সার॥

ও রমণি তোমরা কেহে খঞ্জননয়নি। এ হেন সুন্দর বেশে, যাবে তোমরা কোন দেশে, স্বরূপেতে কহ আমি শুনি॥ যে হই সে হই মোরা, তরণী আনহে ত্বরা, কাজে কাজে জানিবে এখনি। তোমরা ডাকিছ সুখে, তরণী পড়েছে পাকে, আমি আগে সামালি আপনি॥ আমরা গোপের নারী, যাইব মথুরাপুরী, বেচিবারে ঘৃত দধি ঘোল। জগন্নাথ দাসের বাণী, কি বোল বলিব আমি, মিছা কাজে কেন কর রোল।

ধানসী।

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ। কৈছন তোহারি হৃদয় নিরবন্ধ॥ ধ্রু॥ তুয়া বোলে গোরস যমুনায় ঢার। ফারনু কাঁচলী তোড়নু হার॥ কর অবসর নাই সিচইতে নীর। এতক্ষণে তবহুঁ না পাইনু তীর॥ হাম নীরস

তুহু হাসি উতরোল। কেহ জিউ তেজই কেহ হরিবোল॥ এতদিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ। চড়ি ইহ লায় দূরে গেও লাজ॥ উতরিলে পার যো তুহুঁ মাগ। সখী সঞে খোজি ধরব তুয়া আগ॥ গোবিন্দ দাস কহে সময়ক-কাজ। নাবিক বেতন নায়ক মাঝ॥

পরিধান পীতবাস যেন তড়িৎদ্যুতি। ইন্দ্র আসি বজ্রাঘাত তাহে করে যদি॥ তার উপায় বলি শুন আমার বোল। কাল অঙ্গ ঘুছাইব মাথায় ঢালি ঘোল॥ কানাই বলে কমলিনি, ঢালবি মাথায় ঘোল॥ ঘরেতে যাইবে সভে বলিবে কি বোল। ঘরে গিয়া ঘোলের বেতন নাহি দেও যদি। কত গালা-গালি দিবে শাশুড়ী ননদী॥ গোরস বেচিয়া মূল্য থাও ব্রজবাসী। মাথায় ঘোল ঢালিয়া থাকিবে উপবাসী॥ রাই বলে ঢালিব আমি এই কথা বলে। পসরা পড়িয়া গেল যমুনার জলে॥ উপসী থাকিব কেন কিবা নাই ঘরে। তোমা হেন কতজন পারি পোষিবারে॥ মোরা কভু নহি কানাই তোমার মতন। খেয়া দিয়া কর তুমি উদর পালন॥ শীঘ্র পার করি দেহ ঘাটের ঘাটোয়াল। কথা দিয়া কেন তুমি বাড়াও জঞ্জাল॥ গগনে হইল বেলা বিকি যায় বয়ে। কে তোমারে পারে তুমি রসিক নেয়ে॥ কথা দিয়া ভুলাও তুমি জগতের মন। তোমারে ভুলাতে পারে কে আছে এমন॥ অবলা অখলা মোরা তাহে গোপনারী। বিকি বয়ে যায় ত্বরায় দেহ পার করি॥ রাই কথা শুনি শ্যাম আনন্দিত মন। একদৃষ্টে রাই মুখ করে নিরীক্ষণ॥ ললিতা বলেন রাধে তোমারে দেখিয়ে। কেমনে হইবি পার ভুলে গেল নেয়ে॥ তোমারে দেখিয়া নেয়ে চঞ্চল হইল। হাতের কেরুয়াল উহার হাতেতে রহিল॥ যমুনার ঢেউ বড় ভেসে যায় লা। ত্বরিতে ভরিল জল দেখে হালে গা॥ রাই বলে ওহে কানাই কেন রঙ্গ কর। কাহারে দেখিয়া এত হইলা কাতর॥ চঞ্চল হইল মন তোমারে দেখিয়া। পার যদি হবে মুখ ঝাঁপ বসন দিয়া॥ রাই কহে যত কহ উলটা বচন। সে সব করিতে পারে কুলটারগণ॥ পরপুরুষের মন ভুলায় রঙ্গ ভঙ্গ করি। কুলের বধূ, কুলের ঝি, আমরা কি পারি॥ তুমি সে করিতে পার ব্যাধের আচরণ। ভুরু ধনু নয়ন-বাণে বিন্ধ নারীর মন॥ বাণাঘাতে মরে নারী বিষের জ্বালায়। তোমার এই কোন্ ধর্ম্ম কহ শ্যামরায়॥ রঙ্গ ভঙ্গ নাহি সাজে জলের উপরে। রমণী দেখিয়া মনে-

কত সাধ করে ॥ খোলেতে ভরিল জল দেখি লাগে ভয়। পড়েছি তোমার হাতে না দেখি উপায় ॥ কানাই বলে শোন শোন বৃষভানুর ঝি। সভে মিলি সিঁচ জল, লাজ কর কি ॥ ঘনশ্যাম দাস বলে শুন বিনোদিনি। তরীতে ভরিলে জল ডুবিবে তরণী।

৺ হেদে হে সুন্দর নেয়ে, মোরা তেমন নই মেয়ে, বুঝিতে না পারি তোমার কাজ। দিয়া পারের সম্বল, কেন বা সেঁচিব জল, কহিতে না বাস মনে লাজ ॥ তুমি ভাঙ্গা নায়ের দাঁড়ি, কড়া চারি পাবে কড়ি, তাহে আবার কত কথা কও। সারাদিন বায় বাটে, রৌদ্রে মাথা যায় ফেটে, তার কথা সহনে না যায় ॥ খেতে নাহি দেয় মা, পেটের জ্বালায় বাও না, আমি তোমার জানি ভারিভুরি। আপন মায়ের ডরে, আমাদের ঘরে ঘরে, নবনী করিয়ে বেড়াও চুরি ॥ নহে তোমার মানুষতা, ছোট মুখে বড় কথা, শুনিয়া জ্বলিয়া যায় গা। আপনি না বাস লাজ, ধীবরের কর কাজ, ভাল লোকে কেবা বহে লা ॥ সকলি জানয়ে রাধা, বয়ে বেড়াও নন্দের বাধা, মোর আগে কি কর চাতুরী। দ্বিজ ঘনশ্যাম গায়, ভাবি দোঁহার রাঙ্গা পায়, তাহে যেন ভবনদী তরি ॥

/ রাই বলে কভু তুমি না বাও তরণী। এই মুখে খেতে চাও এ ক্ষীর নবনী ॥ মোরা যদি ব্রজাঙ্গনা বয়ে যাব তরী। দাঁড়ে গিয়া বসিলেন যত ব্রজনারী ॥ একেবারে যত গোপী গুঁড়ায় দিয়ে পা। পাছে লইয়া সবে বয়ে যায় লা। নানা শব্দ করে প্রতি অঙ্গের আভরণ। কৃষ্ণগুণ সারি গায় যত গোপীগণ ॥ বটে বয়ে যায় রাধে আনন্দিত চিতে। নানা আভরণ যেন বাজে রাই হাতে ॥ ঝটকা ঝটকা করি বহে কেরুয়াল। বলয়া কিঙ্কিণী কিবা ধরিছে সুতাল। সবে দাঁড় বয়ে যায় যমুনার মাঝে। সুরুয়া ঘুঙ্গুর যত নূপুরাদি বাজে। দাঁড় বটে বয়ে যায় যতেক গোপিনী। তরঙ্গেতে ঘুরি ঘুরি পড়য়ে তরণী ॥ তাহা দেখি সবাকার ভয়ে হালে গা। তরঙ্গেতে রঙ্গ করি ভাসাইলা লা ॥ রাই কহে ওহে কানাই এ কেমন কাজ। ডুবাইলে এনে আমায় যমুনার মাঝ ॥ ডুবে মরি হে কাণ্ডারি তাহে নাহি দায়। কর্ণধার নামের মহিমা পাছে যায় ॥ দ্বিজ ঘনশ্যাম কহে এত রঙ্গ বড়। ভেবনাক রাই হে কাণ্ডারী ভাল দড় ॥

/ কানাই বলে বিনোদিনি: নৌকা হৈল ভারী। কেমনেতে বয়ে যাব

যমুনাতে তরী॥ একে সবার অঙ্গভারী নবীন যৌবন। তাহাতে দ্বিগুণ ভারী অঙ্গ আভরণ॥ আর তাহে দ্বিগুণ ভারী দধির পসরা। কেমনে করিব পার করি আমি ত্বরা॥ আভরণ খুলি সবে দেও ভাসাইয়া। তবে আমি যমুনাতে তরী যাই বাইয়া॥ রাই বলে তোমার কথা শুনে লাগে হাসি। রঙ্গ রসে কহ কথা তরণীতে বসি॥ একেত যমুনা নদী বড়ই গভীর। দেখিয়া সকলে কেন হইলা অস্থির॥ একলা পুরুষ আমি কত যাব বয়ে। সবে মিলি বাই বটে একত্র হইয়ে॥ আগে কিছু দেও গোপি, পেট ভরে খাই। বল করি যমুনাতে তরী বয়ে যাই॥ রাই বলে আগে পার কর ব্রজাঙ্গনা। যত পার খেতে দিব দধি দুগ্ধ ছানা॥ এ কথা শুনিয়ে শ্যাম বয়ে দিল তরী। ভয়ে ভীত হ'য়ে যত কহে ব্রজনারী॥ চাতুরী না কর কানাই ঝাট কর পার। যমুনাতে ডুবি পাছে না জানি সাঁতার॥ ঘনশ্যাম দাস বলে, শুন বিনোদিনি। কাণ্ডারী থাকিতে তরী ডুবিবে আপনি॥

পার কর নবীন কাণ্ডারি। তরঙ্গে পড়েছে লা, ভয়েতে হেলিছে গা, সকলে ডুবিয়ে পাছে মরি॥ একে তুমি নবীন নাইয়া, বহিতে না জান খেয়া, তাহে আবার ভাঙ্গা তোমার তরী। যমুনার ঢেউ বড়, তুমি তাহে নহ দড়, তরীতে ভরিল দেখ বারি॥ ডুবাইছ ডুবাওনা কেনে, কলঙ্ক হবে তুয়া নামে, কেমনে যাইবে ব্রজপুরী। ডুবে ম'র নাহি দায়, নামের ভরম যায়, কে বলিবে দয়াময় হরি॥ আমরা আহির মেয়ে, তুমিত রসিক নেয়ে, রঙ্গ ভঙ্গ কি কর চাতুরী। এখন ডুবাও কেনে, রক্ষা করি গোপীগণে, ইন্দ্র ভয়ে রাখি গিরি ধরি॥ কহে দ্বিজ ঘনশ্যামে, পার কর গোপীগণে, তুয়া নামে ভবনদী তরি। ভবনদী পারাবার, তাহে তুমি কর্ণধার, তবে কেনে ডুবাও ব্রজনারী॥

এ তরণী দেখে যে অবজ্ঞা করে। সে জন ডুবিয়া মরে॥ তোদের হার কঙ্কণ আভরণ ভরে। অধিক নৌকা টল মল করে॥ দধি দুগ্ধ ফেলহ ঘোল। ডালা ভরি বালা সেচহ জল॥ ও চাঁদ বদন হেরিয়া তোর। হাতের কেরুয়াল খসিল মোর॥ মধ্যে যমুনায় আইল নায়। দেয়া সে পাড়িল বিষম বায়॥ ঝলকে ঝলকে উঠয়ে জল। আনন্দে মগন মদন গোপাল॥ নৌকা ডুবু ডুবু কেরুয়াল ভাসে। দেখি নাগর মুচকি হাসে॥

ভাটিয়ারি।

শুন লো বড়াই বুড়ি, তুমি সে নাটের গুড়ি, আনিয়া করিলি পরমাদ। মোর মনে যত ছিল, সকলি বিফল হইল, দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥ ত্বকুলে বহিছে বা, কাঁপিছে রাধার গা, নন্দসুত নবীন কাণ্ডারী। তরণী নবীন নয়, ভার দিতে করি ভয়, ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥ হাসি বলে গোবিন্দাই, পার হবে ভয় নাই, অনুগত কত পার করি। দেবতা গন্ধর্ব্ব কত, পার করি শত শত, যুবতী যৌবন কত ভারি॥ শোন বিনোদিনী রাই, নয়ন ইঙ্গিতে চাই, কেন মন করিলে চুরি। হাসি হাসি ধীরে ধীরে, ভাঙ্গা তরণীর পরে, আঁচলে ধরিতে যায় হরি॥ সখীগণ দেখি রঙ্গ, আন্ ছলে দেই ভঙ্গ, রাই কানু রহে একপাশে। কাম কলহ বাদ, পূরল মনের সাধ, হরষিত দেখি বংশীদাসে॥

তরী বয়ে যায় কানাই যমুনার জলে। ললিতা বিশাখা তবে কহে কুতুহলে॥ যমুনার তরঙ্গে পুন ফেলিলা তরণী। কাতর হইয়া বলে রাই বিনোদিনী॥ ডুবাইছ ডুবাওনা কেনে ওহে রসিক নেয়ে। কেনবা আইলাম আমি আপনা খাইয়ে॥ তোমারে দিয়াছি ভার, কর বা না কর পার, দয়া নাহি অবলা বলিয়ে। যে নায়ে কাণ্ডারী তুমি, সে নায়ে কি মরি আমি, কিছু নাহি জানে আহির মেয়ে॥ সকলি করিতে পার, মনে যাহা ইচ্ছা কর, পার কর বিকি যায় বয়ে। এই তোমার ছিল মনে, ডুবাইবে নিজ জনে, নারী মরে ত্বকুল খোয়াইয়া। এত যমুনা নদী, তাহে ডুবে মরি যদি, ব্রজে যাবে কি বোল বলিয়ে॥ কানাই বলে চল রাই, আর ভয় কিছু নাই, যাই চল লা খানি বহিয়ে। দ্বিজ ঘনশ্যাম গায়, তরণী বহিয়া যায়, পার করে হরষিত হয়ে॥

তখন ডরেতে কিশোরী, সুবাহু পসারি, ধরিল কৃষ্ণের গলে। কোরেতে আগরি, রসিক মুরারি, ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে॥ ধ্রু॥ কিবা কানু মরকত তরণী হ'য়ে। ভাসিল রঙ্গিণী রাধিকা লয়ে॥ উলটী পালটী খেলে কমলমুখী। তা দেখি নাগর কত না সুখী॥ পিঠের উপরে ভাসিছে বেণী। স্বর্ণ পিঠে যেন শোভিছে ফণী॥ পসরা ভাসিল গোপীর হইল বিবসন। ঠেকিল চরণে চর জানিল তখন। দাঁড়াইতে লাজ বড়, হাঁটু নাহি তিতে। বসিয়া বসিয়া গোপী বুলে চারিভিতে॥

// সুখময় শ্যামতনু, সো রাঙ্গা রঙ্গিয়া কানু, কোথা গিয়া লাগিল ভাসিয়া। জলে পড়ে তিল আধে, কোথা গেল প্রাণের রাধে, বুক বিদরায় না দেখিয়া॥ মজাইয়া রাই শ্যাম, কি বা লয়ে যাব গ্রাম, কি বলিব পুছিলে যশোদা। রূপে গুণে তরঙ্গিণী, ঝিয়ারীর সে দশা শুনি, বৃষভানু কিসে যাবে বোধা॥ জগন্নাথ দাসে কয়, মিছা কান্দ সখিময়, অভিলাষি সবে এই দুই। আমরা সকলে বল, শমন ভবনে চল, পরাণ কিসের লাগি থুই॥

/ বিনি সে অরতিকলা, উপরে থুইয়ে বালা, ঝাঁপ দিয়ে নৌকা তোলে দোহে। ধীরে ধীরে খেয়া দিয়ে, তীরে হরি আসিয়ে, সখীগণে বিবরণ কহে॥ স্থির হও সখীগণে, চিন্তা না করিও মনে, বড়ই বিপদে পড়েছিলাম। রাই আছে কুশলেতে, না হও উদবেগ চিতে, তোমা সভা দেখিয়া বাঁচিলাম॥ খানিক দূরে গেল না, দেয়া দিলে বিষম বা, ঢেউ ঠেলে করিল একাশী। তাহে প্রবেশিল জল, নৌকা গেল রসাতল, ভয়ে মোরে রাধা ধর আসি॥

মুরলী পড়িল পাকে, জল সেঁধাইল নাকে, তথাপি রাধারে ছাড়ি নাই। এক হাতে রাধা ধরি, আর হাতে জল সাঁতারি, এলেম আমি তোমাদের ঠাঞি॥ অসংখ্য সলিল পথে, পড়িলাম বিষম স্রোতে, দেখি জলধর লাগিল গর্জ্জিতে। তাহে এক বিপরীত, হ'য়েছিল উপস্থিত, ঠেকেছিলাম কুম্ভীরের বেঁতে॥ কোটী ইন্দু-দাম বলি, না আইল মুখ মেলি, সেইখানে রাখিল গোসাঞি। রাইকে আনিয়ে কুলে, বসায়ে তরুর তলে, আইলাম তোমাদের ঠাঞি॥ পেয়ে কৃষ্ণের মুখমধু, উঠে সব ব্রজবধূ, প্রাণে সবে সুস্থির হইল। এইরূপে নৌকা-খণ্ড, পার হইল কানু সঙ্গ, জগন্নাথ দাস বিরচিল॥

পার হইয়া ব্রজবালা আনন্দিত মনে। চলিলা মথুরা বিকে বড়াই করি সনে॥ গব্য ঘৃত বেচি সব মথুরার হাটে। বেতন লইয়া আইল যমুনার ঘাটে॥ আর কি বলিবে নেয়ে মনে ভাবে তাই। ঘনশ্যাম দাস কহে আর ভয় নাই॥

· বিকি কিনি করি সভে, ফিরিয়া আইল তবে, উপনীত যমুনার তীরে। বেলা দেখি অবসানে, বড়াই ডাকে হাত সানে, পার করে দেহ সভাকারে॥ হেদেহে রসিক নেয়ে, পার কর বেলা চেয়ে, তীরে বসি রয়েছি সকলে। অস্ত গেল দিবাকর, ঝাট মোরা যাব ঘর, পার করি রাখহ গোকুলে॥ তাহা শুনি রসিক রায়, তরণী বাহিয়া যায়, আরোহণ করে গোপীগণ। কেরুয়াল লয়ে হরি, যমু-

নাওে বহে তরী, বসে যায় যত গোপীগণ। একেত যমুনা জল, অঙ্গ করে ঝল মল, তীরে বসি দেখে ঘনশ্যাম। রাই গোরি শ্যাম কাল, দুকূল করেছ আলো, দেখ রূপ অতি অনুপাম॥

পার হইয়া যত গোপী গেল সব ঘরে। গোধন লইয়া কৃষ্ণ যমুনার তীরে॥ বেলা অবসান দেখে আনন্দিত হইয়া। বৃন্দাবন প্রতি ধায় গোধন লইয়া॥ উচ্চ পুচ্ছ করি ধেনু চলে হাম্বারবে। আবা আবা রব দিয়ে চলে শিশু সবে॥

নিজ নিজ গৃহে সবে করিলা প্রবেশ। দিনমণি অস্ত গেলা বেলা অবশেষ॥ এই ত কহিলাম কৃষ্ণের নৌকাখণ্ড যত। ঘনশ্যাম দাস কহে আর কব কত॥ মথুরার দিকে হইতে রাধা ললিতার সনে। যমুনা পাথার দেখি ভাবে মনে মনে॥ ডাক দিয়ে কহে নেয়ে না আন ঘাটে। আমরা হইব পার বেলা সব টুটে॥ শুনিঞে নাগররাজ জীর্ণ তরী লঞে। আসি কহে কথা কাণ্ডারী হইঞে॥ কি দিবে আমারে কহ কতেক বেতন। একে একে পার করিব যত জন॥ রাই কহে যা চাহ তাই আমরা দিব। হাসিঞে কহয়ে হরি আলিঙ্গন নিব॥ দুজন না হয় পার চাপ একজন। একে একে পার হইলা যত গোপীগণ॥ সব শেষে নৌকায় চড়িলা বিনোদিনী। ঢেউ বাড়িল তাহে জীর্ণ তরীখানি॥ তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডুবু করে। হেরি সব ব্রজগোপী পড়িলা ফাঁপরে॥ তরঙ্গ দেখিঞে থর থরি কাঁপে রাই। কোলে করিয়া রয় কাণ্ডারী কানাই॥ রাই কোলে করি নাগর যমুনা পশিতে। পার হইলা শ্যাম আনন্দিত চিতে॥ দুঁহু অঙ্গ পরশিতে দুঁহু প্রেমে ভাসে। নৌকা বিলাস কহে উদ্ধব দাসে॥

পহিলে চাপয়ে ধনী নায়। কমলদলের দলি, তলেতে বিছায়ই গুড়া ধরি চাপিলেন তায় ॥ধ্রু॥ বামেতে পসরা এড়ি, দক্ষিণে ঘোমটা কাড়ি, বৈঠল কানু করি পিঠে। স্বর্ণ আভরণ তা[illegible]লঙ্কৃত গৌর গায়, কানু চাহত মন দিঠে॥ রাই কানু যমুনার মাঝে। [illegible] তরণী, জলের ঘুরনি, দূরে গেও কূল লাজে॥ কহয়ে ললিতা, হয়ে সচকিতা, শুনয়ে বড়াই বুড়ি। তোহারি কথায়, চড়ি ভাঙ্গা নায়, পরাণ সহিতে মরি॥ কহে বড়াই বুড়ি, যে মাগে কাণ্ডারী, তাহাই করহ দান। কেন বা মরিবি, এখনি পার হবি, কেন বা যাইবে প্রাণ॥

অথ গীতাবলী।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নায়িকার বাগতা প্রকাশ।

ধানশ্রী।

শুদ্ধ সতীব্রত বৃত্তা, অহমতি নির্ম্মল চিত্তা। প্রণয়সি সুজন বিমুক্তং। নর্ম্মেদং কিমুযুক্তং॥ মাধব পরিহর মে পটমেতং। যামি জবেন নিকেতং। যদি জানাম্যধিতীরং। আমতি গূঢ় শরীরং॥ দূরে সুরসুতায়াং। সায়ং কথমুপ যায়াং॥ বিদধে ভবদবনানং। চরিতং পরিহর বামং॥ বর্ম্ম সনাতন॥ সুচিতং। পালয় ধার্ম্মিক চরিতং॥

অস্যার্থ॥ ওহে হরি ত্যাগ কর আমার বসন। শীঘ্র করি যাব আমি নিজ নিকেতন॥ সতী ব্রতে ব্রতী আমি সুনির্ম্মল মনা। আমার সহিত হেন কর্ম্ম করিও না॥ এই কি সুযুক্তি হয় শাস্ত্রে। অন্তরে। সুজনে এমন কর্ম্ম কখন না করে॥ যদি জানিতাম আমি গোপন শরীরে। আসন করিয়া তুমি আছ এই তীরে॥ তাহা হইলে এত দূর পথ যমুনায়। কেন বা আসিব আমি এ কাল সন্ধ্যায়॥ তব চরণেতে আমি করি পরণাম। শঠতা চরিত্র তুমি ত্যাজ ওহে শ্যাম॥ সৎপথে পদার্পন কার সনাতন। ধার্ম্মিক চরিত্র তুমি করহ পালন।

বসন্ত।

নায়িকার বামা প্রকাশ।

কিময়ং রচয়তি নয়নতরঙ্গং। কৈরবিনী নহি ভজতি পতঙ্গ॥ বারয় মাধবমুদয়দনঙ্গং। স্পৃশতি যথায়, ন সখিমদঙ্গং॥ ধ্রু॥ কম্পি করাম্বুম পতিতলবঙ্গং। ভ্রমসি তথাপি ন মুঞ্চসি রঙ্গং॥ কমপি সনাতন ধর্ম্মমভঙ্গং। ন পরিহরিযো হৃদি কৃত সঙ্গং॥

অস্যার্থ। কেন ইনি করিছেন নয়ন ইঙ্গিত। কুমুদিনী নাহি মিলে সূর্য্যের সহিত॥ নিবারণ কর কৃষ্ণ উঠিছে অনঙ্গ। নাহি স্পর্শ করে যেন সখী মম

অঙ্গ ॥ কম্পি হস্ত হ'তে মোর পড়িল গহনা। তবু তুমি নিজ রঙ্গ ছাড় না অঙ্গনা ॥ সনাতন ধর্ম্ম সদা রহুক অভঙ্গ। ছাড়িতে নারিব হৃদে করিয়াছি সঙ্গ ॥

সুবল মিলন।

গৌরীদাস করি সঙ্গে, আনন্দিত তনু রঙ্গে, চলি যায় গোরা গুণমণি। ভাবে অঙ্গ থর থরি, দুনয়নে বহে বারি, চাহে গৌরীদাস মুখ খানি ॥ আচম্বিতে অচৈতন্য, হইল গৌরাঙ্গ চন্দ্র, পড়িলেন সুরধুনী তীরে। গৌরীদাস ধীরে ধীরে, কহে কিছু যোড় করে, কেন দুখে কহত আমারে॥ কহিবার কথা নয়, কেমনে কহিব তায়, মরি আমি বুক বিদরিয়া। বাসু কহে আহা মরি, ভাবের তরঙ্গ হেরি, কহে কিছু কাতর হইয়া ॥

হের দেখ পুলিন সুন্দর। ইহা বলি ভাবেতে বিভোর ॥ গদাধর সংহতি করিয়া। সংকীর্ত্তনে মিলিবে আসিয়া ॥ রাধাকুণ্ডের ভাব হইল মনে। চাহে গোরা সুরধুনি পানে ॥ তবে মোর পূর্ণ হবে আশ। কহতহি যদুনাথ দাস ॥

যথারাগ।

সুবল করিয়া সঙ্গে, বিপিনবিহারী রঙ্গে, বিদগধ রসময় শ্যাম। রাধাকুণ্ড তীরে আসি, কুসুম কাননে বসি, শোভা দেখে অতি অনুপাম॥ বৃন্দাদেবী হেন কালে, সেখানে আসিয়া বলে, চম্পক কুসুম করে করি। সুবলের করে দিল, তেঁই কৃষ্ণের কর্ণে দিল, উদ্দীপন রাধার মাধুরী ॥ প্রেমে চতুর্দ্দিকে চায়, অরুণ লোচন তায়, পুলকে পুরিল সব অঙ্গ। ধরিয়া সুবলের করে, মিনতি করিয়া বলে, মিলাইয়া দেরে তার সঙ্গ ॥ রাই বিনে বৃন্দারণ্য, সব দিগ লাগে শূন্য, মোর মন তাহারে ধিয়ায়। শুনিয়া কানুর কথা, সুবল চলিল তথা, যদুনাথ দাস ইহা কয় ॥

রসিক নাগর, বিরহে কাতর, পড়িল ধরণীতলে। মরম জানিয়া, বেথিত হইয়া, সুবল করিল কোলে ॥ বসন ভিজাঞা, মুখ খানি মুছাঞা, মধুর মধুর বোলে। আচম্বিতে আসি, রাধাকুণ্ডে পশি, অচৈতন কেন হলে ॥ বন দাবানলে, আর বিষজলে, প্রাণদান দিলে তুমি। যেমন বলিবে, তেমনি করিব, সে ধার

শোধিব আমি ॥ তোমার সজল, নয়ন দেখিয়া, পরাণ কেমন করে। দীনবন্ধু কহে, তনু মন দহে, রাইয়ের বিরহ-জ্বরে ॥

শুনরে সুবল ভাই নিবেদন করি। কহিতে বাসিয়ে লাজ, না কহিলে মরি ॥ গাঁথিয়ে চম্পকের মালা কেনে গলে দিলি। চম্পকবরণী রাই মনেতে পড়ালি ॥ তোর সহোদর ভগ্নী কেমনে কহিব। না কহিলে বুঝি আজ পরাণ হারাব ॥ জটিলা-মন্দিরে ভাই বড়ই সঙ্কটে। সে বোল কহিতে তোমার প্রাণ কেঁপে উঠে ॥ কৃপা করি যদি ভাই মিলাইতে পার। হইব তোমার দাস জনমের তর ॥ শুনিয়া সুবল কিছু করিছে আশ্বাস। যাবটে চলিল কহে দীনবন্ধু দাস ॥

সুচতুর সুবল, পবন-গতি ধাওল, আওল যাবট কি মাঝ। যাবটে আসি মিলল, মুখমণ্ডল, কহতহি দীনমণিরাজ ॥ মা গো মা কি কহিব দুখ পরিশেষ। খুজি খুজি বাছরি, আয়নু ফিরি ফিরি, ভ্রমিয়ে ভ্রমিয়ে কত দেশ ॥ পানি পিয়াসে পরাণ নাহি আয়ত, জীবন করত কিয়ে জানে। শুনিয়া জটিলা কয়, রন্ধন মন্দিরে যাও, শীতল জল কর পানে ॥ নিরজন মন্দিরে, রাই অন্তঃপুরে, তাঁহা সুবল চলি যাঞি। দীনবন্ধু কহে, সুবল হেরিয়া গৃহে, রাই বুঝল কাজ তাঞি ॥

এস এস প্রাণের সুবল সখা। আমার মন্দিরে তুমি কেন দিলে দেখা ॥ কহ দেখি বনে আজ কেমনে আছিলে। কি লাগি তোমারে আজ এথা পাঠাইলে ॥ তোমার বদন দেখি মোর প্রাণ যায়। দীনবন্ধু কহে আজ কি হবে উপায় ॥

এসরে সুবল ভাই, একি অপরূপ দেখা। কি ভাব হইল মনে, কেমনে আছেন বনে, তোমার সঙ্গের প্রাণসখা ॥

যখন হইতে, শিঙ্গার সহিতে, বাজল সাজল বেণু। ঘরের আপদ, মনের বিপদ, ভাবিতে অবশ তনু ॥ ঘরের বাহির, অতি দুরতর, আমি সে কুলের বালা। দুখের অনল, সাজাইয়া কান্দি, করিয়া বিবিধ ছলা ॥ সাগরে যাইয়া কামনা করিয়া, হব সহচর-সখা। দীনবন্ধু কহে সহচর হ'লে সতত পাইব দেখা ॥

হাসি হাসি কহে সুবল শুন বিনোদিনি। তোমারে লইয়া যাইতে আসিয়াছি আমি ॥ ধরিয়া আমার বেশ করহ পয়াণ। দরশন দিয়া শ্যামের রাখহ

পয়াণ॥ আপনার বেশ ভূষা দেহত আমারে। ধরিয়া তোমার বেশ আমি থাকি ঘরে॥ দীনবন্ধু দাসের কত উলসিত হিয়া। পূরিল মনের সাধ বচন শুনিয়া॥

রাজার রাজ্য নহে একি অবিচার। এত না গৌরব করে নন্দের কুমার॥ সুবল প্রবোধ করি মধুর বচনে। কি লাগি আইলা সুবল কহ বিবরণে॥ তোর কুণ্ডেতে হরি তোমা মনে করি। সদা সর্ব্বক্ষণ কান্দে ফুকারি ফুকারি॥ অতএব গমন করহ ত্বরা করি। এত ক্ষণে কিনা হইল কহিতে না পারি॥ দিবসে কেমনে যাব করহে বিচার। সুবল বলে আমার বেশে কর অভিসার॥ তুয়া বেশ ভূষা পরি রহি আমি ঘরে। জয়কৃষ্ণ দাস বলে এতই বিচারে॥

ধর সুবল এই লহ মোর আভরণ। নীল বসন পর রতন ভূষণ॥ নূপুর পরয়ে কিঙ্কিনী তাড়। যতনে পরায়ে দি মুকুতার হার॥ সুবলের বেশ ভূষা অঙ্গেতে পড়িল। কনক কিঙ্কিনী তাড় তাহাতে পরিল॥ মাথায় বান্ধিল চূড়া শিখিপুচ্ছ তায়। তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায়॥ রাঙ্গা লাঠি নিল হাতে চরণে নূপুর॥ প্রেমাবেশে চলে রাই আনন্দে অন্তর॥ নবীন পয়োধর রহিল উজোর। দেখ দেখ নারীর বেশ, নাহি গেল মোর॥ বুদ্ধে বৃহস্পতি সুবল রসিক চতুর। কোলেতে আনিয়া দিল নবীন বাছুর॥ নবীন সুরভিসুত হার করি গলে। আবা আবা রব দিয়া রাধাকুণ্ডে চলে॥ যথা রাধাকুণ্ডে শ্যাম আছেন অচেতনে। সুবল মিলেন যায়ে যদুনাথ ভণে॥

পরিবার নীল সাড়ী দিল আজাড়িয়া। কাটিতে বান্ধিল ধটি যতন করিয়া॥ মুকুরে নিরখি মুখ সিন্দুর উতারি। বান্ধিল বিনোদ চূড়া এলায়ে কবরী॥ করের কঙ্কণ দিল সুবলের হাতে। নিজ করে কবরী বান্ধিয়া দিল মাথে॥ সুবলে রাখিয়া ঘরে করল পয়াণ। দীনবন্ধু দাস তছু পদযুগে গান॥

সুবলের বেশ ধরি চলিল রাধিকা। সবে মাত্র পয়োধর নাহি গেল ঢাকা॥ সুবলেরে পুছে তখন কি করি উপায়। এই যুগ্ম পয়োধর কেমনে লুকায়॥ সুবল কহেন শুন নবীন কিশোরি। গমন করহ কোলে লৈয়া নবীন বাছুরী॥ বৎস কোলে করি ধনী কৈল আগুসার। দীনবন্ধু দাস কহে মন্ত্রণার সার॥

নিজ মন্দির তেজি, গতং ঝটিতং। ঝল কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডতটং॥ মদমত্ত মতঙ্গজমন্দগতা। জটিলাপদপঙ্কজ ধূলি নতা॥ নত কন্দর হেরি গতং

সুবলং। জটিলা জয় দেই বনে কুশলং॥ মধুরাধার বাত সুধা সম মিঠ। গুরু গর্ব্বিত ছেদিত দেয়ল পীঠ॥ সুবলাকৃতি রাই বনে গমনং। রামানন্দ রায় কবিতং ভণনং॥

কোলেতে করিয়া নিল নবীন বাছুরী। রাধা কুঞ্জে চলিলেন সুবল বেশ ধরি॥ সুবল বেশে বিনোদিনী যায়। জটিলার সঙ্গে দেখা হইল তথায়॥ প্রণতি করিয়া তারে কহয়ে বচন। জল পান করি মোর স্থির হইল মন॥ জটিলা কহয়ে তবে যাওরে কাননে। তোমাদের জয় জয় হউক সঘনে॥

রাখালের বেশে ধনি করিলা গমন। আপনার কুঞ্জে আসি দিল দরশন॥ নাগর কহয়ে হেরি কি হলো কি হলো। নাহি এল বিনোদিনী সুবল ফিরে এল॥ নাগর কহয়ে শুন আমার প্রাণ-সখা। তুমিত একেলা এলে রাই মোর কোথা॥ এত বলি যায় কানু মরিবার তরে। বাহু প্রসারিয়া রাই শ্যাম নিল কোরে॥ নিজবেশ ব্যক্ত করি রাই দেখাইল। যদুনাথ দাসের মনে আনন্দ বাড়িল॥

দূরে হৈতে রাধারে শ্যাম সুবল বেশ হেরি। রাধা রাধা ব'লে শ্যামের চক্ষে বহে বারি॥ সুবল হেরি শ্যাম কহে কোথা বিনোদিনী। রাই বলে আজ্ঞা কর চন্দ্রাবলী আনি॥ লবণের ছিটা দিলি চিতাদগ্ধ চিতে। সুধার পিয়াস কোথা মিটায় দুগ্ধেতে॥ বিধুবদন ভিজল নয়নের জলে। বসিলেন বিনোদিনী বন্ধু করি কোলে॥ একই পরশে দুহুজন হাস। দুইজন মিলাইল দীনবন্ধু দাস॥

পবন গমনে, নিকুঞ্জ ভবনে, আসিয়া মিলিল রাধা। ঘাঘর ঘুঙ্ঘুর, কলরব শুনি, পূরল মনের সাধা॥ চঞ্চল নয়নে, দশদিক পানে, চাহয়ে চিকণ-কালা। নিকটে দেখয়ে, একলা সুবল, বাড়িল বিষম জ্বালা॥ নয়নের জল, করে ছল ছল, পড়িল ধরণীতলে। রসিক নাগরী, দুবাহু পসারি, বন্ধুয়া করিল কোলে॥ অঙ্গের পরশে, রসের আবেশে, ঘুচিল মনের ধান্ধা। নিরখি বদন, করয়ে চুম্বন চকোর মিলল চাঁদা॥ আনন্দের ভরে, আপনা পাসরে, বঁধুয়া করিয়া কোরে। দীনবন্ধু ভণে, মিলিল দুজনে, শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে॥

রাই বেশ ধরি সুবল রহিলেন ঘরে। সুবলের বেশে রাই কৈল অভিসারে॥ শ্যাম-প্রেম অনুরাগে পুলকিত অঙ্গ। সুবলের বেশে রাই হইল ত্রিভঙ্গ॥ ধবলী শামলী বলি ডাকিতে লাগিল। কুণ্ডতীরে আসি শ্যাম দরশন কৈল॥

সুবলে দেখিয়া হরি চকিত হইল। কহ কহ ওরে সুবল রাই কোথা রৈল॥ তার সঙ্গ না পাইয়া আকুল পরাণি। বান্ধি রাখি ছিল তোর কাজলি বাছনি॥ অরুণ লোচন দেখি ক্রোধে তনু ফোলে। আমারে দেখিয়ে তোরে কত কথা বলে॥ ফিরিয়া আইলাম ভাই দেখে তার রঙ্গ। জয়কৃষ্ণ দাস বলে প্রেমের তরঙ্গ॥

শুনিয়া সে সব কথা, অন্তরে লাগয়ে বেথা, কান্দে কানু করুণা করিয়ে। শুনরে, সুবল ভাই,আমি প্রাণে জীব নাই,রাই মোরে কি দোষে বঞ্চিয়ে॥ ঘন ঘন উঠে শ্বাস, খসি পড়ে পীতবাস, করের বাঁশী লোটায় ধরণী। বসন ভূষণ কোথা, হাসি বৃষভানু সুতা, প্রকাশিল যেন সৌদামিনী॥ রাই আগমন রঙ্গ, শ্যামের পুলক অঙ্গ, হেনরূপে মিলন দোঁহার। জয়কৃষ্ণ দাস হেরি, নয়নে গলয়ে বারি, মুখ বুক বয়ে পড়ে ধার॥

রন্ধন শালাতে সুবল ভাবে মনে মনে। বিনোদিনী কুণ্ডতীরে আছে কৃষ্ণ সনে॥ পৌর্ণমাসী এই সব বুঝি অনুমানে। ললিতাকে ডাকি কহে যত বিবরণে॥ সুবলের বেশে রাধা কুণ্ড পাশে গেল। রাধিকার বেশে সুবল মন্দিরে রহিল॥ রসাল লাড়ুকা লয়ে চল মোর সনে। তথায় রহি দোঁহার করি দরশনে॥ কুন্দলতা ছিল তথা, তাহারে কহিলা। শুনি কুন্দলতা মনে ভাবিতে লাগিলা॥ কুন্দলতা কহে কথা শুন মোর আই। আজ্ঞা দেও রাধা লয়ে যমুনাতে যাই॥ যমুনার জলে যেতে জটিলা কহিলা। এতেক চাতুরী করি বাহির হইলা॥ সুবর্ণের কলসী লইয়া জনে জনে। রাধাকুণ্ড পথে সবে করিলা গমনে॥ যথা রাধাকুণ্ডতীরে আছেন কৃষ্ণ সনে। সুবল মিলিল যাইয়া যদুনাথ ভণে॥

কাঁখে কুম্ভ করি, বৃন্দা সহচরী, যাবটে যাইয়া বলে। শোন গো জটিলে, তোমার কুশলে, রাধা লয়ে যাব জলে॥ শুনি আনন্দিত ভেল। দূতীর সংহতি, যাইতে সংপ্রতি, তহি অনুমতি দেল॥ ধ্রু॥ দূতী হাসি হাসি, মন্দিরে প্রবেশি, রাধার নিকটে যায়। প্রবেশি মন্দিরে, রন্ধন আগারে, সুবলে দেখিতে পায়॥ দেখিয়া সুবল, আঁখি ছল ছল, কহয়ে দূতীর পায়। দীনবন্ধু ভণে, কহত দুজনে, সলিল আনিতে যায়॥

ব্রজের পূজিতা পৌর্ণমাসী ভগবতী। জটিলা মন্দিরে উপনীত হৈল আসি॥

দেবীর শব্দ পেয়ে সুবল ভাবয়ে মনে। এ ভাণ্ডারের দধি লয়ে ও ভাণ্ডারে টানে॥ প্রমাদ গণিল তবে রন্ধন-মন্দিরে। মনে মনে ভাবে সুবল, ডাকে কানাঞেরে॥ হেন কালে জটিলা আয়ান চাহে ভাত। গোবিন্দ দাস হেরত পরমাদ॥

সুবল চলিয়া গেল আয়ান ভবনে। যেখানেতে বিনোদিনী করিছে রন্ধনে॥ সুবল যাইয়া তথা দিল দরশন। রাধাকুণ্ডে শ্যাম পড়ে তোমার কারণ॥ কি কহিলে দারুণ কথা সুবলরে ভাই। দিবসে কাননমাঝে কেমনেতে যাই॥ সুবল বলেন তবে শুনহ বচন। তোমার বেশেতে আমি করিহে রন্ধন॥ ভাল ভাল বলি পুন বেশ তারে দিল। ধরিয়া সুবলের বেশ আপনি চলিল॥

এথানেতে চন্দ্রাবলী ভদ্রা সখী সঙ্গে। জল আনিবারে যায় হাস্যরসরঙ্গে॥ দূতী সঙ্গে সুবল চলি যায় দুইজনে। চারি জনে দরশন হইল সেই খানে॥ বৃন্দা বলে কহ কহ বৃন্দাবন-নাথ। বাম ভাগে কে হে সখা দেখি অকস্মাত॥ শ্যাম কহে সখা মোর বাম ভাগে আছে। শ্রীরাধা পড়িলে মনে সখা রাখি কাছে॥ দীনবন্ধু দাস কহে শুন শ্যাম রায়। চাতুরী প্রকাশ হইল ভালে দেখা যায়॥

শুন গো জটিলা নিশ্চয় কথা। কহি যে তোমার বধূর কথা॥ নাগর লইয়া শ্রীকুণ্ডের তটে। কে জানে কেমন রয়েছে বটে॥ বৃন্দাধনি তার সঙ্গতি আছে। দাঁড়ায়ে রয়েছে শ্যামের কাছে॥ শুনিয়া জটিলা লোহিত আঁখি। পবন গমনে চলগো দেখি॥ ত্বরিতে আয়ল শ্রীকুণ্ডের তীরে। রাগেতে ধরল সুবলের করে॥ সুবল কানাই লইয়া চলে॥ উপনীত হইল যশোদার ঘরে॥ কিশোরী ত্বরিতে যাবটে যায়। দীনবন্ধু দাসে এ রস গায়॥

শুন গো যশোদা আমি বলি যে তোমারে। তোমার কালিয়া পো, যতন করিয়া থো, ভাল জ্বালা দিতেছে আমারে॥ কে জানে বাঁশীর স্বরে, কি মোহিনী সঞ্চারে, কুলবধূ তাহে ধরে টান। আমি দেখিলাম ভাল, তেঞি আজ রক্ষা হৈল, আয়ান দেখিলে যেত প্রাণ॥ হেন বেলা দূতী কয়, এত তোর বধূ নয়, কেন কর এ হেন জঞ্জাল। এত বলি বস্ত্র ধরে, টানিয়া ফেলিল দূরে, সুবল দাঁড়ায় ভালেভাল॥ দেখিয়া জটিলা বলে, ফাঁফর হইয়া চলে, দেখে বধূ

গৃহের ভিতর। দীনবন্ধু দাসে কয়, রাধা শ্যাম ছাড়া নয়, দোঁহে দোঁহা একই অন্তর॥

দেবী কহে জটিলারে শুনহ বচন। নিশিতে দেখেছি হাম কঠিন স্বপন॥ শ্যাম বামে বসিয়া আছয়ে কমলিনী। ইহার মঙ্গল লাগি আইনু আপনি॥ জটিলা প্রণাম করি কহে দেবী-পায়। যাহাতে মঙ্গল হয় করহ উপায়॥ দেবী কহে আয়োজন করহ ত্বরিতে। দিনমাণ পূজি রাধাকুণ্ডের তীরেতে॥ তাহা শুনি আয়োজন দেওল আনি। আঁখি ঠাবি সুবলেরে কহে সুবদনী॥ সুবল আইল তবে যমুনাক তীরে। রাইএর আনন্দ হইল সুবলেরে হেরে॥ আপন আপন বেশ পরে দোঁহজন। দোঁহার হইল অতি আনন্দিত মন॥ জল ভরি কুম্ভে ধনি করল পয়াণ। গোবিন্দ দাস দুহু গুণগান॥

রাই আপনার বেশ অঙ্গেতে পরিলা। সুবলের বেশ তবে সুবলেরে দিলা॥ জল লইয়া গৃহে রাই করিলা গমনে। গৃহেতে পশিলা রাই জগন্নাথ ভণে॥

স্নান-যাত্রা।

ভূপালী।

শঙ্খ দুন্দুভি বাজয়ে সুস্বরে। গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥ গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি। নগরের নাগরীগণ আনে অর্ঘথালি॥ নদীয়ার লোক যত দেখে আনন্দিত। ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত॥ গোরাচাঁদের মুখ সবে করে নিরীক্ষণ। গোরা-অভিষেক রস বাসুঘোষ গান॥

বড়াড়ি। দশাক।

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরি। গোরাঅঙ্গে লেপন করে নব নব নারী॥ সুবাসিত জল আনি কলসী পূরিয়া। সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া॥ জয় জয় দিয়া জল ঢালে গোরা গায়। শ্রীঅঙ্গ মুছায়ে কেহ বসন পরায়॥ সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায়। মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥

মানসী।

গিরিষ সময়ে গৃহ মাহ। যশোমতী হরিষ বাঢ়াহ॥ কহি সব গোকুল-

লোক। নিজ সুতে করু অভিষেক॥ গিরিষ তপন ভয় লাগি। বাসণ্ড কুসুম পরাগি॥ সুশীতল বারি সুমধুর। কলসী কলসী ভরি পুর। মলয়জ কর্পূর মিশাই। হিমকর শীকর লাই॥ রতন বেদী নিরমান। তাই আনায়ল কাণ॥ বাসিত তৈল লাগাই। দাস দাসীগণ আই॥ শির পর ঢালত বারি। মাধব ঘোষ বলিহারি॥

ভাটিয়ারি রাগ।

চৌদিগে ব্রজবধু দেই জয়কার। ঘট ভরি শিরপর দেই জলধার॥ অপরূপ কানুক ইহ অভিষেক। চৌদিকে ব্রজরমণীগণ দেখ॥ কুসুম গোলাপ কর্পূর-যুত বারি। ঘটভরি দেওল শিরপর ঢারি॥ সিনান সমাপি পরই পীতবাস। সহচরগণ আসি বেঢ়ল চৌপাশ॥ বৈঠল মন্দিরে সহচর মেলি॥ বেশ বানাওত আনন্দ-কেলি॥ মলয়জ কুঙ্কুম সুশীতল গন্ধ। বহুবিধ ঘুসৃণ লেপয়ে বহু ছন্দ॥ মলয়জ কর্পূরবাসিত ফুলহার। পরায়ল কতহুঁ রতন অলঙ্কার॥ হেরি যশোমতী আনন্দে ভাস। মাধব দেখয়ে রাইক পাশ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অভিষেক।

আশোয়ারী। উড়িয়া খেমটা।

হের হো নীলগিরি রাজহি। সুভদ্রা বলরাম, সঙ্গে অনুপাম, সিনান মণ্ডপ মাঝহি॥ ধ্রু॥ শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী, বেণু বীণা বাঁশী, মধুর দুন্দুভি বাজন্তি। সেবাতি পরিচারি, ঘটভরি বারি, ঢারউ তাকক্ষু মাথন্তি॥ জয় জয় ধ্বনি, সুর-নর-মুনি, স্তুতি নতি প্রণিপাতহি। শ্রীমুখচন্দ্রকু, সৌরভ আউছ, গজেন্দ্র বেশহুঁ আপহি॥ জয় যদুপতি, তিন লোকগতি, বহু উপহার ভোজন্তি॥ মণি-কোটা চলে, শালবেগ বলে, দেব-নারীগণ নাচন্তি।

অথ রথ-যাত্রা।

গান্ধার রাগ।

নাচে শচীনন্দন, দেখে রূপ সনাতন, গান করে স্বরূপ দামোদর। গায়

রায় রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ, বাসুঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর॥ প্রভুর দক্ষিণ পাশে, নাচে নরহরি দাসে, বামে নাচে প্রিয় গদাধর। নাচিতে নাচিতে প্রভু, আউলাঞা পড়য়ে কভু, ভাবাবেশে ধরে দোঁহার কর॥ নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বলে পহুঁ হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চস্বরে। সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন, পরশ করয়ে রায়ের করে॥ শ্রীনিবাস হরিদাস, নাচে গায় প্রেমোল্লাস, প্রভুর সাত্বিক ভাবাবেশে। ইহ রস প্রেমধন, পাওল জগজন, গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশে॥

রামকেলী।

চৈতন্য নিতাই, আরে দোন ভাই, নাচেরে। খোল করতাল, পঞ্চম রসাল, তাথৈয় তাথৈয় বাজেরে॥ সোণার কমল, করে টলমল, প্রেম-সুধাসিন্ধু মাঝেরে। উত্তম অধম, দীন হীন জন, এ ঢেউ সভারে বাজেরে॥

শ্রীরাগ।

আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল। সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥ উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার। চক্র ভ্রমি ভ্রমে হেন আলাত আকার॥ নৃত্যে যাঁহা যাঁহা প্রভুর পড়ে পদতল। সসাগরা শৈলমহী করে টলমল॥ স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য। নানাভাবে বিবশ গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥

ইমন।

অপরূপ রথ আগে। নাচে গোরা রায়, সবে মেলি গায়, যত যত মহাভাগে॥ ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস, আবেশে কিছু না জানে॥ জগন্নাথমুখ, দেখি মহাসুখ, নাচে গর গর মনে॥ খোল্ করতাল, কীর্ত্তন রসাল, ঘন ঘন হরিবোল। জয় জয় ধ্বনি, সুর নর মুনি, গগনে উঠয়ে রোল। নীলাচল-বাসী, আর নানা দেশী, লোকের উথলে হিয়া। প্রেমের পাথারে, সবাই সাঁতারে, দুখী যদু অভাগিয়া॥

মঙ্গল। কন্দর্প তাল।

চৌদিকে মহন্ত মেলি, করয়ে কীর্ত্তন-কেলি, সাত সম্প্রদায় গায় গীত।

বাজে চতুর্দ্দশ খোল, গগন ভেদিল রোল, দেখি জগন্নাথ আনন্দিত॥ উনমত নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র, পণ্ডিত শ্রীবাস হরিদাস। এ সবারে সঙ্গে করি, মাঝে নাচে গৌরহরি, ভকতমণ্ডল চারি পাশ॥ হরি হরি বোল বলে, পদভরে মহী দোলে, নয়নে বহয়ে জলধার। প্রেমের তরঙ্গ রঙ্গ, সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ, তাহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার॥ ভাবাবেশে গোরা রায়, নাচিতে নাচিতে যায়, ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ। আনন্দ বিস্ময় মন, দেখি প্রেম-সংকীর্ত্তন, নিজ পরিবারগণ সাথ॥ দূরে গেল দুখ শোক, প্রেমে যে ভাসিল লোক, স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী। যে প্রেম বিলাস ধাম, যদু কহে অনুপাম, যে দেখিল সেই তার সাখি॥

সুহইরাগ।

নীলাচলে জগন্নাথ রায়। গুণ্ডিচা-মন্দিরে চলি যায়॥ অপরূপ রথের সাজনি। তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥ দেখিয়া আমার গৌরহরি। নিজগণ লৈঞা এক করি॥ মাল্য চন্দন সভে নিয়া। জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥ রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়। কীর্ত্তন করয়ে গোরারায়॥ আজানুলম্বিত বাহু তুলি। ঘন উঠে হরি হরি বলি। গগন ভেদিল সেই ধ্বনি॥ অন্য আর কিছুই না শুনি॥ নিতাই অদ্বৈত হরিদাস। নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস॥ মুকুন্দ স্বরূপ রামরায়। মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায়॥ গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ। যার গানে অধিক সন্তোষ॥ বসু রামানন্দ নরহরি। গদাধর পণ্ডিতাদি করি॥ দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস। ইহা সভার গানেতে উল্লাস॥ এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে। কতদূর করিল গমনে॥ এ সভার পদরেণু আশ। করি কহে বৈষ্ণবের দাস॥

শ্রীদাম গোষ্ঠ।

গৌরচন্দ্র।

গোরা পহু বিরলে বসিয়ে। মুকুন্দেরে কহয়ে কান্দিয়ে॥ কোন বনে মুরলীবদন। কেমনে পাইব দরশন॥ দেখি আইস ত্বরিত করিঞে। প্রাণ কান্দে তাহার লাগিঞে॥ গৌরাঙ্গ চাঁদের ভাব দেখি। মুকুন্দের

ছল ছল আঁখি॥ বলরাম দাস তা দেখিঞে। মুকুন্দের সঙ্গে চলে যেঞে॥

কি দেখি অস্থির ভাই হইলে ব্যাকুল। তোমারে দেখিয়া ভাই হইলাম আকুল॥ সকল গোকুলে তুমি জীবন কানাই। তোমা বিনা আমা সভার আর কেহ নাই॥ কত শত দৈত্য মারি সভারে রাখিলে। আজ কোন্ মায়া আসি তোমাকে ছলিলে॥ একবার রাখিলে তুমি সর্প মুখ হইতে। পুনর্ব্বার রাখিলে তুমি ধরিয়ে পর্ব্বতে॥ কালিন্দীর বিষজলে যত শিশু মৈল। তোমার প্রসাদে সভে প্রাণদান পাইল॥ দাবানলে মোরা সব পুড়িয়ে যখন। অনল ছাপায়ে ভাই রাখিলে জীবন॥ কত কত সঙ্কটে ভাই তুমি রক্ষা কৈলে। তোমার কি হৈল ভাই মোরে না কহিলে॥ আজি কোন ব্যাধি হৈল কহ কোন্ রোগে। তাহার ঔষধি কিবা তত্ত্ব কহ মোকে॥ দুনয়নে জল মুছি কহয়ে শ্রীদাম। আপনার কারণ কথা কহে ঘনশ্যাম॥

শুন শুন প্রাণসখা আকুল পরাণ। নিকুঞ্জ দেখিয়ে আমি হারাইলাম জ্ঞান॥ তোমার কারণে আমি কিছু পাই বোধ। কারণ কহিয়ে ভাই না করিহ ক্রোধ। কহিতে বাসি যে লাজ, না কহিলে মরি। মূর্চ্ছিত হইলাম ভাই রাধারে সঙরি॥ একদিন রাধিকা আসিয়াছিল এথা। এই কুঞ্জে বসিয়ে কহিলা যেই কথা॥ সে সব বিলাস কথা আজি হৈল মনে॥ প্রাণ মোর স্থির নহে রাধার কারণে॥ সে রাধা বিহনে মোর আকুল অন্তর। রাধা অদর্শনে মোর ছাড়ে কলেবর॥ না জানি কি মন্ত্র জানে রাধা বিনোদিনী। তিলে তিলে অস্থির করয়ে মোর প্রাণী॥ এই যত ব্যাধি মোর হৈল প্রাণসখা। রাধা দরশনে মোর প্রাণ হয় রক্ষা॥ রাধা বিনে আর মোর নাহিক ঔষধ। রাধা দরশনে ঘুচে সকল আপদ॥ সকল বৃত্তান্ত কহিল ঘনশ্যাম। কৃষ্ণ কোলে করি তবে বলেন শ্রীদাম॥ বৃন্দাবন দাস কহে এই কথা সত্য। রাধা দরশন বিনে সকলি অনিত্য॥

বাম স্কন্ধের উপরে রাখিয়া কৃষ্ণের মাথা। মুখ মুছি শ্রীদাম কহয়ে নানা কথা॥ কত কত মত কহে রসের আবেশে। মরম বচন শ্রীদাম কহে কৃষ্ণ-পাশে॥ শুন শুন প্রাণ কানাই শুন যদুবীর। এখনি পাইবে রাধা মন কর স্থির॥ তোমার দুখে প্রাণ পুড়ে তোমার সুখে সুখী। সব অন্ধ লাগে মোরে,তোমারে না

দেখি॥ মনের সন্তাপ ছাড় কানু মোর ভাই। যতক্ষণ নাহি যাই রাধিকার ঠাঁই॥ হেন মতে শ্রীদাম কৃষ্ণেরে বোধ দিয়ে। বৃষভানু গৃহে গেলা আনন্দিত হ'য়ে॥ যে ঘরে রাধিকা করেন রন্ধনের কাম। জল খাবার ছলে তবে উঠিলা শ্রীদাম॥ কি কর রাধিকা তুমি শুনহ বচন। কৃষ্ণ দরশনে তুমি করহ গমন॥ পূর্ব্বে যেখানে লীলা কৈলে কৃষ্ণে ল'য়ে। তথায় আছেন কৃষ্ণ মূর্চ্ছিত হইয়ে॥ জিয়ে কিনা জিয়ে কৃষ্ণ অধিক সংশয়। তুমি যদি দেহ দেখা প্রাণরক্ষা হয়॥ বিনয় করিয়া কহি শুন তার বোল। ক্ষণে ক্ষণে মূরছিত ক্ষণে রাধা বোল॥ এতেক কহিল যখন শ্রীদাম সুন্দর। বিকল হইল রাধা আকুল অন্তর॥ ছল ছল করে আঁখি হইল তৎপর। কৃষ্ণের অথির শুনি দ্রবিল অন্তর॥ বৃন্দাবন দাস কহে শুন ধনি রাধা। তুমি তার সরবস তুমি তনু আধা॥

শুন শুন ওরে ভাই প্রাণের শ্রীদাম। কেমনে ছাড়িব আমি রন্ধনের কাম॥ সকল কুটুম্ব আজ খাইবেন ভাত। রন্ধন ছাড়িয়া গেলে পড়িবে প্রমাদ॥ সহজে গোকুলে মোরে দুষ্ট করি বলে। লাজে হেট মাথা করিয়াছি এ গোকুলে॥ একে সে দিবস ভাই কিছু নহে ভাল। ভোজন করিবে তাহে সকল গোয়াল॥ হেনই সময় যদি গৃহ ছাড়ি যাব। সকল কুটুম্ব মাঝে কলঙ্কিনী হব॥ আমি কলঙ্কিনী হইলে তুমি পাবে লাজ। মোরে দুষ্ট করি ভাই হইবে কোন কাজ॥ তবে ভাই তুমি কহ গিয়া এই কথা। কুটুম্বে খাইলে ভাত আসিবেন হেথা॥ রাধিকার কথা যদি হইল বিশেষ। শ্রীদাম কহেন তবে কহিয়ে বিশেষ॥ শুন শুন রাই তবে কহি যে উচিত। দুই পক্ষ রহে যাতে হেনই উচিত॥ আপনার যত বেশ আমারে পরাও। আমি রন্ধন করি তুমি কৃষ্ণ-পাশে যাও॥ তোমার রন্ধনে থাকি আমি পরি সাড়ী। মাথায় ঘুমুটা দিয়া আমি রান্ধিবাড়ি॥ ময়ূরের পাখা দিয়া তুমি চূড়া বান্ধ। বাধা বেত্র লহ রাধে লেহ ডোর ছান্দ॥ এতেক মন্ত্রণা শ্রীদাম কহয়ে রাধায়। দুই জনা দুই বেশ সংঘটিত হয়॥ একরূপ দুহু জন সোণার কমল। সমান দন্তের শোভা হাস্য নিরমল॥ সমান অধর বিন্দু, সমান নাসিকা। শ্রীদাম যে রূপ শোভা, সেরূপ রাধিকা॥ সমান কপাল দণ্ড সমান আকার। বেশ ফিরাইলে কেহ নারে চিনিবার॥ চূড়া মাত্র খুলি শ্রীদাম বান্ধিলেন বেণী। তাহাতে বান্ধিল ঝাঁপা পাটের থুপানি॥ কপালে

শোভিত কিবা কাম সিন্দুর। দুই নেত্রে পরিল কজ্জল নিরমল॥ তাহে অতি শোভা করে বদন কমল। নাসিকায় পরিল বেশর স্বর্ণ ফুল। দুই কর্ণে পরিলেন রাধার কুণ্ডল॥ বিচিত্র যে দুই শঙ্খ শোভে দুই হাতে। সোণার কঙ্কন যে শোভিত ভেল তাথে॥ সোণার সুন্দর টার দুই বেয়ে সাজে। সোণার নূপুর দুই চরণে বিরাজে॥ গেরুয়া বান্ধিল বুকে করিলা সন্ধান। কাঁচলি ঝাঁপিয়ে কুচ করিল নির্ম্মাণ॥ পরম যুবতী প্রায় বড় শোভা হইল। সাক্ষাৎ যে শ্রীরাধিকা শ্রীদাম হইল॥ শ্রীদাম কৃষ্ণের সখা কে বুঝিবে লীলা। মাথায় ঘুঙ্ঘুট দিয়ে রন্ধনেতে গেলা॥ রাধিকার বেশ যদি শ্রীদাম হইলা। শ্রীদাম আকারে রাধা বনে প্রবেশিলা॥ দিব্য নটবর বেশ ধরিলা রাধিকা। চূড়ার উপরে দিল ময়ূরের পাখা॥ গুঞ্জা ছান্দে দিব্য চূড়া বান্ধিলেন মাথে। শিঙ্গা বেত্র বেণু যে পাঁচনি করি হাতে॥ গুঞ্জাহার শোভে গলে কদম্বের মালা। পুরুষ বেশ ধরি রাধা পথ কৈল আলা॥ তিলক চন্দন অঙ্গে ভূষণ পরিধান। পূর্ণ বেশ হইল রাধা সাক্ষাৎ শ্রীদাম॥ ললাটে তিলক শোভে চন্দনের রেখা। শ্রীদামের বেশ ধরি চলিলা রাধিকা॥ উপহার নানা দ্রব্য নবনী মিঠাই। কর্পূর তাম্বুল সাজি চলে কৃষ্ণ ঠাঁই॥ রাধার বিরহে কৃষ্ণ আকুল হইয়ে। পুষ্প-সজ্জা করে আছে পথ পানে চেয়ে॥ ক্ষণে একান্ত রাধা ধ্যান করি থাকে, ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ি রাধা বলি ডাকে॥ ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য গীত ক্ষণে ক্ষণে হাস। ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবনের চাহে আশ পাশ॥ ক্ষণে ক্ষণে কদম্বের গাছে চড়ি দেখে। ক্ষণে ক্ষণে রাধা বলি মুরলিতে ডাকে॥ ক্ষণে ক্ষণে নিধুবনে ভ্রমে শ্যাম রায়। রাধা রাধা বলি ক্ষণে ডাকিয়ে বেড়ায়॥ কুঞ্জে কুঞ্জে স্থানে স্থানে চাহে চারি ভিতে। হেনই সময়ে রাই আইলা আচম্বিতে॥ দিব্য গোপবেশ ধরি পাঁচনি লয়ে হাতে। শ্রীদামের বেশ ধরি আইলা সাক্ষাতে॥ মনে দুঃখ হইল তখন রাধা না দেখিয়ে। শ্রীদাম ভরমে রাইকে দ্বারেতে দেখিয়ে॥ কৃষ্ণ কহেন আইস সখা শ্রীদাম সুন্দর। রাধার মঙ্গল কহ জুড়াক অন্তর॥ কি কহিল রাধা তোরে কহ ত্বরা করি। কখন দেখিব আমি রাধা প্রাণেশ্বরী॥ মান করি কি জানি বা না আইল রাধিকা। আনিতে নারিলে ভাই তুমি আইলে একা॥ হেন বুঝি রাধা [illegible] গুরুজনমাঝে। কহিতে নারিলে ভাই গুরুভয় লাজে॥ মিথ্যা তুমি [illegible] দিলে প্রতিজ্ঞা করিয়ে। বাক্য ভঙ্গ হৈল তোমার

রাধা না আনিয়ে॥ কটাক্ষে চাহিয়ে রাধা ধীরে ধীরে কহে। শ্রীদামের বাক্য যেই মিথ্যা কভু নহে॥ পথ পরিশ্রমে রাধা আইসে ধীরে ধীরে। আগুসারি যাও তুমি রাধা আনিবারে॥ এতেক ছলনা করে রাধিকা সুন্দরী। দাস বৃন্দাবন কহে রাধার চাতুরী॥

রাধার দুড় দুটি ধরি মোহিনী হইলা। বিনয়ে বিবিধ গান গাইতে লাগিলা॥ শুনিয়া রাধার গান হইলা চমৎকার। ত্বরিতে আইলা তথা নন্দের কুমার॥ আসিয়া দেখিল হরি রাধামুখশশী। জগন্নাথ দাস কহে দুঁহু দোঁহার রসে ভাসি॥

দুঁহু মুখ দরশনে দুঁহু ভেল ভোর। দুঁহার নয়নে বহে আনন্দ লোর॥ তুমি মোর সরবস প্রেমময়ী রাধা। তুয়া বিনা রৈতে নারি তুমি অঙ্গ আধা॥ যত সব অলঙ্কার অঙ্গেতে আছিল। সেই বেশ স্থানে স্থানে মিলায়ে পড়িল॥ দুঁহুজন গদ গদ দুঁহু রসময়। দুঁহু তনু পুলকিত আনন্দ হৃদয়॥ পরিহাস দোঁহে কথা দোঁহা হেরি কয়। দোঁহে হেরি আলিঙ্গয়ে আনন্দ হৃদয়॥ আমাকে বিদায় দেহ আমি যাই ঘর। তুমি গোঠে চলি যাহ শ্রীদাম গোচর॥

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে গৃহে আগমন।

তুড়ি।

বেলি অবসান হেরি শচীনন্দন ভাবহি গদ গদ বোল। ধেনু গমন সময় অব হোয়ল শুনিয়ে বেণুক রোল॥ না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস। প্রেমাহি নিমগন, রহতহি অনুক্ষণ, কতিহু নাহি অবকাশ॥ ক্ষণে পুন কহই, নিকটহি শুনিয়ে, ঘন হাম্বারব রাব। হেরইতে শ্যাম চন্দ্র অনুমানিয়ে গোকুলজন যতধাব। ঐছন ভাঁতি, করত কত অনুভব, যোরসে কৃত অবতার। রাধামোহন পঁহু, সো বর শেখর তৈছন সতত বিহার॥

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেহরে শিঙ্গায়। সঘনে বিষম থাই নাম করে মায়॥ আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া। হেন বুঝি কান্দে মা পথ পানে চাঞা॥ বেলি অবসান হইল চল যাই ঘরে। মায়ে না দেখিয়ে প্রাণ কেমন জানি করে॥ বলরাম দাস কহে শুনি কানায়ের বোল। সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥

চাঁদ মুখে বেণু দিয়া, সব ধেনুর নাম লঞা, ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে ॥ শুনিয়া কানায়ের বেণু, উৰ্দ্ধমুখে ধায় ধেনু, পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে। অবসান বেণুরব, শুনিয়া রাখাল সব, আসিয়া মিলিল নিজ সুখে ॥ যে বনে যে ধেনু ছিল, ফিরাঞা একত্র কৈল, চালাইলা গোকুলের মুখে ॥ শ্বেতকান্তি অনুপাম, আগে ধায় বলরাম, আর শিশু চলে ডাহিন বাম ॥ শ্রীদাম সুদাম পাছে, ভাল শোভা করিয়াছে, তার মাঝে নবঘন শ্যাম ॥ ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোক্ষুর রেণু, পথে চলে করি কত ভঙ্গে। যতেক রাখালগণ, আবা আবা ঘনে ঘন, বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥

মত্ত বলরাম কহে শুনরে কানাঞে। কালী গৌরী আইল তোহারি লাগিঞে ॥ তখনি বলিলাম আমি ফিরারে ধবলী। ধেনু না ফিরাইলি তুই খেলাতে মজিলি ॥ পুন কহয়ে বলাই কাঁপে সব গায়। পাঁচনি ফিরায়ে কৃষ্ণে মারিবারে যায় ॥ না মারিহ দাদা মোরে তোরে আনি বলি। তিলেক বিলম্ব কর আনি কালী গৌরী ॥ বলাইয়ে প্রবোধ করি চলে কৃষ্ণচন্দ। আকুল হইয়া সঙ্গে চলে জগবন্ধু ॥

রোদন করিঞে ডাকে আয় কালী গৌরী। শিঙ্গার বাড়ি পিঠেতে মেরেছে হলধারী ॥ কালী গৌরী বলি কৃষ্ণ ডাকিতে লাগিলা। হেনকালে বনচারী আসিঞে মিলিলা ॥ বনচারী দেখি কৃষ্ণের মনে হইল ভয়। আকুল হইয়া বনচারী কিছু কয় ॥ শুন ভাই বনচারি কহিঞে বচনে। কালী গৌরী বলে ধেনু দেখেছ এই বনে ॥ বনচারী কহে শুন নিবেদি তোমারে। কাহার নন্দন তুমি কহত আমারে ॥ শুন ভাই বনচারি কহিঞে বচন। কাতরে গোবিন্দ বলে আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ব্রজেন্দ্র নন্দন তুমি বট কৃষ্ণচন্দ। কৃপা প্রকাশি যে অধমের ঘুচাও মনের ধন্দ ॥

বনচারী কহে তখন মধুর বচন। হের আইস কোলে করি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ কৃষ্ণচন্দ্রে কোলে লৈল হরষিত হঞে। সব দুখ দূরে গেল চাঁদমুখ চেঞে ॥ বনচারী পবিত্র হইল কৃষ্ণ পরশনে। আকুল হইয়া কিছু জগবন্ধু ভণে ॥

বনচারী কোল হইতে গোবিন্দ চলিলা। কালী গৌরী বলি কৃষ্ণ ডাকিতে লাগিলা ॥ খুঁজিতে খুঁজিতে গেলা গিরি গোবৰ্দ্ধন। দেখে যমুনাতে তৃণ করয়ে ভোজন ॥ কালী গৌরী বলি কৃষ্ণ বেণুতে সান্ দিল। হাম্বারবে

নারী। পবনহু সঘন গমন গতি আওত, আনিতে রসিক-বিহারী ॥ কুঞ্জক মাঝ, প্রবেশ ভেল সহচরী, মিলল নাগররায়। গোবিন্দ দাস কহে, রাইক বেদন, সহচরী কহত বুঝাই ॥

মাধব অব নাহি জিয়ব রাধা। সোঙরি তোহারি গুণ, অন্তরে পুন পুন, বাড়ল মদন কি বাধা ॥ ক্ষণে ক্ষণে উঠত, ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত, তেজি স্বজন সুখ-সঙ্গ। পুন পুন কহে ধনি, রমণী শিরোমণি, কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥ সহচরী মুখে যব, রাইক বেদন শুনইতে নন্দকিশোর। মদনক লালস, জর জর অন্তর, প্রেমরসে ভোর ॥ যাব হরি কহে পুন, সহচরি শোন শোন, ছাড়ত সব অভিমান। সোই কলাবতী আনি, মিলাওবি এক বেরি, রাখহ পরাণ ॥ শ্যামের বচন শুনি, তবে সহচরী ধনি, হরি করে ধরি করু সাজ। গোবিন্দ দাস কহে, রাইক দরশনে, সাজল শ্যামরুরাজ ॥

সহচরী সঙ্গে, রঙ্গে চলু মাধব, রাধা মিলনক আশে। অঙ্গ অঙ্গরসে, প্রেম পুলক ভেল, মনমথ তনু পরকাশে ॥ কেলি কদম্ব, নিভৃত নিকুঞ্জ তহি, চলইতে নাগররাজ। রাইক প্রেম সঙরি সঙরি হরি, মুরছি পড়ল তাহি মাঝ ॥ তবহি চতুর রসিক বর সহচরী চেতন করাই কান। অচেতনে পড়ল, নীর মুখ সিঞ্চিত, নাগর হরল গেয়ান ॥ শ্যাম অবশ দেখি, সোই কুঞ্জে রাখি, রাধা-মন্দিরে গেল। গোবিন্দ দাস কহে, রাই অচেতন, সহচরী অন্তর শেল ॥

রাই অচেতন, নিরখিতে সহচরী, অন্তরে করই বিচার। শ্যাম অবশ তাহা, রাই মুরছি ইহা, অব কি করব পরকার ॥ ঐছে কহল ধনি, দেহ চন্দন আনি, রাই মুখে সিঞ্চিত নীর। উঠ উঠ নাগরি, শ্যামরসে আগরি, পরহ করে ধনি চীর ॥ মলয়জ নীর, পবন ভেল বিজন, রাই সচেতন ভেল। তৈখনে সহচরী, রাই করে ধরি, শ্যাম সম্ভাষণে গেল ॥ শ্যামক পাশ মিলল যব সুন্দরী নাগরী রসবতী রাধা। মৃত সঞ্জীবনী পরশই নাগর, খণ্ডিত মনসিজ বাধা ॥ নাগরী নিরখিতে, রসময় নাগর, উঠল কুঞ্জবিহারী। রাই উরপর, নিবিড় আলিঙ্গনে গোবিন্দ দাস বলিহারি ॥

সারঙ্গি।

ঐনা বেশে এস আমার ঘরে। যখন তুমি যাও গোঠে, মুই তখন যমুনায়

ঘাটে, সেই দেখা আর এই দেখা॥ নন্দের নন্দন যায় বেণু বাজাইয়া। মরুক মেনে গৃহ-কাজে দেখ বাহির হইয়া॥ কার ঘরের বন্ধুয়া যায়, রূপ দেখি যাইয়া। যদি না শুন আমার বোল মরিবে ঝুরিয়া॥ নীল উৎপল শ্যাম, বসন শোভা ভাল। থির বিজুরি মেঘে করিয়াছে আলো॥ রতন খেঁচনি মোহন বাঁশী শোভে বাম হাতে। চলিতে না চলে অঙ্গ দোলায় রাজপথে॥

তথা।

নীল কমল দল, শ্রীমুখমণ্ডল ঈষত মধুর মৃদু হাসে। নাচিতে নাচিতে যায়, গোধূলি লেগেছে গায়, আহির বালক চারি পাশে। মণিময় ঝুরি মাথে, কনয়া পাচঁনি হাতে, রতন নূপুর রাঙ্গা পায়॥ আগে আগে ধেনু যায়, পাছে যায় শ্যামরায়, বরিহা উড়িছে মন্দ বায়॥ সবার সমান ঝুটা, কপালে চন্দন-ফোঁটা, বিনোদ রাখাল কোন জনা। শ্রীদামের কান্ধে হাত, ওই যায় প্রাণনাথ রাই দিছেন চিনাঞা চিনাঞা॥

প্রাণ বন্ধু ঐ না বেশে এস আমার ঘরে। তুয়া পথ নিরখিয়ে, আছি আমি দাঁড়াইয়ে, তোমারে লইয়ে যাবার তরে॥ যখন গোঠেরে গেলা, আমা পানে না চাহিলা, ঘরে গেলাম বিষাদ হইঞে। এস বন্ধু মুছি মুখ, দূরে যাউক যত দুখ, যাউক জাতি তোমার বালাই লঞে॥ রবিকর বৈসে পাটে, মু এলেম যমুনার ঘাটে, দাঁড়াইয়ে চাহি চারি পানে। ব্রজের বালক যত, ঘরে গেল কত শত, আজ তুমি সভার পাছু কেনে॥ পুষ্প সজ্জা বিছাইয়ে, কর্পূর তাম্বুল থুয়ে, আইলাম আমি তোমারে লইতে। রায় শেখরে কয়, যে ধনি আপনা হয়, তার মন উচিত রাখিতে॥

শুনিয়ে রাধিকার বাণী, কানু ধন গুণমণি, মুচকি মুচকি ঘন হাসে। দূরে গেও সব দুখ, দেখিয়ে তোমার মুখ, কহিছেন গদ গদ ভাষে॥ এ তিন ভুবনের মাঝে, তোমা বিনে কেবা আছে, তুয়া রূপ সদা করি গান। শুন রাধে বিনোদিনী, নিজ দুখ নাহি জানি, তুয়া দুখে বিকল পরাণ॥ যখন গোঠেরে গেলাম, তুয়া মুখ না হেরিলাম, দান ছলে না পাইলাম দেখা। তুয়া অনুরাগ চিতে, হাঁটিতে না পারি পথে, আগে চলি গেল সব সখা॥ এত যদি ছিল মনে, দূতী না পাঠালে কেনে, আপনি এসেছ কেন নিতে॥ এখন সময় সাঁঝ, গুরু

গরবিত মাঝ, কেমনে লইয়ে যাবে পথে ॥ মাতা যশোমতী, নিতি করে আরতি, দাঁড়াইয়ে আছে পথ চেয়ে। এখন তুমি যাও ফিরে, আলিঙ্গন দিয়ে মোরে, যাব আমি সময় বুঝিয়ে।। দুঁহু অঙ্গ পরিসঙ্গ, মদন বাড়ল রঙ্গ, সব দুখ পাসরিল দোঁহে। এ রূপচরণে কহে, আনন্দে ভাসিল দোঁহে, চলি চলি গেল নিজ গৃহে ॥

ওগো মা তোমার গোপাল কি জানে মোহিনী। আমরা সঙ্গের ভাই, তবুত না মন পাই, তোমারে কহিলাম এই বাণী ॥ তৃণ খাইতে ধেনুগণ, যদি যায় দূর বন, কাহুকে না দেয় ফিরাইতে। তোমার দুলাল কানু, পূরয়ে মোহন বেণু, ধায় ধেনু মুরলীর গীতে ॥ আমরা ফিরাইতে ধেনু, তাহাতে না দেয় কানু, সদা ফিরে সুবলের সাথে। সুবলে করিয়ে কোলে, ভাসায়ে নয়ন-জলে, না জানি মরমে কিবা আছে। কিবা লীলা করে এই, বুঝিতে না পারে কেই, অপরূপ চরিত বিহার। উদ্ধব দাসেতে ভণে, বলাই দাদা নাহি জানে, আনে-কেবা বুঝিবে অন্তর ॥

রাণী ভাসে আনন্দ সায়রে। বামেতে বসায়ে শ্যাম, দক্ষিণেতে বলরাম, চুম্ব দেয় মুখ-সুধাকরে ॥ ক্ষীর ননী ছানা সর, আনিয়ে সত্বর, আগে দেয় শ্যামের বদনে। দিছে কানায়ের মুখে, দেয় রাণী মন সুখে, পুনঃ পুনঃ চাহে মুখ পানে ॥ গোপী রমণী কত, চৌদিকে বেড়ি শত, মুখ হেরি লহু লহু বলে ॥ মাতা যশোমতী মিলি,মঙ্গল গায়ত, উদ্ধব দাস ভালি ভাণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের আরতি।

গৌরী।

ভালি গোরাচান্দের আরতি বণি। বাজে সংকীর্তন মধুর ধ্বনি ॥ ধ্রু ॥ বিবিধ কুসুম ফুলে বণি বনমালা। কত কোটী চন্দ্র জিনি বদন উজালা ॥ ব্রহ্মাদি দেব যারে কর যোড় করে। সহস্র বদনে ফণি ছত্র ধরে ॥ বীরবল্লভ দাস, গৌর চরণে আশ, জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ ॥

গৌরী।

সাঁঝ সময়ে, গৃহে আওত ব্রজসুত, যশোমতী আনন্দচিত। দীপহি জ্বালি থালি পর ধরলহি, আরতি করত গাওত গীত ॥ ঝলকত ও মুখ চন্দ। ব্রজ-

রমণীগণ, চৌদিকে বেড়ল, হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্ধ ॥ ধ্রু ॥ ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ বাজায়ত, শঙ্খ শব্দ ঘন জয় জয়কার। বরষত কুসুম দেবগণ হরষিত, আনন্দ জগজন, নগর বাজার ॥ শ্যামর অঙ্গ মনোহর মুরছিত বণি বনমাল আজানু বিরাজ। গোবিন্দ দাস কহে, ওরূপ হেরইতে সংশয় যৌবন লাজ ॥

কল্যাণ।

মোহন ললিতা করত আরতি। গুগগুল অগুরু ধূপ পরিপূরিত সুললিত কপূরক বাতি ॥ ধ্রু॥ শ্যাম গৌর, দুঁহুরূপ ঝলমল, অধরে সুরঙ্গিম হাস। নিরখিতে গোপ-গোপী, তনু পুলকিত, জয় জয় ধ্বনি পরকাশ ॥ কর কমলোপরি, ভ্রমই দীপাবলী, দুঁহু মুখ সৌরভ-শোভা। কৃষ্ণ দাস চিত,ভাওই অবিরত, বরনি না পায়ই শোভা ॥

পঞ্চদীপে নিরমঞ্জন কেল। কত শত চুম্বন বয়ন পর দেল ॥ কোরে অপরিমিত মন্দিরে গেল। বহু উপহার থারি ভরি দেল ॥ রামকানাই ব্রজ-বালক সঙ্গ। ভোজন করল কতহু রসরঙ্গ ॥ কাতরে তবহু পুছত নন্দরাণী। গদ গদ কণ্ঠে না নিকসয়ে বাণী ॥ শুন ক্ষীরে ভীগেল পহিরন চীর। ঝর ঝর নয়নে গলয়ে ঘন নীর ॥ আকুল ভৈ তব পুছত বাত। মোহন নিরখই রোহিণী সাথ ॥

কোন বনে গিয়াছিলে ওরে রামকানু। আজি কেনে শুনি নাই চাঁদমুখের বেণু ॥ ক্ষীর সর মাখন দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া। বুঝি কিছু খাও নাই শুখায়েছে হিয়া ॥ মলিন হয়েছে মুখ রবির কিরণে। না জানি ফিরিলে কোন্ গহন কাননে ॥ নব তৃণাঙ্কুর কত ভুঁখিল চরণে। একদিঠে হয়ে রাণী চাহে চরণ পানে ॥ নী বুঝি ধেয়েছ কত ধেনুর পাছে পাছে। এ দাস বলাই কেনে এ দুখ দিয়েছে ॥

নন্দরাণী কুতূহলে, গোপালে লইয়া কোলে, বসাইল কনক আসনে। নীলমণি জলধর, জিনি শ্যাম কলেবর, সাজায় রাণী নানা আভরণে ॥ রচিয়া চাঁচর চুলে, দিয়ে নানা বনফুলে, চূড়া বান্ধে বামদিগে হেলে। নব গো-রচনা আনি, সুন্দর সাজায় রাণী, তিলক সাজায়ে দিছে ভালে ॥ অলকাতে সারি সারি, দিছে মুকুতার ঝুরি, তাহে দিছে চন্দনের বিন্দু। কদম্ব-কলিকা সনে,

কুণ্ডল পরাইল কানে, ঝলমল করে মুখ-ইন্দু॥ ধবলী ফিরাবার তরে, পাঁচনি দিলেন করে, মণিময় বাধা দিল পায়। আহা মরি ননী জিনি, সুকোমল তনু-খানি, গোবিন্দ দাস গুণ গায়॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

মদনমোহন তনু গৌরাঙ্গ সুন্দর। ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধ মনোহর॥ ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল। প্রাকৃত নয়ান দুই পরম চঞ্চল। শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে। সুখ্যরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে॥ অধরে তাম্বুল হাসি শ্রীবর চাহিয়া। যাউ বৃন্দাবন দাস নিছনি লইয়া॥

এমন সুন্দর গোরা কোথা না আছিল গো, কে আনিল নদীয়া নগরে। নিরখিতে গোরারূপ পরাণে পশিল গো, তনু কাঁপে পুলকের ভরে॥ ভাবের আবেশে আলুয়া পড়িছে গো, প্রেমে ছল ছল দুটী আঁখি। দেখিতে দেখিতে মনে এমনি করিছে গো, পরাণ পুতলি করি রাখি॥ বিধি কি আনন্দ নিধি মথি নিরমিল গো, কিবা সে গড়ল কারিগরে। পিরিতের কুন্দে তুলি উহারে কুন্দিল গো, নয়ন কুন্দিল কামশরে॥ গোকুলে নন্দের কানু বঙ্কিম আছিল গো, কালিয়া কুটিল তার হিয়া। রাইর পিরিতে তার সমান করিল গো, সেই এই বিহরে নদীয়া॥ ভাবিতে রাধার রূপ গোরা তনু হইল গো, পূরবে হইল প্রেম দানে। ইহার চরিতে যার চিত না ডুবিল গো, ধিক্ ধিক্ তার পরাণে॥ মনের মরম কথা কাহারে কহিব গো, চিত যেন চুরি কৈল চোরে। লোচন পিয়াসে মরে ওরূপ দেখিতে গো, বিধাতা বঞ্চিত ভেল মোরে॥

কি হেরিলাম কদম্ব-তলাতে। বিনি পরিচয়ে মোর, পরাণ কেমন করে, জীতে কিবা পারি পাসরিতে॥ ভালে সে চন্দন চাঁদ, কামিনীমোহন ফাঁদ, আন্ধারেতে করিয়াছে আলা। কালা মেঘের উপরে, চাঁদ সদাই উদয় করে, নিশি দিশি শশী-ষোলকলা॥ কিশোর বয়েস বেশ, তাহে কত রসলেশ, আর কত ভাতিয়া চাহনি। হাসির হিল্লোলে, মোর পরাণ পুতুলি দোলে, দিতে চাহে যৌবন নিছনি॥ রসের পরাণ যার, সেকি দেখি জিয়ে আর, শুধুই সুধার তনু-খানি। যদুনন্দন দাস বলে, রূপ দেখি কে না ভুলে, জগতে আছয়ে হেন প্রাণী॥

কল্যাণ।

দেখ সখী মধুর সুবেশং। চন্দ্রক-চারু, মুকুতাফলমণ্ডিত, অলি কুসুমাইত কেশং॥ ধ্রু॥ তরুণ অরুণ, করুণাময় লোচন, মনসিজ তাপবিনাশং॥ অপরূপ-রূপ, মনোভব মঙ্গল, মধুর মধুর মৃদু হাসং॥ অভিনব জলধর, কলিত কলেবর, দামিনী বসন বিকাশং। কিয়ে জড় অজড়, সকল পুলকাইত, কুঞ্জ-ভবন কৃতবাসং॥ যো পদ পঙ্কজ, ভব নারদ অজ,ভাব অভাব বিশেষং। ব্রজবণিতাগণ, মোহন কারণ, বিরচিত বিবিধ বিলাসং॥ পঞ্চমরাগ তান, তরঙ্গিত অধরে, মিলিত বর বংশং। অভিনব কমল, জিতল পঙ্কজ, বীরবাহু মনোহংসং॥

বরাড়ী।

মনোহর কেশ, বেশ মনোহর, মালতীর মাল। মনোহর মণিকুণ্ডল, ঝলমল মনোহর তিলক রসাল॥ দেখ সখি, আওয়ে মোহন রায়। মনোহর অধরে, মনোহর মুরলী, মনোহর তান বোলায়॥ মনোহর সবঁহি,অঙ্গ মনোহর, মনোহর চন্দন সাজ। মনোহর কটীতট, মনোহর পীতপট, মনোহর রসনা বাজ॥ মনোহর চলনি, মনোহর বোলনি, মনোহর নূপুর পায়। মনোহর প্রভুকে, সবঁহি মনোহর, কহে কবি শেখর রায়॥

[illegible]য়াল।

বিকচ সরোজ ভান, [illegible] দিঠি ভঙ্গিম, নট খঞ্জন জোর। কিয়ে মধুরিম, মৃদুহাস উগারই, পি[illegible] আনন্দে আঁখি পড়ল বিভোর॥ বরণি না হোয়ে রূপ-বরণ চিকণিয়া। কিয়ে ঘনপুঞ্জ, কিয়ে কুবলয়দল, কিয়ে কাজর, কি যে ইন্দ্রনীল-মণিয়া॥ ধ্রু॥ অঙ্গদ বলয় হার, মণিকুণ্ডল, কনক-নূপুর, কটিকিঙ্কিনী কলনা। আভরণ বরণ কিরণ কিয়ে, ঢর ঢর কালিন্দি-জলে বৈছে চাঁদ কি ছলনা॥ চাঁচর কেশ, কুসুমাবলী মদসিখি পুচ্ছক চাঁদে। অনন্ত দাস কহে, যুবতিক লোচনচূড়া, হেরইতে পড়লহু ফাঁদে॥

সিন্ধুরা।

সজনি মনে মোর লাগল নন্দকিশোর। অনিমিখ লাখ নয়ন যব যুগ শত হেরই না পাই ওর॥ ধ্রু॥ ইন্দ্র নীলমণি, মুকুরকান্তি জিনি, জগমনোমোহন

বয়না। শারদ-ইন্দু অমল-মুখ-পঙ্কজ, পূজল জনু তুহু নয়না ॥ বন্ধুকে বন্ধু অধরে অতি মোহন, বিলসই রসময় বংশে। ভঙ্গিম গীম অতি মন্থর অবতংস বিরাজিত অংসে॥ ভালে চন্দন চাঁদ, রমণীমোহন ফাঁদ, তছুপরি মুকুতার ঝারা। অনন্ত কহিছে ঘন, চাঁদের উপরে যেন, সঘনে বরিষে জলধারা॥

শ্যাম নব-জলধর অঙ্গ। হিলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥ চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড। ঝলমল কুণ্ডল চর চর গণ্ড॥ কামের কামান জিনি ভাঙ ত্রিভঙ্গ। বিষ কুসুম-শর নয়ন-তরঙ্গ॥ সুধই সুধাময় মধুরিম হাস। জগমনো-মোহন মুরলী-বিলাস॥ আজানু লম্বিত ভুজ বনি বনমাল। মধুকর ঝঙ্কার তাহে রসাল॥ অরুণ চরণ জিনি চরণারবৃন্দ। নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

শ্রীরাগ

অভিনব নীল জলদ তনু, চর চর পিঞ্ছ, মুকুট শিরে সাজনিরে। কাঞ্চন বসন, রতনময় আভরণ, নূপুর ঝুনু ঝুনু বাজনিরে॥ জয় জয় জগজন-লোচন ফাঁদ। রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ॥ ধ্রু॥ ইন্দিবর যুগ, সুভগ বিলোচন, চঞ্চল অঞ্জন কুসুম শরে। অবিচল কুল-রমণীগণ মানস জর জর অন্তর প্রেমভরে। বণি বনমালা, আজানু লম্বিত; পরিমলে অলিকুল মাতিরহুঁ। বিম্বাধর পর, মোহন মুরলী, গায়ত গোবিন্দ দাস পহুঁ॥

গৌরী।

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ চলিতং॥ ব্রজবনিতা-কুচ কুঙ্কুম ললিতং। বন্দে গিরিধারী কমলং। কমলাকর কমলাঞ্ছিত শ্যামলং॥ ধ্রু॥ মুঞ্জুল মান নূপুর রমণীয়ং। অচপল কুল-কমনীয়ং॥ অতি ললিত মতি রোহিত ভাবং। মধু মধুপীকৃত গোবিন্দ দাসং॥

মায়ুর।

কুন্দল কুসুম সুকোমল কাঁতি। মাথে ময়ূর শিখণ্ডকপাঁতি॥ আকুল অলিকুল বকুলকি মাল। চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥ মদনমোহন মুরতি কানু। হেরি উনমতা যুবতী পরাণ॥ ভাঙ বিভঙ্গিম লোচন লোর। নাসা

উন্নত মোতিম জোর॥ বঙ্কিম গীম অমিয় মিঠ বোল। কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ড হিল্লোল॥ মণিময় আভরণ অঙ্গে বিরাজ। পীত নিচোল তাহিপর সাজ॥ অরুণ চরণে মণি মঞ্জীর বাওয়ে। গোবিন্দ দাস চিতে আন নাহি ভাওহে॥

চন্দ্রক চূড়ে নিগাণ্ড শিখণ্ডকমণ্ডিত মালতী মাল। সৌরভে উনমত ভ্রমরা ভ্রমরী কত চৌদিগে করত ঝঙ্কার॥ সজনি কো কহু কাম অনঙ্গ। কেলি কদম্বতলে সো রতি নায়ক পেখলু নটবর ভঙ্গ॥ কতহু কহু কুসুম-শর নয়ন ভূণ ভর সঞ্চক ভাঙ কামানে। নাগরী নারী মরমে পর হানই লখই না পারই আনে॥ শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল দোলত মদন অপার। গোবিন্দ দাস অতয়ে অবধারল মদনমোহন অবতার॥

বেলোয়াল।

কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জজিনি বরণ সুছাঁদ। কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখি-চন্দ্রক অলক-তিলক ললিতানন চাঁদ॥ আওতরে নব নাগর কান। ভাবিনী ভাব বিভাবিত অন্তর দিন রজনি নাহি জানত আন॥ ধ্রু॥ মধুরাধর পর অতি হাস মনোহর তহি সুমধুর মুরলী রাজে। ভাঙরি ভঙ্গিম কুটীল নেহারই কুলবতী যুবতী দূরে রহু লাজ॥ গজপতি ভাঁতি গমন অতি মন্থর মণিমঞ্জীর রণ ঝনঝনিয়া। হেরইতে কতহি মনোরথ মুরছই গোবিন্দ দাস কহে ধনি ধনিয়া।

অঞ্জনগঞ্জন, জগজনরঞ্জন, জলদপুঞ্জ জিনি বরণা। তরুণারুণ থল, কমলা-রুণ মঞ্জীররঞ্জিত চরণা॥ দেখ সখি নাগররাজ বিরাজে। সুধই সুধারস, হাস বিকাশিত, হেরি হেরি চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥ ধ্রু॥ ইন্দিবরবর গরব-বিমোচন, লোচনমনমথ ফাঁদে। ভাঙ ভুজগপাশে, বাঁধল কুলবতী; কুল-দেবতী মন কাঁদে॥ ভ্রমরকরম্বিত আজানুলম্বিত, কেলি কদম্বকমাল। গোবিন্দ দাস চিতে, নিতি নিতি বিহরতি, নাগর তরুণ তমাল॥

মরকত মঞ্জু, মুকুর মুখমণ্ডল, মুখরিত মুরলী সুতান। শুনি পশুপাখী-শিখীকুল পুলকিত, কালিন্দী বহয়ে উজান॥ কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ। কামিনী মনহি মুরতিময় মনসিজ জগজননয়ন, আনন্দ॥ধ্রু॥ তনু অনুলেপত, ঘন সার চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক। অলিকুল চুম্বিত, অবনিবিলম্বিত, বণি বনমাল বিটঙ্ক।

অতি কোমল, চরণতল শীতল, জিতল, শরদরবিন্দ। রায় বসন্ত মধুপ আনন্দিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ॥

মায়ুর।

কুবলয় কন্দর, কুসুম কলেবর, কালিম কান্তিক লোল। কোমল কেলি কদম্ব করম্বিত, কুণ্ডল কান্তি কপোল॥ রাধারমণ রমণীগণমোহন, বৃন্দাবন বনদেব। অভিনব রাসরসিক, নব-নাগর, নাগরীগণ করু সেব॥ ব্রজপতি, হৃদয়, আনন্দনন্দন, নবঘনবর শ্যাম। নন্দীশ্বরপুরপরিত পটাম্বর রামানুজ গুণধাম॥ ধ্রু॥ গোবর্দ্ধনধর, ধরণী সুধাকর, মুখরিত মোহন বংশং। শ্রীদাম-সুদাম সুবল, সুখ সুন্দর, চন্দ্রক চারু অবতংসং॥ কালিয়দমন গমনজিতি কুঞ্জরকুঞ্জরচিত রতিরঙ্গ। গোবিন্দ দাস হৃদয়মণিমন্দির অবিচল মুরতি ত্রিভঙ্গ॥

মল্লার।

কুটিল কুণ্ডল কুসুম কাচনি কান্তি কুবলয় ভাসরে। কুঞ্চিতাধর কুমুদ-কৌমুদী কুন্দকোরক হাসরে॥ কালিন্দীকূল কদম্ব কাননে কুঞ্জে কুঞ্জ রাজরে। কামিনীকুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত কামকোটি বিরাজরে॥ কনক কিঙ্কিনী কঙ্কনাঙ্গদ কুণ্ডলাকৃতি অংসরে। কেকি কোকিলকণ্ঠ কণ্টক কাকলি কৃতবংশরে॥ কেশরী কটি কম্বু-কন্দর কঞ্জ কেশর দামরে। কলিকালকালিয়কবলকম্পিত দাস গোবিন্দ গানরে॥

অভিনব জলধর অঙ্গ। হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥ ধ্রু॥ চূড়ার উপর মত্ত ময়ূর শিখণ্ড। চঞ্চল কুণ্ডল ঢল ঢল গণ্ড॥ মদন মূরছি তনু ভাঙ বিভঙ্গ॥ বিষম কুসুম শর নয়ন-তরঙ্গ॥ তরুণ অরুণ জিনি চরণারবৃন্দ। নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

সুহই।

কি কহবরে সখি কানুক রূপ। কোপাতিয়াযব স্বপন স্বরূপ॥ ধ্রু॥ অভিনব জলধর সুন্দর দেহ। পীত বসন পরে সৌদামিনী সেহ॥ শ্যামর শ্যামর কুটীলহি কেশ। কাজরে সাজল মদন-সন্দেশ॥ জাতকি কেতকী

কুসুম নিবাস। তা দেখি মনমথ উপজল হাস॥ বিদ্যাপতি কহে কি বলিব আর। শূন্য করল বিধি মদন-ভাণ্ডার॥

কালিয়া বরণ এক নাগর এসেছে গো, কদম্ব তলাতে সদাই থাকে। যে ধনি যমুনা যায়, নাগর পানে ফিরে চায়, তার জাতি-কুল নাহি রাখে॥ আর এক অসম্ভব শুনি মুরলীর রব, সদাই রাধা রাধা বলে বাঁশী। সে ধনি শুনিয়া কানে, বিকাইলাম শ্রীচরণে, বিনি মূলে মোরে কৈল দাসী॥ তাহার মধুর স্বরে, ভুবন ভুলাইতে পারে, ইথে কি আর কুলশীল রয়। শুনিয়া বাঁশীর গান, উচাটন করে প্রাণ, যমুনার বেগ ধীরে বয়। বরণ চিকণ কালা, ত্রিভুবন করেছে আলা, কি করিবেক পূর্ণিমার চাঁদে। ভুবনমোহন ছাঁদ, মুরলীতে দশ চাঁদ, দশ চাঁদ চরণতলে কাঁদে॥ চরণে চরণ ছান্দা, বামে চূড়া টলে বান্ধা, তার মাঝে বনমালা ছান্দা। তাপরে বকুলের ফুল, মজাইতে অবলা কুল, জ্ঞান দাস তাহে রৈল বান্ধা॥

পট মুঞ্জরী।

কি পেখিনু মধুর মুরতি পিরিতি রসের সার। হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক আর॥ ধ্রু॥ নব জলধর, রসে ঢর ঢর, বরণ চিকণ কালা। অঙ্গের ভূষণ, রজত কাঞ্চণ, মণি মুকুতার মালা॥ বড় বিনোদিয়া. চূড়ার টাটনি. কপালে চন্দন চাঁদ। জিনি বিধুবর, বদন সুন্দর, ভুবনমোহন ফাঁদ॥ যোড়া ভুরু জনু, কামের কামান, কেবা করিল নিরমাণ। অরুণ নয়নে, তেরছ চাহনি, বিষম কুসুম বাণ॥ সুরঙ্গ অধরে, মধুর মুরলী, হাসিয়া কথাটি কয়। দ্বিজ ভীমের পহু, ও নব নাগর, পরাণ কাড়িয়া লয়॥

কে বলে কালশশী ষোলকলা। ছটায় করেছে আলো কদম্বের তলা॥ পিয়ুষের রসে বিধি হিঙ্গুল মাড়িয়া। রঙ্গীন অধর তাহে প্রাতি মিশাইয়া। ও গজ মুকুতা শোভে নাসিকার আগে। চাঁদের কলিকা যেন মোর মনে লাগে॥ ঈষদ্ হাসিতে সুধা খসে রাশি রাশি। ত্রিভঙ্গে মধুর স্বরে পূরে মোহন বাঁশী॥ ফিরিয়া চাহিতে নারি ননদিনী সাথে। ঈষদ্ চাহিতে রূপ মুরছিলাম পথে॥ গোচন বলে আগো দিদি ধন্য তোর হিয়া। কেমনে আইলি চলি এরূপ দেখিয়া॥

নটনারায়ণ।

নব নীরদ তনু, তড়িতলতা জনু, পীত পতনি বলি ভাল। মালতী বকুল বলিত অতি আকুল, মৌলি মিলিত বনমাল॥ পেখনু কালিন্দিকূল-বিলাসী। হেলি কলপতরু তরুণীমোহন বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী॥ ধ্রু॥ মণিময় আভরণ, নূপুর ঝন ঝন, মদন মন্থর গতি ভাঁতি। গীম বিভঙ্গিম, নয়ন তরঙ্গী কত কুলবতী মতি মাতি॥ কমল নীত চরণ কমল মধু পাওয়ে সোই সুজান। রাজা নরসিংহ রূপ নারায়ণ গোবিন্দ দাস অনুমান॥

হেন রূপ নাহি দেখি। যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হইতে মুই, ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি। অঙ্গে নানা আভরণ, কালিন্দি-তরঙ্গ যেন, চাঁদ ঝলিছে হেন বাসি। মিশামিশি হৈল রূপে, ডুবিলাম রসের কূপে, প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥ বিনি মেঘে ঘন আভা, পীত বসন শোভা, অঙ্গে উড়িছে মন্দ বায়। কিবা সে মোহন চূড়া, উপরি মুকুতা বেড়া, মধ্যে ময়ুরপুচ্ছ তায়॥ গলায় কদম্বমালা, জিনিয়া মদনকলা, অধরে মধুর মৃদুহাস। তাহাতে মুরলী, অবলা পরাণে ঝুরি, বলিহারি যাও বংশীদাস॥

কি হেরিলাম কালিন্দীর ঘাটে। সেই হইতে প্রাণ মোর কেন্দে কেন্দে উঠে॥ কিবা সে রসের অঙ্গ সুধা ঢল ঢল। চূড়ার উপরে চাঁদ করে ঝলমল॥ গগনে একই চাঁদ ইহাই মোরা জানি। ঘাটের কূলে চাঁদের গাছ কে রোপিল আনি॥ হাতে চাঁদ, পায়ে চাঁদ আর চাঁদ কপালে। এমন কভু শুনি নাই যে চাঁদের গাছ চলে॥ দশ চাঁদ নাচে গায় মুরলীর রন্ধ্রে। আর দশ চাঁদ রাঙ্গা চরণারবিন্দে॥ চরণে পড়িয়া চাঁদ হইল বিভোল। মালতীর মালা তাহে চাঁদে দিছে কোল॥ আমি সে অবলা কৈছে কুলেতে রহব। জ্ঞান দাস কহে তোমায় সাজাএ সে দিব॥

কপালে চন্দন চাঁদ, কামিনীমোহন ফাঁদ, আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে॥ বিনোদ ময়ূরের পাখে, জাতি কুল নাহি রাখে, মো পুনি ঠেকিনু ওনা ফান্দে॥ কি আর বলসি সখি মোরে। জাতি কুল শীল দিয়া, শ্যামের নিছনি লইয়া, পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥ নয়নসন্ধান-বাণে, মরম বিন্ধিয়া হানে, কিবা দুটী ভুরুর নাচনি। দেখিলাম মুখ চাঁদে, কান্দে পূর্ণিমার চাঁদে, লাজ ঘরে দিয়াছি আগুনি॥ আই আই মলেম মলেম, কি রূপ দেখিয়া আইলেম, অষ্ট

প্রহুর প্রাণ কান্দে। বলরাম দাস বলে, ওরূপ দেখিয়া কোন্ যুবতী প্রাণ বান্ধে॥

কানু সে বিনোদ রায়। বিনোদ চূড়ায় বিনোদ বরিহা উড়িছে বিনোদ বায়॥ ধ্রু॥ বিনোদ কপালে বিনোদ তিলক, বিনোদ বিনোদ সাজে। বিনোদ অধরে বিনো[illegible] মুরলী, বিনোদ বিনোদ বাজে॥ বিনোদ গলায় বিনোদ মালা, বিনোদ [illegible] দোলে। কোন্ বিনোদিনী, বিনোদ গাঁথনি গেঁথেছে বিনোদ ফুলে॥ বিনোদ কটিতে, বিনোদ ধটিতে, বিনোদ বিনোদ সাজে। বিনোদ চরণে বিনো[illegible] নূপুর বিনোদ বিনোদ বাজে॥ কহে শ্যামানন্দ বিনোদ বিনোদ কদম্বতলে। রূপ নিরখিতে কত কুলবতী কলসী ভাসালে জলে॥

কানড়া কুসুম জিনি, কালিয়া বরণখানি, তিলেক নয়নে যার লাগে। ছাড়য়ে সকল কাজ, তেজি কুল ভয় লাজ, মরে সে কালিয়া অনুরাগে॥ আমার বচন যদি রাখ। ফিরিয়া নয়নের কোণে, না চাহ কালিয়া পানে, কালিয়া বরণ যার দেখ॥ আরতি পিরিতি মনে, যে করে কালিয়া সনে, কখন না হয় তার ভাল। কালিয়া রভস লীলা, মনেতে গাঁথিয়া মালা, জপিতে জপিতে প্রাণ গেল॥ নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন, বিরহ-অনলে জ্বলে তনু। ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পারণাম কিবা হয়, কি মোহিনী জানে কালা কানু॥ দারুণ মুরলীর স্বর, না চেনে আপন পর, অন্তর ভেদিয়া তার থাকে। দ্বিজ চণ্ডিদাস কয়, তনু মন তার নয়, যোগিনী হইব গুনা পাকে॥

রূপ দেখসিয়া, সখি রূপ দেখসিয়া। যদি না ধর আমার বোল মরিবি ঝুরিয়া॥ এছার জীবনে, যৌবনে কিবা কাজ। না ধর আমার বোল পাছে পাবি লাজ॥ নটবর বেশ শ্যাম করে মোহন বেণু। পীতধড়া পরিধান ভুরু কাম ধনু। পিঠেতে পাটের থোপা, তায় সোণার ঝাঁপা। কুন্দ বকুলের মালা গন্ধরাজ চাঁপা॥ নয়ন খঞ্জন নাচয়ে তাহে বরিখে বাণ। হিয়ার মাঝে করে বান্ধা যেখানে পরাণ॥ যে ধনি তাহার নয়, সে তারে দেখিলে। শ্রবণে মকরকুণ্ডল মন ধরি গেলে॥ বসু রামানন্দে বলে, ধর মোর বোল। বিলম্ব না কর বেশ বনাইয়া চল॥

বদনচাঁদ কোন্ কুন্দারে কুন্দিল গো, কেনা কুন্দিল দুটি আঁখি। দেখিতে দেখিতে মন, যেমতি করিছে গো, সেই সে পরাণ তার সাখী॥ যতন করিয়া

কেবা, রতন কাটিয়া গো, কেনা পরাইয়া দিল কাণে। মনের সহিতে মোর এপাপ পরাণ গো, যোগী হব উহারি ধেয়ানে ॥ সুন্দর কপালে শোভে, সুন্দর তিলক গো, তাহে শোভে অলকার পাঁতি। হিয়ার মাঝারে রূপ ঝল মল করে গো, চাঁদে যেন ভ্রমরের ভাতি ॥ নাসিকা উপরে শোভে গজ মুকুতা গো, সোণায় মুণ্ডিত চারি পাশে। বিজুরি জড়িত কিবা চাঁদের কণিকা গো, মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥ পরম মধুর বোল খানি খানি কবি গো, হাতের উপরে লাগি পাই। এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাই ॥ মদন কান্দুয়া ভনা চূড়ার টালনি গো, উহা বা শিখিয়াছিল কোথা। এ বুক ভরিয়া উহায় দেখিতে না পেলাম গো, এ বড় মরমে রৈল বেথা ॥ করিবর কর জিনি বাহুর বলনি গো, হিঙ্গুলে মুণ্ডিত তার আগে। যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরিবে গো, উহারি পরশ রস মাগে ॥ ঠমকি ঠমকি যায়, তেরছ নয়নে চায়, চলে যেন গজরাজ মাতা। শ্রীনিবাস দাস কয়, ও রূপ লখিল নয়, রূপ-সিন্ধু গড়ল বিধাতা ॥

কেদার।

মুখরিত মুরলী মিলিত মুখ মোদনে মরকত মুকুর মলান। মানিনী মান মথন মুচকাইনি মুনি মানস মুরছান ॥ মাই মোহন মূরতি মুরারী। মনইতে মরমে মনোরথ মাধুরী মন মাহা মনমথ মারি ॥ধ্রু। মুকুলিত মুগ্ধি মধুপ মধু-রাধরে মালতী মঞ্জুল মাল। মন্দ মরন্দমুদিত মত্ত মধুকর মণ্ডিত মৌলি মন্দার মাথহি মোর মুকুটমদ মন্থর মণিমণ্ডল মণিমান। মঞ্জু মঞ্জীর মহা মহিমায় গোবিন্দ দাস গুণ গান ॥

শ্যাম রূপ হিয়ার মাঝে জাগে। কত অনুরাগিনী ঝুরে অনুরাগে ॥ কিয়ে রূপ মনোহর রায়। যাচয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায় ॥ ওই রূপে আছে কি মাধুরী। মদন মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি ॥ তাহে আর ধরে নানা বেশ। কি করিবে যুবতী মজিল সব দেশ ॥ রূপে আছে ঔষধ মোহিনী। পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনি ॥ তাহে হাসি কয় কথা খানি। অমিয়া রসিয়া বিধুর পড়িল অবনী ॥ জ্ঞান দাস কহে শুন ধনি। কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিক মণি ॥

কামোদ।

নন্দ নন্দন, চন্দ্রচন্দন, গন্ধনিন্দিত অঙ্গ। জলদ সুন্দর কন্দুকন্দর নিন্দিত সুন্দর ভঙ্গ॥ প্রেম আকুল গোপ গোকুল, কুলকামিনী কন্ত। কুসুমরঞ্জন, মঞ্জুল গঞ্জন, কুঞ্জ মন্দির সন্ত। গণ্ড মণ্ডল, বলিতকুণ্ডল উড়ে চূড়ে শিখণ্ড। কেলি তাণ্ডব, তাল পণ্ডিত, বাহু দণ্ডিত দণ্ড॥ কঞ্জলোচন, কলুষ মোচন, শ্রবণ রোচন ভাষ। অমল কোমল, চরণ কিশলয়, নিলয় গোবিন্দ দাস॥

কি বরণের কত রূপের কানু। কিয়ে রূপ নবঘন, কানড়া কুসুম জিনি তনু॥ মস্তকে মোহন চূড়া, তাহে নবগুঞ্জ বেড়া, শিখি পাখীর পাখা তার উপর। শ্রুতিযুগে চঞ্চল, মণিময় কুণ্ডল, দোলত মকর আকার॥ কামের কামান বাণে, ভুরুযুগ সন্ধানে, তিঙ্গুলে মুণ্ডিত দুটী আঁখি। শয়নে স্বপনে, সদারূপ পড়ে মনে, নিশি দিশি কৃষ্ণময় দেখি॥ চিকণ শ্যামের রূপ, হৃদয়ে পশিল গো, ধরনে না যায় মোর হিয়া। কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখ খানি মাজিয়াছে গো, না জানি কত সুধা দিয়া॥ জিনিয়া বান্ধুলি ফুল, অধরের দুটী কুল, হাসিখানি মুখেতে মিশায়। নবীন মেঘের আড়ে, বিজুরি সঞ্চারে গো কুল শীল মজাইলাম তায়॥ বক্ষে ভৃগু পদচিহ্ন, কটিতে পীত বসন, সোণার নূপুর চরণ কমলে। বসু রামানন্দে বলে, মরি কি রূপ গোকুলে, রাখি রূপ হৃদয়কমলে॥

নব ইন্দিবর, নব কুবলয় দল, নবঘন কাজর, নব তমাল বর। নব চম্পক দল নব কাঞ্চন নিভ, নব বিদ্যুত, নব পীতাম্বর ধর॥ সজনি কো নব যুববর নব নব নাগর। নব দিঠি অঞ্চলে, গতি অতি চঞ্চলে, হেরইতে দশদিশ ভরল, কুসুম-শর॥ বদন সুধাকর, হাস পিযুষ ঝর, অবিচল কুলবতী কুল নটশেখর। অঙ্গ অনঙ্গ, তরঙ্গ বিভঙ্গিম; আমৌক্তিক, হৃদিহার মনোহর॥ নব জাবক, নব রক্তোৎপল, নব জবাশ্রেণী, নব হিঙ্গুল পদতল। কহ রাধাবল্লভ দাস বিমল নব, পদ নখরুচি করু দশ দিশ নির্ম্মল॥

কি পেখিনু বরজ রাজকুল নন্দন রূপেতে রহল পরাণ। নিরখিতে রসনিধি আমারে না দিল বিধি, প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান॥ একে চিকণিয়া তনু, কাঞ্চন আভরণ কিরণে ভুবন উজোর। হেরইতে লোচনে লোরে আগোরল না চিনিনু কাল কি গোর॥ সহজে দৃগঞ্চল, অরুণ কঞ্জদল, তাহে কত ফুল শর সাজে।

শ্যামরূপ মাধুরী, না হেরিনু দিঠি ভরি, শেল রহল হৃদি-মাঝে॥ সরস কপাল, লোলমণি কুণ্ডল, ঝাঁপই দিনকর ভাস। ও রূপ বিলাস, আশ ভরি না পেখনু, দুখী বড় গোবিন্দ দাস॥

আজু যমুনার জলে, গেছিলাম সজনি, শ্যামেরে দেখিয়াছি। সবে দুটী আঁখি, দিয়াছে বিধাতা, রূপ নিরখিব কি॥ পড়িল মোর মনে, নবজলধর নেমেছে তরুর মূলে। দেখিতে দেখিতে, হেদে আচম্বিতে, দু আঁখি ভরল জলে॥ ইন্দ্রধনু জিনি চূড়ার টাননি, উড়িছে ভ্রমরাজাল। আঁখি পালটিয়া, না পেনু দেখিতে, যোগট হইল কাল॥ বিজুরি বলিয়া, রহিনু ভালিয়া, অনুক্ষণ রূপ হেরি। কদম্ব-হিল্লোলে, বংশী আলাপনে, চাহিতে চেতন চুরি॥ নাহি পরিচয়, বংশী সব কয়, একি হ'ল পরমাদ। ও রাঙ্গা চরণে, নূপুর হইতে, লোচন দাসের সাধ॥

সখি আমি আর না যাব যমুনা। কে আর ধৈরয ধরে দেখিয়া সে জনা॥ পথের নিকটে ঘাটে যমুনার কূলে। অনুপম শ্যামনাগর রহে তরুমূলে॥ অবিকল কলানিধি দেখিয়া বয়ান। হাসিতে নাশিতে পারে রমণী পরাণ॥ তাহে অতি সুমধুর মুরলীর গীত। শুনি পশু পাখী কান্দে পাষাণ মিলিত॥ আপনা রাখিতে যার আছে অভিলাষ। সে জন দেখিতে কাহে না করে প্রয়াস॥ এক অঙ্গ হেরইতে লাখ অঙ্গ কান্দে। দৈবে যদুনাথ দাস স্থির নাহি বান্ধে॥

কি পেখনু নীপমূলে ধন্ধ। একে সে বরণ কালা, বিবিধ বিনোদ-লীলা, লাবণ্যে ঝরয়ে মকরন্দ॥ ভবজ অনুজ বণ, তলে বিনতা সুত, কোরে কুমুদবন্ধু সাজে। হরি অরি সন্নিধান অবিরত পূরে বাণ রমণী মুনির মন বান্ধে॥ খগেন্দ্র নিকটে বসি, রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী, যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়। কুন্তীর নন্দন মূলে, কশ্যপ নন্দন দোলে, মনমথের মন মথে তায়॥ জলধি-সুতাপতি, তার শিরে যার স্থিতি, সে কেনে যমুনা-জলে ভাসে। শচীপতি রিপুসুতা, বাহন বিজুরি লতা, রূপ নিরীক্ষণ করে জ্ঞান দাসে॥

সজনি শুন এক মনের মরম। একদিন জাতিকুল, রেখেছিলাম হাতে হাতে, মজাইলাম কুলের ভরম॥ কানু সে কালিন্দী-তীরে, মুই ছিলাম যমুনা-নীরে, গাখান মাজিতেছিনু একা। যুবতীর চিত চোরা, জলের ভিতরে গো, যৌবন রতনে দিল দাগা॥ কাল সে কালিন্দি-জল, কাল তার কলেবর, কাল করে

পরিয়াছে বাস। কাল জলে কাল তনু, লখিতে নারিনু গো, ছুঁইয়া করিল জাতি নাশ॥ প্রচার করিব বলি, বহুত মিনতি করি, তরাসে ধরিতে চায় পায়। শ্যামের বিকলি দেখি, মনে মনে গুণি সখি, লুকায়ে রাখি যে গোরা গায়॥ হিয়ার মাঝে শ্যাম, লুকায়ে রাখিয়ে গো, উপরেতে ঝাঁপিয়া নীল বাস। হেন কালে গুরুজন, ধরিতে নারিনু মন, অনুমানে কহে কানু দাস॥

শ্রীরাগ।

তনু ঘন গঞ্জন, জনু দলিতাঞ্জন, কঞ্জনয়নী নয়নদলিতাঞ্জন। নন্দনন্দন, ভুবন আনন্দন, নাগরী নারী হৃদয় ঘন চন্দন॥ ধ্রু॥ লোচন খঞ্জন, জগজন রঞ্জন, কুলবতী যুবতী বরত ভয়ভঞ্জন। গোবিন্দ দাস ভণ, রসিক রসায়ণ, রসময় ভূপতি রূপ নারায়ণ॥

ভূরী।

শ্যাম সুধাকর, ভুবন মনোহর। রঙ্গিনী সোহন ভঙ্গি নটবর॥ সজল জলদ তনু, ঘন রসময় জনু। রূপে জিতল কত কোটি কুসুম ধনু॥ ধন কমল দল, অরুণ চরণতল। নখমণিরঞ্জিত, মঞ্জু মঞ্জীর কল॥ প্রেম ভরে অন্তর, গতি অতি মন্থর। অধরে মুরলী ধ্বনি মন্মথ মন্থর॥ অভিনব নাগর, গুণমণি সাগর। গোবিন্দ দাস চিতে নিতি নিতি জাগর॥

ভূরী।

রাস মণ্ডল রমণীমোহন, বৃন্দাবন বনদেব। অভিনব রাস, রসিকবর নাগর, নাগরীগণ সেব॥ ব্রজপতি দম্পতি, হৃদয় আনন্দন, নন্দন নব ঘনশ্যাম। নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর, রামানুজ গুণধাম॥ গোবর্দ্ধন ধর, ধরণী-সুধাকর, মুখরিত মোহন বংশ। দাম সুদাম, সুবল সখা সুন্দর, চন্দন চারু অবতংস॥ কালিয়দমন, গমন জিতি কুঞ্জর, কুঞ্জর জিতি রতি রঙ্গ। গোবিন্দ দাসের হৃদয়-মণিমন্দির অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ।

রূপ হেরি আঁখি মোর, পুন নাহি লেউটই মন অনুগত নিজ লাভে। অপরূপ দেই পরশসুখ সম্পদ শ্যামক সহজ স্বভাবে॥ সজনি পিরিতি মুরতি বড় দাতা। নীলা লাবণি, অবনি অলঙ্কৃত, কি মধুর মন্থর গমনে। লহু

অবলোকনে, কত কুলকামিনী, মুতল মনসিজ শয়নে॥ অলখিতে হৃদয়ক, অন্তর ওরূপ, পাসরণ না হয় স্বপনে। জ্ঞানদাস কহে, তবহু কৈছে হোয়ে, তনু তনু যব হ'য়ে মিলনে॥

গৌরচন্দ্র।

গৌরাঙ্গ চাঁদের বর্ণ, জিনি জম্বুনদ স্বর্ণ, মহতের এই সে বর্ণন। জন্মাবধি কোন ঠাঁই, জম্বুনদ দেখি নাই, মোর মনে গৌরাঙ্গ দরশন॥ শরদ চন্দ্রিকা-স্বর্ণ, জিনি চম্পকের বর্ণ, শোণ কুসুম গোরচনা। হরিতাল কোন্ ছার, বিকার সে মৃত্তিকার, সে কি গৌর রূপের তুলনা॥ ধিক চন্দ্রকান্ত মণি, তার বর্ণ কি-সে গণি, ফণিমণি সৌদামিনী আর। অপ্রপঞ্চ রস কূপ, অপরূপ গোরারূপ, জগতে তুলনা নাহি যার॥ শোন ওগো প্রাণ সই, মরম তোমারে কই, তবে সে তুলনা দিব কিসে। নির্ব্বিদের পরাৎপর, অকলঙ্ক সুধাকর, অমৃত মিশাবে কেন বিষে॥ যত দেখি বর্ণন, অনুসারে উদ্দীপন, রূপের বর্ণনা কেবা করে। কেবা তার গুণ গায়, গুণের অন্ত নয়, দরশে ধৈরয কেবা ধরে॥ রূপ নিরখিতে নারে, গুণ কে কহিতে পারে, ভাবিয়ে বাউল হৈল মন। পক্ষীগণ আকাশের, কিছু নাহি পায় টের, অনুসারে এ লোচন গান॥

শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর রূপ।

দামিনীদামদমন রুচি দরশনে, দূরে গেও দরপকি দাপ। শোন কুসুম কিয়ে, তাহে গণিয়েরে, প্রাতর অরুণ সন্তাপ॥ সজনি গোরারূপে যাও বলিহারি। কতশত চাঁদ, চরণ পর মুরছই রহু দশ নখরূপ ধরি॥ সুবরণ হারি মানি নিজ কুবরণ, মলিন আপন মনস্তাপে। নিজ অঙ্গ জারি ভসম সম ভইতে পৈঠল অনল-সন্তাপে॥ যাকর উপমা বিধিক নাহি অনুভব, তুলনা দিবার নাই ঠোর। জগদানন্দ কহু পহুঁক তুলনা পহু অনুপম গৌর কিশোর॥

যথারাগ।

নিরুপম কাঞ্চন, রুচির কলেবর, লাবণি অবনি বরণি নাহোই। নিরমল বদন, হাস রস পরিমল, মলিন সুধাকর অম্বরে রোই॥ আজু বনি নব নব রঙ্গিনী রাই। সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী মাই॥ ধ্রু॥ লোলক অলকা

তিলকাবলী রঞ্জিত, সিঁথাই কাঞ্চন কমল উজোর। লোচন মধুকরী, চলতহি ফিরি ফিরি, শ্রুতি কুবলয় পরিমলে কিয়ে ভোর॥ শ্যামরচিত চোর, কুচ-কোরক, নীল নিচোল কোরে করুবাস। যাবক রঞ্জিত অরুণ চরণতল, জিউ নিরমঞ্জন গোবিন্দ দাস॥

তিরত ধানসী।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল। দুহু দলে বলে ধনি দ্বন্দ পড়ি গেল॥ কবহু বাঁধয়ে কুচ কবহুঁ উঘার। কবহুঁ ঝাপয়ে অঙ্গ কবহুঁ বিথার॥ থির নয়ন অথির কভু ভেল। উরজ উদয় থল লালিম দেল। চঞ্চল চরণচিত চঞ্চল ভান। জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥ বিদ্যাপতি কহে কর অবধান। বালিকা অঙ্গে লাগল পাঁচ বাণ॥

তথারাগ।

দিনে দিনে উন্নল পয়োধর পীন। বাড়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥ শশী-মুখী ছাড়ল শৈশব দেহা। খত দেই তেজল ত্রিবলী তিন রেহা॥ অবগহি মদন বাড়ায়লি ঢাট। শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥ এবে নব যৌবন বঙ্কিম দিঠ। উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ॥ দিনে দিনে অনঙ্গ আগরল অঙ্গ। দলপতি পরাভব সৈনক ভঙ্গ॥ তাকর আগে তোহারি পরসঙ্গ। বুঝি করব যৈছে নহ কাজ ভঙ্গ॥ সুকবি বিদ্যাপতি কহ পুন ফোয়। রাধা রতন যৈছে ভুয়া হোয়॥

গৌরী।

চন্দ্রবদনি ধনি প্রেমতরঙ্গা। নয়ন নলিনযুগ ভাও বিভঙ্গা॥ ধ্রু॥ নাসা খগপতি, অধর বিম্বজ্যোতি মোতিম রে কুচ শিব শিব গঙ্গা। কেশরী জিনি কটি নাভি সরোবর কিঙ্কিনী ঝলকই মুগধ অনঙ্গা। প্রতাপ নারায়ণ হংস-কুলগামিনী ভামিনী বিলসতি মোহন সঙ্গা॥

দাক্ষিণাত্য শ্রী।

মুরতিশিঙ্গারিনী রাসবিহারিনী, মণিময় ভূষণভূষিত অঙ্গ। মধুরিম হাসিনী রসময় ভাষিণী দশন কিরণ মণি মোতিম রঙ্গী॥ জয় জয় জয় বৃষভানু কিশোরী। গোরচন রুচি চোরণ গোরী॥ ধ্রু॥ চমকিত খঞ্জন, গতি জিনি লোচন, মনমথ মনোমত ভাঁতি। সতত রঙ্গিনী, ভাঙ ভুজঙ্গিনী, কালীয়-দমন মদনমদে মাতি॥ শ্যাম মনোহর, মনমথ কুঞ্জর, কুচ কনকাচলে বিহরত দেখি। নীল নিচোল ভালে ঝাঁপে বান্ধল গোবিন্দদাস যুগতি না উপেখি॥ রাই অঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশদিগ, শ্যাম ভেল গৌর আকার। গৌর ভেল সখীগণ, গৌর ভেল কুঞ্জবন, রাইরূপ চৌদিগে পাথার॥ গৌর ভেল শুকশারী, গৌর ভ্রমরা ভ্রমরী, গৌরপাখে বসি ডাকে ডালে। গৌর কোকিলা-গণ, গৌর শ্রীবৃন্দাবন, গৌর তরু গৌর ফল ফুলে॥ গৌর যমুনাজল, গৌর ভেল জলচর, গৌর সারস চক্রবাক। গৌর আকাশ দেখি, গৌর চাঁদ তার সাথি, গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ॥ গৌর অবনী ভেল, গৌরময় সব হইল, রাইরূপ চৌদিগে ঝম্পিত। নরোত্তম দাসে কয়, অদ্ভুত রূপ হয়, দুঁহু তনু একই মিলিত॥

দাক্ষিণাত্য শ্রী।

জলধর তিমির, চামর জিনি, কুন্তল অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে। ভাঙলতা ধনু, ভরম ভুজঙ্গিনী, জিনি আধ বিধুগুণ ভালে॥ নলিনী চকোর, সফরি সব মধুকর, মৃগ খঞ্জন জিনি আঁখি। নাসা তিল ফুল, গরুড় চঞ্চু জিনি, গৃধিনী শ্রবণ বিশেখ॥ কনক মুকুর শশী, কমল জিনিয়া মুখ, জিনি বিম্ব অধর প্রবালে। দশন মুকুতাফল, কুন্দ করগবীজ জিনি কম্বুকণ্ঠ আকারে। বেল তালযুগ, কনক কলস গিরি, কটোর জিনি কুচ সাজা। বাহু মৃণাল পাশ ভুজ বল্লরি, ডম্বর সিংহ জিনি মাঝা॥ নাভি সরোবর, সরোরুহ দল জিনি, ত্রিবলিত অঙ্গ তরঙ্গ। রোমলতাবলী শৈশব কজ্জল নিতম্বপূজিত গজ কুম্ভা। মালা তড়িত দণ্ড, হেম মুঞ্জরি জিনি, অতি সুন্দরী দেহা। করিবর রাজ হংস গতি গামিনী চললিহ সঙ্কেত গেহা। ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি রাধারূপ অপার। রাজা শিব সিংহ রূপ নারায়ণ একাদশ অবতার॥

তিরোতা।

শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল। শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন লেল॥ বচনক চাতুরী লহু লহু হাস। ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥ মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার। সখিরে পুছই কৈছে সুরত বিহার॥ নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি। হাসত আপন পয়োধর হেরি॥ পহিল বদরী সম পুন নবরঙ্গ। দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ॥ মাধব পেখনু অপরূপ বালা। শৈশব যৌবন দুঁহু এক ভেলা॥ বিদ্যাপতি কহে তুহুঁ অগেয়ানী। দুহুঁ এক যোগ ইহ-কো কহে শেয়ানী॥

কামোদ।

ইন্দু অমিয়া বয়ান আগোরল ভাঙ তিমির ঘন ঘোর। কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পর, ধাবই নয়ন চকোর॥ নাসা শিখর, উপরে পুন উদিত, সিন্দুর ভাণ্ড উজোর। অহর্নিশ বদন কমল, তেজি বিকাশিত শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোড়॥ অরুণ কিরণ পুনঃ অধর হেরি হেরি হারত রঙ্গিণীকুলে। কুচ যুগ কোক শোক নাহি জানত, গোবিন্দ দাস কহ ফুরে॥

ভূপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ। তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥ সুপুরুষ প্রেম কবহু নাহি ছাড়ি। দিনে দিনে চাঁদকলা সম বাড়ি॥ তুহুঁ যৈছে রসবতী কানু রসবন্ত। বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥ তুহুঁ যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ। চৌরি পিরীতি হোয়ে লাখগুণ রঙ্গ॥ সুপুরুষ ঐছন নাহি জগমাঝ। আর তাহে অনুরত নরজ সমাজ॥ বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ। রূপগুণবতীকা ইহ বড় কাজ॥

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ। হেরত না হেরত সহচরীমাঝ॥ শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই। বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই॥ মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ। ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥ লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার। মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥ ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।

কাজরে সাজল মদন ধনু ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক বচনে। বিকসল অঙ্গ না যাওত ধরনে ॥

ধানশী। ধ্রুবতাল।

না রহে গুরুজনমাঝে। বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে ॥ বালাজন সঞে যব রহই। তরুণী পাই পরিহাস তঁহি করই ॥ মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী। কো কহে বালা কো বহে তরুণী ॥ কেলি রভস যব শুনে। আনত হেরি ততহি দেই কাণে ॥ ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি। কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি ॥ সুকবি বিদ্যাপতি ভণে। বালা চরিত রসিকজন জানে ॥

ধানশী—ধ্রুবতাল।

ক্ষণে ক্ষণে নয়ানকোণে অনুসরই। ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই ॥ ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস। ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস ॥ চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ। মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥ হৃদয়জ মুকুলি হেরি হেরি থোর। আচরে আঁচর দেই ক্ষণে হয় ভোর ॥ বালা শৈশব তারুণ ভেট। লখই না পারই জেঠ কণেট ॥ বিদ্যাপতি কহে শুন বর কাণ। তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান ॥

ধানশী।

সুন্দর বদনে সিন্দূর বিন্দু সাওর চিকুর ভার। জনু রবি শশী সঙ্গই উড়ল পিছে করি আন্ধিয়ার ॥ রামাহে অধিক চন্দ্রিম ভেল। কত না যতনে কত অদ্ভুত, বিহি বহি তোরে দেল ॥ উরজ অঙ্কুর চীরে ঝম্পায়সি থোর থোর দরশায়। কতনা যতনে, কতনা গোপসি, হিয়ে গিরি না লুকায় ॥ চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি অঞ্জন শোভন তায়। জনু ইন্দিবর পবনে ঠেলিল, অলি ভরে উলটায় ॥ ভণ বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী, এ সব এরূপ জান। রায় শিবসিংহ রূপ নারায়ণ লছিমা দেবী পরমাণ ॥

শ্রীরাগ।

সুধামুখী কো বিহি নিরমিল বালা। অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল ত্রিভুবন বিজয়ী মালা ॥ সুন্দর বদন চারু অরু লোচন কাজরে রঞ্জিত ভেলা। কনক কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী শ্রীযুত খঞ্জন খেলা ॥ নাভি বিবর সঞে লোম

তাবলি ভুজগি নিশ্বাসে পিয়াসা। নাসা খগপতি. চঞ্চু ভরম ভয়ে কুচগিরি সান্ধি নিবাসা। তিন বাণে মদন জিতল, তিন ভুবন অবধি রহল দুই বাণে। বিহি বর দারুণ বধিতে রসিক জন সোঁপাল তাহার নয়নে॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতী ইহ রস কোপ যো জান। রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ লছিমা দেবী পরমাণ॥

তিরোতা-ধানশী।

পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ। দিনে দিনে বাড়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ॥ সো পুন ভৈ গেল বীজক পোর। অব কুচ বাড়ল শ্রীফল জোর॥ মাধব পেখলু রমণী সন্ধান। ঘটহি ভেটলু করত সিনান॥ তনু শুখ বসন তনু হিয় লাগি! যো পুরুষ দেখত তাকর ভাগি॥ উরহি বিলোলিত চাঁচর বেশ। চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি। সুপুরুষ বিলসই সো বর নারী॥

শ্রীরাগ।

চন্দ্রবদনী ধনি মৃগনয়নী। রূপে গুণে অনুপমা রমণীমণি॥ স্থির সৌদামিনী, গলিত কাঞ্চন জিনি, তনু রুচিধারিণী পিকবচনী॥ উরজ লম্বিত বেণী মেরুপর জনু ফণি, আভরণ বহুমণি গজগমনী॥ মধুরিম হাসিনী, কমল বিকাসিনী, মোতিম বদনী, কম্বু কণ্ঠিনী। কেশরীমাঝাখিনী, নীল পট্টধারিণী, প্রসরনিতম্বিনী, শুভজঙ্ঘনী॥ ভ্রমর নিনাদ জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি, রতি-রসে পুলকিত জগমোহিনী। বৃষভানু-নন্দিনী, ত্রিভুবনবন্দিনী, রঘুনাথ দাস পহুঁ সুখদায়িনী॥

দক্ষিণস্থ শ্রীরাগ।

কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপমবেশিনী, রস আবেশিনী ভঙ্গিনীরে। অঙ্গতরঙ্গিনী, অধর স্বরূপিনী, সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিনীরে॥ সুন্দরী রাধে আওয়ে বণি। ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি॥ ধ্রু॥ কুঞ্জরগামিনী, মোতিম দামিনী, চমকিনী শ্যাম নেহারিনী রে। আভরণ ভারিণী, নব অভিসারিনী, শ্যামরু হৃদয়বিহারিণী রে॥ নব অনুরাগিনী, অখিলসোহাগিনী, পঞ্চম রাগিনী মোহিনীরে। রাসবিহারিনী, হাস বিকাশিনী, গোবিন্দ দাস চিতে সোহনীরে॥

সিন্ধুরা।

শারদ সুধাকর, মণ্ডল খণ্ডন, সুন্দর বদন বিকাশ। অধরে মিলায়ত, শ্যাম মনোহর চিত, চোরাওত হাস॥ দেখ সখি, শ্যামবিনোদিনী রাই। তনু তনু অতনু, যূথশত শোভিত, লাবণী বরণি না যাই॥ ধ্রু॥ করবী বকুল ফুলে, আকুল অলিকুল, মধু পিবি পিবি উতরোল। সকল অলংকৃতি, কঙ্কণ ঝংকৃতি, কিঙ্কিণী রণ রণি বোল॥ পদপঙ্কজ' পরি, মণিময় নূপুর, ঝন ঝন খঞ্জন ভাস। মদন মধুর জিনি, নখমণি দরপণ, নিছনি গোবিন্দ দাস॥

জ্যোতিশ্রী।

সুন্দরী আওয়ে কুসুম বণি। রাই রমণীমণি ধনি ধনি বৃষভানু তনি॥ ধ্রু॥ অরুণ বসন বণি রসরস হিরণ মণি। অবনী উজর জনু সুথির সৌদামিনী॥ বদন চাঁদ জিনি, বচন অমিঞা কণি। হরিণনয়ানী ধনি, প্রাণ সহচরী গণি॥ অরুণ চরণে মণি নূপুর রন ঝনি। মৃগধ গমনী ধনি, গোবিন্দ দাস ভণি॥

বেলোয়াল।

কঞ্জ চরণযুগ যাবক রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে। নীলবসন মণি, কিঙ্কিনী রণ রণি, কুঞ্জর দমন দমনখিনী মাঝে॥ সজনি শ্যামবিনোদিনী রাধে। সঙ্গহি রঙ্গ, অনঙ্গ তরঙ্গিনী, মদনমোহন মনোমোহিনী ছাঁদে॥ ধ্রু॥ কনক কটোর চোর কুচ কোরক জোর, উজোর মোতিম দাম। ভুজযুগ থির বিজুরিপরি মণিময় কঙ্কণ ঝলকিতে চমকিত কাম॥ মধুরিম হাস, সুধারস নিরসন, দশন কিরণ মণি মোতিম কাঁতি। সুভগ কপোল, লোল মণিমণ্ডল, দশদিক ভরল, নয়ন শর পাঁতি॥ ঝাপল কবরী ভালে অলকাবলী, ভাঙ ধনু, তাজনু মনমথ সেবি। গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারল, মুরত শিঙ্গার দেব অধিদেবী॥

ধানশী।

মাধব ঐছে বচন শুনি সো সখী, চললহি রাইক পাশ। মনমাহা বচন

রচন করি যে ছলে নায়ক পুরয়ে আশ ॥ অপরূপ দৌতিক রীত। সখীগণ সঙ্গে রাই যাঁহা বৈঠয়ে তাহি যাই উপনীত ॥ ধ্রু ॥ শুন শুন রমণীশিরোমণি মুগধিনী তুয়া অনুগত ভেল শ্যাম। তুয়ারূপ হেরি সোই ভেল আকুল কহই দাস বলরাম ॥

শঙ্করাভরণং।

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী। প্রেম করবি অব সুপুরুষ জানি ॥ সুজনক প্রেম হেম সমতুল। দাহিতে কনক দ্বিগুণ হ'য়ে মূল ॥ টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত। যৈ ছলে বাড়ত মৃণালক সুত ॥ সবহু মতঙ্গ গে মোতি নাহি মানি। সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী ॥ সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত। সকল পুরুষ নাহি হয়ে গুণবন্ত ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি ॥

রাধিকার পূর্ব্বরাগ।

অবনত মাথে বসি, ঝামর বদনশশী, কহিলে না কহে কোন বাণী। কি ভাব উদয় মনে, প্রেমধারা দুনয়নে, কপাল উপরে ধরে পানি ॥ বাউল সমান গোরা রায় ॥ সুধামাখা হরিনাম, নাহি করে একক্ষণ, কিবা লাগি ধরণী লোটায় ॥ ধ্রু ॥ কার' কথা নাহি শুনে, সদা চায় চাঁদপানে, ঘনঘন মুদয়ে নয়ান। ক্ষণে করে যোড় পানি, ক্ষণে কর বুকে হানি, কিবা রূপ করয়ে ধেয়ান ॥ সহচর সঙ্গ ছাড়ি, ক্ষিতি তলে রহে পড়ি, নাহি করে কীর্ত্তন বিলাস। বাসুদেব ঘোষ কয়, বিরস বদনে রয়, নবপ্রেম করিয়া প্রকাশ ॥

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ বাপি মিথঃ সংরূঢ় রাগয়ো। দশা বিশেষয়ো প্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগস উচ্যতে ॥ শ্রবণন্তু ভবেৎতত্র দূতী বন্দি সখীমুখাৎ। ইন্দ্রজালেচ চিত্রেচ সাক্ষাৎ স্বপ্নেচ দর্শনং ॥

সাত্ত্বিকভাব ॥ স্তম্ভ স্বেদৌ চ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গোহথ বেপথুঃ। বৈবর্ণ মশ্রু প্রলয় হেতাষ্ট সাত্ত্বিকা স্মৃতাঃ ॥

গীতগোবিন্দ। (জয়দেব)

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালৈঃ দ্রুমৈর্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেবতদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়॥ ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জ দ্রুমং, রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃকেলয়ঃ॥

স্বরূপের কণ্ঠে ধরি গৌরাঙ্গ সুন্দর। কহয়ে মনের কথা ভাবেতে বিভোর॥ গম্ভিরে শুইয়ে আজু দেখিলাম স্বপন। নবাম্বুদ জিনি এক পুরুষ রতন॥ শিরেতে মোহন চূড়া, বনমালে গলে। পীতাম্বর পরিধান সুমধুর বোলে॥ কেনবা জাগিলাম হাম শুতি ছিলাম ভাল। বাসু ঘোষ বলে গোরা উদ্বেগ বাড়াল॥

ব্রজের পূজিতা, মুনির দুহিতা, জগজনে মনে ঘুষি। এক দিন রঙ্গে, ফিরি বৃন্দা সঙ্গে, বনে ফিরে পৌর্ণমাসী॥ বৃন্দাবনে আসি, কুঞ্জে কুঞ্জে বসি, নানা শোভা দেখে তায়। ডালেতে বসিয়া শারি শুক পাখী, রাধা কৃষ্ণ গুণ গায়॥ ধ্রু॥ মধুর শবদে, কোকিল ডাকিছে, কোকিলী তাহার সঙ্গ। তার কাছে কাছে, ময়ুর নাচিছে, দেখিয়া বড় রঙ্গ॥ মন্দ পবন, বহে অনুক্ষণ, ষড় ঋতু অনুবন্ধে। মল্লিকা মালতী, ফুটেছে সুজাতি, আমোদ করিছে গন্ধে॥ জাতি যূথী ফুল, ফুটেছে বকুল, সেফালী চম্পকদাম। তাহা বেড়ি বেড়ি, ভ্রমরা ভ্রমরী, আসি করে মধুপান॥ অতি নিরমল, যমুনার জল, হংস তাহে করে কেলি। তাহার উপর, দেখি ভরাভর, ফুল্ল কদম্বকলি॥ দেখি বৃন্দাবন, মন উচাটন, কহে পৌর্ণমাসী হাসি। দেখি শোভা অতি, লীলা করে যদি, কিশোর কিশোরী আসি॥ তবে পৌর্ণমাসী, জগজনে ঘোষি, বলয়ে স্বরূপ বাণী। নন্দের নন্দন, সঙ্গে গোপীগণ, যদি এ বনেতে আনি॥ কহয়ে ধীমতী, ইহার যুকতি, উপায় করিব কি। গোকুলে আছয়ে, সে বড় নাগর, যাবটে রাজার ঝি॥ কেমন করিয়া, একত্রে মিলাব, বান্ধিব পীরিতিখানি। নরহরি বাণী, শুন ঠাকুরাণী, যাবটে চল আপনি॥

সখী সঙ্গে করি, ভানুর কুমারী, যেখানে বসিয়া খেলে। তবে ভগবতী, আসি আচম্বিতে, রাইরে করিল কোলে॥ হেদে গো নাতিনী, পরাণ নন্দিনী, বলি গো তোমার কাছে। কৃষ্ণ নামে এক, রসিক নাগর, গোকুলপুরেতে আছে॥ তার কি কব রূপের বাণী। আমার বচনে, শুনহ সুন্দরী, করহ পীরিতিখানি॥ ধ্রু॥ তোমার যেমন, এরূপ যৌবন, তেমন রসিকরাজ। বিধির সংযোগে,

হ'য়েছে মিলন, বুঝিয়া করহ কাজ ॥ শুন গো রাধিকা, প্রাণের অধিকা, পীরিতি রসের সার। পীরিতি রসের, রসিক নহিলে, কি ছার জীবন তার ॥ যুবতী হইয়া, রসিক লইয়া, রস পান করে যে। বড় সুখে সেই, রহে চিরকাল, তাহা বা জানিবে কে ॥ সুখের সাগরে, প্রেমের পিরিতি, যোজিতে পারহ যবে। জগতের সুখ, একত্র করিলে, এত সুখ পাবে তবে ॥ ধরম করম, বড়ই বিষম, অনেক যতনে হয়। সহজ পীরিতি, করহ যুবতী, পাইবে গোকুলরায় ॥ কহে নরহরি, শুন গো সুন্দরি কহিগো তোমার হিত। এ নব যৌবন, সুখে গোঙায়বি, করহ শ্যামের প্রীত ॥

কৃষ্ণ চকোর, প্রেমের অঙ্কুর, রোপিয়া রাধার কাণে। বলহ সুন্দরী, আশীর্ব্বাদ করি, ভাবিয়া দেখহ মনে ॥ কহে বিনোদিনী, শুন ঠাকুরাণী, কখন আসিবে তুমি। তোমার লাগিয়া, পথ নিরখিয়া, ব'সয়া রহিলাম আমি ॥ রায়ের বচন শুনি, ঠাকুরাণী, মুচকি মুচকি হাসে। রাইয়ের অঙ্গের সৌরভ লইয়া চলিল শ্যামের পাশে ॥ যেখানে বসিয়া, সখাগণ লইয়া, আছয়ে রসিকমণি। হাসিতে হাসিতে, গেল তথাকারে, পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী। যত সখাগণ, পদধূলি লন, কোথাকারে আগমন। কহে ঠাকুরাণী, পাঠাইল রাণী, বিষাদ ভাবিয়া মন ॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর, আছয়ে বিস্তর, মোর বাছা নীলমণি। আপনি যাইয়া বিরলে বসিয়া, শিখাহ এই মন্ত্র খানি ॥ করেতে ধরিয়া, চলিল লইয়া, দেখিয়া বিরল স্থান। হাসিতে হাসিতে, কহে ভগবতী, মন্ত্র লেহ মধু প্রাণ ॥ সারাদিন তুমি, এমন মন কেন, সদা ফির বনে বনে। নরহরি বাণী, শুন গুণমণি, ভাবিয়া দেখহ মনে ॥

বৃষভানু ঝিয়ারি, রূপে গুণে আগরি, তার নাম বিনোদিনী রাই। রূপে জিনে পূর্ণ শশী, বদনে সদাই হাসি, হেন রূপ ত্রিভুবনে নাই ॥ সঙ্গে আছে সখীগণ, এক এক চাঁদ এক এক জন, সভাকার লহরী যৌবন। তুমি ত কালিয়ে চাঁদ, পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ, উদয় করেছ বৃন্দাবন ॥ সেহ রাজনন্দিনী, বালা নবীন যৌবনী, নবীন সঙ্গিনীগণ সঙ্গে। পিরিতের হাট পাতি, লৈয়া সব যুবতী, বিকি কিনি কর নানা রঙ্গে। শুনহ নাগর রাজ, বুঝে দেখ হিয়ামাঝ, হিত কি অহিত কহি আমি। কহে নরহরি দাস, পূরাহ মনের আশ, প্রেমের পীরিতি কর তুমি ॥

অঙ্গে যদি মিশাইত কালিয়ে। রাখিতাম হিয়ারমাঝে লুকায়ে॥ চন্দন হইত শ্যামরায়। মাখিয়া রাখিতাম সব গায়॥ শ্যাম যদি অঞ্জন হইত। আঁখে থুতাম এ জনমের মত॥ শ্যাম হইত মুকুতার ঝুরি। গলে থুতাম এ জনম ভরি॥ শ্যাম যদি বেসর হইত। নাসিকার আগেতে দোলিত॥ অতসী কুসুম হইত শ্যাম। কাল কেশের নোটন বান্ধিতাম॥ যদু কহে চল রূপ দেখি। কেলে চাঁদকে বুকে মুখে অঙ্গে মেখে রাখি॥

ধানশী।

সে যে নাগর গুণের ধাম। জপএ তোহারি নাম॥ শুনিতে তোহারি বাত। পুলকে ভরয়ে গাত॥ সে যে অবনত করি শির। লোচনে ঝরয়ে নীর॥ যদি বা পুছিয়ে বাণী। উলট করয়ে পানি॥ এ ধনি কহিয়ে তাহারি রীতে। আন না বুঝবি চিতে॥ ধ্রু॥ ধৈরজ নাহিক তায়। বড়ু চণ্ডিদাস গায়॥

শুনিয়া নাগর, হিয়া জর জর, মরমে পাইয়া বেথা। সখাগণ ভয়ে, নিশবদে রহে, কহয়ে মনের কথা॥ শুন ঠাকুরাণী, সে রাজনন্দিনী, আমি থাকি সদা বনে। তাহাতে আমাতে, প্রেমের পীরিতি, মিলন হইবে কেনে॥ কহে ঠাকু-রাণী, শুন গুণমণি, সে এমন রমণী নয়। সখী সঙ্গে করি, ফুল তুলে ফিরি, এই পথ দিয়া যায়॥ যখন পিরিতি হবে। যেখানে দাড়ায়ে মুরলী বাজাবে, সেখানে তাহারে পাবে॥ ধ্রু॥ যখন যেমন, তখন তেমন, উপায় তাহে কহিবে। রাধিকার দূতী, এখানে আসিবে, তব দূতী তথা যাবে॥ নরহরি বাণী, শুন ঠাকুরাণী, আশীর্ব্বাদ কর তুমি। গোপীগণ সঙ্গে, হউক পিরিতি, এই বর দিলাম আমি॥

রাধা নাম চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, চলিল নাগররাজ। তবে ভগবতী, মন্দিরে চলিলা, সিদ্ধি হইল জানি কাজ॥ যথা সখাগণ, লইয়া গোধন, করয়ে বিবিধ সুখ। গেলা তথাকারে, নন্দের কুমারে, মলিন হইয়া মুখ॥ কহে সখা-গণ, আইস প্রাণধন কি লাগি বিলম্ব হইল। কি মন্ত্র পাইয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, ও মুখ মলিন ভেল॥ মুখে নাহি বাণী, হেট মুণ্ডখানি, বসিলা কদম্বতলে। রাধা রাধা বলি, জপে গুণমণি, দাস নরহরি বলে॥

রাই বলে মোর, হিয়া জর জর, অন্তরে কি ব্যাধি হইল। গোকুল নগরে, কৃষ্ণ নাম ধ'রে, এ কথা কহিয়া গেল॥ সখি উপায় করিব কি। আপনারা যদি, হও অনুকূল, তবে সে প্রাণেতে জি॥ ধ্রু॥

যথারাগ।

মুখে হইতে কৃষ্ণনাম, নাচে তুণ্ড অবিরাম, আরতি বাড়য়ে অতিশয়॥ নাম সুমাধুরী পাঞা, ধরিবারে নারে হিয়া, অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয়॥ কি কহিব নামের মাধুরী। কেমন অমিয়া দিয়া, কে জানে গঠিল ইহা, কৃষ্ণ এই দু আঁখর করি॥ ধ্রু॥ আপন মাধুরী গুণে, আনন্দ বাড়য়ে কাণে, তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে। বাঞ্ছা লয় নাক কাণ, যবে হয় তার নাম, মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে॥ কৃষ্ণ দুই আঁখর দেখি, জুড়ায় তপত আঁখি, অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়। যদি হয় কোটী আঁখি, তবে কৃষ্ণরূপ দেখি, নাম আর তনু ভিন্ন নয়॥ চিত্তে কৃষ্ণ নাম যার, প্রবেশ করয়ে তার, বিস্তারিত হইতে হয় সাধ। সকল ইন্দ্রিয়গণ, করে অতি আহ্লাদন, নামে করে প্রেমে উনমাদ॥ যে কাণে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম, সব ভাব করয়ে উদয়। সকল মাধুর্য্য স্থান, সব রস কৃষ্ণ নাম, এ যদুনন্দন দাস কয়॥

সজনি কেন বা শুনাইলে শ্যাম নাম। কাণের ভিতর দিয়া, মরমে হানিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ॥ ধ্রু॥ না জানি কতেক সুধা শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে মুঞি পাসরিব তারে॥ নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো, তনু রূপ রসে কিবা হয়। যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিলে গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়॥ পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়। বড়ু চণ্ডিদাস কহে, কুল শীল নাশে গো, আপনারে যৌবন যাচায়॥

গান্ধার।

এ সখি সুন্দরি কহ কহ মোয়। কাহে লাগি অঙ্গ অবশ তুয়া হোয়॥ ধ্রু॥ অধর কাঁপয়ে তোমার ছল ছল আঁখি। কাঁপি উঠয়ে তনু কুণ্ঠময় দেখি॥

মৌন করিয়া তুমি কিবা ভাব মনে। এক দিঠি করিয়াছ কিসের কারণে॥ বড়ু চণ্ডিদাস কহে বুঝিনু নিশ্চয়। শ্রবণে পশিল বাঁশী অতয়ে সে হয়॥

শুন গো মরম সই, মরম কথা তোরে কই, সাঁঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে। নন্দের নন্দন কানু, করে ল'য়ে মোহন বেণু, দাঁড়াইয়া ছিল কদমতলে॥ না চাহিলাম তরু মূলে, ভরমে নামিলাম জলে, ভরি জল কলসী হেলায়ে। কলসীতে বারি পূরি, কূলে উঠে সহচরী, কদমতলা দেখিলাম হেরিয়ে॥ কেনে গেলেম যমুনার জলে। নন্দের নন্দন চাঁদ, পাতিয়াছে মোহন ফাঁদ, ব্যাধরূপে কদম্বের তলে॥ দিয়া হাস্য সুধাচার, অঙ্গ আভা আঁটা তার, আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল। মনমৃগী হেন কালে, পড়িল রূপের জালে, বাঁশী ফাঁসি গলায় লাগিল॥ লজ্জা ছিল হৈমাগারে, গুরু গৌরব সিংহদ্বারে, ধরম কপাট ছিল তায়॥ বংশীরব বজ্রাঘাতে, পড়ি গেল আচম্বিতে, সমভূম করিল আমায়॥ গর্ব্বশালে মত্ত হাতী, বান্ধা ছিল দিবারাতি, ক্ষিপ্ত হইল কটাক্ষ অঙ্কুশে। দন্তের শিকল কাটি, চারি দিকে যায় ছুটি, পলাইয়া গেল কোন দেশে। কালিয়া ত্রিভঙ্গ বাণে, কোন বাণ কোন খানে, ডুবিল উঠিল ব্রজের বাস। অবশেষে প্রাণ বাকি, তাও পাছে যায় দেখি, ভাবয়ে জগদানন্দ দাস॥

ধানসী।

সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি, হইলা বাউরি পারা। সদাই রোদন, বিরস বদন, না বুঝি কেমন ধারা॥ যমুনা যাইতে, কদম্বতলাতে, দেখিলা যে কোন জনে। যুবতী জনার ধরম নাশক, বসি থাকে সেই থানে॥ সে জন পড়ে তোর মনে। সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি, চাহিয়া তাহার পানে॥ একে কুলনারী, কুল আছে বেড়ি, তাহে বড়ুয়ার বধু। কহে চণ্ডিদাসে, কুলশীল নাশে, কালিয়া প্রেমের মধু॥

কামোদ।

সোণার নাতিনি কেন, আইস যাও পুনঃ পুনঃ, না বুঝি তোমার অভিপ্রায়। সদাই কাঁদনা দেখি, অঝরু ঝরয়ে আঁখি, জাতি কুল সকল পাছে যায়॥ যমুনার জলে যাও, কদমতলার পানে চাও, না জানি দেখিলা কোন জনে। শ্যামল

বরণ হিরণ পিধন, বসি থাকে যখন তখন, সে জন প'ড়েছে বুঝি মনে॥ ঘরে আসি নাহি খাও, সদাই তাহারে চাও, বুঝিলাও তোমার মনের কথা। এখনি শুনিলে ঘরে, কি বোল বলিবে তোরে, বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥ একে তুমি কুলনারী, কুল আছে তোমার বৈরী, আর আছে বড়ুয়ার বধু। কহে বড়ু চণ্ডিদাসে, কুলশীল সব ভাসে, লাগিল কালিয়া প্রেম-মধু॥

বড়ারী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ। জগজন-লোচন অমিয়াস্বরূপ॥ রূপ চাহি গুণ নহ উন। সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শুন॥ সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ। হাম বলি যাও তুয়া মুখচন্দ॥ তবহুঁ সফল দিন মোর। রাই সুতব যব কানুক কোর॥ হাম পৈঠব কালিন্দি-বারি। তবহি পুরব মনোরথ তোহারি॥ যতন করব হাম সোই। কানু তেজছে তুয়া বশ হোই। গোবিন্দ দাস ভালে জান। কানুক জলত পরাণ॥

শ্রীগান্ধার।

হামারি নিঠুরপণ, শুনই ইন্দুমুখী, ভাঙ্গই প্রেম-অঙ্কুর। দুঃখিত হৃদয় মাহা, দৈরজ করি পুনঃ, সো রস করে জানি দূর॥ কিয়ে জানি পাপহি মদন কদন শরে তেজই নিরূপম দেহ। হা হা মনোরথ, সব কৈল আন মত, কি করব অবহাম থেহ॥ অব মঝু অন্তর, জ্বলত তুষানল, সহই না পারই অঙ্গে। হোই সমীরণ, বাড়ই পুনঃ পুনঃ, দারুণ মদন-তরঙ্গে॥ ধিক যৌবন ধন, জীবন আভরণ, ধিক মোর ও সুখ সকল। কহে রাধামোহন, অনুগত বঞ্চিলে, পরিণামে ঐছন ফল॥

শ্রীশ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ।

সুহই সিন্দূরা।

সঙ্গে সহচর, গৌরাঙ্গ নাগর, দেখিনু পথের মাঝে। ওরূপ দেখিতে চিত বেয়াকুল, ভুলিনু গৃহের কাজে॥ সজনি গোরারূপে মদন মোহে। সতী যুবতী এমতি হইল, আর কি ধৈরয রহে॥ ধ্রু॥ মদন ধনুয়া, ধনুক জিনিয়া, নয়নে

গাঁথিল বাণ। মুখ শশধর, বান্ধুলি অধর, হাসি-সুধা নিরমাণ॥ বসন ভূষণ, কতেক ধরণ, চরণ চলন শোভা। গোপাল দাস কহে, শচীর নন্দনে, মুনির মানস লোভা॥

গান্ধার।

ঢল ঢল সজল জলদ তনু, সোহন মোহন আভরণ সাজ। অরুণ নয়ন গতি, বিজরি চমক জিতি, দগধল কুলবতী লাজ॥ শুন সজনি, যাইতে ভেটনু কান। তব ধরি জগভরি, ভরল কুসুম শর, নয়নে না হেরই আন॥ ধ্রু॥ মঝু মুখ দরশি, বিহসি তনু মুড়ই. বিগলিত মোহন বংশ। না জানিয়ে কোন মনোরথে, আজু ক কিশলয় দলে করে দংশ॥ অতএ সে মঝু মন, জ্বলত অনুক্ষণ, দোলত চপল পরাণ। গোবিন্দ দাস, মিছই আশ আসল, নিয়ড়ে না মিলল কান॥

গান্ধার।

মরকত দরপণ বরণ উজোর। হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর॥ না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান। অতএ হানল কুসুম শর বাণ॥ এ সখি কাহে ভেটনু নন্দ-নন্দা। মন্দির গহন দহন ভেল চন্দা॥ ধ্রু॥ তব ধরি দক্ষিণ পবন ভেল বাম। সহই না পারিয়ে হিমকর নাম॥ সহজই সে যে কমলদল পাতি। কুলবতী যুবতী ল'য়ে নিজ সাথি॥ তাঁহি রহল মন লাগি। ধৈরজ লাজ দুহুঁ গেল ভাগি॥ কি ফল একল বিফল পরাণ। গোবিন্দ দাস কহে মিলব কান॥

ধানশ্রী।

পহিলে শুনলু, অপরূপ ধ্বনি, কদম্ব কানন হইতে। তার পরদিন, ভাটের বর্ণনে, শুনি চমকিত চিতে॥ আর একদিন প্রাণসখী কহিলে যাহার নাম। গুণিগণ গানে, শুনিনু শ্রবণে, তাহার এ গুণ নাম॥ সহজে অবলা, তাহে কুলবালা, গুরুজন জ্বালা ঘরে। সে হেন নাগরে, আরতি বাড়য়ে, কেমনে পরাণ ধরে॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দড়াইনু, পরাণ রহিবার নয়। করহ উপায়, কৈছে মিলয়, দাস উদ্ধবে কয়॥

ধানশ্রী।

ও কে নাগর তরুমূলে। এতদিন নাহি জানি, লোক মুখে নাহি শুনি, হেন জন আছয়ে গোকুলে॥ ধ্রু॥ যার মুরলীর আলাপনে, পবন রহিয়া শুনে, যমুনায় ধরল উজান। না চলে রবির রথ, বাজি না দেখয়ে পথ, দরবয়ে দারুণ পাষাণ॥ মৃগমদ চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, পরিমলে ভুলাওল দেশ। রমণী রমণ, মন্থর গমন, মনোহর মোহনিয়া বেশ॥ ময়ূরকণ্ঠ জিনি, রসাল অঙ্গ খানি নিরমল ধাতুকি পাথে। সেবিয়া গৌরীপতি, সে কেমন পুণ্যবতী, সে রূপ লাবণ্য দেখে॥ নন্দকুলে নন্দন, অনন্ত জীবন ধন, নাম যার সুন্দর কানাই। তাহার দিঠির ঠারে, যুবতী তাহার ডরে, ঘরের বাহির হৈতে নাই॥

সিন্ধুরা।

দেখ সখি শ্যাম সুনাগর রায়। মরমে লাগিল রূপ আর নাহি ভায়॥ ধ্রু॥ মরকত স্তম্ভ জিনি সুবলিত অঙ্গ। অলসে মধুর হাসি নয়ন-তরঙ্গ॥ কটিতে পিয়ন ধড়া কিঙ্কিনী কাছনি। যাচিয়া যৌবন দিব আপন নিছনি॥ মধুর মৈরজ গতি পূরে মন্দ বেণু। চরণেতে বঙ্করাজ বাজে রুনু রুনু॥ নয়নের কোণে কহে মনের কাকুতি। অনন্ত জানেন দোঁহ দোঁহার পিরিতি॥

ভাটিয়ারী।

রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥ ঘরে যাইতে পথ আমার হইল অফুরান। অন্তরে বিদরে হিয়া, কিবা করে প্রাণ॥ আগে মুই জানি না, জানিলে যাইতু না, কদম্বের তলে। চিত হরিয়া নিল, ছলিয়া নাগর ছলে॥ ধ্রু॥ চন্দনের চাঁদমাঝে মৃগমদ ধান্ধা। তার মাঝে পরাণ পুতুলি রৈল বান্ধা॥ কটিতটে বসন কষন লাল বেড়া। বিধি নিরমিল ঘাটে কনকের কোঁড়া॥ জাতি কুল শীল মোর হেন বুঝি গেল। ভুবন ভরিয়া মোর কলঙ্ক রহিল॥ কুলবতী হইয়া মোর দুকুলে ভেল দুখ। জ্ঞানদাস কহে দঢ় করিয়া থাক বুক॥

ধানশ্রী।

শুন সজনি, বড় রভসের কথা। অতি সে সকাল বেলে, মুঞি গেনু যমুনা

জলে, কালিয়া গো গিয়াছিল তথা ॥ ধ্রু ॥ জানে যে কতেক কলা, লইয়া চন্দন মালা, দাঁড়াইয়া ছিল পথপাশে। আমার গমন দেখি, উলসিত দুটী আঁখি, রসের হিল্লোলে কত ভাসে ॥ নিকটে আসিয়া বলে, পরহ চন্দন মালে, কোথাও না শুনি হেন বোল। না জানি পিরিতি করি, ঘরে এসে হেসে মরি, যমুনার ঘাটে মাগে কোল ॥ অতি মতি দুরাশয়, কাহারে না করে ভয়, কদম্ব-কাননে বৈসে একা। যদুনাথ দাস বলে, আর না যাইও জলে, নূতন যৌবনে দিবে দাগা ॥

ভাটিয়ারী।

তখনি বলিনু তোরে, যাস না যমুনা জলে, চাইস না সে কদম্বের তলে। তুমি এখন কেন বা বোল, শুন ওগো বড়ি মাই, গা মোর কেমন কেমন করে ॥ রাঙ্গা হাত রাঙ্গা পা, মেঘের বরণ গা, রাঙ্গা দীঘল দুটী আঁখি। কাহার শকতি, উহার দিঠিতে পড়িলে গো, ঘরে আইসে আপনাকে রাখি ॥ কাণে মকর কুণ্ডলে, আস্ত মানুষ গিলে, কাঁচা পাকা কিছু নাহি বাছে। আমরা উহার ডরে, সদাই ডরাই গো, বাহির না হই বাড়ীর নাছে ॥ আন মনে কথা কয়, আন জনে মূরছায়, ইহা কি শুনেছ কভু কাণে। এ কুল ওকুল মোরা, দুকুল খাইয়াছি গো, হয় নয় বংশীদাস জানে ॥

বেলি অবসান কালে, একা গিয়াছিলাম জলে, জলের ভিতরে শ্যাম রায়। মোহন চূড়াটী মাথে, মোহন মুরলী হাতে, ক্ষণে শ্যাম জলেতে লুকায় ॥ যমুনাতে ঢেউ দিতে, বিম্ব উঠে আচম্বিতে, বিম্ব মধ্যে শ্রীনন্দের নন্দন। কর বাড়াই ধরিতে চাই, ধরিবারে নাহি পাই, মনে ভাবি এ আর কেমন ॥ দেখি রূপ ক্ষণে ক্ষণে, অদর্শন হয় ক্ষণে, জীবনে দাঁড়ায়ে রহিলাম। ঢেউ মোর হল কাল, না পাইলাম নন্দলাল, কান্দিয়া ঘরেতে ফিরে এলাম ॥ যদুনাথ দাসের বাণী, শুন রাধে বিনোদিনী, কেনে তুমি গিয়াছিলে জলে। বুঝিতে নারিলে মায়া, জলে লেগেছিল ছায়া, শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে ॥

।

কদম্বের বন হইতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে, আসিয়া পশিল মোর কাণে। অমৃত নিছিয়া কেলি, কি মাধুর্য্যে পদাবলি, কি জানি কেমন করে মনে ॥

সখিরে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে। হা হা কুলাঙ্গনা-মন, গ্রহিবারে ধৈর্য্যগুণ, যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥ শুনিয়া ললিতা কহে, অন্য কোন শব্দ নহে, মোহন মুরলী ধ্বনি এহ। সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হৈলা তুমি বিমোহনে, রহ নিজ চিতে ধরি থেহ॥ সে রাই কহে কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন, বিষামৃতে একত্র করিয়া। জল নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে সব তনু, শীতল করিয়া মোর হিয়া॥ অস্ত্র নহে মনে ফুটে, কাটারিতে যেন কাটে, ছেদন না করে হিয়া মোর। তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়য়ে আমার মতি, চণ্ডিদাস ভাবি না পায় ওর॥

শ্যাম পানে চাহিয়া কি কৈলাম॥ দিবস রজনী, আন নাহি জানি, ভাবিতে ভাবিতে মৈলাম। দাঁড়ায়ে তরুর মূলে, আকুল করিল মোরে, ঈষদ বঙ্কিম দিঠে চাহিএে। ঘরেতে না রয় মন, যায় জাতি কুল ধন, চিকণ শ্যামের বালাই লইএে॥ সে বড় নাগর, গুণের সাগর, নাগর কালিয়া সোণা। নয়ন ইঙ্গিতে, বচন ভঙ্গিতে, ভাঙ্গল ধৈরজ পনা॥ ক্ষণে ক্ষণে মন, করে উচাটন, বিষম শ্যামের বেড়া। কি জানি কি ক্ষণে, চাহিলাম তা পানে, ছাড়িলে না যায় ছাড়া॥ কি আর ধরমে, যে ছিল করমে, তোরে সে মরম কই। রায় শেখরের, বচন ভরসা, তেঞি সে এতেক সই॥

চিত্রপট।

আজু হাম কি পেখনু নবদ্বীপ চন্দ। করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥ পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ। ক্ষণে খেলে ফুলবনে চলই একান্ত। ছল ছল কমল নয়ন সুবিলাস। নব নব ভাব করত পরকাশ॥ পুলক মুকুলবরভরু সব দেহ। রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥

সিন্দুরা।

রাধার কি হইল অন্তরে বেথা। বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা॥ সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়ন তারা। বিরতি অন্তরে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমত যোগিনী পারা॥ আওলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, দেখয়ে খসিয়া চুলি। হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ পানে, কি কহে দু হাত তুলি॥

এক দিঠি করি, ময়ুর ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে। চণ্ডিদাস কয়, নব পরিচয়, কালিয়া বন্ধুর সনে॥

ধানশী-ধড়া।

ঘরের বাহির, দণ্ডে দশবার, তিলে তিলে আইসে যায়। মন উচাটন, নিশ্বাস ঘনে ঘন, কদম্বকাননে চায়॥ রাই এমন কেন হইল। গুরু দুরুজন, ভয় নাহি মানে, কোথা বা কি দেবে পাইল॥ ধ্রু॥ সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, বসন খসিয়া পড়ে॥ বয়েসে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা। কিবা অভিলাষে, বাড়য়ে লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥ তাহার চরিত, হেন লয় চিত, হাত বাড়ায়েছে চাঁদে। চণ্ডিদাসে কয়, করি অনুনয়, ঠেকেছে কালিয়া ফান্দে॥

গীতাবলী।

রাধে নিগদ নিজং পদমূলং। উদয়তি তব মনু কিমিতি তাপকুল মনুকৃত বিকট কুকূলং॥ ধ্রু॥ প্রচুর পুরন্দর গোপবিনিন্দক কান্তিপটলমুকুলং। ক্ষিপসি বিদূরে মৃদুলং মুহুরপি সংভৃত মুরসি দুকূলং॥ অভিনন্দসি নহি চন্দ্র-রজোভর বাসিত মপি তাম্বূলং। ইদমপি বিকিরসি বরচম্পককৃত মনুপমদাম সুচূলং। ভজদনবস্থিতি মখিল পদে সখি সপদি বিড়ম্বিত তূলং। কলিত সনাতন কৌতুকমপি তবহৃদয়ং স্ফুরতিসশূলং॥

অস্যার্থ। বল রাধা আপনার পীড়ার কারণ। উঠিতেছে দেহে কেন তুষ হুতাশন॥ চন্দ্র গোপ কীটবর্ণে করি তিরস্কার। কান্তিময় হইয়াছে কাচলি তোমার॥ অহরহ বক্ষে যেই হয় অনুকুল। ক্ষেপণ করিছ দূরে এমন দুকুল॥ কর্পূর মিশ্রিত মিষ্ট সুখাস্থ তাম্বুলে। সুরচিত মালা যাহা গাঁথা চাঁপা ফুলে॥ এ সকলে দূরে তুমি করিছ ক্ষেপণ। হেন অনবস্থা কারু না দেখি কখন॥ সর্ব্বস্থানে তব চিত্ত অধৈর্য্য হইয়া। তুলনা রহিত দুখে রয়েছে ডুবিয়া॥ যদি হয় সনাতন কৌতুকের স্থান। স্ফুর্ত্তি পাইতেছে যেন শূলের সমান॥

দশকুশী আড়ানাগুইনি স্লট।

কহ কহ সুবদনি রাধে। কিবা তোর হইল বিষাদে॥ কেন তোরে

আনমন দেখি। নিঝোরে ঝোরে দুটী আঁখি॥ হেম কান্তি ঝামর হৈল। রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল॥ আঁখিযুগ অরুণ হইল। মুখপদ্ম শুখাইয়া গেল॥ কি লাগিয়া হেন হইলা। না কহিলে ফাটি যায় হিয়া। এত শুনি কহে ধনী রাই। যদুনন্দন মুখ চাই॥

কামোদ।

তাল—বড় দশকুশী।

কদম্বের বনে, থাকে কোন জনে, কেমন শবদ আসি। একি আচম্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি॥ সান্ধাইয়া মরমে, ঘুচায় ধরমে, করিলে পাগলি পারা। চিত স্থির নহে, সোয়াস্তি না রহে, নয়নে বহয়ে ধারা॥ কি জানি কেমন, সেই কোন জন, এমন শবদ করে। না দেখে তাহারে, হৃদয় বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে॥ পরাণ না ধরে, ধক্ ধক্ করে, রহে দরশন আশে। যবহু দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধব দাসে॥

কামোদ, তাল দশকুশী।

কালিয়ার রূপ, মরমে লাগিয়া, যে যাতনা হয় মনে। বিরলে বসিয়ে, সখিরে কহয়ে, দেখাইলে রহে প্রাণে॥ এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া, শ্যাম কলেবর দেখি। রাইয়ের গোচরে, দেখাবার তরে, পটের উপরে লিখি॥ আনি চিত্র পট, রাইয়ের নিকট, সম্মুখে রাখিলা সখী। সেরূপ দেখিয়া, মুরছিত হইয়া, পড়িল কমলমুখী॥ মন্দাকিনী পারা, কত শত ধারা, ও দুটী নয়নে বহে। করাহ চেতন, পাবে দরশন, এ দাস উদ্ধবে কহে॥

রাধে, দেখ এক মুরতি মোহন। অনেক যতন করি, লিখিয়া এনেছি গো, একমনে কর দরশন॥ ধ্রু॥ কানড়া কুসুম জিনি, দলিত অঞ্জন গো, নবজলধর জিনি ছটা। কটিতে কিঙ্কিণী, পীতাম্বর পহিরন গো, ভালে শোভে চন্দনের ফোঁটা॥ চাঁচর চিকুর চুড়ে শিখীপুচ্ছ উড়ে গো, গলে দোলে বনফুলের মালা। বিম্বাধরে বংশী লয়ে, কত তালে গায় গো, চরণে নূপুর করে আলা॥ আর কত ভাঙ্গ তার, লিখিতে নারিনু গো, লিখিব কতেক পরকার। গোবিন্দ দাস কহে, ঐ সে উচিত গো, করিতে গলার মণিহার॥

রহ রহ সখি, ভাল করে দেখি, নয়ন ভুলিল মোর। এমন নাগর, রূপ

মনোহর, বয়েস নব-কিশোর॥ আগো সই, কিবা সে দেখালি মোয়ে। এই যে আকৃতি, পীরিতি মূরতি, আর নাহি চাহে তোরে॥ ধ্রু॥ দেখায়ে সুন্দরি, করিলে বাউরি, না দেখিলে আমি মরি। হিয়াপর ধর, জুড়াক অন্তর, কহিছে ধরণী ধরি। লোচন যুগল, নোরেতে ভরল, মুরছিত তঁহি ভোর। হা হা প্রাণধন, হৈল অচেতন, ললিতা করিল কোর॥ স্থির কর মন, দিব এই জন, বলিছে মধুর বাণী। বহু যত্নে ধনি, উঠিল তখনি, মিলিবে মনেতে জানি॥ কহয়ে বচন, চিত্রের রচন, এমন পুরুষ আছে। ধরি তুয়া পায়, যদি সত্য হয়, লৈয়া চল তাব কাছে॥ এ দাস কিশোর, সঙ্গে চলু মোর, বুঝিতে রসিক রায়। প্রতিবিম্ব দেখি, নোরে ভরে আঁখি, কেমনে পরশি তায়॥

এমন মূরতি কেমন করি। লিখিলি বিশাখা ধৈরয ধরি। সত্য বল বিশাখা আমার কাছে। এমন রূপের কি মানুষ আছে॥ চিত্রপট করে লয়ে রসবতী রাই। মিলিয়া দেখিল ধনি অনিমিখে চাই॥ দেখেন অপূর্ব্ব রূপ পটের উপর। জগতমোহন বেশ অতি মনোহর॥ চরণে চাহিয়ে দেখে সোণার নূপুর। নখচন্দ্র শোভা করে অতি সুমধুর॥ কটিতটে পীতবাস মেঘেতে বিজুরী। নিতম্বে কিঙ্কিণী কিবা আছে সারি সারি॥ দেখিয়া রাধার আঁখি ডুবিয়া রহিল। চিত্রপট পানে ধনি চাহিয়া রহিল॥ আপনা পাসরে রাধা দেখিয়া মাধুরী। এ যদুনন্দন কহে আকুল কিশোরী॥

দেখি দেখি সখি আনহ কাছে। এমন রূপ কি জগতে আছে॥ কেমন করিয়ে ওরূপ মাধুরী। লিখিলি বিশাখা ধৈরয ধরি॥ চাহি চমকিত পটের লেখা। পরাণ হরিল বিষম ডাকা॥ গোকুল নগরে নাগরী যত। কেমন করিঞা আছয়ে শত॥ মনোহর কানু লিখিল যে। পরাণ নিছনি তাহার সে॥

গৌরচন্দ্র।

গৌরাঙ্গের দশা দেখি রামানন্দ রায়। কৃষ্ণ তনু পরিজক্ষ লিখিয়ে দেখায়॥ সে রূপ দেখিঞা প্রভু ভাবেতে বিভোর। মূরছিত হঞা পড়ে ধরণী উপর॥ সহচরগণ হেরি চমকিত মনে। কৃষ্ণ নাম দেয় রায় গৌরাঙ্গের কাণে॥ কৃষ্ণ কথা শুনি প্রভু চৌদিকে চায়। বাসুদেব ঘোষ আসি ধূলা ঝাড়ে গায়॥

গীতাবলী।

সৌরাষ্ট্রী।

কুটিলং মামবলোক্য নবাম্বুজ মুপরি চুচুম্ব সরঙ্গী। তেন হঠাদহ মতুবং বেপথু মণ্ডল সঙ্কুলদঙ্গী॥ ভামিনি পৃচ্ছ ন বারংবারং। হন্তবিমুহ্যতিবীক্ষ্য মনোমম বল্লবরাজকুমারং॥ দাড়িম লতিকা মনু নিস্তল ফলনমিতাং সদধে হস্তং। তদনুভবান্মম ধর্ম্মোজ্জ্বল মপি ধৈর্য্যধনং গতমস্তং। অদশ দশোকলতা পল্লবময় মতনু সনাতন নর্ম্মা। তদহমবেক্ষ্য বভূব চিরংবত বিস্মৃত কায়িক কর্ম্মা॥

অস্তার্থ। করোনা জিজ্ঞাসা আর সখি বার বার। মন মোহিয়াছে মোর ব্রজেন্দ্র কুঙার॥ কুটিল কটাক্ষে মোরে করিয়া ঈক্ষণ। নবাম্বুজ ধরি করে করেন চুম্বন॥ সহসা তাহাতে মোর অঙ্গ সঙ্কোচন। হইল ক্ষণেক পরে দেহ প্রকম্পন॥ অশোক পল্লব লতাময় সনাতন। পরিহাসে সুরসিক মদন-মোহন॥ সেইরূপ হেরে আমি হয়েছি এমন। তাহাতেই দেহকর্ম্ম হলো বিস্মরণ॥

সোহই সুট—দশকুশী।

যে দেখেছি যমুনার তটে। সেই দেখি এই চিত্রপটে॥ যার নাম কহিলে বিশাখা। সেই এই পটে আছে লেখা॥ যাহার মুরলী ধ্বনি শুনি। সেই বটে এই রসিক মণি। ভাট মুখে জানি গুণগাথা। দূতী মুখে শুনি যার কথা॥ এই মোর হরিয়াছে প্রাণ। ইহা বিনা কেহ নহে আন॥ এত কহি মুরছি পড়য়ে। সখীগণ ধরিয়া তুলয়ে॥ পুন কহে পাইয়া চেতনে। কি দেখিলাম দেখাও সেজনে॥ সখীগণ করয়ে আশ্বাস। কহে ঘনশ্যামের দাস॥

শ্রীমতীর উক্তি।

পহিলে শুনিনু হাম শ্যাম দুআঁখর, তৈখনে মন তঁহি গেল। না জানিয়ে কোন মুরলী আলাপই, চমকই শ্রুতি হরি নেল॥ সজল কুসুম তনু, তরুণ কুসুম ধনু, হেরইতে আঁখি ভেল ভোর। অনুভবি রীত, হৃদয় অগোচর, মনমথ

মতিদর চোর।। সজনি মরণ মানিয়ে বহুভাগি। কুলবতী নারী, তিন পুরুষে ভেল, আরতি জীবন কি ফল লাগি ॥ধ্রু॥ শুনি ধনি বাণী, সখী ভেল চমকিত, কণ্ঠহি গদ গদ ভাষ। যাকর নাম মুরলীরব, তাকর পটে ভেল তছু পরকাশ ॥ এক পুরুষে, তিন অনুমানিয়ে, মরমে কয়লি তুহুঁ ভেদ। গোবিন্দ দাস কহে, পহিল সম্ভাষণে, টুটব বিরহ বিচ্ছেদ ॥

কৃষ্ণ দুআঁখর, অতি মনোহর, পহিলে শুনিনু কাণ। তাহা গরাসিল, সুমতি সকল, ধরম করম আর ॥ আন পুরুষের, বংশী সুমধুর, শুনিনু মধুর গান। তাহে পরমাদ, চিত উনমাদ, আন না শুনয়ে কাণ ॥ এ চিত্র পটেতে, নবীন মুরতি, নবঘন জিনি তনু। ইহার দরশে, আমার মানসে, লাগিয়া রহল জনু ॥ এতেক শুনিয়া, আনন্দ পাওল, হৃদের উল্লাস অতি। এ যদুনন্দন দাস,তহি ভেল ভালে, সে চিন্তিত মতি ॥

সোহই।

রাধার বদনে এ কথা শুনি। সখীগণ কহে শুনগো ধনি ॥ সখী মুখে নাম শুনেছ যার। মুরলী গান মধুর তার ॥ তাহার মূরতি পটেতে লেখা। তিন জন নহে কানু সে একা ॥ ইহা শুনি রাই সখীর পাশে। পরাণ পুতলি জুড়ায় এসে ॥ নিজ সখীগণ প্রবোধ দিছে। ধৈর্য্য ধর রাই মঙ্গল আছে ॥ ইদানী হইল জীবন আশ। কহে মনোহর আগুন ত্রাস ॥

বালা ধানসী—দশকুশী।

রাইক ঐছে দশা হেরি, এক সখী তুরিতহি করল পয়াণ। নিরজনে নিজ সখী সঞে, জহা মাধব, যাই মিলল সেই ঠাম ॥ শুন মাধব, অবহাম কি কহব তোয়। সো বৃষভানু কুমারীবর সুন্দরী অহনিশি তুয়া লাগি রোয় ॥ ধ্রু ॥ তুয়া অনুরূপ, এক পটে লিখিয়া, দেয়ল তাকর আগে। সো রূপ হেরি, মুরছি পড়ু, ভূতলে, মানল করম অভাগে ॥ অম্বরে নবজলধর, হেরি সোধ্বনি, কাতর করু পরলাপ। নীলাম্বর অবশ হই না পারই, অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ ॥ ঐছে দশা হেরি, সকল সখীগণ, রোয়ত যামিনী জাগি। কহে যদুনন্দন, শুন নন্দনন্দন, মিলহ সবজন ভাগ ॥

লালসা—উদ্বেগ।

বরাড়ী—তাল দশকুশী॥

শুনইতে চমকই গৃহপতিবার। তুয়া মঞ্জির রায় উনমতি ধাব॥ নহে না চিনই কাল কি গৌর। জলদ নেহারি নয়নে ঝরু নোর॥ কাঁহা ওই গোরী আরাধলি কান। জানলু রাই তোহে মন মান॥ স্বামীক শয়ন-মন্দিরে নাহি উঠই। একলি গহন কুঞ্জ মাহা লুঠই॥ পাতিকর পরশে মানয়ে জনজালী বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥ মুরলী নিশান শ্রবণ ভরি পিবই। গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই॥ ঐছন যতহু মরম অভিলাষ। কতয়ে নিবেদিব গোবিন্দ দাস॥

রাগিণী—গান্ধার।

তাল—তেতালা।

রাইক রাগ কহলি বহু মোয়। কৈছনে ঐছন সাহস তোয়॥ পরনারী গ্রহণ দহন সম তাপ। ধরম করম জ্ঞানী কো করু পাপ॥ তাহে যদি সঙ্গী সব দেখে নব দোখ। জাগর দূরে রহু সপনহি রোখ॥ শুনি সখী কানু বচন অনুবন্ধ। কহে রাধামোহন লাগল ধন্ধ॥

শ্রীরাগ বা সুহই।

তাল—দশকুশী।

কানুক ঐছন বাত। শুনি অবনত মাথ॥ কিছু না কহল ফেরি। নোরে পথ না হেরি॥ মলিন বদন ভেল। ধীরে ধীরে চলি গেল। আওলা রাইক পাশ। কি কহব জ্ঞানদাস॥

বড়ারী।

কি কহব মাধব পুণ্যফল তোর। তোহারি মুরলী রবে রাই বিভোর॥ ধ্রু॥ তাহে পুন শুনল নাম তোহার। সো সব ভাব হাম কহই না পার॥ অঙ্গ অবশ ভেল কাঁপে অগেয়ান। মুরছি পড়ল ধনি কিছুই না জান॥ বুঝই না পারই কৈছন রীত। কাছে হয়ল কভু নাহি পীরিত॥ চলতয়ে শৈশব কাম পায়ে লাজ। বিদ্যাপতি কহে চলিলেই কাজ॥

গীতাবলী ।

ধানশ্রী ।

অনধিগতা কল্মিক গদ কারণমর্পিত মন্ত্রৌষধি নিকুরম্বং। অবিরত রুদিত বিলোচিত লোচন মনুশোচতিতা মখিল কুটুম্বং ॥ দেব হরে ভবকারণশালী। সাতব নিশিত কটাক্ষ শরাহত হৃদয়া জীবতি কৃশ তনুরালী ॥ হৃদিবন দবিরল সংজ্বর পটলিস্ফুট দুর্জ্জর মৌক্তিক সমুদায়া। শীতল ভূতল নিশ্চল তনুরিয় মবসীদতি সম্প্রতি নিরুপায়া। গোষ্ঠ জনাভয় দান মহাব্রত দীক্ষিত ভবতোভু মাধব বালা। কথমর্হাতভাং চন্ত সনাতন বিষম দশাং গুণবৃন্দ বিশালা।

অস্যার্থ। ওহে দেব বংশীধারি, একবার কৃপা করি, হও তুমি করুণা-নিধান। তোমার নয়ান শরে, আহত হয়ে অন্তরে, কৃশাঙ্গিনী ছাড়ে বুঝি প্রাণ ॥ হৃদয়েতে করে বল, সন্তাপ অগ্নি সকল, তাহে ফুটে মুক্তা সমুদায়। শীতল ভূতলে সেহ, হইয়া নিশ্চল দেহ, অবসন্ন দেখি নিরুপায় ॥ অকস্মাৎ রোগ সেই, কারণ জানে না কেই, মন্ত্রৌষধি যে করে সমর্পণ। সর্ব্বদা করে রোদন, লোহিত তাহে লোচন, করে শোক কুটুম্বরগণ ॥ বিশাল বিসমদশা, করে তাঁরে দুরদশা, তার জ্বালা সহিতে না পারে। ওহে ব্রজ জনাভয়, দান-বৃত্তি মহাশয়, তুমি সুখে হারাইব তাঁরে ॥

সুহিনী ।

কেমন শুনিলা কেমন মুরলী। কিরূপ দেখিয়া পটে, সব গেলি ভুলি ॥ কেমন দেখিলা তারে, কিবা অভিলাষ। শুনিয়া সকল তোর পুরাইব আশ ॥ তিন জন নহ সে বুঝিও মন দিয়া। উপায় করিয়া তোহে দিব মিলাইয়া ॥ থির হয়ে সুবদনি কহ সব বাত। কাহার মাধুরী মোর শিরে কর হাত ॥

শ্রীরাগ বা সুহই। তাল দশকুশী ।

নিজ সখী বদন হেরি, সুধামুখী বুঝি কহে গদগদ বাত। রসিক সুনাহ, মোহে যদি উপেখল, কাহে তাপায়সি গাত ॥ মঝু লাগি যতন করলি, দুখ পায়লি, দৈব হি যদি নহ কাজ। তুহু মন বিরস বদনে কাহে, রোয়সি কিয়ে পুন কয়লি অকাজ ॥ সখি হে কর তুহু পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে, দেহ

উপেখব, মৃত তনু রাখবি হামার ॥ ধ্রু ॥ কবহু শ্যাম তনু, পরিমল পায়ব, তব মনোরথ পুর। ইহ সব বচন শুনই, নাহি পারই রহু রাধামোহন দূর ॥

বিনোদ নাগর, বনেতে আসিয়া, মনেতে পড়িল রাই। মোহন বাঁশীতে, দিলেন সান, সুবলের মুখ চাই ॥ রাধা রাধা বলি, মোহন মুরলী, সঘনে বাজয়ে বনে। শ্যামের বাঁশীর, মোহন সুরব, পশিল রাধার কাণে ॥ শুনিয়া মুরলী, হইল আকুলি, ধরণী পড়িল রাধা। নাসার নিশ্বাস, বহে ধিকি ধিকি, বদনে না সরে কথা ॥ আসিয়া ললিতে, তুলিয়া কোরেতে, আঁচলে বদন মুছি। বিশাখা আসিয়া, নিকটে বসিয়া, ঝাড়য়ে অঙ্গের ধূলি ॥ চিত্রা চম্পকলতা, মনে পায়ে ব্যথা, বসিল রাইয়ের পাশে। অঙ্গে আভরণ, দিছে কোন জন, কেহ বান্ধে মাথার কেশে ॥ আসি রঙ্গদেবী, অঙ্গে ঘাম দেখি, অঞ্চলে করয়ে বায়। সুদেবী আসিয়ে, আঁচল ভিজায়ে, চাঁদ বদন ধোয়ায় ॥ তবে সখীগণ, ভাবে মনে মন, উপায় করিব কি। কেমন করিয়া, শ্যামের সহিতে, রাধারে মিলায়ে দি ॥

সখীগণ সঙ্গে, চলল বররঙ্গিণী, কানুক না করি কিছু শঙ্কা। স্থল কমল জিনি, চরণ সুকোমল, ধরণী পরশে উপচঙ্কা ॥ দেখ দেখ রাইক পহিল অভিসার। নগরক লোক, সুখ সঞে শুতল, কেহ নাহি ভেল বাহিয়ার ॥ নগর তেজি কাননে যাই, পৈঠল চমকে চমকে উঠে গোরি। কানন মাহ নন্দকি আলয়, হোয়ে হাম কভু নাহি হেরি ॥ তুহু সব রীত, চিত চমকাইত, কাঁহা লেই যায়বি মোয়। নিত্যানন্দ দাস, লহু লহু বোলত, নাগর মিলায়ব তোয় ॥

নাগর নাম শুনিয়ে তনু কাঁপ। ঝর ঝর নোরে নয়নযুগ ঝাঁপ ॥ কাতর বয়ানে সখী মুখ হেরি। পালটি চললি ধনি পদ দুই চারি ॥ সখীগণ আনল কর পর ধরি। ক্রন্দন মাখি দেয়ত কত গারি ॥ পহিল বয়েস ধনি, ভয় কত পায়। সঘনে নিশাসই, ঘন দিকে চায় ॥ করে কর ঠেলি, লেই চমু আলি। তাঁহা চলি যাওল যহাঁ বনমালী ॥ সখীগণ মিলি শুতায়ল পাশ। নিত্যানন্দ চিতে পাওল তরাস ॥

সখী সমর্পণ।

কনক পুতলি নববালা। কমল শিরীশ জনু মালা ॥ মাধব নিবেদিয়ে তোয়। মরিযাদ রাখবি মোয় ॥ বলে ছলে আন লুকায়ই কান। ব্রজকুল

রমণী পরাণ॥ ঘুমাইলে জাগা নাহি যায়। নিজপতি ছায়া নাহি চায়॥ দূতিক কাতর ভাষ। গোপাল দাস লহু হাস॥

এ হরি শুনহ কলা। কামিনী মানাবি করিয়া ছলা॥ যখন যে মুখে দণ্ডায় রাই। করবি মিনতি সেখানে যাই॥ বিনয় বেভারে বসবি পাশ। মধুর বচনে দেয়বি আশ॥ যে বেলে সরস দেখবি তায়। সে বেলে পরশ করবি গায়॥ যখন তাহার দেখবি সুখ। তখন চুম্বন করবি মুখ॥ এ সব সাধস সহিল যবে। হাসি পয়োধর ধরবি তবে॥ নয়ন চুম্বনে ঘুচাবি লাজ। লইয়া বসাবি উরুর মাঝ॥ নিবী খসায়বি ভুজের বলে। হাস পরিহাসে করবি কোলে॥ মদন আসন পরশ করি। রহবি বালার বদন হেরি॥ যদি সে বালিকা মুরছা যায়। দেয়বি চন্দন, করবি বায়॥ অলপে অলপে সাধবি সাধ। নবীন আলাপে না করি বাদ॥ শেখর নাগর শিখায় হিত। রসিক জনার এই সে রীত॥

সখী কাহে কহ বিপরীত। হাম নহ চপল চরিত॥ জগতে বিদিত মঝু নাম মদন পরাজয়ী শ্যাম॥ কৈছন রাধা নাম। কভু নাহি শুনি গুণগাম॥ পরনারী নয়নে না হেরি। ঐছন না বোলহ ফেরি॥ না করহ ও পর সঙ্গ। শুনইতে দগধ যেন অঙ্গ॥ পুন যদি কহ অনুচিত। ব্রজমাহা করব বিদিত॥ এত কহি পদ দুই যাই। বটু পরবোধল তাই॥ যদুনন্দন দাস দাস। শুনইতে ভেল নৈরাশ॥

ধানসী।

নমুখা বদনী ধনি বচন কহসি হাসি। অমিয়া বরিখে জনু শারদ পূর্ণিমা শশী॥ অপরূপ রূপ রমণীমণি। যাইতে পেখনু গজরাজগমনী॥ ধ্রু॥ সিংহ জিনিয়া মাঝারি ক্ষিণি তনু অতি কমলিনী। কুচ শ্রীফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি॥ কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়ন বর। ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলোপর। ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর। রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

বেলোয়াল।

নব গোধুলী সময় বেলি। ধনি মন্দির বাহির ভেলি॥ নবজলধর বিজুরি

মেহা দন্ধ পসারিয়া গেলি। ধনি অলপ বয়েস বালা। জনু গাঁথনি পুহপ মালা॥ থোরি দরশনে, আশা না পূরল, বাড়ল মদনজ্বালা। গোরি কলেবর নুনা। জনু আঁচরে উজোর সোণা॥ কেশরী জিনিয়া মাঝারি ক্ষিণি দুলহ লোচন কোণা॥ ঈষত হাসনি সনে। মঝু হানল নয়ন বাণে॥ চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

বালা ধানসী।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ। কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥ তব ধরি অবোধি মুগধ হাম নারী। কি কহি, কি বলি, কছু বুঝই না পারি॥ শ্যাওল ঘন সম ঝরু দুনয়ান। অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥ কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা। রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা॥ না জানয়ে কি করু মোহন চোর। হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥ এত সব আদর গেও দরশাই। যত বিছুরিয়ে তত বিছুর না যাই॥ বিদ্যাপতি কহ শুন বর-নারী। ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি॥

বালা ধানশী।

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ। শুনইতে মানবি স্বপনস্বরূপ॥ কমল যুগল পর চাঁদ কি মাল। তাপর উপজল তরুণ তমাল॥ তাপর বেড়ল বিজুরীক লতা। কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥ শাখা শিখর সুধাকর পাঁতি। তাহে নব-পল্লব অরুণক ভাতি॥ বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ। তাপর কীর থীর করু বাস॥ তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়। তাপর সাপিনী ঝাঁপল মোড়॥ এ সখি রঙ্গিনী কহল নিশান। পুন হেরইতে হাম হরল গেয়ান॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ। সুপুরুষ মরম তুঁহু ভালে জান॥

সোহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই। তোঁহে সোঁপিনু ধনি রাই॥ কমলিনী কোমল কলেবর। তুহুঁ সে ভোখলি মধুকর॥ সহজে করবি মধু পান। ভুলহ জনু পাঁচ বাণ॥ পরবোধি পয়োধর পরশিহ। কুঞ্জরে জনু সরোরুহ॥ গনইতে মোতিম হারা। ছলে পরশবি কুচভারা॥ না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ। ক্ষণে

২০

অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ॥ শিরীষ কুসুম জিনি তনু। থোরি সহাবি ফুলধনু॥ বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে। দূতীক মিনতি তুয়া পাওয়ে॥

সোহই।

শুন মাধব এ কেন সন্দেহ। কুলজা গুপত হেরত তব লেহ॥ ধ্রু॥ শুনি চিত উনমত দেখি আঁখি ভোর। সগুরি সগুব ধনি লোটে মহী ওর॥ বিদগধ জানি তোহে বিশোয়াস। তুঁহু পুনু মোহে করবি পরকাশ॥ তুহু বিনু তাকর বধ অব জান। বল্লব দাস কহত পরমাণ॥

সংক্ষিপ্ত নবোঢ়া।

থরহরি কাঁপয়ে গদ গদ ভাষ। লাজে বচন নাহি করে পরকাশ॥ শুন শুন কানু করয়ে ধনী ভীত। কবহু না জানই সুরতকি রীত॥ তুহুঁ হোয়বি চন্দন সম শীত। তোহে সোঁপল ইহ বালচরিত॥ রভস করবি বুঝি বিদগধ রায়। যৈছনে সুকুমারী দুঃখ নাহি পায়॥ নিয়ড়ে রাখি ইহ রাম সব যাই। এত কহি সব সখী রহল ছাপাই॥ দুহুঁকর কেলি দরশক আশে। কব হেরব রাধামোহন দাসে॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

চিত্র দর্শন।

তিরোতা।

শ্যাম সে অবলা, হৃদয় অথলা, ভালমন্দ নাহি জানি। বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া, বিশাখা দেখাল আনি॥ হরি হরি এমন কেন বা হলো। বিষম বাড়বা-অনল মাঝারে, আমারে ডারিয়া দিল॥ বয়েস-কিশোর, রূপ মনোহর, অতি সুমধুর রূপ। নয়ন যুগল, করয়ে শীতল, বড়ই রসের কূপ॥ নিজ পরিজন, সে নহে আপন, বচনে বিশ্বাস করি। চাহিতে তা পানে, পশিল পরাণে, বুক বিদরিয়া মরি॥ চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নহে চিতে, এখন করিব কি। কহে চণ্ডিদাসে, শ্যাম নবরসে, ঠেকিলা রাজার ঝি॥

সাক্ষাদ্দর্শন।

জলদবরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু, উদয় হয়েছে সুধাময়। নয়ন-চকোর,

মোর পীতে করে উতরোল, নিমিখে নিমিখ নাহি হয়॥ সখি দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে। ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগলী, সকল লোকেতে বলে॥ কিবা সে চাহনি, ভুবন ভুলনি, দোলনি গলে বনমাল। মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে, বেড়িয়া তহি রসাল॥ দুইটি মোহন, নয়নের বাণ, দেখিতে পরাণে হানে। পশিয়া মরমে, ঘুচায় ধরমে, পরাণ সহিত টানে॥ চণ্ডিদাসে কয়, ভুবনে না হয়, এমন রূপ যে আর। যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল, কি তার কুল বিচার॥

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো, তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা। অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিলরে, চাঁদ নিঙ্গারি কৈল থেহা॥ সে থেহা নিঙ্গারি কেবা মুখ বনাইলরে, জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড। বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়লরে, ভুজ জিনিয়া করি শুণ্ড॥ কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইলরে, কোকিল জিনিয়া সুস্বর। আরদ্র মাখিয়া কেবা, সরিদ্র বনাইলরে, ঐছন দেখি পীতাম্বর॥ বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইলরে, এমতি লাগয়ে বুকের শোভা। দাম কুসুমে কেবা সুষমা করেছেরে, এমতি তনুর দেখি আভা॥ আদলি উপরে কেবা কদলি রোপলরে, ঐছন দেখি উরুযুগ। অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইলরে, চণ্ডিদাস দেখে যুগে যুগ॥

ধানশী।

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি। কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু উদইছে যেন শশী রবি॥ সই কিবা সে শ্যামের রূপ, নয়ান জুড়ায় চেএে। হেন মনে লয়, যদি লোক ভয় নয়, কোলে করি যাএা ধাএা॥ তরুণ মুরলী, করিল পাগলী, রহিতে নারিনু ঘরে। সবারে বলিয়া বিদায় লইলাম, কি করিবে দোসর পরে॥ ধরম করম দূরে তেয়াগিনু, মনেতে লাগিল সে। চণ্ডিদাস ভণে, আপনার মনে, বুঝিয়া করিবে যে॥

কামোদ

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়া ত কোটি কাম, বদন জিতল কোটী শশী। ভাঙ ধনু ভঙ্গিঠাম, নয়ান কোণে পূরে বাণ, হাসিতে খসয় সুধারাশি॥ সই এমন

সুন্দর বর কান। হেরিয়া সেই মুরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি, তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥ এ বড় কারিগরে, কুঁদিলে তাহারে, প্রতি অঙ্গে মদনের শরে। যুবতী ধরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম, দমন করিবার তরে॥ অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত, দেখিনু দর্পণাকার। তাহার উপরে মালা বিরাজিত, কি দিব উপমা তার॥ নাভির উপরে লোম-লতাবলী, সাপিনী আকার শোভা। ভুরুর বলনী, কাম-ধনু জিনি, ইন্দ্র ধনুকের আভা॥ চরণ নখরে বিধু বিরাজিত, মণির মঞ্জীর তার। চণ্ডীদাসের হিয়া, সেরূপ দেখিয়া, চঞ্চল হইয়া ধায়॥

কামোদ।

সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে। ব্রজকুলনন্দন, হরিল আমার মন, ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে॥ গোকুল নগরমাঝে, আর কত রমণী আছে, তাহে কেন না পড়িল বাধা। নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি, বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥ মল্লিকা চম্পকদামে, চূড়ার টাননি বামে, তাহে শোভে ময়ূরের পাখে। আসে পাশে ধেয়ে ধেয়ে, সুন্দর সৌরভ পেয়ে, অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে॥ সে কিরে চূড়ার ঠাম্ কেবল যেমন কাম, নানা ছাঁন্দে বাঁধে পাকমোরা। চাঁদ বদনে, চাহে যাহা পানে, সে ছাড়ে কুলের অভিমান। সই এমন সুন্দর বর কান॥ হেরি কুলবতী, ছাড়ি নিজপতি, তেজি লাজ ভয় মান॥ অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত, দেখি যে দর্পণাকার। তাহার উপরে মাল, শোভিয়াছে ভাল, উপজিছে মদন বিকার॥ নাভির উপসে জনু, তমাল জিনিয়া তনু, দলিতাঞ্জন জিনি আভা। বড় কারিগরে, গড়িয়াছে ভাল তারে, রাম কদলী সম শোভা॥ চরণ নখর কোণে, রঞ্জিত শোভে মেনে, মণিময় নূপুর তায়। চণ্ডিদাসের হিয়া, সেরূপ দেখিয়া, চঞ্চল হইয়া ধায়॥

শির বেড়ল বৈলান জালে। নব গুঞ্জা মণিমালে॥ চঞ্চল চাঁদ উপরে যোড়া॥ পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা, গলে শোভে মালতীর মালা। বড়ু চণ্ডিদাস কয়, না হইলে পরিচয়, রসের নাগর বড় কালা॥

ধানশী।

কালীয় বরণ, হিরণ পিধন, যখন পড়য়ে মনে। মুরছি পড়িয়া, কাঁদয়ে ধরিয়া, সব সখী জনে জনে॥ কেহ কহে যাই, ওঝা দে ঝাড়াই, রায়েরে পেয়েছে

ভূতা ॥ কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে, সে যে বৃষভানু-সুতা ॥ রক্ষা মন্ত্র পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে, কেহ বা কহয়ে ছলে। নিশ্চয় কহি যে, আনি দেও এবে, কালার গলার ফুলে ॥ পাইলে সে ফুল, চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা। ভূত প্রেত আদি, ঘুচিয়া যাইবে, যাইবে অঙ্গের জ্বালা ॥ কহে চণ্ডিদাসে, আন উপদেশে, কুলের বৈরি যে কালা। দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে, ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥

বড়াড়ী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ। জগজনলোচন অমিয়া স্বরূপ ॥ রূপ চাহি গুণ নহ উন। সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শুন। সুন্দরী মোহে না কর আন ছন্দ। হাম বলি যাও তুয়া মুখচন্দ ॥ তবহুঁ সফল দিন মোর। রাই শুতব কানুক কোর ॥ হাম পৈঠব কালীন্দি-বারি। তবহি পূরব মনোরথ তোহারি ॥ যতন করব হাম সোই। কানু যৈছে তুয়াবশ হোই ॥ গোবিন্দ দাস ভণে জান। কানুক অলত পরাণ ॥

শ্রীরাগ।

নীল রতন কিয়ে নব ঘন ঘটা। লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা ॥ কদম্বের তলে সোই শ্যাম চিকনিয়া। রূপ দেখি আইনু জাতি কুল মজাইয়া ॥ চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা। মদন মহেন্দ্র ধনু কিবা দিল দেখা ॥ বদন-কমলে কিয়ে পূর্ণমিক চাঁদ। অধর বান্ধুলি কিয়ে কিশলয় ছাঁদ ॥ তাহে অতি সুমধুর মুরলীর গানে। ভুলল আঁখির লাজ সামাইল কানে ॥ নয়ন যুগল কিয়ে মত্ত অলিরাজ। অলখিতে দংশয়ে যুবতী হিয়া মাঝ ॥ গোবিন্দ দাস কহে সে না দিঠি বিষে। না পিলে অধর-সুধা কেবা জিয়ে আছে ॥

যথারাগ।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি। পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি ॥ অনুনয় করইতে অবনত বয়ানি। চাকত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥ অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। রাই করল পদ আধ পয়াণ ॥ বিদগধ মাধব অনুভব জানি। রাই চরণে পসারিল পাণি ॥ কর করা বারইতে উপজল প্রেম।

দরিদ ঘট ভরি পায়ল হেম॥ হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি। সেই রতন পুন লেয়ল চোরি॥ ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস। আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস॥

বংশী শ্রবণ।

ভূপালী।

চললি সহচরী, দেখিয়াত সুন্দরী, মুরছিত স্থির শরীর। বেগ গমনে যায়, ফিরিয়া নাহিক চায়, পথে মিলল রস বীর। সহচরী হেরি বর কান। বহুত যতন করি, তাকর কর ধরি, পুছই গদ গদ বাণ॥ ধ্রু॥ তুয়া সখী এক, বাইকি যে আছয়ে, শুনইতে নাম তাহার। তব ধরি পরাণ করত আনচান, দরশন লাগি হামার॥ বন্ধু পরকারে হেরিয়ে হাম সো ধনি. করু তুঁহু সো পরবন্ধ। নাগর করুণ, শুনইতে সহচরী, বংশীবদন তুহু ধন্ধ॥

ভূপালী।

হৃদয় আরতি বহু ভয়ে তনু কাঁপি। নয়ান হরিণে জেনে হরি করু ঝাঁপি॥ ভুখিল চকোর সুধা পিবই আশ। ঐছে সময়ে মেঘ নাহি পরকাশ॥ পহিলহি সমাগম রস নাহি জান। কত কত কাকুতি করতহি কান॥ কুচযুগে পরশিতে করে কর ঠেল। নায়ক আরতি অতিশয় ভেল॥ পবিরম্ভ আরম্ভে উঠয়ে তরাস। লাজে বচন নাহি করয়ে প্রকাশ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ নাহি ভায়ে। যো রসবন্ত সো ইহ পায়ে॥

সুহই

রতন মন্দির মাহে বৈঠলি সুন্দরী সখি সঞে রস পরিবাই। হসইতে খসই কতহু মণি মোতিম, দশন কিরণ অবছাই॥ শুন সজনি কহইতে নাহি রহু লাজ। সোবর নারী হামারি মন বারণ বাঁধল কুচগিরি মাঝ॥ মধু মুখ হেরি, ভরম ভরে সুন্দরী, ঝাপই ঝ পল দেহা॥ কুটিল কটাক্ষ, বিশিখে তনু জর জর। জীবনে না বাঁধই লেহা॥ করে কর জোড়ি মোরি তনু সুন্দরী মোহে হেরি সখী করু কোর। গোবিন্দ দাস ভণ, তেঞি নন্দনন্দন, দোলত মদন হিলোল।

শুনিয়া মুরলী ধ্বনি, ধ্যান ছাড়ে যত মুনি, তপজপ কিছুই না ভায়। তৃণ মুখে ধেনু যত, ঊর্দ্ধ মুখে হেরত, বাছুরে দুগ্ধ নাহি খায়॥ ময়ুর পাখের চূড়া, মালতীর মালে বেড়া, ভুবনমোহন তার বেশ। আগোর চন্দন, তনু ঘন লেপন সৌরভে, ভরল সব দেশ॥ ব্রজরাজনন্দন, অনন্ত জীবন ধন, নাম তার সুন্দর কানাই। যাহার আঁখির ঠারে, এ দেশে তাহার ডরে, ঘরের বাহির হৈতে নাই॥

বরাড়ী।

নিশসি নেহারসি ফুটল কদম্ব। করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥ সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ। জানলু ভেটলি শ্যামরু চন্দ॥ ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ। অবিরল মুকুলে পুলকে অঙ্গ॥ যতনে নিকারসি লোচন মোর॥ গদ গদ শবদে কহসি আধ বোল॥ আন ছলে আগমন আন ছলে পন্থ। সঘনে গতাগতি করসি একান্ত॥ ভাব কি গোপসি গোপত নাহি রহই। মরমহ বেদন বদনে সব কহই॥ দুর কর গুরুজন গৌরব লাজ। গোবিন্দ দাস পড়ল অকাজ॥

ভূড়ীরাগ।

সজল জলধর, অঙ্গ মনোহর, ছটায় চাহিল নহে। ঈষত হাসিয়া, মনের আকুতি, অরুণ নয়নে কহে॥ আজু কি পেখনু, বিনোদ নাগর, কেলি কদম্বের তলে॥ রূপ নিরখিতে, লাজ ভাসিল, আনন্দ-জলে॥ বকুলমাল দিয়া, কুণ্ডল টানিয়া, ময়ূরপুচ্ছের ছাঁদে। রঙ্গিম লোচন, খঞ্জন বাঁধিতে, পাতিল বিষম ফাঁদে॥ মকর কুণ্ডল সঙ্গে, অনঙ্গ দোলয়ে রঙ্গে, গণ্ড দরপণ ভালে। ভালে সে মদন, দেখি তাহে প্রতিবিম্বিত, গোবিন্দ দাস অনুমানে॥

সিন্ধুরা।

মত্ত ময়ূর শিখণ্ডক মণ্ডিত, চূড়ায়ে মালতী মাল। পরিমলে মাতি পাতি যত মত্ত মধুকর গুঞ্জয়ে তাহে রসাল॥ সজনি পেখনু নন্দ-কিশোর। পিবইতে বদন, সুধাকর মাধুরী, মাতল নয়ন চকোর॥ নীল জলদ তনু ভাঙ মদন ধনু, নয়ন কমলক বাণ। জর জর অন্তর, লাজ কুল গৌরবে, সংশয়ে রহল

পরাণ॥ মদন মকর অপ্প, মণিময় কুণ্ডল, ঝলমল দোলত কাণে। ছেরইতে জগমোহন মন গরাসয়ে, গোবিন্দ দাস ভাল জানে॥

সুহই রাগ।

আধ কি আধ, আধ দিঠি অঞ্চলে, যব ধরি পেখলু কান। কত শত কোটি কুসুম শরে, জর জর যাতকি রহত পরাণ॥ সখি কে না জানলু বিধি মোহে বাম। লাখ নয়ান যো দনি মাগয়ে, তছু পায়ে, মঝু পরণাম॥ সুনয়নী কহই কানু ঘনশ্যামর মোহে বিজুরি সম লাগি। রসবতী তাক পরশ রসে ভাসই হামারি হৃদয়ে কমু আগি॥ প্রেমবতী প্রেম লাগি জিউ তেজই জীবন রাখতা মঝু সাধ। গোবিন্দ দাস কহ, শ্রীবল্লভ জানত রসবতী রস মরিযাদ॥

তুড়ি।

কেন গেলেম জল ভরিবারে। যাইতে যমুনা-ঘাটে, সেখানে ভুলিল বাটে, তিমিরে গরাসিল মোরে॥ রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশোর, আর তাহে নটবর বেশ। চূড়ার টাননি বামে, ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে, ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥ ললাটে চন্দনপাঁতি, নব গোরোচনা ভাতি, তার মাঝে পূর্ণিমিক চান্দ। অলকা বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ, কামিনী জনের মন ফান্দ॥ লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাল নয়, নীলমণি মুকুতার পাঁতি। চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব গাছেতে ঠেকা, ভুবনমোহন রূপ ভাতি॥ সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল, অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে। জ্ঞান দাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়, সে কি সতী বলাইতে পারে॥

তথারাগ।

আলো সই কি হইল মোরে প্রেম-জ্বালা। মো মেনে আপনা খাইনু, কেনে বা যমুনা গেনু, শয়নে স্বপনে দেখি কালা॥ সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, নানা আভরণ অঙ্গে, সাধে গেলাঙ জল ভরিবারে। তেমাথা পথের ঘাটে, সেখানে ভুলিনু বাটে, কালা মেঘে ঝেপে ছিল মোরে॥ যমুনা যাইতে পথে, দোসারি কদম্ব আছে, তাতে চড়ে সে কোন দেবতা। তার গলার মালা দিলে, আচম্বিতে মোর গলে, সেই হৈতে মরমে হৈল ব্যথা॥ সে কালা কালিয়ে শ্যাম, কালিয়া তাহার নাম, কালিন্দী-কদম্ব-তলে থানা। বংশী বদনে কয়, যুবতী জিবার নয়, দেখিলে মরমে দেয় হানা॥

তুড়ি।

মনের মরম কথা, তোমারে কহি যে হেথা, শুন শুন পরাণের সই। স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে, তাহা বিনু আর কার নই॥ রজনী শাঙল ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমি ঝিমি শবদে বরিষে। পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, নিদ যাই মনের হরিষে॥ শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাতরি বোল, কোকিল কুহরে কুতূহলে। ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে, ডাহুকি সে গরজে, স্বপন দেখিনু হেন কালে॥ মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ, শ্রবণে ভরল সেই বাণী। দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত, ধিক রহু কুলের কামিনী॥ রূপে গুণে রসসিন্ধু, মুখ-ছটা যেন ইন্দু, মালতীর মালা গলে দোলে। বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেই ছলে, আমা কিন বিকাইনু বলে॥ কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণে ভূষিত অঙ্গ, কাম মোহে নয়নের কোণে। হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়, ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥ রসাবেশে দেই কোল, মুখে নাহি সরে বোল, অধরে অধর পরশিল। অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল, জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

স্বপ্ন পূর্ব্বরাগ শ্রীমতীর।

কিশোর বয়স কত বৈদধি ঠাম। মূরতি মরকত অভিনব কাম॥ প্রতি অঙ্গ কোন্ বিধি নিরমিল কিসে। দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥ মনু মনু কালা রূপ দেখিলাম স্বপনে। খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥ অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে। চঞ্চল নয়নকোণে জাতি কুল নাশে॥ দেখিয়ে বিদরে বুক দুটি ভুরু ভঙ্গী। আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী। মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়। পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়॥ পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে। বলরাম দাস বলে অবশ পরশে॥

শ্রীরাধিকার দশদশা।

লালসা বরাড়ী রাগ।

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব। তুয়া মঞ্জীর রবে উনমতি ধাব॥ নাহ ন চিনই কাল কি গৌর। জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥ কাঁহা তুহুঁ গৌরী আরাধিলি কান। জানলু রাই তোঁহে মন মাণ॥ স্বামীক শয়ন-মন্দিরে

নাহি উঠই। একলি গহন কুঞ্জে মহী লুটই॥ পতিকর পরশে মানয়ে জঞ্জাল। বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥ মুরলী নিশান শ্রবণ ভরি পিবই। গুরুজন বচন শুনই না শুনই॥ ঐছন মরম যতহু অভিলাষ। কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দ দাস॥

শ্রীরাধিকার উদ্বেগ-দশা।

ধানসী রাগ—একতালী।

তুয়া অপরূপ রূপ, হেরি দূর সঞে, লোচন মন দুহুঁ ধাব। পরশক লাগি, জহুঁ অন্তর, জীবন রহ কিএ যাব॥ মাধব তোহে কি কহব করি ভঙ্গী। প্রেম অগেয়ান, দহনে ধনি পৈঠলি, জনু তনু দহত পতঙ্গী ॥ধ্রু॥ কহত সংবাদ, কহই না পারই, কাহে বিশয়াসব বালা। অনুখণ ধরণী, শয়নে কত মেটব, সুতনু অতনু শরজালা॥ কালিন্দীকূল, কদম্বক কানন, নামে নয়নে ঝরু বারি। গোবিন্দ দাস, কহই অব মাধব, কৈছে জীইব নারী॥

শ্রীরাধিকার জাগর্য্য-দশা।

পটমঞ্জরী।

লোচন শ্যামর, বচনহি শ্যামর, শ্যামর চারু নিচোল। শ্যামর হার, হৃদয়মণি শ্যামর, শ্যামর সখী করু কোর॥ মাধব ইথে যদি বোলবি আন। অচপল কুলবতী, মতি উমতাবলী, কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান॥ মরমহি শ্যামর, পরিজন পামর, ঝাঁমর মুখ অরবিন্দ। ঝর ঝর লোরহি-লপিত কাজর, বিগলিত লোচন নিন্দ॥ মনমথ সাগর, রজনী উজাগর, নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর। গোবিন্দ দাস, কতহুঁ আশ আসব, মিলবহু নন্দকিশোর॥

শ্রীরাধিকার তানব দশা।

গান্ধার।

সহজে ননীক পুতলী গোরি। জারল বিরহ-অনলে তোরি॥ বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ। শামরী সোঙরি তোহারি নাম॥ শুনহ মাধব কহিনু তোয়। সমতি না দেই দিন-রজনী রোয়॥ অরুণ অধর বাঁধুলী ফুল। পাণ্ডর ভৈ গেল ধুতুরা

ভুল॥ কুন্তল কবরী উরহি লোল। সুমেরু উপরে চামর দোল॥ গলায় এ গজ-মোতিমহার। বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥ অঙ্গুলি অঙ্গুরীবলয়া ভেল। জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল॥

শ্রীরাধার জড়িমা-দশা।

তিরতা ধানসী।

থোরি বয়স ধনি, ভাল মন্দ নাহি জানি, খেলই সখিগণসাথ। নাট ঘটিত তুয়া, কামদ রূপ হেরি, দৈবে পড়ল পরমাদ॥ মাধব ইথে কাহে বোলসি আন। তু চপলমতি, পুন তাহে কুলবতী, নিচয় তুহুঁ সে নিদান॥ তহি তুহু সুমধুর, মুরলী আলাপই, মুনিজন মোহন হোয়। মুরলীক গান, শ্রবণহি সব পৈঠল, তবহি চঞ্চল ভই রোয়॥ তদবধি জাগর, ক্ষীণ কলেবর, দিন রজনী নাহি জান। তুয়া প্রেম বিষমে, জড়িত ভেল অন্তর, কিছুই না শুনই কান॥ ধরজ সুধাকর, বোলয়ে সব জন, তাহে কাহে অকরুণ ভেল। রাধামোহন কহ, অব যাই মিলহ, মরমে রহয়ে জানি শেল॥

তথারাগ।

কাঞ্চন গোরি, ভোরি বৃন্দাবনে, খেলই সহচরী মেলি। তুয়া দিঠি মিঠি, গরলে তনু জারল, তৈখনে শ্যামরি ভেলি॥ মাধব সো অবিচল কুলরামা। মরমহি সোই, রই দিন যামিনী, শুনি শুনি তুয়া গুণগামা॥ ধ্রু॥ গুরুজন অবুধ, মুগধ মতি পরিজন, অলখিত বিষম বিয়াধি। কি করব ধনি, মণিমন্ত্র মহৌষধি, লোচনে লাগল সমাধি॥ ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ, ভঙ্গ তনু মোড়ই, কহত ভরম-ময় বাণী। শ্যামর নামে, চমকি তনু ঝাঁপই, গোবিন্দ দাস কিয়ে জানি॥

শ্রীরাধিকার বৈয়গ্রং-দশা।

সোহই।

তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান। সো অব বিষধর ধনি মনমান॥ শুন মাধব তুয়া খেদ সহই না পার। মানই সো নিজ জীবন ভার॥ তুয়া বিসরণ

লাগি করত সঞ্চার। আন জন যাহা লাগি করে পরকার॥ মন অবধারি কহ সুসংবাদ॥ ভণ রাধামোহন যাউ বিবাদ॥

শ্রীরাধিকার ব্যাধি-দশা।

বরাড়ী॥

নিরমল কুলশীল কাঞ্চন গোরি। পাণ্ডুর করল বিরহ-জ্বর তোরি॥ অনুক্ষণ ঘন ঘন নিগদই রাই। নিশি দিশি 'রোয়ই সখী মুখ চাই। শুন শুন গোকুল-মঙ্গল শ্যাম। কথি লাগি তাক মরমে ভেলি বাম॥ তুয়া রূপ জগজন মোচক শোহ। একলি তাক নয়ন মনমোহ॥ রসবতী নিরখি নয়ন পসারী। সোঙরিতে তাক নয়নে ঝরু বারি। আন ধনি বিছুরি করত আন কাম। তাকর মনহি না ভাওই আন॥ তুহুঁ বর নাগর রসিক সুজান। যদুনন্দন তোঁহে কি কহব আন॥

মঙ্গল রাগ—দশকুশী।

অদভুত রূপ দৈবে হেরি দূরসঞে উনমতি পরশ কি লাগি। বরজকসীম করল গতাগতি, লাজকুলভয় দূহুঁ ভাগী॥ মম তনু কাঁপে চপল ভেল অন্তর ঘন ঘন বহত নিশাস। তবধরি জাগরে শোষিত অন্তর বড়ই বেকত গদ ভাষ। শুন মাধব তুয়া রূপ অপরূপ ফাঁদ। সো ধনি তুবরি ক্ষীয়ত যৈছন অসিত চতুর্দ্দশী চাঁদ॥ কবহুঁ জ্ঞান শুন হই চাহই না চাহই নিজ সখী বৃন্দা। রমণীক চুক্কত বেকত কছু নাহি পেখনু শুনইতে লাগই ধন্ধা। পেম গজ দলন, সহই না পারই, জীব টুতে করই ধিকার। অন্তরগত তুহুঁ, নিরগত করইতে, কত কত করত সঞ্চার॥ অথির মদন শর, ঘাতে বিষম জর, ছটফট জলজ শয়ান। রাধামোহন কঁহু, কহই অপরূপ নহ, যাহে লাগয়ে পাঁচ বাণ॥

শ্রীরাধিকার উন্মাদ-দশা।

বরাড়ী।

রাইক লিখন শুনহ তহুঁ কান। যৈছন তাকর জ্বলত পরাণ॥ ॥ ধ্রু ॥

মঝু হিয়া বিন্ধসি করি তুহুঁ রোষ। কাহে মদনে পুন দেখসি দোষ॥ দিশি দিশি মদন যতহু নাহি পেখি। তুয়া অদ্‌ভুত রূপ যাঁহা তাঁহা দেখি॥ তব ধরি ছুট ফট জীবন হুতাশ। পুছত ইহ রাধামোহন দাস॥

সাম গুর্জ্জরী---রূপকন্দর্প তাল।

গোপকুমার, সমাজমিমং সখি, পৃচ্ছ কদা নু গতোঽহং। কথমিব মামনু, পশ্যতি দিশি দিশি, কথমিব কলয়তি মোহং॥ এ সখি পরিহর বচন বিলাসং। গোপশিশূনাং বিদিতমিদং মম, জনয়তি গুরুপরিহাসং॥ যদি চ কুলাচলয়াপি কুলস্থিতিরনয়া পরিহরণীয়া। কিমিতি তদা ময়ি, রতিরতি বিকলা, বালে কিল করণীয়া॥ গজপতিরুদ্রমুদে মধুসূদন, বচনমিদং রসিকেষু। রামানন্দ-রায়কবিভণিতং জনয়তু মুদমখিলেষু॥

দশ দশা।

সুহই রাগ----সমতাল॥

আঁচরে মুখশশী গোই। ঝর ঝর লোচনে রোই॥ কারণ বিনু খেনে হসই। উতপত দীঘ নিশসই॥ শুন শুন সুন্দর শ্যাম। প্রেমক ইহ পরি-ণাম॥ ধ্রু॥ তাতল তনু নাহি ছুটই। সতত মহীতলে লুঠই॥ কাহুক কিছু নাহি কহই। অছু বেদন সহই॥ জগভরি কুলবতী বাদ। কা দেই করব সংবাদ॥ গোবিন্দ দাস আশোয়াসে। জীবই তুয়া অভিলাষে॥

ধানশী রাগ – দশকুশী।

যব তুয়া নয়ন, মুরলী-বিষ জারল, তব মনোমোহন ভেল। নিচল কলেবর, পড়ল ধরণীতল, পরিজনে লাগল শেল॥ আন উপদেশে, তোহারি নাম তৈখনে, দৈবাহ উপনীত কেল। সোই শবদ পুন. কানে সাম্ভায়ল, ঐছনে চেতন ভেল॥ মাধব, কি কহব সোই অনুরাগ। ঐছন ভাঁতি, দিশই মোহে পুন পুন, না বুঝি এ জাগ না জাগ॥ ধ্রু॥ কিএ জানি দশমী, দশা যদি নীচয়ে, ইছয়ে তুয়া অভিলাষে। আশা পরম দুখদ, পুন মেটউ, নহ কহ সুখদ নৈরাশে॥ যাচিত লখমী, উপেখয়ে যো জন, কভু নহে তাক কল্যাণ। অতএ তুরিতে চল, রমণী রতনে মিল, রাধামোহন রস গান॥

পুলকে পূরল তনু নিজগুণ শুনি। প্রেম-রঙ্গে গর গর লোটায় ধরণী॥ ক্ষণে মাল সাট মারে, ক্ষণে বলে হরি। রাধা রাধা বলি কান্দে ফুকারি ফুকারি॥ ক্ষণে হেরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। গদাধরের মুখ চায়ে পড়ে মুরছিয়া॥ ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস। ধৈরয ধরিতে নারে গোবিন্দ দাস॥

নিরমল গৌরতনু, কষি কাঞ্চন জনু, হেরইতে ভৈগেও ভোর। ভাঙ-ভুজঙ্গমে, দংশল মঝুমন অন্তর কাঁপয়ে মোর॥ সজনি জব হাম পেখনু গোরা। অকুল দিগ্‌বিদিক্‌, নাহি পাইয়ে, মদন-লালসে মন ভোর॥ ধ্রু॥ অরুণিত নয়নে, ঝরি চেয়েছিল আমা পানে বরিষে কুসুম সম সাধে। জীবইতে জীবনে, থেহ নাহি পাইল জনু, গঙ্গার অগাধে॥ মন্ত্রমহৌষধি, তুহুঁ জানসি যদি, মঝু লাগি করবে উপায়। বাসুদেব ঘোষ কহে, শুন শুন হে সখি, গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যা তানবং জড়িমাতথা। বৈয়াগ্রব্যাধিরুন্মাদ মোহ মৃত্যুর্দ্দশাদশ॥ ইতি পূর্ব্বরাগ লক্ষণম॥

অনুক্ষণ হেরি তোহে আন চিত। দূরে গেল মুরলী আলাপন গীত॥ মরম না কহ কেন প্রাণসাঙ্গাতি। তুয়া মুখ হেরি জনয়ে মঝু কাঁতি॥ মরকত জিনি কলেবর কাঁতি। সেবি ঝামরু কুবলয় ভাঁতি॥ হেরইতে মৃগমদ নয়ান তোর। কি জানি কৈছে করত হিয়া মোর॥ ঐছন শুনিয়া সয়ার কণি। ছোড়ে নিশ্বাস লোটায় ধরণী॥ দূর অবগাহ হৃদয় অভিলাষ। না বুঝিয়া কহে ঘনশ্যাম দাস॥

এমন কেনবা হলে, কিবা কোথা দেখে এলে, কহনা মরম কথা তুমি। আমি যে তোমার দাস, পূরাব মনের আশ, নিশ্চয় কহি যে এই আমি॥ শুন ওরে প্রাণের কানাই। দেখিয়া তোমার মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, প্রাণ ফাটে তুয়া মুখ চাই॥ তখন সখারে করিয়ে কোলে, মরম কথাটী বলে, দেখিয়া আইলাম এক নারী। তাহার ছান্দে, পরাণপুতলি কান্দে, তিল আধ তারে না পাসরি॥ সঙ্গের সঙ্গিনী যত, তাহার তাহারি মত, মরম কহিলাম আমি তোরে। নিত্যানন্দ দাস ভণে, এ কথা না কহ কেনে, আমি মিলায়ে দিব তারে॥

অপরূপ পেখনু রামা। কনকলতা অবলম্বনে উদল হরিণী হিমধামা॥ গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশই, গীম গজ মোতিম হারা। কাম কুম্ভ ভরি,

কনক শম্ভুপরি,ঢারত সুরধুনী-ধারা ॥ নয়ন নলিনীদৌ, অঞ্জনে রঞ্জিত ভাঙ ভুজঙ্গ বিলাসা। চকিত চকোর, জোর বিধি বান্ধল, কৈবল কাজর পাশা। পয়োসি পয়াগে, জাগ শত জাগরী, সো নহি নয়ানক ভাগী ॥ বিদ্যাপতি কহে, গোকুল-নায়ক, গোপীজন অনুরাগী ॥

অপরূপ পেখনু রামা। কুটিল কটাক্ষ লাখশর, বরিখয়ে মন বান্ধন বিনি দামা ॥ পহিল বয়সী ধনি মুনিমনোমোহনী, গতি গজরাজ জিনি মন্দা। বদন ভানু জনু, তাড়িতলতা তনু, উজর পূর্ণিমিক চন্দা ॥ কাঁচা কাঞ্চন সাঁচ ভরি, দোকুচ চুচক মরকত শোভা। কণ্ডল করে জনু মধুকর গুঞ্জল, তাঁহি বহল মনো-লোভা ॥ বিদ্যাপতি ভণে ওরূপ নিরখণে, নাগর হরল গেয়ানে। রাজা শিব-সিংহ রূপনারায়ণ লছিমা দেই পরমাণে ॥

বালা ধানশী ॥

কালী দমন দিন মাহ। কালিন্দী-কুল কদম্বকি ছাঁহ ॥ কত শত ব্রজবর-বালা। পেখনু জনু থির বিজরীকো মালা ॥ তোহে কহ সুবল সাঙ্গাতি। তবধরি হাম না জানো দিন রাতি ॥ ধ্রু ॥ তঁহি ধনি মণি দুই চারি। তাহে মনোমোহিনী একু নারী ॥ সোঁরলু মঝু মনে পৈঠি। মনসিজধূমে ঘুমে নাহি দিঠি ॥ অনুক্ষণ তিনিক সমাধি। কো জানে বিরহ বিয়াধি ॥ দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা। গোবিন্দ দাস কহে ঐছে নব লেহা ॥

শ্রীগান্ধার।

নিরমল বদন, কমলবর মাধুরী, হেরইতে ভৈগেনু ভোর। অলখিতে রঙ্গিনী, ভাঙ ভুজঙ্গিনী, মরমহি দংশন মোর ॥ শোন সজনি যবধরি পেখনু রাই। মদন মহোদধি, নিমগন মঝু মন, আকুল কুল না পাই ॥ধ্রু॥ বঙ্কিম হাসি,বিলোচন অঞ্চলে,মঝুপরি যো দিঠি দেল। কি যে অনুরাগিণী, কি যে বিরাগিণী বুঝইতে সংশয় ভেল ॥ মরমক বেদন, মরমহি জানয়ে, সদয় হৃদয় তাঁহ ঠাই। গোবিন্দ দাস পহুঁ, নিতি নব নৌতুন লাগল রসবতী রাই ॥

মাযূর।

আজু মুই পেখনু রাই। দরশনে নয়নে, নয়ন গর হানল, নিরস না ভেল

মুখ চাই ॥ ধ্রু ॥ গৌর বরণ তনু, নীল পট উড়ল, কুচযুগ কনয় কঠোর। উরুপর কুটকহার, বিরাজিত যুবজন চিত-চকোর ॥ বিপুল নিতম্ব, জঘন অতি সুন্দর, কেশরী জিনি কটিদেশ। কমলচরণযুগ, জাবকে রঞ্জিত, জগজন মোহন বেশ ॥ পীঠ উপরে বেণী, বিরাজিত যছু ফণি, চলতহি মণি ধরি পাশে। বিদগধ নাগরী, মঝু মনরাকুল মুরছল গোবিন্দ দাসে ॥

ধনাশ্রী।

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই। দেখিয়া বিদরে হিয়া শান্তি না পাই ॥ কিবা ক্ষণে আন সখী দেখিনু তাহারে। সেরূপ লাবণি নয়ন উপরে ॥ ধ্রু ॥ মেলিয়া দীঘল কেশ পেলিয়া নিতম্বে। চলে বা না চলে ধনি রস অবলম্বে ॥ তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে। কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে ॥ তহি শ্রমে বিরাজই ঘাম বিন্দু বিন্দু। মুকুতা ভাসিত জনু পূর্ণিমিক ইন্দু ॥ ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে। হেম গিরিমাঝে জনু নব জলধরে ॥ উর আধ পর গলে মুকুতা হারে। সুমেরু শেখরে জনু সুরধুনী ধারে ॥ মঝু মন রহত কি করত সিনান। গোবিন্দ দাস কহত পরমাণ ॥

ধানসী।

শুন শুন এ সখি কহন না হোয়। রাই রাই করি তনু মন খোয় ॥ ধ্রু ॥ কহইতে নাম প্রেমে ভেল ভোর। কাঁপি পুলক তনু মরমহি নোর ॥ গদ গদ ভাষে কহত বর কান। ধনি দরশন লাগি নিকসে পরাণ ॥ যব নাহি হেরব তাকর মুখে। তব জিউ ভার ধরব কোন সুখে ॥ তুঁহু বিনু আন নাহিক ইথে কোই। বিছরিতে চাহি, বিছুরি না হোই ॥ বিদ্যাপতি কহ, নাহিক বিবাদ। পুরব তোহারি সকল মন সাধ ॥

ধানসী।

গেলি কামিনী, গজহুঁ গামিনী, বিহসি পালটি নেহারি। ইন্দ্রজালক, কুসুম-সায়ক, কুহকী ভেলি বরনারী ॥ জোড়ি ভুজযুগ, মোড়ি বেড়ল, ততহি বদন সুছন্দ। দাম চম্পকে, কাম পূজল, যৈছে শারদ চন্দ ॥ উরহি অঞ্চল, ঝাঁপি চঞ্চল, আধ পয়োধর হেরি। পবন পরাভবে, শারদঘনজনু; বেকত কনল

সুমেরু॥ পুনহি দরশনে, জীবন জুড়াঅব, টুটব বিরহকি ওর। চরণে যাবক, হৃদয়ে পাবক, দহই সব অঙ্গ মোর। ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি, চিত থির নাহি হোয়। সেই যে রমণী, পরম গুণমণি, পুনকি মিলব মোয়॥

কের সখা কে ধনি মাজয়ে গা। যমুনার নীরে, বসি তার তীরে, পায়ের উপরে পা॥ অঙ্গের বসন, করেছে আসন, এলায়ে দিয়াছে বেণী। উচ্চ কুচমাঝে, হেম হার সাজে, সুমেরু-শেখর জিনি॥ আর এক অদ্ভুত, দেখিলাম সঙ্গেতে, তিমিরে রয়েছে বেড়ি। তাহার উপরে, অতি শোভা করে, নয়ন-চম্পক কুঁড়ি॥ সে ধনি দেখিয়ে, মন মূরছায়, ধৈরজ ধরিবে কে। কহে জগন্নাথ, ধরিয়ে চরণে, আনি মিলায়ে দে॥

সখা ও ধনি কে কহ বটে। গোরচনা গোরী, নবীনা কিশোরী, নাহিতে দেখিলাম ঘাটে॥ কিবা সে দোগলি, শঙ্খ ঝলমলি, সরু সরু শশিকলা। সাঁঝেতে উদয়, যেন সুধাময়, দেখিয়ে হইলাম ভোলা॥ নাহিয়া উঠিতে, নিতম্ব তটেতে, পড়েছে চিকুররাশি। কান্দিয়া আন্ধার, কনক চাঁদার, স্মরণ লইল আসি॥ চলু নীল সাড়ী, নিঙ্গুড়ি নিঙ্গুড়ি, পরাণ সহিতে মোর। সেই হইতে মোর, অঙ্গ জর জর, মনমথে মন ভোর॥ দাস লোচন, কহয়ে বচন, শুনহে নাগর চাঁদা। সেই বৃষভানু-রাজার নন্দিনী, নাম বিনোদিনী রাধা॥

সরস সিনান, সমাপয়ি সুন্দরী, মন্দিরে চলু সখী সাথ। নিরজন জানি, কান তাহি উপনীত, সহচর সুবল সাঙ্গাত॥ দেখি বিমোহন, গোকুল চন্দ। রাধা রসবতী, রসিক শিরোমণি, নব পরিচয় অনুবন্ধ। ধ্রু॥ সহচরী পাশে, হাসি হরি পুছত, স্বরূপে কহবি বর রামা। রমণীসমাজমাঝে, গজবরগামিনী, এ ধনি কে অনুপমা॥ সরস সম্বাদ, সম্বোধই সহচরী, কনকদাম রুচি গোরি। মাঝই মাঝ, বিরাজই ও ধনি, বৃষভানু-কিশোরী॥ শুনইতে নাম, প্রেমে পরিপূরল, মাধব অমিয়া সিনান। জ্ঞানদাস কহে, আর কি বিছুরহে, নিশি দিশি ধরল ধিয়ান॥

কিয়ে পেখনু অপরূপ রামা। কুটিল কটাক্ষ, লাখশর বরিখত, মন বান্ধল বিনি দামা॥ পহিল বয়েস ধনি, মুনি-মনোমোহিনী, গতি গজরাজ জিনি

মন্দা ।. বদন ভানু জনু, কনকলতা তনু, উপরহি উজ্জ্বল চন্দা ॥ কাঁচা কাঞ্চন, সাঁচ ভরি তুকুচ, কঞ্চুক মরকত শোভা। বিকশিত কমলে, মধুরে শুতল, তা হেরি রহল মনোলোভা ॥ কহে কবিরঞ্জন, ত্রিপুরচরণে মন, অবধান কর তুহুঁ কান। সহচরী কহে কথা, ত্বরিতে পাঠাও তথা, তবে সে হইবে সমাধান ॥

যথারাগ।

যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনু জ্যোতি। তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমক মতি হোতি॥ যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চলি চলই। তাঁহা তাঁহা থল কমলদল খলই॥ দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি। হামারি জীবন সনে করতহি খেলি॥ ধ্রু॥ যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙ বিলোল। তাঁহা তাঁহা নীল উছলই কালীন্দিক লোল॥ যাঁহা যাঁহা তরুণ বিলোকন পড়ই। তাঁহা তাঁহা নীল উৎপল ভরই॥ যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস। তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥ গোবিন্দ দাস কহে মুগধল কান। চিহ্ন লহু রাই, চিহ্নই যাই জান॥

শ্রবণে নাগরী কহয়ে কথা। বিশাখা সুন্দরী আইল তথা॥ কি কথা কহিছ নাগররাজ। আমারে কহনা মনের কাজ॥ মনেরি বেদন কহবি যবে। বেদনা বাঁটিয়া লইব তবে॥ সকলি কহব তোমারি কাছে। না কহিলে প্রাণ নাহিক বাঁচে॥ দেখিয়া আইলাম এক নারী॥ আমার মন সে করেছে চুরি॥ কহিতে কহিতে সজল আঁখি। নিত্যানন্দ দাস মরমে দুখী॥

এ ধনি সুন্দরী করে ধরি তোর। সো ধনি আনি তনু রাখবি মোর॥ শুন শুন ও বর নাগররাজ। সো ধনি বহু বহু গুরুজনমাঝ॥ বান্ধিতে না জানয়ে আপন কেশ। সহচরী মিলি বনায়ই বেশ॥ ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়। বিহি যদি তোহে কিছু করত সহায়॥ মাধব কুঞ্জে কুসুম অনুপাম। তাহা তুহুঁ যাই করহ বিশ্রাম॥ হাম যাই তব রাইকো ঠাম। বিদ্যাপতি কহে তুহু পরণাম॥

রাইক রূপ, মরমে যব লাগল, মাধব আকুল ভেল। মলয়জ কুসুম, তৈল তাম্বুল, সহচরী করে ধরি দেল॥ সহচরী বহুত যতন করি কহবি। যো কিছু

বচন, কহয়ে বর রঙ্গিনী, আপনা বলিয়া সব সঙ্গবি॥ তুয়া পথ চাহি, হাম রহল কুঞ্জবনে, ত্বরিতে মিলায়বি রাই। তা কর দরশনে, পূরব মনোরথ, তব হাম জীবন পাই॥ শ্যামের বচন শুনি, এ বর সহচরী, হাসি কহত পুন ভাখ। আজুক রজনী, মিলায়ব দুহুঁজন, কহতহি গোবিন্দ দাস॥

দূতী মুখে শুনইতে রাইক রীত। সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত॥ কি কি বলি প্রেমে ভেল ভোর। কহইতে গদ গদ কণ্ঠহি নোর॥ সঙরিতে প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ। অন্তরে উপজিল মদন-তরঙ্গ॥ চলইতে পদযুগ থর থরি কাঁপ। হেরইতে নোরে নয়ন-যুগ ঝাঁপ॥ ঐছনে কুঞ্জে মিলল রাই পাশ। দূরেহুঁ দূরেহুঁ গোবিন্দ দাস॥

নাগর প্রবোধি, চলে বর রঙ্গিনী, মিলল রাইক-পাশ। নয়নক নোরে, লহরী বহি যাওত, কণ্ঠে মিলায়ত ভাষ॥ গোরি কহত তুহুঁ, কাহে আজু রোদসি, কাহে আপদ ভেল তোয়। ব্রজরাজ-নন্দন, মুরছি পড় ভূতলে, নন্দ-যশোমতী রোয়॥ ব্রজবাসী সব, ধাই চলু দেখিতে, কেহ নাহি নগরহি মাঝ। তুহু কর ত্বরিতে, আগে চল দেখিতে, তুহু কিয়ে বৈঠ বিরাজ॥ তুঁহ রাজ নন্দিনী, সেহ রাজনন্দন, যাই দেখহ মঝু সাথ। ইথে যদি না যাওবি, যশোমতী রোখবি, গাড়ে দেওবি তুয়া মাথ॥ এতহু কহইতে রাই মানাওল, চতুর সখীগণ মেলি। নিত্যানন্দ দাস, আশ আজু পূরব, হেরব পহিলহি কেলি॥

কানুক প্রবোধ করি সহচরী যাই। ভুরতহি মিলল রসবতী ঠাঁই॥ শ্যাম-দূতী দেখি রাই লহু লহু বোলে। আদরে আগুসারি বসায়ল কোলে॥ কাহে আওলি দূতি নাগর ছোড়। অকপট কহবি না রাখবি ঘোর॥ চতুর সহচরী আদর জানি। মরম নিবেদন লহুঁ লহু বাণী॥ যব তুহু করলি কালিন্দী-সিনান। তব তোঁহে হেরল নাগর কান॥ মোহে পুছল সোই রসিক মুরারি। হাম কহল বৃষভানু কুঙারী॥ তুয়া নাম শুনিতে অবশ ভেল সোই। গোবিন্দ দাস নিবেদন তোই॥

বালা ধানসী।

হেরইতে হেরি না হেরি। পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥ চতুর সখী সঙ্গে বসই। রস পরিহাসে হসই না হসই॥ পেখলু ব্রজনরনারী।

তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥ হৃদয়-নয়ন গতি-রীতে। সো কিয়ে আন লহত পরাহতে॥ ঐছন হেরইতে গোরি। হঠসঞে পৈঠল মন মাহা গোরি॥ গোবিন্দ দাস চিতে জাগ। চাঁদ কি লাগি সুরয উপরাগ॥

সোহিনী।

সখি রাধা নাম কে কহিলে। শুনি মন কাণ জুড়াইলে। কত নাম আছয়ে গোকুলে। হেন হিয়া না করে আকুলে॥ ঐ নামে আছে কি মাধুরী। শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥ চিতে নিতি মূরতি বিকাশ। অমিয়া সায়রে যেন বাস॥ আঁখিতে দেখিতে করে সাধ। এ যদু-নন্দন মন কান্দ॥

শুনলো রাজার ঝি। তোরে কহিতে আসিয়াছি॥ কানু হেন ধনে, বধিলে পরাণে, এ কাজ করিলে কি॥ বেলি অবসান বেলে। কবে গিয়াছিলে জলে। তাহাকে দেখিয়ে, মুচকি হাসিয়ে, ধরেছিলে সখীর গলে। ও মুখ বয়ান-চান্দে, তারে ডারিলে বিষম ফাঁন্দে। ঝুরিতে আওল, চিনিতে নারল, ওই ওই বলিয়া কাঁন্দে॥ ধনি গুপতে ধরত সেবি, চোরি বল দিল দেবী দেবী। থোরি দরশনে, আশ না পুরল, ভণে বিদ্যাপতি কবি॥

ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর। জগজন কানু কানু করি ঝুরত, সো তুয়া ভাবে বিভোর॥ তরুলতিকা-জীবন মরণকারী, মনু মনে লাগল ধন্ধ। জলদ হেরি, জনু পিয়াসল, চাতক্ চকোর হেরি রহে চন্দ॥ হসইতে করে তুঁহু, দশন দেখাওত, করে কর যোড়হি যোড়। হৃদয় খোলি, কবহু তুয়া আছলি, তাহে হেরি সখী করু কোর॥ কেশ পসারি কবহু, তুয়া আছলি, উরুপর অম্বর আধা সো সব সঙরিতে, কানু ভেল আকুল, কহ ধনি কৈছে সমাধা॥ সকল নিবেদন, করলহু তুয়া আগে, বুঝিয়া করবি বিধানে। পরাণ পুতলি তুহু, সো শূন্য কলেবর, কবি বিদ্যাপতি ভণে॥

চল বৃন্দাবনে ধনি, চল বৃন্দাবনে। সে শ্যাম নাগর ছোড়ি রয়েছ কেমনে॥ মন্দ মন্দ সুশীতল পবন না বহ। স্থকিত যমুনা দুখী তা কূলে রহ॥ না ফুটয়ে তরু-লতা পীড়িত ভ্রমরী। পিক সহ করে গান না নাচে ময়ূরী॥ সব সুখের সুখ তুমি, বুঝিলাম বিশেষ। তোমা বিনে বৃন্দাবনে নহে সুখের লেশ॥ গোবিন্দ দাস কহে কর অবধান। তুমি গেলে তোমার শ্যাম পাইবে পরাণ॥

আজু বনে বৃষভানু দুলারি। সিন্দুর অলকা তিলক মুখমুণ্ডিত, মদন-মোহন মনোমোহনকারী॥ খঞ্জন গঞ্জন, নয়নহি অঞ্জন, মদন ধনুয়া যেন ভাঙ বিভঙ্গে। পীন পয়োধরে, হার বিরাজিত, সুমেরুশেখর জৈছে শোভিত গঙ্গে॥ চরণযুগল পর, জাবক রঞ্জিত, রুনু ঝুনু সুমধুর মঞ্জীর বাজে॥ কঙ্কণ ঝন ঝনি, ঘুঙ্গুর রণ রণি, শুনইতে চমকই মনমথরাজে॥ মত্ত গজজিনি, গমন সুমন্থর, গুরুয়া নিতম্ব পয়োধর ভারি। সহচরী পানে, কমল অবলম্বই, শ্যামমিলনপথে করু অভিসারি॥ ক্ষণে ক্ষণে নয়নে, চকিত ঘন হেরই, সভীত হৃদয় দুরন্তর পন্থ। ঘন বৃন্দাবন, প্রবেশল সখীগণ, মিলল নিকুঞ্জহি রসময় কান্থ॥

সহচরী সঙ্গে রঙ্গে, চলু মাধব, রাধা মিলনকি আশে। অঙ্গ অনঙ্গ-রসে, প্রেম-পুলক ভেল, মনমথ তনু পরকাশে॥ কেলিকদম্ব, নিভৃত নিকুঞ্জ, তহি চলইতে নাগররাজ। রাইক প্রেমহি, সঙরিতে সো হরি, মুরছি পড়ল তহি মাঝ॥ বহুত যতন করি, তবহুত সহচরী, চেতন করায়লি কানে। আঁচরে পবন, নিরখিতে অপরূপ, নাগর হরল গেয়ানে॥ শ্যাম অবশ দেখি, সোই কুঞ্জে রাখি, রাধা মন্দিরে গেল। গোবিন্দ দাস ভণ, রাই অচেতন, সহচরী অন্তরে শেল॥

যথারাগ।

শুনল মুরলী খুরলী পুন রাই। ঘুরণ ঘুর্ণি কিয়ে পড়ল লোটাই॥ এ তোঁহে মাগো চরণযুগ সেবি। মুরলিক রন্ধে নাহিক ফুক দেবি॥ শুন সুন্দর শ্যাম সুজান॥ বেরি এক মোহে দেউ সখীদান॥ধ্রু॥ গোবিন্দ কহইতে বিন্দু ছুটি গেল॥ পুন পুন রসই বধির ভৈ গেল॥ নয়নে নোর বহু ব্যাধিক রঙ্গ। ধোমবিবর ভেল লোহিত অঙ্গ॥ ক্ষণেকে সোই তনু কালিম ভেল। অঞ্জন পুতলি সঞে গাঢ়ি দেল। তহি পুন সো তনু পাণ্ডুর দেখি। বল্লভ দাস কহ তিনরূপ লেখি॥

ভূপালী।

পহিলহি রাধা মাধব ভেট। চকিতহি হেরি বয়ান করু হেট॥ ধ্রু॥ অনুনয় কাতর করতয়ে কান। নবীন রমণী ধনি রস নাহি জান॥ হেরি হেরি

নাগর পুলকহি ভেলা। কাঁপি উঠয়ে তনু স্বেদ বহি গেলা॥ অমিয় হই শ্যাম ধরি রাই হাত। করে কর বারই দেই পহুঁ মাথ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি রহে মনমান। রাজা শিবসিংহ দেবী পরমাণ॥

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ।

ভূপালী॥

হৃদয় আরতি বহু ভয়ে তনু কাঁপি। নয়ন-হরিণে যেন হরি কর ঝাঁপি॥ ভুখিল চকোর সুধা পিবই আশ। ঐছে সময়ে মেঘ নাহি পরকাশ॥ পহিলহি সমাগম রস নাহি জান। কত কত কাকুতি করতহি কান॥ কুচযুগ পরশিতে করে কর ঠেল। নাহক আরতি অতিশয় ভেল॥ পরিরম্ভ আরম্ভে উঠয়ে তরাসি। লাজে নাহি বচন করয়ে প্রকাশ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ নাহি ভায়ে॥ যো রসবন্ত সো ইহ পায়ে॥

এমন হইবে কেবা জানে। তবে কি চাহিতাম শ্যামপানে॥ লোক চরচার ভয়, কুলের ধরম যায়, সে জনা কিছুই না মানে। আমার যুগল আঁখি, যেন সে চাতক পাখী, লাগিয়া রয়েছে শ্যামপানে॥ বেকত হয়েছে অঙ্গে, যেন আইসে সঙ্গে সঙ্গে, পাছে যেন লোকে কিছু বলে। উলটিয়া পুন দেখি, সঙ্গে আর নাহি দেখি, পুন দেখি কদম্বের তলে॥ তাহার মোহন বেশে, সচেতন রহে দেশে, বুঝিলাম জাতি কুল গেল। এমন মোহন কালা, জানি গো নন্দের বালা, গৌর তনু শ্যাম মিশাইল॥ কালা কানুর বরণ, হিয়ায় জাগে অনুক্ষণ, কালা বিনে অন্য না লয় মনে। দাস বৃন্দাবন কয়, এই মোর মনে লয়, চল রূপ দেখি গিয়া বনে॥

সজনি কি হেরিলাম নন্দকিশোর। অনিমিষ নয়নে লাখ শর বরিখয়ে হেরিয়া না পাইনু ওর॥ ইন্দ্র নীলমণি, মুকুর কান্তি জিনি, জগমনোমোহন বরণা। শারদ অমল ইন্দু, নব পঙ্কজে পূজল, অনুপম নয়না॥ বন্ধুক বন্ধ, জিনিয়া মধু মাধুরী, বিলসই মোহন বংশে। বঙ্কিম গীমভরে, মনোমোহন অবতংসে, বিরাজিত অংশে॥ চন্দন তিলক উপরে, অলকাবলী তদোপরি, মুকুতার ঝারা। অনন্ত কহয়ে, ঘন চাঁদের উপরে, যেন সঘনে বরিষে ঘনধারা॥

কি ক্ষণে শ্যামরূপ নয়ানে লাগিল। মনে অভিমান কুলের ধৈরজ ভাঙ্গিল॥ অলপ বয়সে মোর শ্যাম পরিবাদ। বিধি কৈল পরাধিনী না পুরল সাধ॥ কি করব কুল শীলে গুরু গরবিতে। বিকাইনু শ্যাম পায় আন নাহি চিতে॥ আপনা আপনি কথা ভাবি মনে মনে। আপনাকে বলি ধনি এমন হৈলে কেনে॥ বলে বলুক গুরুজন, যাউক জাতি যাউক। মরে মরুক নিজ পতি, আপদ আপনে কউক॥ হেন মনে করি, রূপ হার করে পরি। দেখিলে সে জিয়ে প্রাণ, না দেখিলে মরি॥ জ্ঞানদাস বলে ধনি যে ধন সে বটে। তুমি শ্যামের, শ্যাম তোমার, নহিলে কি ঘটে॥

বরাড়ি।

সহচরী মিলি, চলল বর রঙ্গিনী, কালিন্দী করই সিনান॥ কাঞ্চন শিরীষ, কুসুম জিনি তনুরুচি, দিনকরকিরণে মৈলান॥ সজনি সো ধনি চিতচকোর। চোরিক পন্থ, ভোরি দরশায়ল, চঞ্চল নয়নক ওর॥ ধ্রু॥ কোমল চরণ, চলত অতি মন্থর, উৎপল বাহুক বেণ। হেরইতে হামারি, সজল দিঠি পঙ্কজে, দুহুঁ পাতুক করি নেল। চিত নয়ন মঝু, এ দুহুঁ চোরায়লি, শূন হৃদয় অব মান। মনমথ পাপ, দহনে তনু জারত, গোবিন্দ দাস ভালে জান॥

জলদ শ্যামের রূপ, নয়নে লাগিয়াছে, মরণে না যায় আর হিয়া। কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখখানি মাজিয়াছে, না জানি তাহে কিবা দিয়া॥ কামের কামান, ভুরুর সন্ধান, হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটী আঁখি। তাহার আঁখির ঠারে, পরাণ কেমন করে, নিরবধি শ্যামরূপ দেখি॥ অধরের দুটী কুল, জিনিয়া বান্ধুলি ফুল, হাসিখানি মুখেতে মিলায়। কালিয়া মেঘেতে যেন, বিজুরী সঞ্চারে গো, জাতি কুল মজাইনু তায়॥ চরণে চরণ থুয়ে, কদম্ব হেলন দিয়ে, ত্রিভঙ্গ হইয়া পুরে বেণু। জগন্নাথ দাসে কয়, সকলি শ্যামেরে দিয়া, ঘরে আইলাম নিয়া শুধু তনু॥

কামোদ।

কাঞ্চন কমল, পবনে উলটায়ল, ঐছন বদন সঞ্চারি। সরবস দেই, পালটী পুন বান্ধল; রঙ্গিনী বঙ্ক নেহারি। হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা। নয়নক পরি, আধ নাহি পূরল, পালটী না হেরব রাধা॥ ঘন ঘন আচর, কুচকনকাচল,

ঝাঁপই হাসি হেরি। জনু মধু মন হরি, কনয়া কুম্ভ ভরি, মঞ্জরি রাখত কত বেরি॥ যব মন বান্ধল, ইন্দ্রিয় ফাঁফরঁ, তহি মিলল আন আন। কাঠক মুরতি, ঐছে মুরছায়ত, গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

শ্রীরাগ।

না জানি প্রেমরস নাহি রতি-রঙ্গ। কেমনে মিলব আমি সুপুরুষ সঙ্গ॥ তোহারি বচনে যদি করব পিরিত। হাম শিশু মতি তাহে অপযশ ভীত॥ সখি হে হাম অব কি বলব তোয়। তা সঞে রভস কবহু নাহি হোয়॥ সো বর নাগর নব অনুরাগ। পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥ দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই। জিউ নিকসব যব রাখব কোই॥ বিদ্যাপতি কহে মিছই তরাস। শুনহ ঐছে, নহ তাক বিলাস॥

পট মঞ্জরী।

এই তো গোকুলবাসী, কেহ কিছু জানসি, তাহার চরণে কর সেবা। তোমরা আসিয়া দেখ, রাইর বেয়াধি লখ, রাইয়েরে পাঞাছে কোন দেবা॥ সব দেব হাকারিয়া, কহে শ্রুতি পুটে। কালিয়া কোঙারের নামে কাঁপি কাঁপি উঠে॥ কালিয়া কুঙার নামে থাকে কদম্বের ডালে। সুকুমারী দেখিয়া পেয়েছে শিশু কালে॥ তাহারে আনিয়া সভে তার পূজা কর। পূজা পাইলে যাবে সে আপনার ঘর॥ বংশী বদনে কহে এই কথা দড়। নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড়॥

তুড়ি।

তড়িত বরণী, হরিণ নয়নী, দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে। কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া, গড়িল কোন বা কাজে॥ সই কিবা সে সুন্দর রূপ। চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে, বড়ই রসের কূপ॥ সোনার কটোরী, কুচযুগ গিরি, কনক মন্দির লাগে। তাহারি উপরে, চূড়াটী বনালে, সে আর অধিক ভাগে॥ কে এমন কারিগর, বনাইল ঘর, দেখিতে নারিনু তারে। দেখিতে পাইনু

শিরপা করিনু এমতি মন যে করে॥ হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল, দেখিতে পাইনু সে। ঐছন মন্দিরে, শয়ন যে করে, সে মেনে নাগর কে॥ হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা, পসারি পসারল যেন। চাকুতে কাটিয়া, চাক সে করিয়া, তাহাতে বসাইল হেন॥ অধর সুধা, পড়িছে জুদা, দশন মুকুতা শশী। মোর মনে হয়, এমতি করয়, তাহাতে যাইয়া পশি॥ চণ্ডিদাসে কয়, এ কথা কি হয়, মরম কহিলে বটে। আর কার কাছে, কহ যদি পাছে, তবে সে কুৎসা রটে॥

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরী, চমকি চলিয়া গেল। সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী, ততহি উদয় ভেল॥ সই জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী। ভঙ্গিম রঙ্গিম, মনমহো চাহনি, গলে যে মোতিম হারি॥ অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওরে, ঝঙ্কার করয়ে যাই। অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন, কখন ঝাঁপয়ে তাই॥ মনের সহিতে, মরম কৌতুকে, সখীর কান্ধেতে বাহু। হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী, পরাণ হারানু তহু॥ চলন ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী, চাপটিলে জীবন মোর। অঙ্গুলীর আগে, চাঁদ যে ঝলকে, পড়িছে উছলি জোর॥ চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে, দারুণ চাহনি তার। হিয়ার ভিতরে, পাঁজর কাটিয়ে, বিন্ধিলে বাণ যে মার॥ জর জর হিয়া, রহিল পড়িয়া, চেতন নহিল মোর। চণ্ডিদাস কয়, ব্যাধি সমাধি নয়, দেখিয়া হইনু ভোর॥

শ্রীগান্ধার।

বদন সুন্দর, যেন শশধর, উদিত গগনে হয়। ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে, তিমিরে লাগয়ে ভয়॥ নয়ন চাহনি, ত্রিভঙ্গী সেমনি, তিখিনি তিখিনি শর। দেখিয়া অন্তর, উপজিল ডর, মদন পাইল ডর॥ সই কে বলে কুচযুগ বেল। সোণার গুলি, শোভয়ে ভালি, যুবক বধিতে শেল॥ আজানুলম্বিত, করিবর শুণ্ডিত, কনক ভুজ যে সাজে। হেরিয়া মদন, গেল সে সদন, মুখ না তুলিল লাজে॥ মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার, নিতম্ব বিমান চাক। চরণ কমল যে, ভ্রমরা বুলয়ে, চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক॥ অঙ্গুলীর মাঝে, যাবক সাজে, মিহির শোভিত জনু। চণ্ডিদাস কয়, কি জানি কি হয়, লখিতে নারিনু তনু॥

শ্রীগান্ধার।

একে যে সুন্দরী, কনক পুতুলী, খঞ্জন লোচন তার। বদন-কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে, তিমির কেশের ধার॥ সই নবীন বালিকা সেহ। দেব উপজিল, দেখিতে না পাইল, সুমতি না দিল সেহ॥ নজরে নজরে, পরাণে পরাণে, ধৈরয উঠাইল যে। সঙ্গে কেহ নাই, শুনই ভাই, কাহারে সুধাবে কে॥ দন্তটি যে, দাড়িম্ব বীজে, ওষ্ঠ বিম্বক শোভা। দেখিয়া জুলুফে, মদন লুলুফে, মন যে হইল লোভা॥ গলায় মাল, শোভিছে ভাল, তাম্বুল বদনে তার। চর্ব্বিত চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে, শোভিত পিন্ধন ধার॥ চণ্ডিদাসে বলে, গিয়াছিল জলে, আইল পরাণ ঘরে। রাজার ঝিয়ারী, সুন্দরী নারী, তুমি কি করিবে তারে॥

তুড়ি।

পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী, সখীর সহিতে যায়। সকল অঙ্গ, মদন তরঙ্গ, হসিত বদনে চায়॥ সই কেমন মোহিনী সেহ। যদি সহায় পাই, এ মতি হয়, তা সহ করি যে লেহ॥ ললিত আকার, মুকুতা হার, শোভিত দেখিনু ভাল। যেন তারাগণ, উদিত গগন, চাঁদেরে বেড়িয়া জলে॥ কুচ যে মণ্ডলি, কনক কাটারি, বনালে কেমন ধাতা। হাসির রাশি, মনে খুসী, দান করে যদি দাতা॥ চণ্ডিদাস কহে, যদি দান নহে, কি জানি মাগিবা তায়। যে ধন মাগয়ে, তাহা না পাইয়ে, অপযশ রহি যায়॥

কানু প্রবোধ করি, চতুর সহচরী, ঠমকি ঠমকি চলি যায়। মণিময় আভরণ, রতন ভূষণ, সঘনে বাহু ফিরায়॥ রতন-মন্দির মাহ, প্রবেশিল সহচরী, ভেটল রাইক পাশ। কত না চাতুরী, বচন মাধুরী, তাহে মিশাইয়া হাস॥ শুন শুন বিনোদিনী রাধে। সো বর নাগর, তুয়া লাগি আগর, হেরল বহু পরমাদে। ধ্রু॥ বহুত যতন করি, মোহে পাঠায়ল, তোঁহে অবহু লইবারে। গোবিন্দ দাস কহে, কানু বর আতুর, ধনি তুহুঁ কর অভিসারে॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

তুড়ি।

বেলি অসকালে, দেখিনু ভালে, পথেতে যাইতে সে। জুড়ায় কেবল, নয়ন যুগল, চিনিতে নারিনু কে॥ সই রূপ কে চাহিতে পারে। অঙ্গের আভা,

বসন শোভা, পাসরিতে নারি তারে॥ বাম অঙ্গুলিতে, মুকুর সহিতে, কনক কাটারি হাতে। সিঁথায় সিন্দূর, নয়ানে কাজর, মুকুতা শোভিত নথে॥ নীল সাড়ী, মোহন কারী, উছলিতে দেখি পাশ। কি আর পরাণে, সোঁপিনু চরণে, দাস করি মনে আশ॥ কুচযুগ গিরি, কনক কটোরি, শোভিত হিয়ার মাঝে। ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়ে চায়, মধু-না চাহে লোক-লাজে॥ কিবা সে ভঙ্গিমা, নাহিক উপমা, চলন মন্থর গতি। কোন্ ভাগ্যবানে, পাঞাছে কি দানে, ভজিয়া সে উমাপতি॥ চণ্ডিদাসে কয়, মূরতি এ নয়, বধিতে রসিক জনে। অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া, গড়িল সে অনুমানে॥

আশাবরি।

রমণীর মণি, পেখনু আপনি, ভূষণ সহিত গায়। দেখিতে দেখিতে, বিজুরি ঝলকে, ধৈরযে ধৈরয যায়॥ সই চাহনি মোহনী থোর। মরমে বান্ধিনু, হেরিয়া ভুলিনু, রূপের নাহিক ওর॥ বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে, কর করছে থুইয়া। দেখিয়া লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে, কেমনে ধরিবে হিয়া॥ বদন ছাঁদ, কামের ফাঁদ, ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে। কেশের আগ, চুম্বয়ে টাগ, ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥ রূপের কান্দারে, কেশের আন্ধারে, সাপিনী লাগয়ে মোয়। কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি, এমন সাপিনী থোয়॥ দশন কাঁতি, মুকুতা পাঁতি, হাঁস উগরয়ে শশী। পরাণ পুতলি, হইনু পাগলী, মরমে রহিল পশি॥ শূন যে হিয়া, রহিল পড়িয়া, বস্ত্র রহল তায়। চণ্ডিদাসে কয়, পুন দেখা হয়, তবে সে পরাণ রয়॥

ভুড়ি।

থির বিজুরি, বদন গোরি, পেখনু ঘাটের কূলে। কানড়া ছান্দে, কবরী বান্ধে, নব মল্লিকার মালে॥ সই মরম কহিনু তোরে। আড় নয়ানে, ঈষদ হাসিয়া, আকুল করিল মোরে॥ ফুলের গেডুয়া, লুফিয়া ধরয়ে, সঘনে দেখায়ে পাশ। উচু কুচযুগ, বসন ঘুচায়ে, মুচকি মুচকি হাস॥ চরণ কমলে, মল তাড়ল, সুন্দর যাবক রেখা। কহে চণ্ডিদাসে, হৃদয় উল্লাসে, পুন কি হইবে দেখা॥

তুড়ি।

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ, নিছুনি দিয়ে যে তার। কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত, সিন্দুর অরুণ আর॥ সই কিবা সে মধুর হাসি। হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া, মরমে রহল পশি॥ গলার উপর, মণিময় হার, গগন মণ্ডল হেরু। কুচযুগ গিরি, কনক গাগরি, উলটি পড়ল মেরু। গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ, হেরি সে সুন্দর ভার। বহিয়া দুকুল, চরণের ফুল, জলদ শোভিত ধার॥ কহে চণ্ডীদাস, বাশুলি আদেশে, হেরিয়ে নখের কোণে। জনম সফলে, যমুনার কূলে, মিলায়ল কোন জনে॥

ধানসী।

গেলি কামিনী, গজবরগামিনী, বিহসি পালটি নেহারি। ইন্দ্রজালক, কুসুমশায়ক, কুহকী ভেলি বরনারী॥ জোরি ভুজযুগ, মোরি বেঢ়ল, ততহি বয়ান সুছন্দ। দাম চম্পকে, কাম পূজল, যৈছে শারদ চন্দ॥ উরহি অঞ্চল, ঝাঁপি চঞ্চল, আধ পয়োধর হেরু। পবন পরাভবে, শরদ ঘন জনু, বেকত কয়ল সুমেরু॥ পুনহি দরশনে, জীবন জুড়ায়ব, টুটব বিরহক ওর। চরণে যাবক, হৃদয় পাবক, দহই সব অঙ্গ মোর॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি, চিত থির নাহি হোয়। সে যে রমণী, পরম গুণমণি, পুন কি মিলব মোয়॥

ধানসী।

কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশিবয়না। নিমিখ নেহারি রহল দুয়নয়না॥ অরুণ বঙ্ক বিলোকন থোর। কাল হোই কিয়ে উপজল মোর॥ মানস রহল পয়োধর লাগি। অন্তরে রহল মনো ভব জাগি॥ শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব। চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব॥ আশা-পাশ ন তেজই অঙ্গ। বিদ্যাপতি কহে প্রেম-তরঙ্গ॥

ধানসী।

অলখিতে মোহে হেরি বিহসিতে থোরি। জনু বয়ান বিরাজে চান্দ উজরি॥ কুটিল কটাক্ষছটা পড়ি গেল। মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল॥ কাহার রমণী

কে উহ জান। আকুল করি গেও হামারি পরাণ॥ লীলা কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি। চমকি চললু ধনি চকিত নেহারি॥ তেঞ ভেল বেকত পয়োধর শোভা। কনয়া কমলকলি জনু মনোলোভা॥ আধ লুকায়ল আধ উদাস। কুচকুম্ভ কহি গেও আপনক আশ॥ বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ। গোপত মদন-শর কাহে না লাগ॥

তিরোতা ধানসী।

নয়ুঙা বদনী ধনি বচন কহসি হাসি। অমিয়া বরিখে জনু শারদ পূর্ণিমা শশী॥ অপরূপ রূপ রমণী মণি। যাইতে পেখনু গজরাজগামিনী ধনি॥ সিংহ জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণি। তনু অতি কোমলিনী॥ কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥ কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর। ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলপর॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর। রাইরূপ হেরি গর গর অন্তর॥

কামোদ।

সজনী ভাল করি পেখন না ভেল। মেঘমালা সঙে তড়িত লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল॥ আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি, আধহি নয়ন তরঙ্গ। আধ উরজ হেরি, আধ আচর ভরি, তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥ একে তনু গোরা, কনক কটোরা, অতনু কাঁচলা উপাম। হারে হরল মন, জনু বুঝি ঐছন, পাশ পসারল কাম॥ দশন মুকুতা পাতি, অধর মিলায়তি, মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা। বিদ্যাপতি কহ, অতএ সে দুখ রহ, হেরি হেরি না পূরল আশা॥

গান্ধার।

যাইতে পেখনু নাহই গোরি। কতিসঞে রূপ ধনি আনলি চোরি॥ কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা। চামরে গলয়ে জনু মোতিমহারা॥ অলকহি তিতল তহি অতি শোভা। অলিকুলে কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥ নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা। সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥ সজল চীর পয়োধর সীমা। কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥ তুনকি করইতে চাহে

কে দেহা। অবহি ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা॥ ঐছে কেরি রস না পায়ব আর। ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার॥ বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি। বসনের ভাব ও রূপ নেহারি॥

গান্ধার।

কামিনী করই সিনান। হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥ চিকুরে গলয়ে জলধারা। মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে অন্ধিয়ারা॥ তিতিল বসন তনু লাগি। মুনিহক মানস মনমথ জাগি॥ কুচযুগ চারু চকেবা। নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥ তেঞি শঙ্কা ভুজপাশে। বান্ধি ধয়ল জনু উড়য় তরাসে॥ কবি বিদ্যপতি গাওয়ে। গুণবতী নারী রসিকজন পাওয়ে॥

সিন্ধুড়া।

আজু মঝু শুভদিন ভেলা। কামিনী পেখনু সিনানক বেলা॥ চিকুরে গলয়ে জলধারা। মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা॥ বদন মোছল পরচুর। মাজি ধোয়ল জনু কনয়া মুকুর॥ তেঞি দরশলু কুচযোড়া। পালটি বইঠায়ল কনক কটোরা॥ নীবিবন্ধ করল উদেশ। বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥

তিরতা।

নাহি উঠিল তীরে সে ধনি রাই। মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই। একলি চললি ধনি হয়ে আগুয়ান। উমতি কহই সখী করহ পয়াণ॥ এ সখি পেখনু অপরূপ গোরি। বল করি চিত চোরায়ল মোরি॥ কিয়ে ধনি রাগি বিরা-গিনী হোয়। আশা নৈরাশে দগধে তনু মোয়॥ কৈছে মিলব হামে সো ধনি অবলা। চিত নয়ন মঝু দুহুঁ তাহে রহলা॥ বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি। ধৈরজ ধরহ মিলব বরনারী॥

বিরস বদনে কাহে, বংশী না আলাপই, না কহসি মরমকি ভাষ। অধোমুখ হোই, রোই ঘন কাঁপসি, অব তাহে দীরঘ নিশ্বাস॥ আজু

খালু ভেল পীতবাস। তছু মুখ হেরি, যবহু জিউ ফাটত, দশদিগ লাগত উদাস ।। সহচর বাণী, শুনি মৃদু বোলত, পেখনু অপরূপ নারী। মঝু মুখ হেরি, মধুর মৃদু হাসই, আকুল মরম হামারি ।। নব যৌবনী ধনি, রমণী শিরোমণি, হেম কমল জিনি অঙ্গ। কহে যদুনাথ, আশ হৃদে অতিশয়, কবহু মিলব তছু সঙ্গ ॥

কামোদ—সুহইরাগ।

রতন মুঞ্জরী ধনি, লাবণি সায়র, অধরহি বাঁধলি রঙ্গ। দশনকাঁতি কত, দামিনী ঝলকত, হসইতে অমিয়া তরঙ্গ।। সজনি যাইতে পেখনু রাই। মুঝু হেরি সুন্দরী, ভরমই চঞ্চল,চকিত চমকি চলি যাই ।।ধ্রু।। পদ দুই চারি, চলই যব নাগরী, রহই নিমিখ শর জোরি। বিষম বিশিখ শর, অন্তর জর জর, সরবস লেওলি মোরি। মঝু মন যশ গুণ, ধৃতি মতি সাধস, লেই চলল সব বালা। গোবিন্দ দাস কহ, বুঝই না পারিয়ে, জপতহি তুয়া গুণমালা ॥

শ্রীরাগ।

তনুরুচি হারি কির ণমণি কাঁতি। পহিরল নীল বসন কত ভাঁতি ।। যে লুলে হার কি বিজুরিক লেহ। লাজে লুকাওয়ে সঘনে ঘন মেহ॥ দেখ সুবল বিপিনে কোন গোরি। বলকিয়ে চিত চোরাওই হামারি ।। ধ্রু ।। খঞ্জন গঞ্জন লোচন জোর। যৈছে চিত্রগতি চারু চকোর।। হেরি হেরি আওয়ে করিয়ে অনুমান। খঞ্জন খঞ্জ ভেল চলই না জ্ঞান ।। চলইতে রুনুঝুনু মঞ্জীর বোলই। মনসিজ মন্ত্র বেকত জনু ভোলই ।। ইহা কৈছে ধৈরয ধরবহি কান। গোবিন্দ দাস এতহু নাহি জান ।।

করি জলকেলি আনসঞে বালা। হেরিনু পথে জনু চাঁদকি মালা॥ অপরূপ রূপ নয়নে মঝু লাগি। মরমে হি মাধুরী অনুক্ষণ জাগি ॥ধ্রু॥ এ সখি এ সখি মোহে হেরি রাই। বিহসি রহিল ধনি. গীম মোড়াই॥ সো মুখ ঝলমল নিরমল জ্যোতি। ললিত নাসিক বেশর মোতি॥ রঙ্গিম অধরপর চরকই কাঁতি। মদন

যখন বৈছে ফাঁসক ভাঁতি ॥ রঙ্গিণী কেশ বিথারলি পিঠে । চকিতহি ততহি পড়ল মঝু দিঠে ॥ ঐসে সুকেশিনী হাম নাহি দেখ । চিত মুরতি হিয়ে রহলহি লেখ ॥ পদ অঙ্গুলি নখ যাবক, শোভা দশ ভই অরুণ চাঁদ রহুঁ লোভা ॥ সো পদ কমল নয়নে করি নেব । গোবিন্দ দাস যব অনুমতি দেব ॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী ।

কুসুমিত কানন, হেরি শচীনন্দন, ডারত কাহে ঘন শ্বাস । ক্ষণে করতলে, অবলম্বই মুখশশী, ক্ষণে ক্ষণে রহত উদাস ॥ দেখ নব ভাব তরঙ্গ । জো অভিলাষই, প্রকট নবদ্বীপ, তাকর নাহিক ভঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ চঞ্চল নয়ানে, চাহ চঞ্চলমতি, ক্ষিতি পতি মত্ত গজরাজ । পুন পুন ঐছন, হেরত ফুল বন, কহত নাহি বুঝিয়ে কাজ ॥ ঐছন ভাঁতি, করি তারল ত্রিভুবন, ভাসায়ল প্রেমামৃত দানে । রাধামোহন, বিন্দু না পাওল, আপন করম বিধানে ॥

শ্রীগান্ধার ।

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুমময় গৌরি । নিরমিল মুরতি যতন করি তোরি ॥ তুয়া অনুভবে আলিঙ্গই তাই । সো তনু তাপে ভসম হই যাই ॥ শুন শুন শুন বৃষভানু কিশোরি । তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি ॥ ধ্রু ॥ ঝামর নীল উৎপল অঙ্গ । লোরে না হেরই নয়ান-তরঙ্গ ॥ বিগলিত মুরলী খুরলি বহুদুর । অনুক্ষণ মদন দহন ভরিপুর ॥ বিছুরল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটী । সহচরী হেরি মরত জিউ ফাটি ॥ জিউ রহুই বর তুয়া রস আশে । তাহারি চরণে রহে গোবিন্দ দাসে ॥

ভাটীয়ারী ।

সুন্দরি, তোহে লাগি আকুল কানাই । মাধবী কুসুমকুঞ্জে, ঘন আঁধিয়ার পুঞ্জে, বৈঠল বেশ বনাই ॥ ধ্রু ॥ কুসুম শয়ন করি, আবেশে অবশ হরি, তুয়া রূপ সঙরে । তুয়া রূপ হেরি হেরি, চৌদিকে ফিরি ফিরি, নাম ধরি মুরলীপূরে ॥

দেখনা মধুর নিশি, উজর পূর্ণিমা শশী, চৌদিগে পিককুলনাদ। মলয় পবন বায়, সে হেন নাগর তায়, যৌবন করল পরমাদ॥ বেশ বনাই, কত, না কর বিলম্ব এত, মুরলী না শুন ঐ কানে। তরুলতা আদি যত, অনুরাগে পুলকিত কৃষ্ণদাস রস গানে॥

ধানসী।

প্রেমময়ি আগো রাই, তোমারে মিলল গুণনিধি। জনমে জনমে কত তপ করিলে, সে ফল সফল কৈল বিধি॥ ধ্রু॥ কবে কর ধরি, যতেক বলিল হরি, সে সব কহিব কত। তো বিনে আন নাহি জানে, রাধা রাধা জপে অবিরত॥ বিলম্ব না কর, বৃন্দাবনে আগুসার, নাগর সকল তুয়া আশে। যদুনাথ দাসে কয়, যদি বা আজ্ঞা হয়, কানুরে আনি যে তুয়া পাশে।

সিন্ধুরা।

দেয়াশিনী বেশে, মহলে পবেশে, রাধিকা দেখিবার তরে। সুরক্তচন্দন, কপালে লেপন, কুণ্ডল কাণেতে পরে॥ নাগর সাজি বাম করে ধরে। পিন্ধিয়া বিভূতি, সাজল যুবতি, কদাক্ষ জপয়ে করে॥ কহে জয় দেবী, বজপুর সেবি, গোকুল রক্ষক নীতি। গোপ গোয়ালিনী, সুভগদায়িনী, পূজ দেবী ভগবতী॥ আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী, আইলা দেয়াশিনী কাছে। জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে, বলে গোপ ভাল আছে॥ সভাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়, মনে ভয় না ভাবিবে। তোমাদের পতি, সুন্দর মতি, সভাকার ভাল হবে॥ সঙ্কেতে কুটিলা, আসিলা জটিলা, পড়যে চরণ ধরি। আমার বধূর, পতির সঙ্গম, বর দেহ কৃপা করি॥ শুনি দেয়াশিনী, হরষিত বাণী, জটিলা সমুখে কয়। বধূকে লইবে, ভালই হইবে, নিকটে আনিতে হয়॥ জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া, আপন বধূর হাতে। বসিলা হরিষে, দেয়াশিনী পাশে, ঘুচায়ে বসন মাথে॥ দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভ বাণী, সব সুলক্ষণ যুতা। গন্ধর্ব্ব পাবনী, যশোদা-নন্দিনী, রাধা নাম ভানুসুতা॥ ধরি ধরি হাতে, মনের আনন্দেতে, নিরখে বদন তার দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে, মদন করিল কার॥ সাজটী খুলিয়া, ফুলটী তুলিয়া, বান্ধল নাগরী চুলে॥ আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে, কলঙ্ক নহিবে কুলে॥ শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি, এ কথা কহবি মোয়। আমার হৃদয়ে, বেথাটি বুঝায়ে, তবে সে জানিয়ে তোয়॥ একটি শপতি, রাখহ যুবতী, কহিতে বাসি যে ভয়। পরপতি সনে, বেন্ধেছ পরাণে, ইহাই দেবতা

কয়॥ হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি, দেয়াশিনি ঘর কোথা। আমার ঘর, হয় যে নগর, কহিব বিরল কথা॥ সঙ্কেত বুঝিয়া, নয়ান ফিরিয়া, ডাক করে এক দিঠে। নিরখি বদন, চিনিল তখন, শ্যাম নাগর দিঠে॥ ধীরি ধীরি করি, বসন সম্বরি, মন্দিরে চলিলা লাজে। চণ্ডীদাসে কয়, সুবুদ্ধি যে হয়, বেকত করয়ে কাজে॥

সিন্ধুরা।

নাগর আপনি, হৈলা বণিকিনী, কৌতুক করিব মনে। চুয়া যে চন্দন, আমলকী বর্ত্তন, যতন করিয়া আনে॥ কেশর যাবক, কস্তুরি দ্রাবক, আনিল বেণার জড়। সোন্ধা সুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন, আনিল মুথা শিকড়॥ থালিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া, উপরে বসন দিয়া। মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী, ভানুর দুয়ারে গিয়া॥ চুবক লইয়ে, ফুকরি কহয়ে, আইল দাসী যে তবে। মোদের মহলে, আসি দেহ বলে, অনেক নিতে যে হবে॥ থালিতে ধরিয়া, আইলা লইয়া, যেখানে নাগরী বসি। চুয়া সুচন্দন, করহ রচন, বেণ্যানী অনেতে খুসী॥ চন্দন চুবক, লইবে কতেক, জানিতে চাহি যে আমি। সকলি লইব, বেতন সে দিব, যতেক আনহ তুমি॥ আমলকী হাতে, দিল যে মাথে, ঘসিতে লাগিল কেশ। ঘসিতে ঘসিতে, শ্রম যে হইল, নাগরী পাইল ক্লেশ॥ সুমধুর বাণী, কহে সে বেণেনী, চুয়া মাখিবার তরে। চুল যে ছাড়িয়া, হাত নামাইয়া, মাথায় হৃদয় পরে॥ পরশে নাগরী, হইলা আপরি, পড়িলা বেণেনী কোরে। নিদ সে আইল, অতি সুখ হইল, সব শ্রম গেল দূরে॥ বেণ্যানী বোলে, গেল সে ব'লে, যাইতে চাহি যে ঘরে। উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি, কহে কি লাগিবে মোরে॥ বট আনিবারে, কহিল সখীরে, শুনিয়া নাগর-রাজে। কহে না লইব, আর ধন নিব, না কহি তোমারে লাজে॥ কহ না কেনে, কি আছে মনে, শুনিতে চাহি যে আমি। থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে, থির হৈয়া কহ তুমি॥ বেণ্যানী কহয়ে, হিয়ার ভিতরে, বড় ধন আছে সেহ। কৃপা যে করিয়ে, বাস উঘাড়িয়ে, সে ধন আমারে দেহ॥ তখনে নাগরী, বুঝিল চাতুরী, হাসিয়ে আপন মনে। গন্ধের বেতন, হইল এমন, জীবন যৌবন টানে॥ কর সমাধান, বুঝিলাম কান, আর না বলিহ মোরে।

এতেক গুণে, মারহ প্রাণে, কেবা শিখাইল তোরে॥ পরের নারী, আশ করি, মরয়ে আপন মনে। কোথা বা হয়েছে, কেবা বা পেয়েছে, না দেখি যে কোন স্থানে॥ চণ্ডীদাসে কয়, কত ঠাঁই হয়, যাহাতে যাহাতে বনে। যৌবন ধনে, কিবা বা মানে, সুঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥

না রহে গুরুজন মাঝে। বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে॥ বালাজন সঞে যব রহই। তরুণী পাই, পরিহাস তাহি করই॥ মাধব তুয়া লাগি ভেটল রমণী। কো কহে বালা কো কহে তরুণী॥ কেলি রভস যব শুনে। আনত হেরি ততহি দেই কানে॥ ইথি যদি কোই করয়ে পরচারি। কান্দন মাখি হাসি দেই গারি॥ সুকবি বিদ্যাপতি ভণে। বালা-চরিত রসিকজন জানে॥

পট মঞ্জরী।

মাধবীলতার তলে বসি। চিবুকে ঠেকন দিয়া বাঁশী॥ তোহারি চরিত অনুমানে। যোগী যেন বসিয়া ধেয়ানে॥ হরি হরি যব গেল রাধা। হাঁচি জেঠি না পড়িল বাধা॥ জল গেলে কি করিবে বান্ধে। নিশি গেলে কি করিবে চান্দে॥ জিউ গেলে কি কাজ শরীরে। রাধা বিনু কি নন্দকুমারে॥ রাধা রাধা জপে অবিরাম। না জানি কি হয়ে ঘনশ্যাম॥

শ্রীরাগ।

এ ধনি এ ধনি বচন শুন। নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥ না বাঁধে চিকুর, না পরে চীর। না খায় আহার না পিয়ে নীর॥ দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি। যত তত করি, নহিয়ে সুধি॥ সোণার বরণ হইল শ্যাম। সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥ না চিনে মানুষ নিমিখ নাই। কাঠের পুতুলি রহিছে চাই॥ তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥ আছয়ে শ্বাস, না রহে জীব। বিলম্ব না কর আমার দিব॥ চণ্ডীদাসে কহে বিরহ বাধা। কেবল মরমে ঔষধ রাধা॥

তুড়ি।

এ ধনি কর অবধান। তো বিনু উনমত কান॥ কারণ বিনু ক্ষণে হাস। কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥ আকুল অতি উতরোল। হা ধিক ধিক বোল॥ কাঁপয়ে দুরবল দেহ। ধরই না পারই কেহ॥ বিদ্যাপতি কহ ভাখী। রূপ নারায়ণ সাখী॥

সুহই।

শুন শুন গুণবতী রাধে। মাধব বধিলে কি সাধ বিষাদে॥ চাঁদ দিনহি দিনহি দীনহীনা। সো পুন পালটী খনে খনে ক্ষীণা। অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি। ভাঙ্গি গড়য়ের বুঝি কত বেরি॥ জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ। তব যৌবন যব-সুপুরুখ সঙ্গ॥ সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহ ছাড়ি। দিনে দিনে চাঁদ-কলা সম বাড়ি॥ তুহু বৈছে নাগরী, কানু রসবন্ত। বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥ তুহু যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ। চৌর পিরিতি হোয়ব, লাখ গুণ রঙ্গ॥ সুপুরুখ ঐছন নাহি জগমাঝ। আর তাহে অনুরত ব্রজ সমাজ॥ বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ। রূপ গুণবতীকা ইহ বড় কাজ॥

শ্রীরাগ॥

না জানি প্রেমরস, নাহি রতি রঙ্গ। কেমনে মিলব যান সুপুরুখ সঙ্গ॥ তোহারি বচনে যদি করব পিরিতি। হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীতি॥ সখি হে হাম অব কি বলিব তোয়। তা সঙে রভস কবহু নাহি হোয়॥ সো বর নাগর নব অনুরাগ। পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥ দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই। জীউ নিকসব যব রাখব কোই॥ বিদ্যাপতি কহ মিছাই ত্তরাস। শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥

ভাটিয়ারী।

পরিহর হে সখি তোহে পরণাম। হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥ বচন-চাতুরী হাম কছু নাহি জান। ইঙ্গিত না বুঝিয়ে, না জানিয়ে মান॥ সহচরী মিলি বনাওত বেশ। বান্ধতে না জানই আপন কেশ॥ কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত। কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥ সো বর নাগর রসিক সুজান। হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥ বিদ্যাপতি কহে কি বলব তোয়। আজুক মিলন সমুচিত হোয়॥

কানড়া।

শুন শুন মুগধনি মঝু উপদেশ। হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥ পহিলহি অলকা তিলকা করি সাজ। বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥ যাওবি বসনে

ঝাপি সব অঙ্গ। দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ॥ সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি। কুটীল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥ ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ। দৃঢ় করি বান্ধবি নিবীহক বন্ধ॥ মান করবি, কছু রাখবি ভাব। রাখবি রস পুন পুন আব॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব। যে গুণবন্ত সোই ফল পাব॥

সোহই।

গহন বিরহকলাগি। রজনী পোহায়ই জাগি॥ করংহি তোহারি ধেয়ান। নিঝরে ঝরে দুনয়ান॥ এ ধনি জানি কহ আন। তো বিনু আকুল পরাণ॥ শীতল পীত নিচোল। তোহারি ভরমে করু কোল॥ সো রস পরশ না পাই। মুরছিত ধরণী লোটাই। মনমথো মদন-তরঙ্গ। ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ॥ এ ধনি চল তাহি পাশ॥ সো কানুরই তোরি আশ। কহতহি গদ গদ ভাষ। না বুঝল গোবিন্দ দাস॥

বরাড়ি বা ধানসী।

কতয়ে কলাবতী, যুবতী সুমুরতি, নিবসতি গোকুল মাহ। হরি উপহাসে, রভস রসে, কুটিল নয়নে নাহি চাহ॥ সুন্দরী অতএ করিয়ে অনুমান। শুভ-ক্ষণে স্বামী, বরত তুহুঁ ছোড়লি, নারীবরত নিল কান॥ধ্রু॥ তুয়া নিজ নাম, গান ঘন গাবই, সো এক আথর রঙ্ক। শুনইতে রাতি, রতন রতি রাতুল, চমকই তোহারি আতঙ্ক॥ তুয়া গুণ গান, নাম ঘন গাবই, আর কত মুরলী নিশান। সহচরী কোরে, ভোরি তোহে ডাকই, গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

শ্রীরাগ।

চান্দ নেহারি, চন্দনে তনু লেপন, তাপ সহই না পার। ধবল নিচোল, বহই না পারই, কৈছে করব অভিসার॥ সুন্দরী তুয়া লাগি সম্বাদল কান। বিরহে ক্ষীণতনু, অনুক্ষণ জর জর, অব ইথে বিহি ভেল বাম॥ যতনহি মেঘ-মল্লার, আলাপই তিমির পয়াণ গতি আশে। আওত জলদ, ততহি উড়ি যায়ত, উতপত দীরঘ নিশ্বাসে॥ তুয়া গুনগান, নাম জপি জীবই, বহু পুলকায়িত দেহা। গোবিন্দ দাস কহ, ইহ অপরূপ নহ, যাহা ইহ নব নব লেহা॥

মথারাগ।

মঞ্জু রজন, নিকুঞ্জ মন্দিরে সোঙরি সে গুণ গাম। মরম অন্তর, জপই মন্তর, একলি তুহারি নাম॥ সুন্দরি তেজহ কপট ছন্দ। মদন হিল্লোলে, তো বিনু দোলত, নন্দ-নন্দন চন্দ॥ধ্রু॥ হিম হিমকর, সলিল শিখর, নিন্দয়ে কালিন্দী তীর। সরস চন্দনে, পরশে মুরছই, জনত সজল ঠির॥ কবহু কবহু উঠত, বৈঠত, পন্থ নেহারই তোর। অমল কমল, নয়ন যুগল, সঘনে গলয়ে নোর॥ এতহু যতনে, পুরুষ রতনে, চিতে হু নাহি আশোয়াস। গহন বিরহে, দহনে দহই, কহই গোবিন্দ দাস॥

ধানসী।

রসবতী সরস পরশে মুখ বঙ্কে। কি করব চন্দন ইন্দু পঙ্কে॥ শুন শুন রমণী-শিরোমণি রাধে। তো বিনু কানুক সবহু ভেল বাদে॥ধ্রু॥ সো তনু কর, কিশলয় আহা কি। ফল তাহা তরু কিশলয় ভাগি॥ কমলিনী কোরে তাপন তেজে। বিকল তাহা কমলদল সেজে॥ বিধুমুখি চুম্বনে যাহে না সোইয়ে। কি করব তাহা বিধু-কিরণ বিগয়ে॥ এত দিনে দূরে গেল সব ভাণ। জানিনু অবতুয়া অনুচর কান॥ অতএ নাগরি জনি কহ আন। গোবিন্দ দাস তোহারি গুণগান॥

শ্রীরাধার আপ্তদূতী॥

নীরদ নয়ানে, নব ঘন সিঞ্চনে, পুরল মুকুল অবলম্ব। স্বেদ মকরন্দ, বিন্দু বিন্দু চয়ত, বিকসিত ভাবকদম্ব। কি পেখনু নটবর গৌর কিশোর। অভিনব হেম,—কল্পতরু সঞ্চরু সুরধুনি তীরে উজোর॥ধ্রু॥ চঞ্চল চরণ কমল তলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর॥ পরিমল লুবধ সুরাসুর ধাবই অহ নিশি রহত আগোর॥ অবিরত প্রেমরতন ফল বিতরণে অখিল মনোরথপূর। তা কর চরণে দীন হীন বঞ্চিত গোবিন্দ দাস রহু দূর॥

শ্রীরাগ।

লোচন শ্যামর, বচনহু শ্যামর, শ্যামর চারু নিচোল। শ্যামর হার, হৃদয়মণি শ্যামর, শ্যামর সখী কর কোর॥ শুন শ্যাম ইথে জনি বোলবি আন। অচপল

কুলবতী, মতি উমতায়লি, কি যে তুহুঁ মোহন জান ॥ধ্রু॥ মরমহি শ্যামরু, পরিজন শ্যামর, শ্যামর মুখ-অরবিন্দ। ঝল মল লোরে, লোলত কাজর বিগলিত লোচনবৃন্দ ॥ মনরথ সাগর, রজনী উজাগর, তোহ নাগর পুন ভোর। গোবিন্দ দাস, কতহি আশ, আসব মিলব সুনন্দকিশোর ॥

ধনাশ্রী।

রঙ্গিনী সঙ্গে, তুঙ্গ মণি-মন্দিরে, দশ দিশ হেরইতে রামা। কো জানে কি ক্ষণে, তোহে দিঠি লাগল, মূরছি পড়ল সেই ঠামা ॥ মাধব কি তুয়া নয়ান সন্ধান। কুলগিরিরাজ, লাজ ঘন কণ্টক, ভেদি মরম পরে হান ॥ধ্রু॥ বিরহ বিষানলে, জ্বলত কলেবর, ঘন লুটই মহি পঙ্কা। তুহুঁ পুরুষমণি, তোহে চটয় জনি, তিরি বধ বিপুল কলঙ্কা। সব সখী মিলে, কতহু আশ আসব, বেদন কৈ না জান। গোবিন্দ দাস ভণ, তোহারি পরশ পুন, নহে কৈছে রহত পরাণ ॥

কেদার।

শুন শুন নিরদয়-হৃদয় মাধব, সে যে সুন্দরী রাই। বিরহে জর জর কনক মাজঁরি রহল রূপক ছাই ॥ আওয়ে মধুঋতু, মধুর যামিনী, কামিনী চিতক-চোর ॥ কুসুম সায়ক, জীবন গাহক, তহুঁ সে রতি-রসে ভোর ॥ সে অঙ্গ ছট ফটি, কৈছে মিটব, তপত সহচরী অঙ্গ। ঝর ঝর লোচন-লোরে নয়ন নোরে মহি করু পঙ্ক ॥ এতহি বিরহে, আপই মূরছই, শুনহ নাগর কান। প্রতাপ আদিত, এ রসে ভাসিত, দাস গোবিন্দ গান ॥

ধানসী।

হরি হরি মাধব কি কহব তোই। তুয়া গুণে মুগধ লুবধ ভেল রাই ॥ধ্রু॥ মলিন চিকুর ভেল চীরে। করতলে বয়ন নয়ন ভেল নীরে। উরুপর দোলত চাঁচর বেণী। কনয় কটোরা মাঝে কাল সাপিনী।
কোই সখী হেরই, কোই নিশাসা। নলিনীদলে কোই করয়ে বাতাসা ॥ কৈ সখি বোলত আওত হরি। শুনিয়া চেতন হামে নাম তোহারি ॥ বিদ্যাপতি রস গায়। বিরহিণী বিরহ সমুঝায় ॥

কড়ুখা।

তুয়া অপরূপ রূপ, হেরি দূর সঞে, লোচন মন দুহুঁ ধাব। পরশক লাগি, জাগি তনু অন্তর, জীবন বহ কিয়ে যাব॥ মাধব তোহে কি কহিব কবি-ভঙ্গী। প্রেম আগেয়ান, দহনে দানি পৈঠলি জনু তনু দহত পতঙ্গ॥ কহত সম্বাদ, কহই না পারই, কৈছে বিশোয়া সব বালা। অনুক্ষণ ধরণী শয়নে কত মেটব মুতনু অতনুশরজালা॥ কালিন্দীকূল, কদম্ব-কানন, নামে নয়ানে ঝরু বারি। গোবিন্দদাস কহই অব মাধব কৈছে জিয়ব বরনারী॥

ধানসী স্থহই।

কাঞ্চন গৌরি, ভোরি বৃন্দাবনে, খেলই সহচরী মেলি। তুয়া দিঠি-মিঠি, গরলে তনু জারল, কৈখনে শ্যামরী কেলি॥ মাধব সো অবিচল কুলবামা। মরমহি গোই, রোই দিন যামিনী, গুণি গুণি তুয়া গুণগামা॥ ধ্রু॥ গুরুজন অবুধ, মুগধ মতি পরিজন, অলখিত বিষম বেয়াধি। কি করব ধনি, মণি মন্ত্র মহৌষধি লোচনে লাগল সমাধি॥ ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ ভঙ্গ তনু মোড়ই, কহত ভরমময় বাণী। শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাঁপই, গোবিন্দদাস কিয়ে জানি॥

গান্ধার পটতাল।

সহজে ননিক পুতলি গোরি। জারল বিরহ-অনলে তোরি॥ বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ। শ্যামরি সঙরি তোহারি নাম॥ মাধব কহনু তোয়। সমতি ন দেই দিন রজনী রোয়॥ ধ্রু॥ অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল। পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুরাতুল॥ কুমল কবরি উবহি লোল। সুমেরু উপরে চামর ডোল॥ গলায় এ গজমোতিম হার। বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥ অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল। জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল॥

যথা-রাগ।

সাঁঝ কি সময়ে,যব ধনি সুন্দরী নিরখিতে নাগর কান। রতন ঝরকা তেজি, ও বর নায়রী মন্দিরে করল পয়াণ॥ মন্দির মাঝ রতন পালঙ্ক, তহি সুতলি রূপবতীবালা। শ্যাম জলধর সঙরি সঙরি, ধনি বাড়ল মদন কি জ্বালা॥ ক্ষণে

ক্ষণে উঠত, ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত, তেজি শয়ন-সুখ রঙ্গ ॥ পুনঃ পুনঃ কহে ধনি, রমণী শিরোমণি,কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥ রাইক এ সব,বিরহক বেদন, নিরখিতে সহচরী নারী। পবনহু কি মন, গমন গতি আয়ত, আনিতে রসিক বেহারি ॥ কুঞ্জক মাঝ, প্রবেশ ভেল সহচরী, মিলল নাগর রায়। গোবিন্দদাস কহে, রাইক বেদন, সহচরী কহত বুঝাই ॥

শুন মাধব অব নাহি জিয়ত রাধা। সঙরি তোহারি গুণ, অন্তরে পুনঃ পুনঃ, বাড়ল মদন কি বাধা ॥ ক্ষণে ক্ষণে উঠল, ক্ষণে ক্ষণে বৈঠল, তেজি শয়ন-সুখ-রঙ্গ। ক্ষেণে ক্ষেণে কহে ধনি, রমণী শিরোমণি, কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥ রাইক এ সব, বিরহক বেদন, শুনইতে নন্দকিশোর। মদন কলারসে, অন্তর জর জর, রভসে প্রেম রসে ভোর ॥ তবহি কহে হরি, শুন শুন সহচরি, ছোড়ত সব অভিমান। সোই কলাবতী, আনি মিলায়বি, একবেরি রাখবি পরাণ ॥ শ্যামর বচন, শুনি ধনি সহচরী, হরি করে ধরি করু সাজ। গোবিন্দদাস ভণে, রাইক দরশনে সাজল শ্যামররাজ ॥

রাই অচেতন নিরখিতে সহচরী অন্তরে করয়ে বিচার। শ্যাম অবশ তাঁহা রাই অবশ হিহা, আর কি ক'রব পরকার ॥ ঐছে কহল ধনি, দেহ চন্দন আনি, রাই মুখে সিঞ্চহ নীর। উঠই সুন্দরী, শ্যাম-রসে আগরি, করে ধরি পহিরল চীর ॥ মলয়জ নীর পবনে ভেল শীতল, রাই সচেতন ভেল। তৈখনে সহচরী, রাইক কর ধরি শ্যাম সম্ভাষণে নেল ॥ শ্যাম পাশ, মিলল বর সুন্দর, রসবতী সুনাগরী রাধা ॥ মৃত সঞ্জীবনী ধনি, পরশহি নাগর, খণ্ডিত মনসিজ বাধা ॥ নাগরী নিরখিতে, রসময় নাগর, উঠল কুঞ্জ বিহারী। রাইক ওরূপ, নিবিড় আলিঙ্গই, গোবিন্দদাস যাও বলিহারি ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং দূতী।

পৌগণ্ডবয়স শেষ গৌরাঙ্গ সুন্দর। ভুরুয় নাচনি করে কিবা সে অন্তর ॥ লাজে অবনত মুখ আর আঁখি দুটী। বুঝিতে নারিনু এই ভাব পরিপাটী ॥ বাম নয়নে তহি কটাক্ষ করয়। মধুর মধুর স্মিত করে বুঝল না হয় ॥ কুন্দন কনয়া জিনি অঙ্গ ঝলমলি। রাধামোহন পহুঁ ভাবে কুতুহলী ॥

ভাটিয়ারী—একতালি তাল।

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বড় রঙ্গ। কামিনী কাম মনহি মন সঞ্চরু, তৈছন ললিত ত্রিভঙ্গ॥ ধ্রু॥ শীতল বয়ান কমল অতি সুন্দর, শোভা বরণি না হোয়ে। কত কত চাঁদ মলিন ভেল রূপ হেরি, কোটী মদন পুন রোয়ে॥ চামরী চামর লাজে সুকুঞ্চিত হেরই কেশকবন্দ। পন্থহি পন্থ চলতি অতি মন্থর, মদগজ মদন ছন্দ॥ আন উপদেশে, বোলত করি চাতুরী মধুর মধুর পরিহাস। নিজ অভিযোগ, করত পূরব মত, ভণ রাধা মোহনদাস॥

গৌরী নাট।

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরি। কুসুমিত রস তনু নিরমিত তোরি॥ধ্রু॥ আনন হেম কমল পরকাশ। সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ॥ অপরূপ তিল ফুল সুললিত নাস। সৌরভে জিতল অমর তরু বাস॥ নয়ন যুগল নীল উৎপল জোর। সহজে সোহায়ন শ্রবণক ওর॥ বান্ধলি অধরে মিলিত যেও হাস। অঙ্গুলিত কুন্দ কুসুম পরকাশ॥ সব তনু ফুটত চম্পক গোর। পানিক তল থল কমল উজোর॥ গোবিন্দ দাস অতএ অনুমান। পূজহ পশুপতি নিজ তনু জান॥

গান্ধার।

মদন কিরাত কুসুম শর দারুণ, বৃন্দাবন বনমাঝ। তাঁহি আকুল হরি, তোহারি স্মরণ করি, পরিহরি পৌরষ লাজ॥ এ ধনি তুয়া দিঠি অথির সন্ধান। মনমথ মাতল, যুড়ি নয়ন-শর, হানল হামারি পরাণ॥ ধ্রু॥ তুয়া স্মরে জর জর, জীবন অন্তর, কিয়ে ক'রব নাহি জান। নিজ যশ চাহি রাই অব দেয়বি, অধর সুধারস পান॥ মণিময় হার, তরঙ্গিণী-তীরহি, কুচ-কনকাচল ছায়। ঐছে তপন, জন গুপতে রাখবি, গোবিন্দদাস গুণ গায়॥

ধানসী।

গোকুল নগরে. ইন্দ্রপূজা করে, দেখি আইল যত নারী। নগর ভিতরে, মহা

কলরব, নাগর হইলা পসারি ॥ দোকান দাকান, মিলিয়া তখন, দেখিয়া গাহকি গণ। কহয়ে পসারি, বহু দ্রব্য আছে, যে নিতে চাহ যে ধন ॥ মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার, পোতিক মাণিক যত। বহুদিন মনে, আনিল যতনে, তোমাদের অভিমত ॥ খণ্ডিকা পুতিয়া, মুকুতা ঝুলাইয়া, কহয়ে গাহকি আগে। শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি, দোকান নিকটে লাগে ॥ সুমধুর বাণী, বলে সে দোকানী, কিসের লইবে ছড়া। মুকুতা মাল, লইবা ভাল, কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥ শুনি নারীগণ, বলয়ে বচন, গাহকী নহি যে মোরা। কিবা ভাগ্য মেনে, দেখিছ জনমে, এমন ধন যে তোরা ॥ যুবতী রসাল, নিল এক মাল, দিল এক সখী গলে। পরিণাণ হৈল, আনন্দ বাড়িল, কতেক লইবে বলে ॥ আর এক জনে, সাধ করি মনে, লইল সোণার স্চ। লই চলি যায়, বেতন না দেয়, পসারী ধরিল কুচ ॥ ফেরাফেরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে, কহে মূল্য দেহ মোর। সঘন বদন, করয়ে চুম্বন, এমতি কাজ সে তোর ॥ কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বচন, অরাজক হৈল পাড়া। যাহার যে ধন, কাটে যেই জন, রক্ষক হইবে কারা ॥ রজকী সঙ্গতি, চণ্ডীদাস গতি, রচিল আনন্দ বটে। দোকান দাকান, হইল সমাধান, সকল গেল যে লুটে ॥

ধানসী।

ধরি নাপিতানী বেশ, মন্দিরেতে পরবেশ, যেথানে বসিয়া আছে রাই। হাতে দিয়া দরপণি, খোলে নখরঞ্জনী, বলে বৈস দেহ কামাই ॥ বসিলা যে রসবতী নারী। খুলি নখ নখবাটী, আনিয়া বিমল ঘটী, ঢালিল সুবাসিত বারি ॥ করে নখরঞ্জনী চাঁচয়ে নখের কণি, শোভিত করল যেন চান্দে। নাপিতানী একে শ্যামা, ননীর পুতুলী ঝামা, বুলাইছে মনের আনন্দে ॥ ঘসিয়া ঘসিয়া তায়, আলতা লাগায় পায়, নিরখি নিরখি অবিরাম। রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি, তলে লিখে আপনার নাম ॥ নাপিতানী বলে ধান, দেখহ চরণখানি, ভাল মন্দ করহ বিচার। দেখি সুবদনী কহে, কি নাম লিখিলা ওহে, পরিচয় দেহ আপনার ॥ নাপিতানী কহে ধনি, শ্যাম নাম ধান আমি, বসতি এ তোমার নগরে। দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, এই নাপিতানী নয়, কামহলা যাহ নিজ ঘরে ॥

সুহিনী।

নাপিতানী কহে শোন গো সই। অনাথী জনের বেতন কই? কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে। বেতন লাগি সে বসিয়া আছে॥ যদি কহে তবে নিকটে যাই। যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই॥ শুনি সখী কহে রাইয়ের কাছে। নাপিতানী বসি আছয়ে নাছে॥ রাই কহে তবে আনহ তায়। কতেক বেতন আমায় চায়॥ সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস। আসিয়া রাইর নিকটে বৈস॥ আসি নাপিতানী কহয়ে তায়। বেতন কেন না দেহ আমায়। রাই কহে কিবা হইবে তোর। সে কহে বেতনে নাহিক ওর॥ হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই। হেন নাপিতানী দেখি যে নাই॥ এমন ধন যে করেছ কত। সে কহে ভুবনে আছয়ে যত॥ এক ধন আছে তোমার ঠাঁই। সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥ হৃদয়ে কনক কলস আছে। মণিময় হার তাহার কাছে॥ তাহার পরশ রতন দেহ। দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥ হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরি। ভাল নাপিতানী পরাণ চুরি॥ পরশ রতন পাই বা বনে। এখন চলহ নিজ ভবনে॥ চণ্ডীদাস কহে না করহ লাজ। নাপিতানী নহে রসিকরাজ॥

ভাটিয়ারী।

গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, বেড়াই চিকিৎসা করি। যে রোগ যাহার, দেখি একবার, ভাল যে করিতে পারি॥ শিরে শিরশূল, পিরিতের জ্বর, হৈয়ে থাকে যে রোগীর। বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে, তাহারে পিয়াই নীর॥ এ কথা শুনিয়া, বাহির হইয়া, কহে এক সখী ধাই। আমাদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে, দেখ একবার যাই॥ এই বাড়ী হৈতে, আসিছি ত্বরিতে, কহে হেথা থাক বসি। সাজ সাজইতে, চলিল নিভৃতে, মনের হরিষে ভাসি॥ আপন বসন, ঘুচায়ে তখন, লেপয়ে কেশেতে মাটি। তবল্লক ছান্দে, বসন পিন্ধে, সঙ্গে চলয়ে হাঁটি॥ মনোহর ঝুলি কান্ধে। তাহার ভিতর, শিকড় নিকর, যতন করিয়া বান্ধে॥ ঘুচাইয়া লাজে, চিকিৎসার কাজে, বসিলা রোগীর কাছে। ঘুচাঁএ বসন, নিরখে বদন, বলে রোগ যে ইহার আছে॥ বাম হাত ধরি, অঙ্গুলি যুড়ি, দেখে ধাতু কিবা রয়। পিরীতের জ্বরে, জেরেছে ইহারে, পরাণ রহে

কি না রয় ॥ হাসিয়া নাগরী, উঠি অঙ্গ মোড়ি, ভাল যে কহিলা বটে। বল কি খাইলে, হইবে সবলে, বেয়াধি কেমন ছুটে ॥ ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়, এখনি খাওয়ায়ে যেতেম। ভাল যে হইত, জর যে যাইত, যদি সে সময় পেতেম ॥ তখন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী, ঢৌট নাগর রাজ। বাশুলী নিকটে চণ্ডীদাস রটে, এমন কাহার কাজ ॥

সুহই।

সহজে অনঙ্গ ভুজঙ্গমে দংশল মঝু মন মলয় সমীর। তুয়া শীতল দিঠি, কমলে জুড়ায়ত, কাঙ্গর গরলে অথির ॥ হরি হরি তোহে কি দোষব রাধে। আহা আহা জীবইতে, ধাওয়ে তপন জন তাহাঁ তাহাঁ বিধি করু বাদে ॥ ধ্রু ॥ ভাগে পড়ল কুচ, তুহিন ধরাধর, মুরছিত তেজি পুন জীব। তাহা পড়ল যব, চার ভুজ গরব, বেণী ভুজঙ্গমে লিপিব। অধর-সুধা কণ, শ্বাস সমীরণ, দশন কিরণ মণি রাজ ॥ জীবন হরত মণি চন্দ্র মহোদধি, গোবিন্দ দাস কহু কাজ ॥

তথা।

রসিক নাগর, সাজি বাজিকর, সঙ্গেতে সুবল সখা। ঢোলক বাজায়ে, দড়াদড়ি লয়ে, ভানুপুরে দিল দেখা ॥ ধূলা মাখি গায়, জুলুপ ঝলায়, লট্‌পটি পাক শিরে। সুবল সখার, কান্ধে দিয়া ভার, নামাইল ধীরে ধীরে ॥ কুহক লাগায়ে ঝুলী যে খোলিয়ে মুকুতা বাহির করে ॥ উগারে বদনে, বহুমূল্য ধনে, রাখে সব থরে থরে ॥ পেটে গুয়া দিয়া, বাঁশেতে চড়িয়া, ঘুরয়ে কতেক পাকে। দড়াদড়ি তায়, হাটি হাটি যায়, সূতা উগারয়ে নাকে ॥ দেখিতে যতনে, সব গোপীগণে, সঙ্গে রসবতী রাই। আমার মহলে, আইস আইস বলে, সভাই দেখিতে চাই ॥ শুনি বাজিকর, চলে তার ঘর, লইয়া সকল সাজে। শিরে পদ দিয়া, পড়ে উলটিয়া, রাইয়ের আঙ্গিনা মাঝে ॥ কতেক কুহক, দেখয়ে কৌতুক, শিরে হাটি হাটি চলে। ধনি হাসি মন, বিচিত্র বসন, বাজিকর শিরে ফেলে ॥ বসন না লয়, আর ধন চায়, কহে সুবদনি পাশে। তিয়ার মাঝারে হেম ঘট আছে, দিয়া পূর অভিলাষে ॥ শুনিয়া নাগরী, বুঝিলা চাতুরী, চমকিত হৈল মনে। হেন বাজিকর, না দেখি যে আর, কত ঢিটপনা জানে ॥ যমুনার

কূলে, সুরতরুমূলে, সকল সাধিবা তথা। এ উদ্ধব সাথে, চলিলা তুরিতে বুঝিয়া সঙ্কেত কথা॥

একদিন মনে রভস কাজ। মালিনী হইল রসিকরাজ॥ ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে। কে নিবে কে নিবে ফুকারে পথে॥ তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী। রাই কহে কত লইবে কড়ি॥ মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি। মালা মূল করে ঈষৎ হাসি॥ মালিনী কহয়ে সাজাই আগে। পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥ এত কহি মালা পরায় গলে। বদন চুম্বন করয়ে ছলে॥ বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে। এত ঢিটপনা আসিয়া ঘরে॥ নাগর কহয়ে নহি যে পর। চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥

তুড়ি।

কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি, সকলি মিছাই রঙ্গ। দড়াদড়ি লঞা গ্রামেতে চড়িয়া, ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ॥ সই কানু বড় জানে বাজি। বাঁশ বংশী ধরি, মদন সঙ্গে করি, ঢোলক ঢালক সাজি॥ মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া, যুবতী বাহির করে॥ দুইটী গুটিকা, ফেলাঞে লুফিয়া, বুকের উপরে ধরে॥ ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গি করি চায়, রঙ্গ দেখে সব লোকে। দড়ায়ে পায়ে, উঠয়ে তাহে, থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥ মুকুতা প্রবাল, উগরে সকল, আর বহুমুল্য হীরা। একবার আসি, উগরে রাশি, নাচিয়া বেড়ায় ফিরা॥ কতক্ষণ রই, বাঁশী হাতে লই, যুবতী হিয়ায় পাড়ে। জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া, বাঁশের উপর চড়ে॥ চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে, চুম্বই যুবতী মুখে। মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া, ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥ লোক নহে মানি, কেমন সে বাজি, রমণী ভুলাবার তরে। চণ্ডীদাস কয়, বাজি মিছে নয়, রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥

কামোদ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া, কহয়ে বেতন দেও। বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে, যুবতী সকলে কয়॥ সই বাজিকরে নিবে যে কি। যত কিছু দেই, কিছুই না লয় (বলে) আমারে জিজ্ঞাস কি॥ মনে এই করি,

দেহ কুচগিরি, আর তব মুখ-সুধা। আর এক হয়, মোর মনে. লয়, তাহা মোরে দেহ জুদা॥ সুন্দরীগণে, বুঝিলা মনে, ইহার গ্রাহক তুমি। চিটের চিটানি, থেতের মিঠানি, সকলি জানি যে আমি॥ চণ্ডীদাস কয়, তবে কেন নয়, জানিয়া চতুরপনা। বুঝিলে না বুঝে, কহিলে না সুঝে, তাহারে বলি যে কানা॥

তুড়ি।

একদিন বর. নাগর শেখর, কদম্ব তরুর তলে॥ বৃষভানু সুতে, সখীগণ সাথে, যাইতে যমুনা জলে॥ রসের শেখর, নাগর চতুর, উপনীত সেই পথে। শির পরশিয়া বচনের ছলে, সঙ্কেতে করল তাতে॥ গোধন চালায়ে, শিশুগণ লয়ে, গমন করিলা ব্রজে। নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে, রাই আইলা গৃহ মাঝে॥ কহে চণ্ডীদাসে, বাসুলি আদেশে, শুনলো রাজার ঝিয়ে। তোম অনুগত, বধুর সঙ্কেত, না ছাড় আপন হিয়ে॥

ধানসী।

যাইতে জলে, কদম্বতলে, ছলিতে গোপের নারী। কালিয়া বরণ, হিরণ থিধন, বাঁকিয়া রহিল ঠারি॥ মোহন মুরলী হাতে। যে পথে যাইবে, গোপের বালা দাঁড়াই সেই পথে॥ যাও আন বাটে, গেলে এ ঘাটে, বড়ই বাধিবে লেঠা। সখী কহে নিতি, এ পথে যাই, আজি ঠেকাইবে কেটা॥ হরবোলা বুলি, করে ঠেলাঠেলি, হৈল অরাজক পাড়া। চণ্ডীদাস কহে, কালিয়া নাগরা ছি ছি লাজে মরি মোরা॥

শ্রীরাগ।

কনকলতা কিয়ে, কিশলয় পদ মিলি, কিয়ে মহি বিজুরি উজোর। কুঞ্জ কুটীরে কিয়ে উয়ল হিমকর হেরইতে ভৈগেলু ভোর॥ সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীত। কাজর গরলতি, ভরল নয়নশর হানলি অন্তর চিতে॥ ধ্রু॥ তব অগেয়ান,যে কয়লি তুহুঁ ঐছন অব সুপুরুষ বধ জান। উচ কুচ পাথর সরস পরশ

বরণ কয়ু তোয় ॥ নিতি নিতি আসি, পূজা করি সুরদেব, দেয়বি শুভবর য়েই। গোধন রতন পুরণ মবু সুতক, বধূক সতীপনা হোই ॥ শ্যাম কহত তব ঐছন হোয়ব তেজিয়ান তুহুঁ ব্রহ্মচারী। শুনি এত বচন, তাহে পুনঃ আনল, মনহি হাসয়ে ব্রজনারী ॥ নানাবিধ বরণ, পূজন করি কতক্ষণ, আর কত কত বড় রঙ্গ। কোই করত সোই প্রেমক সুঙ্গতি অতএ নহ ভুছুভঙ্গ ॥ বেলি অবসান হেরি, সবে আকুল, গমন করল নিজ গেহা ॥ গোবিন্দ দাস কহ, আপন বশ নহ, বিরহে অবশ সব দেহা ॥

কানড়া।

প্যারী তুহুঁ গান কিয়ে হেরি তাল অনুপ। তেরি কণ্ঠকি ধ্বনি শুনি রিঝে কোকিলা মধুপ ॥ ঈষত শির দোলনি বচন মিলিত মৃদুহাস। জেঙ্ক বান্ধুলি বালা বিধুকর সঙ্গহি দামিনী ঘন পরকাশ ॥ তেরি তস্ত কি ভাঙ হেরি তু আরো ভুআতে প্রাণ। চতুর চাহনি চাহি কে ধনি মূল নিজে কান ॥ কহত কণ্ডল দাস ইহ রস কোন ছোড়ায়। দিলমে লাগি প্রেমকি ডুরি, কবহু বিসরি নাহি যায় ॥

শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর স্বয়ং দূতী।

ভাটিয়ারী—একতালা।

মো মেনে মনু, মো মেনে মনু। কি ক্ষণে গৌরাঙ্গ দেখে আনু ॥ সাত পাঁচ সখী যাইতে বাটে। শচীর দুলাল চলল বাটে ॥ হাসিয়া রসিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে। কৈল ঠারাঠারি কি রস রঙ্গে ॥ থির বিজুরী কার একে। লোক নাহ গোরা অঙ্গের রেখে ॥ আঁখির নাচনি ভাউর দোলা। গোর হিয়ার মাঝে করিছে খেলা ॥ চাঁদ মলিন বদন চান্দে। দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কান্দে ॥ চাচর কেশে ফুলের ঝুটা। যুবতী উমতি কুলের খোঁটা ॥ তাহে তনু ঝুং বসন পরে। গোবিন্দ দাস তেঁহসে ঝুরে ॥

ধানসী।

মুরলী মিলিত, অধর নব পল্লব গায়ত কত কত রাগ। কুলবতী হোই, মন্দির ছোড়ি আয়নু, সহই না পারি বিরাগ॥ মাধব তোহে কি শিখায়ব গান। গৌরী আলাপি, শ্যামনট সঞ্চরু, তবে হুঁ বিদগধ জান॥ ধ্রু॥ মুরলী ছোড়ি, অব মধুর আলাপবি, তে সব জন জনি কান। কণ্ঠহি কণ্ঠমি, এক নাহি সমঝহ, বতিক্ষণে হোত সুঠান॥ নিরলজ জানি, হৃদয় অব ধারবি, ঐছন গুণমতি ভাষ। গুণিজন লাজ, ঐছে নাহি হোয়ত, কহ তহি গোবিন্দ দাস॥

বরাড়ি।

পাপ চকোর চাঁদ বলি ধায়ত মধুকর কমলিনী ভাগে। আঁচরে ঝাপি বদনে তেঁই পুছত, তাহে পর পুরুষ ঠামে॥ মাধব মঝু মনে এ বড় সন্দেহ। কি ফল জগমন মনমথ বেধয়ে কাঁহা পুন তাকর গেহ॥ধ্রু॥ বেঁধল মঝু মন কি করয়ে সো পুন কৈছে কুসুম শর জ্বালা। কৈছে জুড়ায়ত একই না জানিয়ে ধনি কহে মুগধিনি বালা॥ সহচরী মিলি হাসি মুখ মোড়ই উত্তর না দেবই কোই। গোবিন্দ দাস কহে, মোহে উপদেশল, অতএ পুছল তোই॥

ভূপালী।

পতি অতি দূরমতি কুলবতী নারী। স্বামী-বরত পুনঃ ছোড়ি না পারি॥ তে রূপ যৌবন এক নহে উন। বিদগধ নাহ না হোয়বি পুন॥ এ হরি অতএ দেখা যবে পন্থ। পূজব পশুপতি গৌরী একান্ত॥ধ্রু॥ সহজে বধূজন গতি-মতি হীন। ঘর সঙে বাহির পন্থ না চিন॥ না মিলিল কোই বনহি বনআন। অনুসরি মুরলী আয়নু এই ঠাম॥ আয়ল দূর পুর বনিজ সাথে। একলি বনি করহ জনি বাদে॥ তুহুঁ যৈছে গৌরী আরাধলি কান। গোবিন্দ দাস তাহে পরমান॥

ইমন কল্যাণ।

মঝু মুখকমল বিমল রস পরিমলে জানহু তুহুঁ অতি ভোর। স্বামীক

নিয়ড়ে কতহুঁ কর কলরব না জানি কৈছে দিন তোর ॥ দূরে রহু শ্যাম ভ্রমর-বর রায়। স্বামীক সেবন, করইতে ঐছন, জানি কর অন্তরায় ॥ধ্রু॥ এতহুঁ তিয়াসে হোত-যব আকুল কি ফল মন্দিরে গুঞ্জ। তাহি চলহ যাঁহা কুসুম বিথারল মঞ্জুল মাধবী কুঞ্জ ॥ এতহুঁ সঙ্কেত কয়লু যব কামিনী কানু চললি সোই ঠাম। গোপ গোঁয়ার ভ্রমর বন খোজত গোবিন্দ দাস রস গান ॥

সিন্ধুরা।

মুখ-দ্বিজরাজ, অলক-কুল সংযত, শ্রুতি অবগাহন দিঠি। অবনত ভাঙু, দশনগণ নিরমল, শুক সম ভাষণ মিঠি ॥ মাধব তোহে মণিগণে অবিশেষ। নিকরুণ কাম জিতয়ে কৈছে কামিনী করবি এতি উপদেশ ॥ধ্রু॥ পহিলহি স্বামী বিমুখ হাম শৈশবে, অব যৌবন-ভয় মানি। মঝু নিকশালে, বুঝই না পারি, এ বয়নে কহ জানি ॥ মন্দির ছোড়ি, অতএ বন আয়নু, তুহুঁ সোই জহি ঘনবাসী। রতিপতি জিতি, যৈছে তুয়া কিরীতি, গোবিন্দ দাস পরকাশি ॥

বরাড়ি।

কাঁহা কুমুদিনী, কাঁহা উয়ল হিমকর, কাঁহা কমলিনী কাঁহা সুর। ঘাট ঘটিত কর পরশ দরশন, পরিবাদহি জগপুর ॥ মাধব দেখ তুহুঁ শামর মেহ। দূরসে গরজি গরজি দরশায়ত, ঐছন মোরি সুলেহ ॥ধ্রু॥ জগ মাহা ভ্রমর পিরিতি বহু মানিয়ে যো পরিমল রসে ভোরী। ঘন কণ্টকি নব কেতকী মধু ফিরি ফিরি রহত আগোরি ॥ বিদগধ আগে, মুগধ কুলকামিনী, বচন রচন নাহি জান। গোবিন্দ দাস কহই ধনি বিরমহ, জানি, আন কহিতে হোই আন ॥

কামোদ।

কানুক শেষ দশা শুনি মুগধিনী, কাতরে সখী-মুখ চাই। ঐছন ইঙ্গিত বুঝইতে সহচরী, যতনহি বেশ বনাই ॥ দেখ দেখ পহিল সমাগম রীত। চলইতে কত কত সংশয় মন মাহা, ঐছে কুঞ্জে উপনীত ॥ ধ্রু ॥ রাইক আগমন হেরি চতুর দূতী, তুরিতে সম্বাদল কান। শুনইতে চমকি উঠল বর নাগর, যৈছন

পাওল পরাণ॥ দূরে গেও বিরহ সকল সুখ মেটল কানুক হৃদয় উল্লাস। মুগধিনী রমণী সমুখ নাহি হোয়ত, কহ রাধাবল্লভ দাস॥

ভূপালী।

সখীর বচনে ধনি থির করি চিত। কবইতে গমন ভেল উপনীত॥ পদ দুই চারি চলাল সখী মেল। ধস ধস অন্তর ধাঁধস ভেল॥ ক্ষণে ক্ষণে চমকি পদ পালটায়। ক্ষণে কাতর দিঠে সখীমুখ চায়॥ সখীগণ পুনঃ পুনঃ করে আশোয়াস। রহি রহি ধনি হিয়ে উপজে তরাস॥ ঐছনে কুঞ্জে মিলল হরি পাশ। দূরে হেরই যদুনন্দন দাস॥

কেদার।

অবনত বদনে না কহে কিছু বাণী। পরশিতে রহসি ঠেলই পহু পাণি॥ সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ। অভিনব নায়রি না মানয়ে বোধ॥ পিরীতি বচন পুন কহল বিশেষ। রাইক হৃদয়ে দেখয়ে নবলেশ॥ পহিরল বসন ধরল যব হাতে। তব ধনি দিবা দেই নিজ মাথে॥ রস পরসঙ্গ করল কত রঙ্গ। নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ॥ নাহক আদর অধিক বাঢ়ায়। জ্ঞান দাস কহে এই না যুয়ায়॥

বিহপড়া।

মনমথ কোল, লুবধ, অতি মাধব, ধরলহি রাইক পাণি। করে কর বারি হৃদয় অতি কম্পিত, কহইতে গদ গদ বাণী॥ দেখ রাধামাধব বিলাসে। অতি-রসে ভোরি, গোরি তনু বেড়ল, জলদ বিজুরী জনু বাসে॥ কুচকর পরশে চমকি উঠয়ে ধনি, লোচনে জল ভরিপুর॥ দশনক ঘাতে অধর বিখণ্ডন, নীবি বন্ধন করু দূর॥ করহি জোর, উপরি রহু সুন্দরী, চললি পুন তেজি নাহ। সহচরী ধাই, বাহু ধরি আনল, দুর্লভ রস নিরবাহ॥

যথারাগ।

মরমে লাগিল গোরা না যায় পাসরা। নয়নে অঞ্জন হয়ে লাগিয়াছে পারা॥ নদী জলে ডুবে থাকি সেথা দেখি গোরা। ত্রিভুবনময় বুঝি গোরা হৈল

পারা॥ গৌরাঙ্গ রূপের নদী অগম পাথার। ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার॥ বাসুদেব ঘোষ কহে গোরা অনুরাগে। সোণার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে॥

শুই।

কাহে কানু ঘন ঘন আওত, যাওত ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি। হাসি হাসি মুখশশী, উগরে পূর্ণিমাশশী, কি তোহে কহল পুছারি॥ সজনি কহ কিছু বচন বিশেষ। হেন অনুমানি চিতে, না জানি কাহার ভিতে, আছয়ে পিরীতি লবলেশ॥ ধ্রু॥ সহজে রসিকরাজ, অলখিতে করে কাজ, অনুভবি ওর না পাই। যাহারে ইঙ্গিত করে, কুলশীল সব হরে, ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই॥ একই নগরে বৈসে, সতত এদিকে আইসে, দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ। জ্ঞানদাস বলে, তুমি কহ কোন্ ছলে, করিতে না পারি অনুমান॥

শ্রীরাগ।

তোমরা নাকি বল আমি কানুর সনে আছি। এ বোল বলিতে মুখে নাহিল মাছি॥ ধ্রু॥ যে দিকে কানুর ঘর, সে মুখে না বসি। সতী সাধে সে মুখের বায়ু না পরশি॥ কে ধরিল হাতে নতে কে দেখিল কোথা। মিছামিছি বিবাদিনী তুলয়ে নানা কথা॥ না জানিয়া না শুনিয়া এ বোল বলে কে। পুত খাইনির মাথা খেয়ে ভাঙ্গা গেল দে॥ এরূপ যৌবন আমি কোথা লইয়া থোব। মিছা কথা লাগি মাগো কত আমি সব॥ লোচন বলে আগো দিদি কারে তোমার ডর। শ্যামনাগর লইয়া তুমি সুখে কর ঘর॥

বরাড়ী।

মনদিনী কেবল লোকের কথা। কানুর সনে যদি, পিরীতি করিয়া থাকি, শপথে তোমারি মাথা॥ ধ্রু॥ নিজ পতি বিনে, অন্য নাহি জানি, সেই সে আমার ভাল। কোন কাজে আমি, রাখালে ভজিব, যাহার বরণ কাল॥ মণি মুকুতার, নাহি আভরণ, ভূষণ বনের ফুলে। সবে পরে রাঙ্গা কুঁচের মালা;

তাহে কি রমণী ভুলে ॥ সব সখী সঙ্গে যমুনা যাইতে, তার মাঝে মাঝে আমি। কলসী ভরিয়া তিলেক না রহি, মিছা কলঙ্ক কর তুমি ॥ মা হইয়া যারে, দেখিতে না পারে, মায় বলে ননীচোরা। শিবরাম দাস বলে, বসিয়া কদম্ব তলে, মিছা কথা না কহিও তোমরা ॥

সুহই।

পিয়ার পিরীতে জাগি ঘুমায়নু, না জানি বিহান নিশি। কানুর সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ, ননদী পাওল আসি ॥ ননদী বলয়ে গা তোল বড়ুয়ার ঝি। সে হেন অঙ্গের এতেক বিতথা, লোকে না বলিবে কি ॥ ধ্রু ॥ কেন তোর তনু হেন বিবরণ মলিন চাঁদের কলা। মত্ত করিবরে মথিয়া থুঞাছে শিরীষ কুসুমমালা ॥ কে দিল যে হেন রঙ্গের নূপুর, কে দিল এমন হার। তড়িত জিনিয়া বরণ বসন, গুপতে আনিলি কার ॥ আপাদ মস্তক না'হ পরকাশ, কে দিল চন্দন চুয়া। সুরঙ্গ অধরে রঙ্গ ধরাইয়া, কে দিল তাম্বুল গুয়া ॥ নাশার বেশর, ভালে সে তিলক, কে দিল এমন ছান্দে। খঞ্জন নয়নে, অঞ্জন রঞ্জিত, জ্ঞান পড়িল ধন্ধে॥

তথা।

ননদি গো রহিতে নারিনু ঘরে। না দেখি না শুনি, এমন দেবতা, যুবতী দেখিয়া ধরে। নিশিতে স্বপনে, চাঁদ উপরাগ, হেরিয়ে মন্দিরে বসি। হেনই সময়ে, সে বনদেবতা, মোরে গরাসিল আসি ॥ গরাস তরাসে, আকুল হইয়া, মুরছি পড়িনু ভূমে। তোর নাম কত, না ডাকিনু শুনি, না শুনিলি কাণে ॥ এ মোর বিতথা, সে বনদেবতা, শুনি চমকায় চিতে। যুবতী দেখিয়া, ফিরিয়া হেরিয়া এমতি তাহারি রীতে ॥ যে জন হেরয়ে, সে বনদেবতা, রহয়ে তাহারি চিতে। এ বোল শুনিয়া, ননদী চমকি, ভ্রমিয়া বোলয়ে ভীতে ॥ গোকুল পতির, মতি ভুলাইলা, ঈষৎ আঁখির ঠারে। জ্ঞানদাস কহে, ননদী ভুলাইতে, কিবা পরমাদ তারে ॥

অভিসারানুরাগ।

গৌরাঙ্গ চরিত কিছু কহনে না যায়। পূরব গোঙরি পহুঁ মৃদু মৃদু যায় ॥

নির্জ্জনে কহে চল সুরধুনী-তীরে। পশুপতি পূজিব বিপদ যাবে দূরে॥ ঐছে বচন সবে রচন করিয়া। অগুরু চন্দন ফুল হস্তেতে করিয়া॥ নিজ জন সঙ্গে চলে গোরা দ্বিজমণি। কহে বিশ্বম্ভর গোরার যাইয়ে নিছনি॥

ঐ কুঞ্জে বাজিল সুমধুর মুরলী। বাজে জয় রাধা শ্রীরাধে বলে মুরলী॥ হেদেরে মনচোরার বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে। আকুল করিল তোর মুরলীর স্বরে॥ যেবা ছিল কুলাচার, গেল যমুনার পার, তোমার বাঁশীর ডাকে ডাকে॥ যে আছে নিলাজ প্রাণ, শুনিয়া বাঁশীর গান, পথে যেতে থাকে বা না থাকে॥ তরল জনম তোর, সরল হৃদয় মোর, ঠেকিয়াছে গোঁয়ারের হাতে। লোচন দাসেতে কয়, ঐ বড় মনে ভয়, বাঁশী হইল অবলা বধিতে॥

কামোদ।

সবহু বধূজন, চলু বৃন্দাবন, গৌরী আরাধন লাগি। ঐছন মুগধ, বচনে চরণে ধরি গুরুজন অনুমতি মাগি॥ হরি হরি কাঁহা শিখলি পরকার। জগজন বাচি মিছই বচনামৃতে, দিনহি চললি অভিসার॥ ধ্রু॥ বেশ বনাওতি, ননদী শুনাওতি, চতুর সখী সঞে বাত। আজু গৌরি আরাধি, মনোরথ পূরব পশুপতি-নন্দন হাত॥ বাসি কুসুম কর্পূর তাম্বুল ভরি লেহ চন্দন কটোর। গোবিন্দ দাস পহু দরশাওই যাঁহা নাহি কণ্টক আঁচর॥

ললিতা বিশাখা সঙ্গে, ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে, বসিয়া আছেন বিনোদিনী এমন সময়ে আসি, বাজিল সঙ্কেতে বাঁশী, সবেমাত্র রাধা রাধা ধ্বনি॥ বাঁশীরব লাগিল কাণ, চিত না ধৈরয মানে, অমনি উঠিল রসবতী। কে যাবে আমার সাথে, ফুলধনু নেগো হাতে, ভেটি গিয়ে গোলোকের পতি॥ ললিতা বলেন রাধে, সাজাব মনের সাধে, অমনি যাইবি কেন ধনি। শেষে সব সখী সঙ্গে, নাগরে ভেটিব রঙ্গে, যেতে হবে তাও আমরা জানি॥ রাইকে সাজাইছে ভালে, লবঙ্গ মল্লিকার মালে, গোরোচনার বিন্দু তাহে দিল। উপরে সিন্দুর বিন্দু, রবিকরে যেন ইন্দু, হেরি সভে বিমুখ তেজিল॥ দোস্থতি মুকুতার মালা, গাঁথি এক ব্রজবালা, পরাইল শ্রীমতীর গলে। অনুমানে বুঝি হেন, বিধু পাশে তারা যেন, উদয় করিল

মেঘের কোলে ॥ অভিনব কমলিনী, তনু যেন সৌদামিনী, সৌদামিনী ভূষণে ভূষিত। নিজ অঙ্গ দরপণে, প্রতিবিম্ব বিলোকনে, ধনি ভেল আপনে মোহিত॥ রাই মোর ভূষণ পরে, মনোহরের মন হরে, ধৈরয ধরিতে নারে আনে। গোবিন্দ দাসে কয়, তুলনা দিবার নয়, চাঁদ যেন নামিয়াছে ভুমে ॥

কমল বয়নি কমল কাঁতি। মুকুতা-নিকর দশনপাঁতি। বেণী বান্ধন বেঢ়ল জাদ। উলট কমল ফুটল আধ॥ নাসা তিলফুল কুসুমতুল। কাজরে মাজিল দিঠি দুকুল॥ চলিলরে মৃগলোচনী রাই। এ তিন ভুবনে তুলনা নাই॥ উচ্চ কুচযুগ কনয়া গিরি। হিয়ার মাঝারে মাণিক ঝুরি॥ কটির উপরে কিঙ্কিণী নাদ। রতন মঞ্জীর করু বিবাদ॥ হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়। নীল বসন উড়িছে বায়॥ এরূপ যৌবন না কর নট। অবিলম্বে শ্যাম নাগরে ভেট॥ গগনের শশী পাওল ধন্দ। বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ॥ নীল বসন তিতিল ঘামে। হাসিয়া দাঁড়াল শ্যামের বামে॥

দিবা অভিসার।

ভাটিয়ারী।

মাথহি তপন তপত পথ বালুক, আতপে বদন বিথার। ননীক পুতলি তনু, চরণ কমল জনু, তবহি চললি অভিসার॥ হরি হরি প্রেম কি গতি অনিবার। কানু পরশ রস রসবতী বিচরল বিছুব সবহি, বিচার॥ ধ্রু॥ গুরুজন নয়ান পাপ-গণ বারত মারত মণ্ডল ধূলি। তাঁহক মেলি, চললি ব্রজরঙ্গিণী, পতি-গেহ নীতহু ভুলি॥ সবহু বধূজন, চলু বৃন্দাবন, গৌরি আরাধন লাগি। ঐছন মুগধ বচন রচন করি, গুরুজনে অনুমতি মাগি॥ যত যত বিঘিনি, জীতল অনুরাগিণী, সাধলি মনসিজ তন্ত্র। গোবিন্দ দাস কহই, অব সমুঝহ, হরি সঙে রসময় তন্ত্র॥

কেদার।

কণ্টক গাড়ে কমল সম পদতল, নূপুর চীরহি ঝাঁপি। গাগরি বারি, ঢারি করু পিছল, চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ শুন মাধব নব অভিসারক লাগি। দুতর

পন্থ, গমন ধনি সাধই, মন্দিরে যামিনী জাগি॥ ধ্রু॥ করতলে নয়ন মুদিত, চলু ভামিনী তিমির পয়ানক আশে। মণি কঙ্কণ পণ, ফণি মুখ বন্ধন, শিখই ভুজগ-গুরুপাশে। গুরুজন বচন, বধির সম ভাসই, আন কহত শুনে আন॥ পরিজন ভাষে, মুগধ জনু ভাসয়ে, গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

কামোদ।

হরি হরি কাঁহা শিখলি পরকার। জগজন বঞ্চি মিঠর বচনামৃতে দিনহি চললি অভিসার॥ ধ্রু॥ বেশ বনায়তি ননদী সুনায়তি, চতুর সখী সঙ্গে বাত। আজু গৌরী আরাধনে, মনোরথ পূরব, পশুপতি-নন্দন হাত। বাসিত কর্পূর, কুসুমিত তাম্বুল, ভরি লেহ চন্দন কটোর। গোবিন্দ দাস পহু দরশায়ব যাঁহা নাহি কণ্টক আঁচর॥

রাই চল চল আর কেন বিলম্ব, ললিতা লহু লহু বলে। শ্রীহরি বলি উঠল ধনি, ধরি সখী ভুজমূলে॥ মণি দরপণ, জলভাজন, সুচম্পক নেল। সম্পুট করি, তাম্বুল পূরি গুণ চূড়হি দেল॥ চামর অব বীজন নেই কাদম্বিনী চলি যায়। সুকমল জিনি রাই-পদ, পাছে কণ্টক ফুকে তায়॥ রূপমঞ্জরী, ভুজযুগ মেলি, ভয়ে চলে কাছে কাছে। কেশরী জিনি, মাঝা অতি ক্ষিণি, ভয়ে ভাঙ্গে জানি পাছে, লোকালয় যব পরিহরি বনে পৈঠলি বালা। গোবিন্দ দাস কহে অব সব, সখিনীর ভয় ভেলা॥

মঞ্জু বিকচ কুসুমকুঞ্জ মধুপ শব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ কুঞ্জর-গতি গঞ্জি গমন মঞ্জন কুল-নারী। ঘন গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ, মালতী ফুল মালরঞ্জ, অঞ্জন যুত কঞ্জ নয়নী খঞ্জন গতিহারী। কাঞ্চন রুচি রুচির অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গ ভরু অনঙ্গ, কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনোহারী। নাচত যুগ ভুরু ভুজঙ্গ কালিদমন দমন রঙ্গ, সঙ্গিনী সব সঙ্গে প্রহরী রঙ্গিম নীল সাড়ী॥ দশন কুন্দ কুসুমনিন্দ বদন জিতল শরদ ইন্দু, বিন্দু বিন্দু ছরম ঘরম প্রেমসিন্ধু প্যারী। ললিতাধরে মিলিত ভাষ, দেহ দীপতি তিমির নাশ, নিরখিরূপ, রসিক ভূপ, ভুলল গিরিধারী॥ অমরাবতী যুবতীবৃন্দ, হেরি হেরি রূপ পড়ল ধন্ধ মন্দ মন্দ হসন নন্দ নন্দন সুখকারী। মণি মাণিক মথ বিরাজ, চরণে নূপুর মধুর বাজ, জগদানন্দ স্থলজলরুহ চরণক বলিহারী॥

ধানসী।

হরি অভিসারে চললি বর সুন্দরী. শীতল বৃন্দাবন মাঝ। গুরুয়া নিতম্ব ভরে, চলই না পারই, যৈছে চলয়ে হংসরাজ॥ একে সে তরুণ ইন্দু, মলয়জ বিন্দু বিন্দু, কস্তুরী তিলক তার মাঝে। পিঠে দোলে হেম ঝাঁপা, রঙ্গিয়া পাটের থোঁপা, নাসায় মুকুতা রাজ সাজে॥ চৌদিগে রমণী শোভে, ডম্ফ রবাব বাজে, সবে চলে মদন-তরঙ্গে। যে দিগে পয়াণ করে, মদন পালায় ডরে, সৌরভে ভ্রমর যায় সঙ্গে॥

ক্রোড়ে মিলল, ব্রজ দুলালীপহু মুরলী খসিয়া। নবীন কুঞ্জে, কুসুমপুঞ্জে গায় কোকিলা বসিয়া॥ ধনি মুখে সুধার কূপে মুখ আরপই পিয়াসে। ললিত নেত্র, হানয়ে নিত্য, চাঁদের তুলনা কিবা সে॥ দোঁহার হয়েছে শোভা, রবি যে ঝলকে রাগেরে। ঝলকে বালা, বিজুরী মালা, জলদ কালার শরীরে॥ কো কহু অতি, রতি আরতি, দুহুক পিরীতি রসিয়া। জগদানন্দ দাসের মন, প্রেমে যায় ত ভাসিয়া॥

তিরোতা।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহ শঙ্কর, হুঁ বরনারী॥ নহি জটা, ইহ বেণী ত্রিভঙ্গ। মালতী মাল, শিরে নহ গঙ্গ॥ মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু। ভালে নয়ন নহ সিন্দূর বিন্দু॥ কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার। নহ ফণীরাজ উরে মণিহার। নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল। কেলিকমল ইহ না হয় কপাল॥ বিদ্যাপতি কহে এ নহে সুছন্দ। অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক॥

কেদার।

নব অনুরাগিণী রাধা। কছু নাহি মানয়ে বাধা॥ একলি কয়ল পয়াণ। পন্থ বিপথ নাহি মান॥ তেজল মণিময় হার। উচ কুচ মানয়ে ভার॥ কর সঞে কঙ্কণ মুদরি। পন্থহি তেজল সগরি॥ মণিময় মঞ্জীর পায়। দূরহি ত্যজি চলি যায়॥ যামিনী ঘন আন্ধিয়ার। মনমথ হিয়ে উজিয়ার। বিঘিনি বিথারিত বাট। প্রেমক আয়ুধে কাট॥ বিদ্যাপতি মতিভান। ঐছন নাহি হেরি আন॥

থাহু পসারিয়া নাগর, রাই নিল কোলে। নিজ পীতবাসে মুছে চরণ-কমলে॥ ছাটিঞে আসিতে কত বেজেছে চরণে। এত দুখ দিল এই মুরলীর তানে॥ দুহুঁ তনু মিলল মনের হরিষে। বলরাম দাস চলিলেন অভিলাষে॥

শুনহে প্রাণের হরি। তোমার মুরলী, ডাকে রাধা বলি, আমি সে সরমে মরি। একেত অবলা, কলঙ্কের জ্বালা, জটিলা কুটিলা বৈরী॥ আমি কত না শুনিব কাণে। মুরলীর গানে, পশিয়া শ্রবণে, মরমে মরমে হানে॥ বাঁশী সময় নাহিক মানে। দুয়ারে প্রহরী, আন চান করি, সহিতে না পারি প্রাণে॥ আমি ছট ফট করি ঘরে। গোপতের ধন, বেকত করিয়া, জানাইল সভাকারে॥ বেড়াইতে নারি, তোমার দায়েতে, সেই ত তোমার ভাল। শ্যামকলঙ্কিনী, হইল রাধিকা, তোমরা সভাই বল॥ আমায় রাখিও চরণ-তলে। জাতি কুল শীল, সরম ভরম, ভাসাঞে দিয়াছি জলে॥ আমি সহজে তোমার দাসী। দ্বিজ, চণ্ডীদাস, মনে অভিলাষ, সদাই বাজুক বাঁশী॥

বাঁশী আমি কি বাজাই সাধে। অঙ্গ আলাপনে, থাকিয়ে যখনে, রাধা রাধা বলি কাঁদে॥ নিদের আবেশে, করিয়ে আলিসে, বাঁশীটি করিয়া কোলে। রাধা রাধা বলি, অতি উচ্চ রোলে, চেতন করিয়া তোলে॥ কে জানে তোমার, মহিমা অপার, কেমনে জানিল বাঁশী। কভু ধীরে ধীরে, কভু উচ্চস্বরে, সদা জপে দিবা নিশি॥ কমল চরণে, করি নিবেদন, না জানি তোমার গুণ। কহে চণ্ডীদাসে, মনে মনে হাসে, বাঁশী হইল উদাসীন॥

মস্তকের ভূষণ আমার শ্যাম শিরোমণি। কর্ণের ভূষণ আমার কৃষ্ণ নাম শুনি॥ নয়নের ভূষণ আমার সেইরূপ জলধর। নাসার ভূষণ আমার সে নাম বেসর॥ বক্ষের ভূষণ বক্ষে রাখি জলধরে। করের ভূষণ আমার শ্যাম পদ সেবা করে॥ মনের ভূষণ আমার সদা কৃষ্ণ নাম। কটির ভূষণ আমার সদা বিরাজেন শ্যাম। উরুর ভূষণ আমার সদা শ্যামে রাখি। পদের ভূষণ আমার সদা কৃষ্ণ পদে থাকি॥ বসু রামানন্দের ভূষণ শ্রীকৃষ্ণ চরণ। হৃদ্‌পদ্মে রাখি সদা হেরি নবঘন॥

ধানসী।

যুবতী কঠিন কপাট উদঘাটয় তাহা কিয়ে কপাট কি বাধা। নিজ মন্দিরছি

সিন্ধু সম পঙরিনু তাহে কি এ যমনু অগাধা ॥ সজনি মঝু পরীখন করু দূর। কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি সঙরি সঙরি মন ঝুর॥ ধ্রু॥ কোটী কুসম শর বরিখয়ে যছুপর তাহে কি জলদ জল লাগি। প্রেম দহন দহ যাক হৃদয়ে সহ তাহে কিয়ে বজরক আগি ॥ যছু পদতলে সখী জীবন সোপনু তাহে কিয়ে তনু অনুরোধ। গোবিন্দ দাস কহই ধনি অভিসর সহচরী পাওলি বোধ॥

বিভাস।

চাতক সম হরি সঙ্কেত রব করি দ্বারহি থসাইতে রাধা। কঙ্কণ ঝলকিতে জাগল গুরুজন পড়ি গেল দারুণ বাধা॥ হরি হরি কি কহব সো ধনি সোহাগী। যাকর দেওলি বদরি কোরে, হরি রজনী পোহায়লি জাগি ॥ ধ্রু ॥ ননদি পুছয়ে ধনি কো বাহিরায়ই ভীত পুতলি সম দেহা। লোরে পখোরল পীন পয়োধর মৃগমদ কুম কুম রেহা॥ কুসুমিত চারু উরে মুকুলিত এ দুহুঁ সঙ্কেত রাখি। [illegible] মনোরথ আনতহিঁ চলু হরি গোবিন্দ দাস এক সাখী ॥

গান্ধার।

শুরু দুরবঙ্ক উজোর বর চন্দ। দুরজন নয়ন পদহি পদ ফন্দ॥ তাহে অতি দুরতর পন্থ সঁচার। তবহু কলাবতী চললু অভিসার॥ কি কহব মাধব প্রেমক রীত। তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবন জিত ॥ ধ্রু॥ পতি ভুজ ভুজগ বন্ধ করে তোড়ি। চরণক ঘাতে কুলাচল ডারি॥ তাহে কি করব লঘু মন্দির কপাটি। ভয়ে মরিযাদ সিন্ধু দিল বাট॥ যাহা ধনি ধাধসে ভাঙ ধুমান। সাধসে ধাওয়ে কতহু পাঁচবাণ॥ সো তাহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ। গোবিন্দ দাস কহে পুরল সাধ॥

খল সঙ্গতি সরলা জনু জীবন শর ভেল। প্রীতি সহ ঘরে উয়ল বর কানু সঞে মেল ॥ধ্রু॥ অলপ বয়েসে নয়ন ভঙ্গ, বিপথে পড়িলাম তু সব সঙ্গ, কিয়ে কিয়ে কলঙ্কপঙ্কে ডারিনু শঙ্কা দূরে গেল॥ শাশুড়ি শঠ বিকট ভাষ, কুটিলা কুমতি হরাস, ঘরে পরে মোর সবহু বৈরী মমতা দূরে গেল। বাপ শ্বশুর দুহু সমান, নিরমল কুলে ইথে কি আন মলিন করিনু পরম ধর্ম্ম সরম দূরে গেল॥ কহত মধুর প্রেম দাস, শামর সনে রস বিলাস, কালা চাঁদ কালরূপে অবলা চিত নেল॥

রবাব পাখোয়াজ আদি সুমেলি করিয়া। বৃন্দাবনে প্রবেশিল জয় জয় দিয়া।। ঘন নূপুরের ধ্বনি পাড় গেল সাড়া। নাগর উঠিয়া বলে রাই আইলো পারা ॥ বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া চারিদিগে চায়। মাধবী লতার আড়ে দেখে শ্যাম রায় ॥ শ্যাম বামে মিলল রসের মুঞ্জরী। জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী ॥

অভিসারোৎকণ্ঠা।

মল্লার।

বিরলে বসিয়া গোরা রায়। আপাদ মস্তক পুলকে পূরিত, প্রেমধারা বহি যায় ॥ সহচরগণে, কহয়ে বচনে, রহিতে নারি যে ঘরে। নন্দের নন্দন, পাই দরশন, তবে সে পরাণ ধরে। কস্তুরি চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, গলে নীলমণি মালা। এ সাজ সাজয়ে অঙ্গের ছটায় ভুবন করিলে আলা ॥ দেখিয়া গৌর, ভাবিয়া অন্তর, বসনে ঝাঁপয়ে তনু। চাঁচর চিকুর বেড়ি নানা ফুল জলদে বিজুরী জনু ॥ সঙ্গে সহচর, গৌরাঙ্গ সুন্দর সুরধুনী তীরে চলে। ভাবাবেশে মন, আকুল বচন, এ দাস মোহন বলে ॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অভিসার করিতেছেন, এমন সময়ে সখী তামসী অভিসারের বিধান শিক্ষা দিতেছেন।

আশোবরি।

হন্তন কিমু মন্থরয়সি সন্তত মভিজল্পং। দন্তরুচিরন্তরয়তি সন্থমসমকল্পং ॥ রাধে পথি মুঞ্চ ভূরি সম্ভ্রমমভিসারে॥ চারয়চরণাম্বুরুহে ধীরে সুকুমারে॥ সন্তনু ঘনবর্ণমতুল কুণ্ডল নিচয়ান্তং। ধ্বান্তং তব জীবতু নখকান্তিভিরভিশান্তং ॥ স সনাতন মানসান্ত যান্তি গতশঙ্কং। অঙ্গী কুরু মঞ্জু কুঞ্জ বসতেরলমঙ্কং ॥

শ্রীগান্ধার।

অম্বরে ডম্বর, ভরু নবমেহ। বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥ অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু। উছলল মনহি মনোভব-সিন্ধু॥ অব জানি সজনি করহ

বিচার। শুভক্ষণ ভেল পহিল অভিসার॥ ধ্রু॥ মৃগমদে তনু অনুলেপহু মোর। ইহ পহিরায়হ নীল নিচোল॥ কি ফল উচকুচকঞ্চুক ভার। দূর কর সৌভিনী মোতিম হার॥ তুহুঁ সখী দেহহ দেহলি লাগি। গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥ চলয়তে দিগভরম জানি হোয়। গোবিন্দদাস সনু চলি গোয়॥

মল্লার।

কি করব মৃগমদ লেপনে তোর। কি ফল পহিরাই নীল নিচোর॥ শারদ চাঁদমুখ এতুয়া হাস। বিঘটন তিমির ভেল পরকাশ॥ এ সখী ধরবি হামার উপদেশ। যব অভিসারবি হরিকে উদ্দেশ॥ ধ্রু॥ আঁচরে ঝাঁপলি আনন চন্দ। দূর কর কামিনী কিঙ্কিণী মন্দ॥ নূপুর মুখভরি তুলক পুঞ্জ। মন্থরগতি চলু কেলি নিকুঞ্জ॥ চলইতে চৌকি নগর পুর মাঝ। ঝলু মণি কঙ্কণ ঝঙ্ক বিরাজ॥ তিমির পন্থ যব হোতিম কেহ। গোবিন্দ দাস সঙ্গে করি লেহ॥

সোহিনী।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥ তাহে অতি বাদর দর দর দোর। বারিকি বারণে নীল নিচোল॥ এ সখি কৈছে করবি অভিসার। হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥ ধ্রু॥ ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। শুনইতে শ্রবণ মরম জরিযাত॥ দশদিগ দামিনী দহন বিথার। হেরইতে উছকই লোটন ভার॥ ঐছন সময়ে কি তেজবি গেহ। প্রেমকি লাগি উপে- খবি দেহ॥ গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার। ছুটল বাণ কিয়ে যতন নিবার॥

মণিময় নূপুর যতনে আনি ধনি, সো পহিরল দুই হাতে। কিঙ্কিণী গিমে হারবলি পহিরল, হার সাজায়লি মাথে॥ সুন্দরী অপরূপ পেখলি আজ। হরি অভিসারে ভরমে ভরি সুন্দরী বিছুরল সাজ বিসাজ॥ ধ্রু॥ ঘন আন্ধিয়ার রজনী জিনি কাজর গরজত বরিখত মেহ। বিষধরে ভরল দুতর পথ পাঁতর একলি চললি তেজি গেহ॥ চতুল মনোরথ দোসর মনমথ পথ বিপথ নাহি মান। গোবিন্দ দাস কহই ব্রজনাগরী ঐছনে ভেটলি কান॥

কামোদ।

নীল নলিনী দল তনু অনুরঞ্জই নীলিম হার উজোর। নীল বলয়াগণ ভুজ-যুগে মণ্ডিত পহিরলি নীল নিচোর॥ হরি অভিসারক লাগি। নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্যামরি কুহু যামিনী ভয় ভাগি॥ নীল অলকাকুল অলকই লোলিত নীল তিমিরে চলু গোই। নীল-নলিনী-দল শ্যামরু সায়রে লখই না পারই কোই॥ নীল ভ্রমরাগণ পরিমলে ধাওই চৌদিগে করু ঝঙ্কার। গোবিন্দ দাস সঙ্গে, সব সহচরী রঙ্গে রাই করলি অভিসার॥

বিনোদিনীর কনয়া মুকুর জিনি কাঁতি। শ্যাম বিলাসের সুন্দর তনু রাই সাজয়ে কতেক ভাঁতি॥ নীলিম বসন রতন ভূষণ জলদ দামিনী সাজে। চাঁচর কেশের বিচিত্র বেণী রাএর দোলিছে পীঠের মাঝে॥ সিঁথায় সিন্দুর, নয়ানে কাজর, তাহে চম্পকের রেখা। নব জলধর অরুণ কোলে যৈছে নবীন চাঁদের দেখা॥ রসের আবেশে গমন মন্থর হেলি ঢুলি চলি যায়। আধ উড়ানি ঈষদ হাসি রাই বঙ্কিম নয়নে চায়॥ সখীর সমাজে অতি সুবিরাজে কলপ তরুর মূলে। শ্যামানন্দের পহু আনন্দ মন্দিরে পরাণ নাথের কোলে॥

তিরোতা।

আচরে বদন ঝাঁপহ গোরি। রাজা শুনইতে চাঁদ কি চুরি॥ ঘরে ঘরে পহরি ছোড়ি গেল জোয়। অবহি দেখব ধনি নাগরি তোয়॥ হাসি সুধামুখী না কর বিজোরি। বাণীক ধনি ধনি বোলবি মোরি॥ অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি। সিন্দুর সমীপ রসায়ন মতি॥ শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ। সপনে হোয়ে জানি বিপদক লেশ॥ চাঁদক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক। ও যে কলঙ্কি তুঁহু অকলঙ্ক॥ রাজা শিবসিংহ লছমি দেবী সঙ্গ। ভনয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক॥

মল্লার।

এ ঘোর রজনী মেঘের ছটা কেমনে আইল বাটে। আঙ্গিনার মাঝে বন্ধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে॥ সই কি আর বলিব তোরে। বহু পুণ্য ফলে সে হেন বন্ধুয়া আসিয়া মিলিল মোরে॥ ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ

বিলম্বে বাহির হৈনু। আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া কতনা যাতনা দিনু॥ বধুঁর পিরিতি আরতি দেখিয়া মোর মনে হেন করে। কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই ঘরে॥ আপনার দুখ সুখ করি মানি আমার দুখের দুখী। চণ্ডীদাসে কয় বধুঁর পিরিতি শুনিয়া জগৎ সুখী॥

তিমির অভিসার।

আজু অদভুত তিমির রঙ্গ। আপনে না চিনে আপন সঙ্গ॥ নিরখি রাই কমল মাতঙ্গ অঙ্কুশ নাহি মানরে। সাজল ধনি শ্যাম বিহারে শিথিল কুন্ত-কবরী ভারে, নীলোৎপল রচিত হার কণ্ঠহি অনুপামরে॥ নীল বসন সোণার গায়, মেঘে কি বিজুরি লুকায় যায়, মদনদীপ পথ দেখায়; জনু আগুয়ান রে॥ পরিমল পাই ভ্রমর পুঞ্জ, বেঢ়ল আসি চরণ কুঞ্জ, মদন মন্দ মধুর গুঞ্জ লালস মধু-পানরে॥ মুখমণ্ডল শশী উজোর, হেরি ধাওত তহি চকোর, পথে পরমাদ দেখিয়ে রাই, নীল বসনে মুখ ঝাঁপাই সঙ্কেতে মিলল ত্বরিতে যাই, যাহা নিবসই কানরে। রাই আগমন নিরখি কান, শীতল ভেল তপত প্রাণ নিজ দেহ দেই বাঢ়াই জনু আগুসারিরে॥ এস এস বলি ধরল হাত, লহু লহু বোলে পুছত বাত, শশী কহে শুন পরাণ নাথ, আজু বড় আন্ধিয়ার রে॥

জ্যোৎস্না অভিসার।

সুচারু চন্দ্রিকা ফুটল জানি। শ্যাম অভিসারে চলল ধনি॥ লোটনে লম্বিত মালতী মাল। সৌরভে মাতল ভ্রমরাজাল॥ কুচ শ্রীফল চন্দন মাখা। সে পুন ধবল বসনে ঢাকা॥ সোণায় জড়িত মুকুতা কষা। ওষ্ঠ মাঝে সে লম্বিত নাসা॥ গজ দশনের সুচারু শাখা। করমূলে কিবা দিএ্রেছে দেখা॥ শশী অঙ্গে অঙ্গ মিশান করি। শশী কহে কুঞ্জে মিলল গোরী॥

বংশী অভিসার।

রূপ কথা আলাপনে, আছে সব সখীগণে, হেনকালে বাঁশীয়া বাজিল। বাঁশীরব শুনি কানে, চিত না ধৈরজ মানে, সখীগণ অবশ হইল॥ কেহত না মানে বাধা, আগে বেরাইল রাধা, সে প্রেম বুঝিতে নারে আনে। প্রিয়ামুখ সঙরিএ্রে, বিরহে ব্যাকুল হএ্রে ধায় অতি খঞ্জন নয়নে॥ পদ আধ বাড়াইতে,

কমল ফুটে আচম্বিতে, দেখি সবে হইলা বিস্ময়। ললিতা বলয়ে রাধে, কি দেখি তার পদযুগে, প্রেমের কমল বুঝি হয়॥ কমল সৌরভ পেয়ে, অলিরাজ সব এল ধেয়ে, পিব পিব করিছে সঘনে। চান্দের ভরম করি, চকোর আইল ত্বরি. চন্দ্রসুধা পিব এই স্থানে॥ চকোরে ভ্রমরে লাগল দ্বন্দ্ব। উ বলে কমল ও বলে চন্দ্র॥ বিধি কৈল তাহে উত্তম কাজ। সীমা বাঁটি দিল ভুরুর মাঝ॥ বাটল সীমা ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব। আধ কমল আধ চন্দ্র॥ গোবিন্দ দাস রচিত ভাব। চকোরে ভ্রমরে পূরল আশ॥

শ্রীমতী করল অভিসারে। শ্যামচাঁদ ভেটিবার তরে॥ নিকুঞ্জে চলিলা কমলিনী। সঙ্গে নব বরজ-রমণী॥ গজেন্দ্র গমনে ধনী যায়। সোণার নূপুর বাজে রাঙা পায়॥ নীল বসন মন হরে। রূপের ছটায় তিমির গেল দূরে॥ কুঞ্জে প্রবেশ করিলা যে ধনী। মুখ চেয়ে চান্দ কলঙ্কিনী॥ শ্যাম নব কুঞ্জর-রাজে। কুঞ্জরী রাধিকা সুসাজে॥ রাই করে ধরি লেই হরি। আবেশে বসাইল উরুপরি॥ নয়নে নয়ন দুহু দিতে। মদন জাগিল আচম্বিতে॥ অধরে অধর রস পানে। দুজনে মাতিল রতি রণে॥ আর দোহার যে আছিল মনে। সে সব মাধুরী কেবা জানে॥ রতিশ্রমে কপাল ঘামিল। অলকা তিলক দূরে গেল॥ শ্রমজলে বসন তিতিল। সেবাপরা সখীগণ এল। দুজনে বসিলা সিংহাসনে। কেহ করে চামর বীজনে॥ কেহ দেহ সুবাসিত জলে। কেহ দেই কর্পূর তাম্বুলে॥ কোন সখী করে পরিহাসে। এ যদুনন্দন তার পাশে॥

গবাক্ষের দ্বারে সব নেত্র আরোপিয়ে। সখীগণ লীলা হেরে প্রেমে মত্ত হয়ে॥ গলিত চিকুর মিলিত মুখখানি। নব জলধরে যেন স্থির সৌদামিনী॥ রাইরূপ হেরি শ্যামের নয়ন ডুবে গেল। অধর সুধাপানে নিমগন ভেল॥ শ্যাম হিয়া পরে রাই হিয়ার দোলনা। নব মেঘে ঝলমল চান্দের চলনা॥ রাই হেম গিরি হৈতে ধারা চুঙাইয়া। শ্যামগিরি ভিজি চলে কালিন্দী বহিয়া॥ শমভাবে দুহুঁ অঙ্গ ঘামে বহি যায়। প্রিয়নর্ম্ম সখী যাই চামর ঢুলায়॥ রস অবসান জানি সেবাসহচরী। চরণ সেবই কেহ সুবাসিত বারি॥ নানাবিধ মিষ্টান্ন সার কেহ সমর্পিলা। কর্পূর তাম্বুল কেহ বদনেতে দিলা॥ মদন অলস ভরে দুহুঁ ঘুম যায়। শুতল সব সখী যদুনাথে গায়॥

কেদার।

রতিরণ ছরমে, শ্যাম হিয়ায় শুতলি, শারদ ইন্দুমুখী বালা। মরকত মদনে, কোই জনু পূজল, দেই নব চম্পকমালা॥ শ্যামবয়ান 'পর, বয়ান বিরাজিত, উরূপর কুচযুগ সাজে। কনক কুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল, মদন মহোদধি মাঝে॥ যৌবন তনুমন, ভুজে ভুজে বন্ধন, অধরহি অধর মিশান। বেঢ়ল মৃণালে, হেমনীলমণি জনু, বান্ধিল যুগ একঠাম॥ ঘন সঙে দামিনী, দুকূলে দুকূল জনু, দুহুঁ জন এক পটবাস। চরণে বেড়ি চারু, অরুণ সরোরুহ, মধুকর গোবিন্দ দাস॥

অন্ধকারাভিসার।

নীলিম মৃগমদে তনু অনুরঞ্জিত, নীলিমহার উজোর। নীলবলয়াগণ ভুজ যুগ মণ্ডিত, পহিরলি নীল নিচোল॥ সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি। নব অনুরাগে গোরি, শ্যামর ভেলি কহু যামিনী ভয় লাগি॥ধ্রু॥ নীল অলককুল, অলি কেহি ললিত, নীল তিমির চলি গোই। নীল নলিনী জনু সরস সায়রে, লখই না পারই কোই॥ নীল ভ্রমর গণ,পরিমলে ধাবই, চৌদিকে করত ঝঙ্কার, গোবিন্দ দাস, অতএ অনুমানল, রাই চলল অভিসার॥

অনুখণ প্রেমভরে, অরুণ নয়নঝুরে, না জানি কি জপে নিরবধি। বিষয়ে আবেশ মন, না হেরিনু অনুক্ষণ, বঞ্চিত করল মোরে বিধি। এ নদীয়া নগরী, সেহই ভেল ব্রজপুরী, প্রিয় গদাধর বাম পাশ। মোহে নাথ অঙ্গীকরু, বাঞ্ছা কল্পতরু, কহে দীন নরোত্তম দাস॥

ভূপালী।

গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ। নীল নিচোল ঝাঁপি মুখচন্দ্র॥ কুহু যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত। মদন দীপ দরশাওই পন্থ॥ চললি নিতম্বিনী হরি অভিসার। গতিঅতি মন্থর আরতি বিথার॥ধ্রু॥ রসের ধাধসে চলু পদ দুই চারি। নীলকমল জনু ভেলি বরনারী॥ পরিহরি মৌক্তিক মালতী মাল। তোড়ল মণিময় গীমক হার॥ নব অনুরাগে ভরম ভরে ভোর। নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোর॥ বেশ শেষ বহু নীলিম বাস। মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দ দাস।

কামোদ।

কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরারে, বর বিধু জিনিয়া বয়ান। দুটি আঁখি নিমিখ, মুরখ বড় বিধাতা, না দিল অধিক নয়ান॥ হরি হরি কেন বা জনম হৈল মোর। কনক মুকুর জিনি, গৌরাঙ্গ মূরতি খানি, হেরিয়া না হলেম কেন ভোর॥ আজানুলম্বিত ভুজ, বনমালা বিরাজিত, মালতী কুসুম সুরঙ্গ। কত শত কুলবতী, হেরি গোরা মুরতি, হানত মদন-তরঙ্গ॥

জিনি করিরাজ হংস গতিগামিনী, চললহি সঙ্কেত গেহা। মাল তড়িত দণ্ড হেম-মুঞ্জরী জিনিয়া সুন্দরী দেহা॥ জলধর তিমির চামর জিনি মুণ্ডন, অলকা ভঙ্গ শৈবালে। ভাঙ মদনধনু ভ্রমর ভুজঙ্গিনী জিনি, আধ বিধুবর ভালে॥ নলিনী চকোর, সফরী সব মধুকর, মৃগীখঞ্জন জিনি আঁখি। নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু জিনি, গিধিনি শ্রবণ বিশেখি॥ কনক মুকুর শশী, কমল জিনিয়া মুখ, জিনি বিম্ব অধর প্রবালে। দশন মুকুতা জিনি, কুন্দ করগ বীজ, জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে॥ তাল বেল যুগ কনয়া কলস গিরি, কনক কঠোরি কুচ সাজা। বহু মৃণালপাশ ভুজ বল্লরী, ডম্বুরু সিংহ জিনি মাঝা॥ লোম লতাবলী, শৈবাল কজ্জল, ত্রিবলিত অঙ্গ নিতম্বা। নাভি সরোবর, সরোরুহ দল জিনি নিতম্ব পূরিত গজকুম্ভা॥ উরুযুগ রাম কদলী জিনি, সুন্দর স্থল কমল দল পাণি। নখ দাড়িম্ব বীজ ইন্দু রতন মণি, মধুর কোকিল জিনি বাণী॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি, রাধারূপ অপারা। রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ, একাদশ অবতারা॥

বেলোয়াল।

অরুণিত চরণে রণিত মণি মঞ্জীর, আধ আধ পদ চললি রসাল। কাঞ্চন বঞ্চন, বসন মনোরম, অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল॥ ভালি বলি আওয়ে মদন মোহনিয়া। অঙ্গহি অঙ্গে অনঙ্গ, তরঙ্গিম, ভঙ্গিম গীম দোলনিয়া॥ধ্রু॥ মাঝহি ক্ষীণ পীন উরু অম্বর, প্রাতর অরুণকিরণ মণিরাজ। কুঞ্জর করঙ্ক করহি কর বন্ধন, মলয়জ কঙ্কণ বলয়া বিরাজ॥ অধরে সুধা ঝরু, মুরলী তরঙ্গিণী,

বিগলিত রঙ্গিণী হৃদয় দুকুল। মাতল নয়ন ভ্রমর জনি, ভ্রমি ভ্রমি উড়ি পড়ত, প্রীতি-উৎপল ফুল॥ রোচন তিলক চুড়ে. বনি চন্দ্রক বেড়ল, রমণী মন-মধুকর মাল। গোবিন্দ দাস চিতে, নিতি নিতি নিহরই, ইহ নাগরবর তরুণ তমাল॥

শ্রীরাগ।

পরম মধুর মৃদু মুরলী বোলায়ত, অধর সুধাধরে ধরিয়া। ধ্বনি শুনি ধরণী, ধরল কুলকামিনী, চোক পড়ল জগ ভরিয়া॥ নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া। পদের উপরে পদ তরুমূলে শ্যাম চাঁদ, লীলা ললিত ত্রিভঙ্গিয়া॥ধ্রু॥ পঞ্চানন চতুরানন নারদ ধ্বনি শুনি সুরপতি ধন্ধে। ফল ফুল মগন, সকল বৃন্দাবন, তরু সঞে ঝরে মকরন্দে॥ শুনিয়া বংশীর গান, মুনিগণ ভুলে ধ্যান, যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়। রায় শেখরে বলে, বাঁশী শুনে কেবা ভুলে, কুলবতী বাঁচিবে কি ত্তায়॥

মাউর।

নব যৌবনী ধনী,জগজিনি লাবণী, মোহিনী,বেশ বনাওই তাই। মনমথ চিত, ভীত নাহি মানত, কুঞ্জরাজ পরসা সজনী রাই॥ চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জরবর গমনী। যুবতীযুথ মিলি, গাওত বাওত চলত, চিত্র পদ বিদগধ রমণী॥ধ্রু॥ হেরই শ্যাম সুন্দরতরপপণ্ডিত, হাসি মদন-মদে মাতলি বালা। রতিরণ ধীর ধীর সহচরী, মিলি বরিখয়ে নয়নে কুসুম-শর জ্বালা॥ নয়নে নয়নে বাণ, ভুজে ভুজে বন্ধনে, তনু তনু পরশে নাহি জয় ভঙ্গ। গোবিন্দ দাস চিতে, অব নাহি সমঝল, বাজত কিঙ্কিণী কোন তরঙ্গ॥

ললিত।

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি। জাগরে গর গর মনসিজ আগি॥ দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত। না মিলিল সুন্দরী ভৈ গেল প্রভাত॥ আজু ভেল ভালে কুজ্ঝটি-আন্ধিয়ার। অব ধনি সাধলি দিনহি অভিসার॥ধ্রু॥ বিঘটিত মনোরথ অবহিতে-কান। ধনি চলু আন ছলে মাঘ সিনান॥ যব দুহুঁ মিলল আন আন পন্থ।

দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত ॥ দুহু দোঁহা হরখি ভরখি কক্ষ কোর। বিঘটি কি ঘটল চকরক জোর ॥ গোবিন্দ দাস দুলহ রস গাব, ভাগল ঘটই মদন পরাভব ॥

গান্ধার।

যব ধনি ঘর সনে ভেল বাহারি। ঝর ঝর বরিষে জলদ অনিবারি ॥ কর ঠেলন নহে ঘন আন্ধিয়ার। দিশ দরশায়সি মদন দিশার ॥ কি কহব মাধব পুণ্য ফল তোরি। এ তুহু দুতরতরি তোহে মিলু গোরি ॥ধ্রু॥ ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চক্ষ। চলইতে খলয়ে সঘনে মহী পঙ্ক ॥ উঠইতে উজোর কাল ফণি হেরি। কনক দণ্ড বলি ধরু কত বেরি ॥ ঐছনে সোঁপলু তোহে নিজ দেহ। কো জানে কৈছন তোহারি সেনেহ ॥ এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল। গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল ॥

ভূপালি।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপি। কত শত কোটী শবদে জিউ কাঁপি ॥ তহি দিঠি জারল বিজুরী কি মালা। ইথে জনি মন্দির ছোড়ই বালা ॥ কৈছন একল কুঞ্জে বনমালী। জর জর অন্তর পন্থ নেহারি ॥ধ্রু॥ ভ্রমই ভুজঙ্গ নিশি আন্ধিয়ার। তঁহি বরিখত অবিরত জলধার ॥ পাতর মাহা ভেল আন্তর বারি। কৈছে সাঁতারাধ সুকুমারী ॥ শুনি আকুল চলল মুরারি। মিলল আধ পথে সো সুকুমারী ॥ গোবিন্দ দাস কহই সব ধন্ধ। প্রেম পরিখত মনমথ মন্দ ॥

বেশ করে প্রিয় সহচরী। সাজায়ল নবীন কিশোরী ॥ ত্বরিতে চলল কুঞ্জ-পথে। প্রিয় সহচরীগণ সাথে ॥ গতি যেন মরালের বধূ। ধরণীতে চলে যেন বিধু ॥ রাই মুখ শশধর বলি। চকোর ধাইল আর অলি ॥ রাই করে দোহারে বারণ। আঁচরে ঝাঁপি বদন ॥ প্রবেশিল নিকুঞ্জ মন্দিরে। মিলল শ্যাম সুনাগরে ॥ বলরাম দাসে কহে দোহে ভোর। বৈঠল বন্ধুয়াক কোর ॥

সখি হে শুন শুন বাঁশী কিবা বোলে। আনন্দ আগার, কিয়ে সে নাগর, আইলা কদম্বতলে॥ বাঁশীর নিশান, শুনিতে পরাণ, নিকাশ হইতে চায়। শিথিল সকল, ভেল কলরব, ক্ষণ মুরছই তায়॥ নাম বেড়া জাল, খেয়াতি জগতে, সহজে বিষম বাঁশী। কানু উপদেশে, কেবল কঠিন, কামিনীমোহন ফাঁসি॥ কি দোষ কি গুণ, একই লাগনে, না বুঝি সময় কাজ। রায় বসন্তের, পহুঁ বিনোদিয়া, তাহে কি লোকের লাজ॥

সুহই।

আজু কৈছে তেজলি গেহ। কো জানে কৈছে তোহারি সেনেহ॥ গুরু-জন ভয়ে কিনা কাঁপ। ঘন আন্ধিয়ারে সবহু দিঠি ঝাঁপ। এ ধনি এ ধনি আওলি এত দুর। আগহি আগে কুসুম সর সুর॥ ধ্রু॥ তোহ কৈছে হেরহি সর রাতি। মনমহি বিরহক বাতি। দুতর পন্থ সঁচার। চড়ল মনোরথ অছু কি বিচার॥ আপে কর তোহ কোর। অবাধহি তনু তনু জোর॥ রাধমাধব ভাষ। কি কহব গোবিন্দ দাস॥

বেলোয়াল।

কুঞ্জ চরণযুগ, জাবক রঞ্জন, খঞ্জন মঞ্জীর বাজে। নীল বসন মণি, কিঙ্কিণী রণঝনি, কুঞ্জর গমন দমন খিনি মাঝে॥ সাজলি শ্যামবিনোদিনী রাধে। অঙ্গেছি অঙ্গ, অনঙ্গ তরঙ্গিণী, মদনমোহন মনমোহিনী ছাঁদে॥ ধ্রু॥ কনক কাঠোর চোর, কুচ কোরক জোর, উজরল মোতিমদাম। ভুজযুগ থির বিজুরী পরি, মণিময় কঙ্কণ, ঝমকিত চমকিত কাম॥ মধুরিম হাস, সুধারস নিরসন, দশনজ্যোতি জিতি মোতিম কাঁতি। সুভগ কপোল, লোলমনিকুণ্ডল, দশদিশ ভরল নয়ন-শর পাতি॥ ঝাপলি কবরী, ভালে তিলকাবলী, ভাও ধনুয়া কি য়ে মনমথ সোব। গোবিন্দ দাস হৃদয়ে, অবধারল মুরতি, শিঙ্গারিণী দেব অধিদেবী।

কেদার।

তিমিরাভিসার।

ভীতক চিত ভুজগ হেরি, যো ধনি চমকি চমকি মন কাঁপে। অব আন্ধিয়ার

আপন তনু ঝাঁপই, কর দেই ফণি-মণি কাঁপে॥ মাধব কি কহব, তুয়া অনুরাগ। তুয়া অভিসারে, রভসে নব নাগরি, জীবই বহু পুন ভাগ॥ ধ্রু॥ যো পদতল থল, সুকোমল, ধরণী পরশে উপচঙ্গ। অব কণ্টকময়, শঙ্কট বাটহি, আওত অতি নিশঙ্ক॥ মন্দির মাঝ, সাঁঝ না হইতে, যই দেহ নিমাণই দুর। অব রহু যামিনী, চলত একাকিনী, গোবিন্দ দাস রস পূর॥

তুড়ি।

একদিন বর, নাগরশেখর, কদম্বতরুর তলে। বৃষভানু সুতে, সখীগণ সাথে, যাইতে যমুনা-জলে॥ রসের শেখর, নাগর চতুর, উপনীত সেই পথে। শির পরশিয়া, বচনের ছলে, সঙ্কেত করল তাতে॥ গোধন চালাঞা, শিশুগণ লৈয়া, গমন করিলা ব্রজে। নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে, রাই আইলা গৃহ মাঝে॥ কহে চণ্ডী দাসে, বাসুলি আদেশে, শুনলো রাজার ঝিয়ে। তোমা অনুগত, বন্ধুর সঙ্কেত, না ছাড় আপন হিয়ে॥

মঙ্গল রাগ।

ঐছন সঙ্কেত ভাবিয়া রাই। সব সখীগণ বদন চাই। আবেশে কহে সে মনের কথা। কবহুঁ হরিব-বিষাদে বেথা॥ সঙ্কেত করল নাগর রায়। কি করব সখি কহ উপায়॥ গুরু দুরুজন বঞ্চনা করি। কেমনে যাইব বাহিরে নারী॥ ঐছহুঁ ভাবিয়া চলিলা ধনি। সবহুঁ বিঘিনি কিছু না মানি॥ সখীগণ মিলি সঙ্কেত গেহে। আওল তরুণী রমণী কহে॥

জ্যোৎস্নাভিসার।

গৌরচন্দ্র।

কৃষ্ণ-অঙ্গকান্তি গোরার জাগয়ে অন্তরে। যাইতে বিচল মন সুরধুনী তীরে॥ চন্দনে চর্চ্চিত করে সব কলেবর। গলে গজমতি হার অঙ্গে শিঙ্গার॥ উজর হিমকর নিগ বিথার। কুন্দ কুসুমে ভরি কবরী সম্ভার॥ রাই ভাবে সমুদিত গোরা দ্বিজমণি। শুক্ল অভিসারে চলে সুরমণি॥

ধানশী।

কুন্দ কুসুম ভরি কবরীক ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিমহার॥ চন্দনে চরচিত রুচির কপূর। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপুর॥ চাঁদিনী রয়নী উজোয়রি গোরি। হরি অভিসারে রভস রসে ভোরি॥ ধ্রু॥ ধবলী বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলীম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥ হেরইতে পরিজন লোচন ভুল। রঙ্গ পুতুলি কিয়ে রসমাহে বুর॥ পূরত মনোরথ গতি অনিবার। গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার॥ মূরতি শৃঙ্গার কি রীত রসভাস। মিললি কুঞ্জে কহে গোবিন্দ দাস॥

কামোদ।

সখীগণ সঙ্গে চলহি বর-রঙ্গিণী শোভাবরণি না হোয়। কত কত চাঁদ চরণতলে, নিছই পাথ মদন তঁহি রোয়॥ দেখ দেখ পহিল সমাগম রঙ্গ। পদ দুই চারি চলত পুন ফিরই, ভীতই কম্পিত অঙ্গ॥ ঐছন ভাঁতি আওল যাহা মাধব, ছারতি রহু পুন থারী। অদভুত মনহি বিলাসন, উনমুখ তবহি, নয়নে ঝরু বারি॥ পুন পরবোধয়া, নিকটহি আনিয়া, কহে সখী সুমধুর বাণী। বুঝি কর বিরতি, জগত দুর্লভ অতি, কমলিনী সোঁপলু আনি॥ আপন করি ভোহি, ইহ যেছে জানত, ঐছন করবি আচার। মধুসূদন পুন, চন্দন বিলেপন, বর কুসুম সুশৃঙ্গার। কহে রাধামোহন, আর কি শুভদিন, ঐছন হোয়ব মোরি। নিজজন জানি, সবনে নিয়োজব, সদয় হৃদয় মোহে গোরি॥

বিহগড়া।

সকল সখী পরবোধি, কামিনী আনি দিল পিয়া পাশ। জনু বান্ধি ব্যাধ বিপিনে, সো মৃগী তেজই তিখন নিশ্বাস॥ বৈঠল শয়ন সমীপে সুবদনী, যতনে সমুখ নাহি চায়। ভেলি মানস ভ্রমই দশদিশ, দেহ মনোরথ কোয়॥ নিবিড় নিবিবন্ধ কঠিন কঞ্চুক, অধর অধিক নিরোধ। কঠিন কাম কঠোর কামিনী, মানে নাহি পরবোধ॥ সকল গাত দুকুল দৃঢ় অতি কতিহুঁ নাহি পরকাশ। পাণি পরাশত, পরাণ পবিহর, পূরব কি রতি আশ॥ কানু কাতরে, কতহুঁ কাকুতি, করত কামিনী পায়। কি জানি কি পরকার, অবহুঁ কহই নাহি অবধায়॥ দিবস চারি গোঙ ও মাধব, করত রতি সমাধান। বড়ই কায়শ, বড়ই বিরস, সিংহ ভূপতি ভাণ॥

পঠ মঞ্জুরী।

হামারি বচন শুন রাই। দূরহি তাক পরশ বিনে, অব তুহুঁ মন্দিরে ভয় অবগাই॥ বিদগধ রসিক-শিরোমণি নাগর দরশে বুঝবি ব্যবহার। ঐছন সংশয় আর তুহুঁ না করবি, শুভক্ষণে কর অভিসার॥ ঐছন বচন শুনিয়া বর মুগধিনি, নিজ প্রিয় সহচরী মেলি। বেশ বনাই কত যে মনে সংশয়, কালিন্দী-তীরহি গেলি॥ অপরূপ কুঞ্জকুটীরে নব নাগর পথ হেরি আকুল পরাণ। সকল সখী পরবোধি, মিলায়ল যদুনন্দন রস গান।

রূপোল্লাস।

বরাড়ি।

নিরুপম সুন্দর, গৌর কলেবর, মুখজিতি শারদ চাঁদে। কুন্দ করগ বীজ, নিন্দি সুশোভিত, অতিশয় দন্ত সুছাঁদে॥ বুঝল কাম পুনসারে। অমিয়া কোশার ছানি, নিরমায়ল বিধি শিব, যেন ভেল রাধে॥ ধ্রু॥ অকলঙ্ক চাঁদ ভালে, বিধুন্তুদ ধাওই পরশক লাগি। নিকটহি যাই হেরি তছু মাধুরী, তছু কর ভায় পুন ভাগি॥ প্রতিযোগী জগৎ নাম দোষিত, গুণ ভেল হিয়াক ধেয়ানে। সোই চরণ গুণ, কলিযুগপাবন, কুরু রাধামোহন গানে॥

সুহই।

সুন্দরী আচরে বদন ছাপায়। লুবধ ভূপল মধুপ চকোর, বিধুন্তুদ আনত আনত চলি যায়॥ ধ্রু॥ মুখমণ্ডল কিয়ে শারদ সুধাকর ভালই নিরমল চন্দ। মধুরিপু ভরমে মরম যাহাঁ ঐছন তাহে কি গণয়ে মতি মন্দ॥ জনি কহ গরবে পদতলে বারব, গুথল কনক উজোর। তাহাঁ নখচন্দ্র ভরম ভরে আকুল, ততহি পড়ত জনি ভোর॥ ভাঙ ধনুয়া জনু সুতনু ধুনায়সি; যছু শরে গিরিবর কাঁপে। সো কিয়ে অতনু পতগ শিরে ডারবি, গোবিন্দ দাস হিয়ে তাপে॥

শ্রীরাগ।

এ ধনি পদমিনি পড়ল অকাজ। জনি ভেটবি হরি কুঞ্জররাজ॥ ধ্রু॥ তুহুঁ গজগামিনী মতি অতি ভোর। উচ কুচকুম্ভ গরবে নাহি ওর

যৌবন গৌরবে না হেরসি পন্থ। পরিমলে বাসিত করল দিগন্ত ॥ যব তোঁহে করব অরুণ দিটি ভঙ্গ। নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ ॥ সো খর নখর পরশ যব হোতি। এ কুচকুম্ভে না রাখবি মোতি ॥ গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত। মুরছি পড়লি তঁহি ধরণী নিপাত ॥ গোবিন্দ দাস তব হি সঙরাব। অধর সুধারসে যব হি জীয়াব ॥

কেদার।

শুন সুন্দরি বচন বিশেষ। আজু হাম তোহে করব উপদেশ ॥ আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম। পহিলহি ভেটবি শয়নক সীম ॥ হরি পরিরম্ভনে মোড়বি অঙ্গ। হাঁ হুঁ না বোলবি প্রেম-তরঙ্গ ॥ কহে কবি শেখর, শুন বর নারী। যে কিছু না জানু শিখবে মুরারি ॥

ধানশ্রী।

সখী অবলম্বনে চলবি নিতম্বিনী স্তম্ভ বিমুখ সমিথে। যদি হরি করে ধরি কোরে বৈঠায়ই নিচোলে চালায়বি দীপে ॥ সুন্দরি মান না রহয়ে উদাসে। বদন আধ বিহু, সাধ না পূরাব, কুচ দরশায়বি পাশে ॥ধ্রু॥ বহু অনুরোধে পহুঁ কাতর দেখি, বিমুখ বৈঠবি বামে। পাণি পরশে ঘন চমকিত চপলা, সেজ তেজি আন ঠামে ॥ ভুজযুগ যোড়ি মুডি কর পল্লব, অম্বর সম্বরবি পীঠে। দীন রাম চন্দ্র ভণত, উৎকট সঙ্কট বঙ্কিম দিঠে ॥

রতি-শিক্ষা।

এ ধনি পদমিনি শুন মঝু বাত। ঐছনে মিলবি নাগর সাথ ॥ যতনে বসনে অঙ্গ রাখবি গোই। রহবি না বাই জনু বাত না হোই ॥ অবনত বয়ানে রহবি ক্ষিতি হেরি। ক্ষণে আধ নয়নে চাহবি বেড়ি বেড়ি ॥ ক্ষণে কুচযুগ চীর করবি উদাস। ক্ষণে ক্ষণে ছোড়বি দীর্ঘনিশ্বাস ॥ ক্ষণে নীবি বন্ধন বান্ধবি ঝারি। নিরখি-লুবধ জনু হোয়ত মুরারি ॥ যবহু যতন তোহে করবহি নাহ। নিরসনা বোলবি বচন নিরবাহ ॥ সুরতি পিয়াসে পিয়া ধরবহি হাত। অনুমতি না দেয়বি ঢুলায়বি মাথ ॥ কোরে করব যব রসিক সুজান। পরিহার

মাগবি পালটি বয়ান॥ যব তোহে অনুমতি মাগব কান। নহি নহি বোলবি অমিয়া সমান॥ চুম্বনে বেরি বেরি করবি মুখ বঙ্কা। সুরতি সময়ে জনু পায়বি শঙ্কা॥ কহে কবি শেখর চল সুকুমারী। তয়া লাগি আকুল ভেল মুরারি॥

সুন্দরী ঝাট কর নটিনী সুবেশ। সময় হইল আসি, বাজিবে সঙ্কেত বাঁশী, ধৈরযের না থাকিবে লেশ॥ ত্বরিতে যাইতে পথে, কবরী এলায়ে যাবে, ঝাট কর বেণীর রচনা। শ্রম জলে যাবে ভাসি, কাল হবে মুখশশী, কাজর পরিতে করি মানা॥ নূপুর পরিতে বলি, পুন তা নিষেধ করি, চলিতে চরণ হবে ভার। আর এক দোষ আছে, গুরুজন জাগে পাছে, কলরব শুনিয়ে তাহার॥ নীল বসন সাড়ী, আঁটিয়া পরহ গোরি, খসিয়া না পড়ে সেই বেলে। দোহুতি মুকুতাহার, কাঁচলি ভিতরে তার, ছিঁড়িলে থাকয়ে যেন গলে॥ সনৃ করি পর টাড়, পাইবে পুলক চার, খসিয়া না পড়ে যেন পথে॥ জগন্নাথ দাসে রটে, যা বল তাই বটে, বিলম্ব না সয় আর ইথে॥

শ্রীরাগ।

রাই সাজে বাঁশী বাজে না পড়িল উল। কি করিতে কিনা করে সব হৈল ভুল॥ মুকুরে আচরে রাই বান্ধে কেশ ভার। পায়ে বান্ধে ফুলের মালা না করে বিচার॥ করেতে নূপুর পরে জঙ্ঘে পরে তাড়। গলাতে কিঙ্কিণী পরে কটিতটে হার॥ চরণে কাজর পরে, নয়নে আলতা। হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা॥ শ্রবণে পরয়ে রাই বেশর সাজনা। নাসার উপরে করে বেণীর রচনা॥ বংশী বদনে বলে যাই বলিহারি। শ্যাম অনুরাগের বালাই লয়ে মরি।

নব যৌবনী ধনি চল অভিসার। নব নব রঙ্গিনী রসের পসার॥ নীল বসন রাধার শ্রীঅঙ্গে সাজে। কনক কিঙ্কিণী ঘন ঘন বাজে॥ চরণেতে বঙ্করাজ বাজে ঝুনু ঝুনু। মদন বিবাদি হাতে ফুলধনু॥ বৃন্দাবনে ভেটল শ্যামরু রায়। নব নব কোকিল পঞ্চম গায়॥ দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর। গোবিন্দ দাসের সুখের নাহি ওর॥

ভাল হইল এলে রাই বৈস মোর বামে। নীল বসন তোমার তিতিয়াছে

ঘামে॥ যে দিকে পসারি আঁখি সে দিক্ আন্ধার। বৃন্দাবন উজোর হইল রূপের পসার॥ এতেক বিলম্ব রাই করেছিলে কেনে। না দেখিয়া চাঁদ মুখ মরেছিনু প্রাণে॥ কত দুখ পেয়েছ রাই পথব্রজ-শ্রমে। অলকা মিটেছে তোমার বিন্দু বিন্দু ঘামে॥ ঈষত হাসিয়া রাই ললিতা পানে চায়। বৈসহ শ্যামের বামে বিশাখা সুধায়॥

পটমঞ্জরী।

কালিন্দী কিনারে নাগর রায়। আমাপানে চাহিয়া ঘনায়ে বংশী বায়॥ ক্ষণে ক্ষণে শ্রীদামের কান্ধে অবলম্ব। ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বাঁশী হইয়া ত্রিভঙ্গ॥ ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গমন অতি শোভা। সুরমণি দেবতাগণের মনোলোভা॥ শ্রীদাম সুদাম আদি চৌদিকে সাজে। চাঁদের উদয় যেন তারাগণ মাঝে॥ সে রূপ নেহারি মোর তরল গেয়ান। গোবিন্দ দাস কহে সব পরমাণ॥

রাজনন্দিনী তনু দুকুল উজোর। দুই চারি বচন রাখবি মোর॥ শ্রবণে শুনবি যবে মুরলীক তান। তবু নাহি উঠবি হয়ে আগুয়ান॥ কানুক প্রেমরতন মণিসার। গোপনে রাখবি যৈছে নহে পরচার॥ শাশকি বচনে রহবি করযোড়ি। সতীগুণ বারতা কথা পুছবি বেরি বেরি॥ সাঁঝকি সময়ে হরি গৃহমাঝ। গোবিন্দ দাস কহে সমুচিত কাজ॥

ধানসী।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু সাঙল চিকুর ভার। জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল পিছু করি আন্ধিয়ার॥ রামাহে অধিক চন্দ্রিম ভেল। কত না যতনে কত অদ্ভুত বিহি বহি তোরে দেল॥ধ্রু॥ উরজ অঙ্কুর চীরে ছাপাওসি থোর থোর দরশায়। কত না যতনে কত না গোপসি, হিমে গিরি না লুকায়॥ চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারিনি, অঞ্জন শোভন তায়। জনু ইন্দিবর পবনে পেলিল অলি ভরে উলটায়॥ ভণ বিদ্যাপতি, শুন শুন যুবতি, এ সব এরূপ জান। বর রায় শিব সিংহ, রূপ নারায়ণ লছিমা দেবী পরমাণ॥

শ্রীরাগ।

চিকণ কালা গলায় মালা, বাজন নূপুর পায়। চূড়ায় ফুলে ভ্রমর বুলে, তেরছ নয়নে চায়॥ কালিন্দীর কূলে কি পেখিনু সই, ছলিয়া নাগর কান। ঘর মু যাইতে নারিনু সই, আকুল করিল প্রাণ॥ চাঁদ ঝলমলি ময়ূরের পাখা চূড়ার উপরে বায়। ঈষৎ হাসিয়া মোহন বাঁশী মধুর মধুর বায়॥ রসের ভরে অঙ্গ না ধরে, কেলি কদম্বের হেলা। কুলবতী সতী যুবতী জনার, পরাণ লইয়া খেলা॥ শ্রীচরণে চঞ্চল মকর কুণ্ডল, পিঁধন পিঙল বাস। রাঙা উৎপল, চরণ যুগল, নিছনি গোবিন্দদাস॥

সিন্ধুরা।

জলদহি জগদ বিজুরি দিঠি তাপক মরকত কনয় কঠোর। এতহুঁ তনু মন, নয়ন রসায়ন, নিরুপম নতুন কিশোর॥ রাধামাধব ভাতি। কো বিহি নিরমিল কোন ঘটায়ল শ্যামর গোরি সাঙ্গাতি॥ যব দুহুঁ দুহুঁ হেরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি, আন আন নিবইতে চাহ। তনু তনু পৈঠত, সঘনে আলিঙ্গিত, কৈছে তোয়ব নিরবাহ॥ আরতি অধর, সুধারস পিবি দুহুঁক, পিরীতি উনমাদ। গোবিন্দদাস কহে, অধিক রস আবেশে, কিয়ে নায়ক পরমাদ॥

কাম-কন্দর্প।

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে। মদন সুধারসে যো নিরমাওল, তুয়া মুখমণ্ডল রাধে॥ জীল আধ ইন্দু, অমিয়া আগরল, ভাও তিমির ঘনঘোর। কিরণ বিকাসিত শ্রুতি কুবলয়, পরিধাবই নয়ন-চকোর॥ নাসা শিখর সমুখে উদিত পুনঃ, সিন্দূর ভানু উজোর। অহনিশি বদন কমল তেজি বিকশিত, শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোড়॥ অরুণ কিরণ পুন অধরে হেরি হেরি, হার তরঙ্গিণী-তীরে। কুচযুগ কোক শোক নাহি জানত, গোবিন্দদাস কহে ফুরে॥

সহজে অনঙ্গ ভুজঙ্গয়ে দংশল, মবু মন মলয় সমীর। তুয়া শীতল দিঠি কমলে জুড়াইতে, কাজর গরল অথির॥ হরি হরি তুহে কিয়ে দোখব রাধে।

যাহা যাহা জীবইতে ধায়ে তাপিত জন, তাহাঁ তাহাঁ বিহি করু বাদে॥ ভাগে পড়ল কুচ ভুখিল ধরাধর, মুরছিত তেক্রি পুন জীব। তাহা পত্র উজর হার ভুজ গরব-বেণী ভুজঙ্গিনী পিব॥ অধর-সুধা-কলস সে সমীরণ, দশন কিরণ মণিরাজ। জীবন রাখত মণি-মন্ত্র-মহৌষধি, গোবিন্দদাস কহ কাজ॥

তুয়া মুখ কোটীচন্দ্র জিনি, শোভিত তাহে ভেল কানু চকোর। ও মুখ-কমলে চপল মন ডুবল, তাহে কি ভ্রমরা জান ভোর॥ সুন্দরি উপেখবি দারুণ লাজ। মনমথ মন্ত্র পড়ায়বি নিরজনে, ইথে বিহি মিলায়ল কাজ॥ গিরিবর কুঞ্জে রঙ্গ তুহু যতি সব, মদন গেহ দরশাব। যতু বহত মন কোটী মন জাগল নীলমণি ধাব॥ বদনক চির স্থির করি সম্বর হৃদয়ক তাহি উঘাড়ি। তুহু হৃদয় এক এক করি জোড়হ, গোবিন্দদাস বলিহারি॥

ধানসী

বন্ধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, মিলব আমার পাশে। ত্বরিতে দেখিয়া, চকিতে উঠিয়া, বদন ঝাঁপিব বাসে॥ তা দেখি নাগর, রসের সাগর, আচরে ধরিবে মোর। করে কর ধরি, গদগদ করি, কহিব বচন থোর॥ তবহি মিলন, দেখিয়া বদন, হইয়া নাগর ভোর। আঁখি ছল ছলে, গর গর বোলে, কত না সাধিবে মোর॥ সময় জানিয়া, থির মাগিয়া, পূরাব মনের আশ। এ সকল বাণী, ফলিবে এখনি, কহয়ে অনন্তদাস॥

ধানসী।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল। হরিমুখ হেরইতে সব দূরে গেল॥ যতহু আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ। সো সব পূরল দিয়া পরসাদ॥ রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। অধর কি পানে বিরহ দূরে গেল॥ চিরদিনে বিধি আজু পূরল আশ। হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ॥ ভণই বিদ্যাপতি আর নহ আধি। সমুচিত ঔষধি না রহে বেয়াধি॥

ললিতা।

কিশলয় শয়নে শুতলি ধনি গৌর। নাগরশেখর শুতলি ধনি কোর॥

চন্দন-চর্চ্চিত দুহুঁ জন অঙ্গ। দুহুঁ ফুলহার লম্বিত জঙ্ঘ॥ বদনে বদন দুহুঁ চরণে চরণ। প্রিয় সঙ্গ সখীগণ করয়ে সেবন॥ পূরল দুহুঁজন মন অভিলাষ। দুহু গুণ গাওত নরোত্তমদাস॥

কামোদ।

রাই বিপদি শুনি, বিদগধ শিরোমণি, পুছই গদ গদ ভাষা। নিজ মন্দির তেজি, চলু বর নাগর, পুন পুন পরশিয়া নাসা॥ ধ্রু॥ বিছুরল চরণে বলিত মণি-মঞ্জীর, বিছুরল মুরলীক রন্ধ্রে। বিগলিত কেশ, বসন ভেল বিগলিত, বিগলিত শিখীপুচ্ছ চন্দ্রে॥ পরিমলে আকুল, ভরল দশ দশ, যামিনী বহু বহু পুঞ্জে। চিরদিন দরশন, পরশ রস লালস, ত্বরিতহি মিলল কুঞ্জে॥ দুহুঁ মুখ দরশনে মুগধ ভেল দুহুজন, কর ধরইতে দুহুঁ কাঁপি। নরহরি হৃদয় মাঝে, অপরূপ জাগল, জলধরে বিধুবর ঝাঁপি॥

কামোদ।

রাইক কুঞ্জ গমন শুনি, মাধব অচপল প্রেম অনুমানি। মিলইতে গমন করল বর নাগর, আনন্দে আপনা না জানি॥ চলইতে পথই, চলই না পারই, কত কত ভাব বিথারি। পদে পদে হেম কদলী, হেরি আকুল গদ গদ, পুছে সেই নারী॥ ঐছে বহু যতনে পহু মিলল দুহুঁ, হেরি দুহুঁ ভেল ভোর। দুহুঁ মন মানস সফল ভেল জীবন, দুহুঁক গলয়ে প্রেম লোর॥ দৈরজ ধরি হরি, অঞ্চল পরশিতে, ধনিক মুগধি পরকাশ। রাধামোহন বুঝিতে সংশয়, পিছে বুঝল পরিহাস॥

আও লো শ্যাম মিলল বর ভামিনী, নিছই কুসুম পদে দেয়ল ডারি। লাজে কমলমুখী কুঞ্চিত লোচনে হাসি, নিরখে মুখ বৃষভানু-কুমারী॥ দোহেঁ দোহাঁ দরশনে আনন্দ হইল মনে, উছলল আনন্দ-হিল্লোল। রামচন্দ্র পহু রসিক শিরোমণি, দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর॥

কলেবর ইন্দিবর নিন্দি সুকুমার। তাহে কত সহে এত আভরণ ভার॥ শুন ওহে প্রাণনাথ মোর এক বোল। মরমক বেদন নিবেদন মোর॥ না পরহ কঠিন কাঞ্চন মণি তুমি। কুসুম ভূষণ নিতি গাঁথি দিব আমি॥

গরজয়ে গগনে সঘন ঘন ঘোর। ঐছে সময়ে চলু নন্দকিশোর॥ পন্থ বিপথ কিছু লখই না পারি। দামিনী চমকে চলয়ে অনুসারি॥ পাওল সঙ্কেত কুঞ্জমাঝ। জানল রাই আওল যুবরাজ॥ কুঞ্জ-মন্দিরে ধনি দেওল কপাট। কানু না জানল ঐছন নাট॥ অন্তরে ভাবয়ে শ্যাম শরীর। আজু দুরদিনে ধনি না ভেল বাহির॥ আরতু বিফল ভেল মনোসাধ। আকুল নাগর করয়ে বিষাদ॥ মোই মোই পরশল দ্বারে কপাট। কোইকোই মুদল কুঞ্জকপাট॥ পুনঃ ধনি রাইক দরবে হৃদয়। কহতহি কোন দ্বার মহারোয়॥ তবহি জানল বর নাগর কান। অব ঘনশ্যাম লহয়ে পরাণ॥

শ্রীরাগ।

জারল ঘর পর নিদে ভেল ভোর। সেজ তেজি উঠি নন্দকিশোর॥ সঘনে গগনে হেরি নখতর পাঁতি। অবধি না পাওল ছুটল রাতি॥ জলধর রুচি হর শ্যামল কাঁতি। যুবতীমোহন বেশ ধরু কত ভাঁতি॥ ধনি অনুরাগিণী জানি সুজান। ঘোর আন্ধিয়ারে তব করল পয়াণ॥ পরনারী পিরীতিক ঐছন রীত। চললি নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত॥ কুসুমিত কানন কালিন্দী-তীর। তাহা চলি আওল গোকুল বীর॥ নাগর পন্থ পর মিলল যাই। আনলি নাগর ভেটলি রাই।

আর কবে হবে মোর শুভক্ষণ দিন। নয়নে নেহারিতে না বাসব ভিন॥ এ সখি এ সখি নিবেদন তোয়। সো কি সুধামুখী মিলব মোয়॥ আধ মুচকি হাসি হেরব নয়ানে। সুমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে॥ কুচযুগ করে পরশিতে যব যাব। করে কর বারি বয়ান পালটাব॥ চরণ পরশি মুখ করব সরস। রসাবেশ মঝু হিয়ে করব আলস॥ রাই রঙ্গিণী মঝু মিলব কোর। সফল জীবন তব হোয়ব মোর॥ ঐছন কাতর নাগর ভাব। শুনি কবিরঞ্জন চলু ধরি পাশ॥

সারঙ্গ।

আন ছল করি, সুবল করে ধরি, গমন করল বনমাহি। তরু তরু হেরি কুসুমতহি তোড়ই, যতন তঁহি হার বনাই॥ মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর। সুন্দরী

মনে করি, তারই পথ হেরি, আকুল মন নহে থির ॥ ধ্রু ॥ নব নব পল্লবে, সেজ বিছায়ল, নব কিশলয় তহি রাখি। কুসুম তোরি চিত ভেল আকুল হেরইতে থির দুহুঁ আঁখি॥ তৈখনে মদন দ্বিগুণ তনু দগধল, জয় জয় শ্যামরচন্দ গোবিন্দদাস পহু সুবল করে ধরি, চর চর নয়ন-তরঙ্গ ॥

তুড়ী।

সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদস্মং। বিলিখামাদ্ভুতমকরাকস্বং॥ ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজনয়নে। বেশং তবকর-বৈধৃতি-শয়নে॥ রাধে দোলয় ন কিল কপোলং। চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলং॥ তব বপুরস্ত সনাতনশোভং। জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভং॥

ধানসী।

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতং। পঙ্কজমিব মৃদুমারুতচলিতং। কেলি-বিপিনং প্রবিশিতি রাধা। প্রতি-পদ-সমুদিত-মনসিজ-বাধা।। বিনিদধতী মৃদু-মন্থর-পাদং। রচয়তি কুঞ্জর-গতি-মনুবাদং ।। জনয়তি রুদ্রগজাধিপ-মুদিতং। রামানন্দ-রায়-কবি-গদিতং ।।

কাম কুম্ভ।

মধ্যে কৃষ্ণে বেড়িয়ে সকল গোপীগণ। হস্তে হস্তে বন্দ সব মণ্ডলী বন্ধন ॥ চাঁদে বেড়ি রহে যেন বহু তারাগণ। ঐছে গোপাঙ্গনা মধ্যে মনোরম ॥ করি কিবা রাসের কারণ—হেমঘট চক্র কৈল গোপাঙ্গনাগণ। কৃষ্ণ দণ্ড দিয়ে তাহা চালায় সঘন॥ গড়াইতে চাহে রস লীলা মনোরম। রাস-লীলা কৈল কিবা বিলাস কারণ। কন্দর্প কৌতুক-সুরা উঠয় অন্তরে। গোবিন্দের মন নিলা বান্ধিবার তরে॥ গোপাঙ্গনাগণ হেম জন তাহে ফিরে। তমাল গাছেতে যেন হেমলতা বেড়ে॥ বাঁধিয়েছে ঘন যেন সুবর্ণের তারা—তবে আর অপরূপ দেখ এই খানে। রাধা রাজা কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥ গন্ধ চন্দন মালা দিলা রাধার অঙ্গে। আপনি করয়ে স্তুতি গোপীগণ সঙ্গে॥ অভিষেক

করি এক হয়ে গোপীগণে। আজি হইতে রাধা রাজা এই বৃন্দাবনে॥ হেন মনে রাস বিহরয়ে যদুরায়॥ আচম্বিতে গোপীনাথে দেখিতে না পায়॥ এক গোপী লঞে গেলা সভারে এড়িঞে। কাঁদয়ে এখানে গোপী "হা নাথ" বলিয়ে॥ তবে এক অপরূপ এ রাস-বিহার। এক গোপী এক কৃষ্ণ মণ্ডলী তাহার॥ সারি সারি গোপীগণ মণ্ডলী করিয়ে। কৃষ্ণ সুখ দেন তাঁহা শিকার লাগিয়ে॥ রাস হাটমাঝেরে পতাকা-শশধরে। কোকিল কুটীল লঞে জাগায় কামেরে॥ ভ্রমরা হাটের বাস্ত পসার যৌবন। গাহক রসিকবর মদনমোহন॥ যুথে যুথে পাটোয়ার নটিনী গোপিনী। তার মাঝে ক্রিয়া করেন প্রভু যদুমণি॥ সব গোপী মেলি তবে হাস্ত পরিহাসে। মদন রাজা সভাকে সম্ভাষে॥ সারি সারি পসরা সাজায় চন্দ্রাবলি। গাহক রসিক কানু রসে করে কেলি॥ এক গোপী বলে আমি বিকি রাশি। ইহার উচিত দাম চাঁদমুখের হাসি॥ চন্দ্রকান্তি বৃন্দাবন গৌরকান্তি হৈল। গৌরাঙ্গীর অঙ্গের কান্তি তাহে মিশাইল॥ প্রেম জল হেম জল ক্ষণেক করিলা। এই মত বলি ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে হইলা॥ চঞ্চল তমাল বৃক্ষে পত্রগণ যেন। ঝল মল করে পূর্ণচন্দ্রের কিরণ॥

কিয়ে শুভ দরশনে, উলসিত লোচনে, দোহে দোঁহা হেরি মুখ চাঁদে। তৃষিত চাতকী যেন, জলধরে মিলায়ল, ভুখিল চকোর চারু ছান্দে॥ আধ নয়নে দুহুরূপ নেহারই, চাহনিঞো নহি ভাঁতি। রসের আবেশে দোহ অঙ্গ হেলি বিহুরল প্রেম-সাঙ্গাতি॥ শ্যাম সুখময় দে গোরি পরশে মিশায়ল যেন কাঁচা ননী। রাইতনু ধরিতে নারে, এলাইয়া নিদ ভরে, শিরিষ কুসুম কমলিনী॥ কিয়ে অতসী সম শ্যাম সুনায়র, নায়রী চম্পক গোরি। নব জলধরে যেন চাঁদে আগরল, ঐছন রহল শ্যাম কোরি॥ বিগলিত কেশ, বেশ কুসুমাবলী, বিগলিত নীল নিচোল। দুঁহুজন প্রেমরসে, ভাসল নিধুবন, অবিরত প্রেমের হিল্লোল। ললিতা বিশাখা সখী দেখি সভে মহাসুখী, ভ্রমর কোকিল উতরোল। যদুনাথ দাস কহে, কিবা শুভ দরশনে, আনন্দ-হিল্লোল॥

স্থান অতি উজ্জ্বল পরম। যেমন রাধা মাধবের মন॥ আড়ে থাকি দেখে সখীগণ। কিবা হরি করে আচরণ॥ পাদ্য দিল ছরমের জলে। পূজা করে আঁখি উৎপলে॥ অর্ঘ্য দিল গায়ের পুলকে। নয়নের জলে অভিষেকে॥ অধর নৈবেদ্য দিয়ে দান। করযুড়ি করে নিবেদন॥ দান দিল চুম্ব লক্ষ মণি।

চেতন পাইল তবে ধনি ॥ চেতন পাইয়ে যোড়ি করে। কহে কিছু গদগদ স্বরে ॥ কত সুধা কয় বরিষণ। এ দ্বিজ মাধবকি বচন ॥

ধানসী।

আরে মনমথ নাহি তোরা ধরম বিচার। কো করু দোষ, রোখ করু কা সঞে, বড় তুহু মূরখ গোঙার ॥ শুনইতে রূপকলা গুণ-মাধুরী, তেঞি দিঠি হরল কান। সোই যোধপতি তাহে নাহি পারলি, হৃদয়ে হানিলি পাঁচবাণ। কিয়ে গুণবতী, তোহে পতি করি মানল, নাম কে রাখল কান। নাশসি কম কুলট পদ দেওসি, আর তোহি চিনল হাম ॥ দেবপতি শিব, জীব তুয়া রাখাল ছিয়ে ছিয়ে এ বড় দুখে। তা সঙে বাদ সাধি, যৈছে ধাওলি, তৈছে আনল দিল মুখে ॥ তব হাম শম্ভু, আরাধব তুয়া লাগি, পুন তোহে করব বিনাশ। বিরহিনীগণ যেন, কিয়ে ঘর কিয়ে বন, যাঁহা তাঁহা সুখে করু বাস ॥ ধরণীর বাণী, মান তুহুঁ সুন্দরি, শম্ভু আরধবি কায়। মনমথ কোটী মথন, করু যো জন, সো তুয়া চরণ ধেয়ায় ॥

শ্রীরাধিকার অভিসার।

গৌরচন্দ্র।

অতিশয় ঘোর তিমির নিশি, হেরইতে পুলকিত গোরা বনমালী। সহচর সঙ্গে, রঙ্গে চলু সুরধুনি, সঙরি পূরব রসকেলি ॥ অপরূপ গৌর চরিত। নিশি আন্ধিয়ার, পথ লখই না পারই, তবহুঁ না মানত ভীত ॥ খণে খণে সহচর ছোড়ি পহু ধায়ত, খণে আধ আধ চলি যায়। গৌরক প্রেমে সবহুঁ জন উনমত, আনন্দে পহুঁক গুণ গায় ॥ সোঙরি বৃন্দাবন, রসে গর গর মন, দুবাহু তুলিয়া বলে হরি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধায়, কান্দয়ে উভরায়, অনন্ত কাঁন্দয়ে মুখ হেরি ॥

ঘন ঘন নীপ সমীপহি শুনিয়ে সঙ্কেত মুরলী নিশান। রহি রহি বাম পয়োধর পন্দই তেঁই বুঝি মিলব কান ॥ দেখ সখী পাপ চতুর্থীক চাঁদ। হরি অভিসার ঐ বিলম্বায়ত, পাতি কিরণময় ফাঁদ ॥ মনহি মনোরথ, চঢ়ল মনমথ, ধৈরব ধরণ না যাত। মণিময় হার ভার জনু লাগয়ে, আভরণ, দূর করু গাত ॥

ধরণী শয়ন একমোহে শোহায়ত, কুসুম শয়নে জীউ কাঁপ। গোবিন্দ দাস কহ গহন প্রেম গাহ, দহনে দোহায়ই ঝাঁপ॥

কল্যাণী।

বয়সে সমান সঙ্গে নব-রঙ্গিণী, সাজলি শ্যাম দরশ-রস লোভে। কোই রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে॥ ভালে বণি আওয়ে বৃষভানু তনী। চরণ-কমলতলে অরুণ বিরাজিত, মঞ্জীর রঞ্জিত মধুর ধ্বনি॥ ধ্রু॥ গতি অতি মন্থর, নব যৌবন ভর, নীলবসন মণি কিঙ্কিণী রোলে। গজ অরি মাঝারি, উপরে কনয়াগিরি, বীচহি সুরধুনি মুকুতা-হিল্লোলে॥ রবিমণ্ডল ছবি, জিনি শশিমণ্ডল, সুন্দর সিন্দুর বিন্দু ভালহি ভালে। গোবিন্দদাস কহ, ভুলল অলিকুল, বেঢ়ল কবরীক মালতীমালে॥

বেলোয়ার কন্দর্প।

মঞ্জু চরণযুগ যাবক রঞ্জন, খঞ্জনগঞ্জন মঞ্জীর বাজে। নীলবসন মণি কিঙ্কিণী রণরণি, গমন কুঞ্জরদমন ক্ষীণ মাঝে॥ সাজলি শ্যামবিনোদিনী রাধে। সঙ্গহি রঙ্গ তরঙ্গ-রঙ্গিণী, মদনমোহন ছাঁদে॥ ধ্রু॥ কনক কটোর চোর, কুচকোরক জোর,উজোরল মোতিমদাম। ভুজযুগ থির বিজুরী পরি মণিময়, কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥ মধুরিমহাস সুধারস নিরসন,দশন-জ্যোতি-জিত মোতিম কাঁতি। সুভগ কপোল, লোল মণিকুণ্ডল, দশদিশ ভরল নয়ানশরপাঁতি। ঝাঁপলি কবরী, ভালে অলকাবলী, ভাঙ ধনুয়া জনু মনোরথ সেখি। গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারলি, শিঙ্গার দেব অধিদেবী॥

মঙ্গল।

ঋতুপতি রাতি, রজনী উজোরল হিমকর, মলয় সমীরণ মন্দ। কানু আশো রাশে, চপল মনোভবে, মনহি বিথারল দ্বন্দ॥ সজনি, পুন যহি সম্বাদহ কান। কালিন্দীকূলে, অবহুঁ বিরহানলে, তেজব দগধ পরাণ॥ ধ্রু॥ কিশলয় দহন, শেজ অব সাজহ, আহুতি চন্দন পঙ্কা। দ্বিজকুল নাদ, মন্ত্রে তনু জারল, যাই যাই প্রেম কলঙ্কা॥ চিতরতন মঝু, কানু পাশে রহল, অবহুঁ না মিলিল যোই। গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ আপহি মিলব সোই॥

ধানসী।

আকুলে শিঞ্জায়ে ধনিয়ে চলু বালা। যুবজন-হৃদয়ে কুসুম-শর-জ্বালা॥ হাসি দেখাওয়ে মুখ দশনক জ্যোতি। পঙারক মাঝে গাঁথল গজমোতি॥ চাঁচর চিকুর উলটি উরে পড়ুই। জনু কনয়াগিরি চামর চরই॥ চঞ্চল কুটিল দিঠে হেরই বাট। বিকচ কমলে জনু খঞ্জন নাট॥ যৌবন-মদে গতি মন্থর ভাতি। জনু মত্ত কুঞ্জর-গতিমদে মাতি॥ মিলল কুঞ্জে ধনী নাগর পাশ। হেরত আনন্দে গোবিন্দ-দাস॥

গান্ধার।

কালীয় দমন জগবে তুয়া ঘোষই, সহচরী শুনইতে কাণে। তুয়া সনে বাদ করিয়া ধনি আওত, মনমথ চড়ই ঝাপানে॥ মাধব অতএ কহিয়ে তুয়া লাগি। ত্রিবলিক মাঝ লোমভুজঙ্গিনী হেরইতে তুহু জানি ভাগি॥ ধ্রু॥ নয়ন-কমল-শির-যুগল ভুজগবর, কাজর গরল উগারি। মদন ধন্বন্তরি, আপে যব আয়ব সৌ বিথ তবহি না সারি॥ বেণীভুজগবর পীঠপর দোলত, চিরদিন ভুখিল পিয়াসে। শুনইতে নাগদমন তনুকম্পিত, কহ তহিঁ গোবিন্দদাসে॥

বেলোয়ার।

রাইক আগমন বাত। শুনইতে উপজিত গাত॥ তাহে কহই বর কান। নাগদমন মঝুনাম॥ খগপতি রহু মঝু পাশ। সবহুঁ সে করব গরাস॥ বিকট মকর পুন হোয়। এক না রাখব সোয়॥ দৈব করয়ে যব আন। দংশয়ে হামারি বয়ান॥ রসনা ধন্বন্তরি আগে। তঁহি পুন অমিয়া লাগে॥ নিরবিষ হোয়ব তায়। জীওব এহি উপায়॥ এত শুনি সহচরী গেল। গোবিন্দদাস মতি দেল॥

সখী শিক্ষা।

সুহই।

দূর সঞে নয়নে নয়নে যব হেরবি, নিয়ড়ে রহবি শির নারি। পরশিতে শিহরি করহি কর বারবি, যতনে রোধ নিরমারি॥ সুন্দরী অতএ শিখায়ই তোয়। বিনহি

মান ধন কিয়ে বহু বল্লভ, কবঁহু আপন বস হোয় ॥ধ্রু॥ পুছইতে গোরি চমকি মুখ মোড়বি, হসইতে জনি তুহুঁ হাস। কহইতে মিনতি শুনই না শুনবি, করবি আনহি আন ভাষ ॥ পড়ইতে চরণে বারি দিঠি পঙ্কজে, পুজবি সো মুখ-চন্দ। গোবিন্দদাস কহ, যাক ধৈরজ রহ, তাহে সে এত পরবন্ধ ॥

ধানসী।

সুন্দরী ধরবি বচন হামার। কানুক প্রেম-রতন পুন গোপবি, বেকত করবি কদাচার ॥ ধৈরজ লাজ করণ তুয়া সমুচিত, শুনবি গুরুজন ভাষ। আপক মান, আপে পুন রাখবি, যৈছে নহত উপহাস ॥ তুয়া সম কো পুন, আছয়ে ত্রিভুবন, কুলশীল গুণবন্ত। ঐছন দুহু কুল, হেরইতে উজোর, ধন জন গরব অন্ত ॥ ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর, আনতঁহি দেয়বি চিত। গোবিন্দদাস কহ, ঐছে প্রেম নহ, অনুরাগ গতি বিপরীত ॥

ভুপালি।

গুরু গরবিত ধনি নাহি করে ভয়। ভেটিব নাগর শ্যামে দড়াইল নিশ্চয় ॥ আভরণ পাড়ি আনি করিল সাজন। গলয়ে পরিল রাই হাতের কঙ্কণ ॥ পায়ের নূপুর কেহ তুলি পরে করে। গজমতি হার পরে কটীর উপরে ॥ কপালে হীরার পাঁতি পায়ে পরে ভালে। ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা কেহ পরয়ে কপালে ॥ কপালে কাজর পরে নয়নে সিন্দুর। ভুলিল সকল গোপী হইল অথির ॥ আর এক গোপবধূ যাইতে না পাইল। কাল হইল তার পতি ধরিয়ে রাখিল ॥ কৃষ্ণ অনুরাগে গোপী-পরাণ তেজিল। আগে যাই সেই ধনি কৃষ্ণ-চরণ পাইল ॥ গোবিন্দদাস কহে অনুরাগ সার। নিশ্চয় দড়াইলে মিলে নন্দের কুমার ॥

সুহই

মিলল নিকুঞ্জে রাই-কমলিনী। দোঁহে দোঁহে পায়ল পরশমণি ॥ দরশনে দোহুঁ মুখ দুহুঁ প্রেমে ভোর। নয়নে ঝরয়ে দোঁহার আনন্দ লোর ॥ সরস সম্ভাষণে উপজিল রঙ্গ। উথলল দুহুঁ মনে মদন-তরঙ্গ ॥ সহচরিগণ সব আনন্দে ভাস। দুহুঁ মুখ হেরই নরোত্তম দাস ॥

অবহু রাজপথে পুরজন জাগি। চাঁদ-কিরণ জগমণ্ডলে লাগি ॥ রহিতে সো স্থল নাহি নৌতুন লেহ। হেরি হোর সুন্দরী পড়ল সন্দেহ ॥ কামিনী করল

কত্তরে প্রকার। পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার॥ ধর্ম্মিল্ল লোল ঝুট করি বন্ধ। পহিরণ বসন আসন করি ছন্দ॥ অম্বরে কুচ নহি সম্বরু ভেল। বাজনযন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥ ঐছন মিলল কুঞ্জক মাঝ। হেরি না চিহ্নই নাগররাজ॥ হেরইতে মাধব পড়িলহি ধন্ধ। পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥ বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি। উপজল কত কত মনমথ কেলি॥

শ্রীরাধিকার অভিসার।

যা পর্য্যুৎসুকচিত্তাভিমদনেন মদেন চ। আত্মনাভিসরেৎ কান্তং সা ভবেদভিসারিকা॥ অস্যার্থ—যে কামিনী উৎসুকচিত্তা হইয়া মদনোন্মাদ দ্বারা কান্তের নিকট আপনাপনি যায়, তাহার নাম অভিসারিকা॥

ধনাশ্রী

ত্বং কুচবল্গিত-মৌক্তিক-মালা। স্মিতসান্দ্রীকৃত শশিকর-জালা। হরি-মভিসর সুন্দরি সিতবেশা। রাকা-রজনী রজনি-গুরুরেষা॥ পরিহিতমাহিষ-দধিরুচিসিচয়া। বপুরর্পিত-ঘনচন্দন-নিচয়া॥ কর্ণকরম্বিত-কৈরব-হাসা। কলিত-সনাতনসঙ্গবিলাসা।

অস্যার্থ। হরি অভিসার আশে সুবেশা সুন্দরী। জ্যোৎস্নাময় সুনির্ম্মল অপূর্ব্ব শর্ব্বরী॥কুচে যুক্ত হইয়াছে গজমুক্তা-হার। হাস্য দ্বারা ঘন অংশু মুখ চন্দ্রিমার॥ করেছেন দেহে ঘন চন্দন লেপন। কর্ণেতে কুমুদ পুষ্প হয়েছে ভূষণ॥ মহিষের দধি দীপ্তি জিনিয়া উজ্জ্বল। পরিলা অপূর্ব্ব বস্ত্র অতি সুকোমল॥ ভূষায় ভূষিত হয়ে মদনোন্মাদিনী। চলিলেন সনাতনসঙ্গ-বিলাসিনী॥

আশাবরি রাগ

হন্ত ন কিমু মন্থরয়সি সম্ভ্রমভিজল্পং। দন্তরুচিরন্তরয়তি সন্তমসমনল্পং॥ রাধে পথি মুঞ্চ ভূরি সম্ভ্রমমভিসারে। চারয় চরণাম্বুরুহে ধীরে সুকুমারে। সন্তনু ঘন-বর্ণমতুল-কুণ্ডল-নিচয়ান্তং। ধান্তং তব ভীরতু নখকান্তিভিরভিসান্তং। স সনাতন-মানসান্ত যাস্তি গতশঙ্কং। অঙ্গীকুরু মঞ্জুকুঞ্জবসতেরলমঙ্কং॥

অস্যার্থ সম্ভ্রম তেজিয়ে রাধে কর অভিসার। চালাও চরণ পথে ধীরে